ভারতীয় অর্থনীতির

আলোচনা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীচিত্ততোষ গাঙ্গুলী, এম. এ.

সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভগের ও চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ; ঢাকা বিশ্ববিত্থালয়ের ভূতপূর্ব অ্যাপক ; Fundamentals of Economic Theory, Studies in Economic Theory, Studies in Indian Economic Problems, Public Administration, Arthanitir Alochana প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

*　　*　　*　　*

অবলম্বিত ব্যবস্থা; ভারতের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যের সাম্প্রতিক অবস্থা; ১৯৫৭ সালের খাদ্য-শস্য তদন্ত 'কমিটির' বিবরণী; ভারতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির গুরুত্ব; রপ্তানি-বৃদ্ধি 'কমিটির' সুপারিশ; দ্বিতীয় 'ফিনান্স' কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ; ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ক; দান-করের চূড়ান্ত রূপ; জন-সংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব; উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির উন্নতি-সাধনের সাহায্যে অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রশ্ন; আর্থ-ব্যবস্থায় স্ফীতির প্রবণতা; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকদের বেকার সমস্যা; ১৯৫৭ সালে ভারতের শিল্পীয় ঋণদান ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী; মূলধন পুনঃ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান; অদূর ভবিষ্যতে ভারতে রপ্তানি-বৃদ্ধির সম্ভাবনীয়তা; ন্যূনতম মজুরি আইন; ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের কার্যাবলী; ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী; অনগ্রসর দেশগুলির মূলধন-সংগঠন সমস্যা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এ।. আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলা, বি. এ. তাঁহার অমূল্য উপদেশ এবং অকুণ্ঠ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আমাকে যে অপরিসীম সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই ভারতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। তাঁহার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।

আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ডের এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে, কারণ এই সংস্করণে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান ও অধুনাতন সমস্যাগুলির এরূপভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের নিকট সমস্যাগুলি সরল ও সুবোধ্য হয়।

১৭ই ভাদ্র,
১৩৬৫ সাল

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ডের **পঞ্চদশ অধ্যায়ের** পর]

পরিকল্পনার মূলাংশ (core)—মূলাংশ রূপায়ণের প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ—মূলাংশ রূপায়ণের সম্ভাবনীয়তা; (২২) পরিকল্পনার পরিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ—পরিকল্পনার সংশোধিত ব্যয়-বিভাজন ও উহার প্রয়োজনে অর্থ-সংস্থান—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি কাট-ছাঁট করার কারণ; (২২-ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'ক'-অংশের সংশোধিত ৪৮০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দের অর্থ-সংস্থান; (২৩) ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ক; (২৪) ১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়ক প্রস্তাবের দান-করের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি? (২৪-ক) দান-কর আইনের চূড়ান্ত রূপ; (২৫) ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যাবলী; (২৬) ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী; (২৭) আর্থ-ব্যবস্থায় স্ফীতির প্রবণতা—দ্রব্য-মূল্যস্তরের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতির কারণ; (২৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের বেকার অবস্থা; (২৮-ক) শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ভারত সরকারের ব্যবস্থা; (২৯) ১৯৫৭ সালে তূলা-বস্ত্র শিল্পের অবস্থা; (৩০) ১৯৫৭ সালে পাটকল শিল্পের অবস্থা; (৩১) ১৯৫৭ সালে চা-শিল্পের' অবস্থা; (৩২) ১৯৫৭ সালে শর্করা-শিল্পের অবস্থা; (৩৩) ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব; (৩৪, উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করিয়া ভারতে অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্যের কি পরিমাণ উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভবপর; (৩৫) বেসরকারী শিল্পগুলির সাহায্যার্থ সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা; (৩৬) ১৯৫৭ সালে ভারতের শিল্পীয় ঋণদান ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের (Industrial Credit and Investment Corporation) কার্যাবলী; (৩৭) মূলধন পুনঃ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Re-Finance Corporation); (৩৮) অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রপ্তানির আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনীয়তা; (৩৯) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'গভর্নর' শ্রীআয়েঙ্গার কর্তৃক ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ পরিস্থিতির মূল্যাবধারণ; (৩৯-ক) বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কট সম্পর্কে শ্রীদেশমুখের বিশ্লেষণ; (৩৯-খ) বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ তহবিলের অত্যন্ত হ্রাস-প্রাপ্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা; (৩৯-গ) ভারতের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যের সাম্প্রতিক অবস্থা; (৪০) ন্যূনতম মজুরি আইন; (৪১) **অনগ্রসর দেশগুলির মূলধন-সংগঠন সমস্যা**

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ষোড়শ অধ্যায়

(প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ের পর)

মুদ্রা-ব্যবস্থা ও বিনিময়

(Currency and Exchange)

Q. State the circumstances that led to the adoption of the Gold Exchange Standard in India. Describe its chief features and indicate the causes of its breakdown during the First World War.

(C. U. B. A. 1935, '43 ; B. Com. 1949 ; B. Com. Currency 1954)

Q. What do you understand by the Gold Exchange Standard ? How does it differ from the Gold Standard ?

(C. U. B. Com. 1955)

ঘটনা-চক্র (Circumstances) :—

১৮৩৫ সালের মুদ্রা আইনের (Currency Act) বলে ভারতে রৌপ্যের 'একধাতুমান' (Silver Mono-metallic Standard) প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুযায়ী রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কনের ('টঙ্কন'—coinage) জন্য টাঁকশালের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি টাঁকশাল হইতে তাহার রৌপ্য বিনা মাশুলে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া লইতে পারিত। ১৮৭৪ সাল অবধি রৌপ্যমান (Silver Standard) বিনা বাধায় চলিতে থাকে। ১৮৭৪ সাল হইতে স্বর্ণের অনুপাতে রৌপ্যের দাম নিম্নলিখিত কারণে কমিতে থাকে :—(১) নূতন রৌপ্যখনির আবিষ্কারের ফলে রৌপ্যের যোগান বাড়িয়া যায় ; (২) ১৮৭৩ সালে জার্মাণী এবং ১৮৭৪ সালে নরওয়ে ও সুইডেন দেশ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন-বন্ধ করিয়া দেয় এবং তজ্জন্য রৌপ্যের

অবাধ মুদ্রাঙ্কন বন্ধ হইয়া যায়—ফলে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য বাজারে আসিয়া পড়ে ; (৩) যে "শারম্যান্" আইনের (Sherman Act) শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ কোটি ৪০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য ক্রয় করা বাধ্যতামূলক ছিল, তাহা ঐ রাষ্ট্র 'বাতিল' করিয়া দেয়—ইহাতেও রৌপ্যের চাহিদা কমিয়া যায় ; (৪) ইউরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র স্বর্ণমান প্রবর্তিত হওয়ায় স্বর্ণের চাহিদা বাড়িয়া যায় ; (৫) এইরূপ অবস্থায় বাণিজ্যের প্রসার হইতে থাকে, এবং স্বর্ণের যোগান কমিতে থাকে। এই সমস্ত কারণের সমবায়ে রৌপ্যের দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়। ১৮৭৫ সালে প্রতি আউন্স রৌপ্যের দাম ছিল ৫৮ 'পেনি,' ১৮৯৯ সালে উহা কমিয়া ২৭ 'পেনিতে' দাঁড়ায় ; রৌপ্যের দাম এইরূপ কমিবার ফলে স্টার্লিং-এর (sterling) সহিত টাকার বিনিময়-মূল্য (exchange value) কমিতে থাকে ;—১৮৭১ সালে টাকার বিনিময়-মূল্য ছিল দুই শিলিং, ১৮৯২ সালে কমিয়া ১ শিলিং ৫ পেন্সে দাঁড়ায়। রৌপ্যের মূল্যহ্রাসের ফলে যে সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা হইল :—(১) 'অবচিত' (depreciated-মূল্যহ্রাসপ্রাপ্ত) রৌপ্য ভারতবর্ষে ও অন্যান্য 'রৌপ্যমানের' দেশগুলিতে যাইতে সুরু করে। লোকে সস্তাদামের রৌপ্য কিনিয়া টাকায় পরিণত করিতে থাকে, ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ও স্টার্লিং'-এর সহিত টাকার বিনিময়-মূল্য কমিয়া যায়। বিলাতের 'দক্ষিণা' (Home Charges)—অর্থাৎ ভারত সরকারের অধীনস্থ ইংলণ্ডে অবস্থিত বৃটিশ কর্মচারীদের বেতন ও উত্তর-বেতন (pension), 'স্টার্লিং' ঋণের সুদ ও ক্রীত পণ্যের মূল্য প্রভৃতি—বাবদ গ্রেটবৃটেনকে ভারত সরকারের অর্থ-প্রদানের ব্যাপারেও এক সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিনিময়ে এক পেনি মূল্য হ্রাসে আয়-ব্যয়কে ঘাটতির পরিমাণ তিন কোটি টাকায় দাঁড়ায় ; (২) টাকার বিনিময়-মূল্য কমিয়া যাওয়ার দরুন বিলাতের 'দক্ষিণার' পরিমাণ বর্ধিত হয় এবং উহা দিবার জন্য দেশবাসীর উপর অধিক কর বসাইতে হয় ; (৩) আমদানি বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়, কারণ আমদানীকৃত পণ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ 'স্বর্ণমানের' দেশগুলি হইতে আসিত ; (৪) ভারতে বৈদেশিক মূলধন-বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়, সুতরাং, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় ; (৫) টাকার বিনিময়-মূল্য কমিয়া যাওয়ায় ভারত সরকারের ইউরোপীয় কর্মচারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাহারা তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে থাকে, কারণ তাহারা তাহাদের

ইংলণ্ডে অবস্থানকারী পরিবারবর্গকে পূর্বে যে পরিমাণ স্টার্লিং পাঠাইত, উহার সম-পরিমাণ 'স্টার্লিং' পাঠাইতে পারিত না।

এইরূপ সংকটপূর্ণ অবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলিতে দেওয়া যায় না, সুতরাং প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার হারশেল 'কমিটি' (Herschell Committee) নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার টাঁকশালে রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেন এবং টাকার বিনিময়-মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সে নির্দিষ্ট করেন। রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় টাকার যোগান কমিয়া যায় এবং উহার বিনিময়-মূল্য বাড়িয়া ১ শিলিং ৪ পেন্স হয়। ১৮৯৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯৮ সাল অবধি সময়কে **পরিবৃত্তির যুগ** (transition period) বলা যাইতে পারে এবং এই সময়ে মুদ্রা-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল, টাকার বিনিময়-মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সে স্থিতিশীল করা—স্বর্ণমুদ্রা ও টাকা যুগপৎ প্রচলিত রাখিয়া 'স্বর্ণমান' (Gold Standard) প্রবর্তন করাই ছিল, ইহার শেষ লক্ষ্য। ১৮৯৮ সাল অবধি বিনিময়-মূল্য ২ শিলিং ৪ পেন্সে স্থায়ী রহিল। 'স্বর্ণমান' প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি (Fowler Committee) নিযুক্ত করিলেন। স্বর্ণের অবাধ সমাগম (inflow) ও নিঃসরণ (নির্গম—outflow) নীতির ভিত্তিতে ভারতে স্বর্ণমান ও মুদ্রা-ব্যবস্থা (Gold Standard and Currency) কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ফাউলার কমিটি সুপারিশ করেন। উক্ত ফাউলার কমিটির সুপারিশগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ :—(১) 'সভ্রেন ও অর্ধ-সভ্রেন, (Sovereigns and Half-Sovereigns) (সভ্রেন হইল স্বর্ণমুদ্রা, যাহাকে ভারতে 'মোহর' বলা হয় এবং যাহার মূল্য =২০ শিলিং) মুদ্রাঙ্কনের জন্য ভারতের টাঁকশালের (Mint) দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, কিন্তু রৌপ্যের বিনা মাশুলে অবাধ মুদ্রাঙ্কন চলিবে না; (২) টাকার বিনিময়-মূল্যের হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং উক্ত হারে 'সভরেন ও অর্ধ-সভ্রেন' বিহিত মুদ্রারূপে (legal tender) পরিগণিত হইবে ; (৩) ভবিষ্যতে রৌপ্যের মুদ্রাঙ্কন হইতে যে-লাভ হইবে, তাহা টাকাকে 'সভ্রেনে' বিনিময়যোগ্য (convertible) করিবার জন্য এক বিশেষ সংরক্ষিত ভাণ্ডারে (special reserve) জমা করা হইবে। ভারত সরকার প্রথমে কমিটির সুপারিশসমূহ পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করেন—'সভ্রেন ও অর্ধ-সভ্রেন' সারা ভারতে

বিহিত মুদ্রায় পরিণত করা হয় এবং রৌপ্যের মুদ্রাঙ্কনে যে লাভ হয়, তাহা দ্বারা স্বর্ণমান সংরক্ষিত ভাণ্ডার (Gold Standard Reserve) নামক তহবিল গঠিত হয়। টাঁকশালে রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় 'অত্যধিক চাপের' (জরুরী অবস্থার—stringency) সৃষ্টি হয়। সরকার 'সভ্রেন' চালু করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার বেশীর ভাগই ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ-অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এবং জনপ্রিয় টাকার 'যোগান' অপর্যাপ্ত হওয়ায় টাকার জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা দেয়। সরকার কাগজী মুদ্রা প্রবর্তন করিতে ও প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে বাধ্য হন। ভারতে কাগজীমুদ্রার মূল্য বাবদ ভারত যে সোনা লণ্ডনের সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিয়াছিল (Paper Currency Reserve—কাগজী মুদ্রার স্বর্ণ সংরক্ষণ ভাণ্ডার), উহা দ্বারা প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য ক্রয় করা হয়। ১৯০০ সালে সরকার ভারতে একটি স্বর্ণের সংরক্ষণ ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু বিলাতের ভারত-সচিব (Secretary of State) সিদ্ধান্ত করেন যে সংরক্ষিত স্বর্ণ (Gold Reserve) লণ্ডনে পাঠাইতে হইবে এবং স্টার্লিং-ঋণপত্রে (Sterling Security) বিনিয়োগ করিতে হইবে। টাকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বর্ণমান সংরক্ষিত ভাণ্ডারে রৌপ্য বিভাগ (Silver Branch of the Gold Standard Reserve) নামে অন্য একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডার গঠন করা হয়। এইরূপে কাগজী মুদ্রার স্বর্ণ-সংরক্ষণ ভাণ্ডার, স্বর্ণমান সংরক্ষিত ভাণ্ডার ও স্বর্ণমান সংরক্ষিত ভাণ্ডারের রৌপ্য বিভাগ গঠিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ভাণ্ডারসমূহের কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

এই সমস্ত উপায় অবলম্বনের ফলে কালক্রমে 'স্বর্ণ-বিনিময়মানের' (Gold Exchange Standard) উদ্ভব হয়—ফাউলার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের 'স্বর্ণমান' প্রবর্তনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ—(Main features) ঃ—ভারতে প্রচলিত স্বর্ণবিনিময় মানের নিম্নলিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান ছিল ঃ—

(১) রূপার টাকা ও কাগজী মুদ্রা লইয়া অভ্যন্তরীণ মুদ্রা-ব্যবস্থা গঠিত ছিল। টাকা 'নিদর্শক' মুদ্রা (token money) হইলেও ইহা আদর্শ মুদ্রা (standard money) ও 'আমহুকুম মুদ্রা' অর্থাৎ অসীম বিহিত মুদ্রা (unlimited legal tender) হিসাবে গণ্য হইত।

(২) অভ্যন্তরীণ লেন-দেনে টাকা স্বর্ণে রূপান্তর করা যাইত না। বৈদেশিক লেন দেন ক্ষেত্রে টাকা ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে স্টার্লিং-এ বিনিময়যোগ্য ছিল।

(৩) (ইংলণ্ডে অবস্থানকারী) ভারত সচিবের 'হুণ্ডি' (Council Bills) ও ভারত সরকারের 'হুণ্ডি' (Reverse Councils) বিক্রয়ের দ্বারা টাকার স্টার্লিং (সোনা) মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে বজায় রাখা হইত। স্বর্ণের উর্ধ্বতর চলমানতা-'বিন্দু' (Upper Specie Point),—অর্থাৎ দেশের মুদ্রার স্বর্ণের সহিত বিনিময়-হার যে'বিন্দুর' উর্ধ্বে উঠিলে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায়—ছিল প্রতি টাকা = ১ শি. ৪$\frac{১}{৮}$ পেন্স। স্বর্ণের নিম্নতর চলমানতা 'বিন্দু' (Lower Specie Point),—অর্থাৎ দেশের মুদ্রার স্বর্ণের সহিত বিনিময়-হার যে 'বিন্দুর' নিম্নে চলিয়া গেল স্বর্ণ দেশে আসিতে আরম্ভ করে—ছিল প্রতি টাকা = ১ শি. ৩$\frac{২৯}{৩২}$ পেন্স। ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থা (balance of payments) অনুকূল ছিল—ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের লেন-দেন ব্যাপারে ভারতকে টাকা দিতে হইত। ইহাতে টাকার চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং ফলে টাকার বিনিময়-মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সের বেশী হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই বৃদ্ধি নিবারণ-কল্পে ভারত-সচিব (Secretary of State) বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের নিকট "প্রতি টাকা = ১শি. ৪$\frac{১}{৮}$ পেন্স" দরে অপরিমিত পরিমাণে ভারত-সচিবের 'হুণ্ডি' (Council Bills) বিক্রয় করেন। ভারত-সচিবের 'হুণ্ডি' (Council Bills) হইল, ভারত সরকারের উপর ভারত-সচিবের আদেশ-পত্র—যে এই 'হুণ্ডি' উপস্থাপিত করিবে, তাহাকে 'হুণ্ডিতে' উল্লিখিত টাকা ভারত সরকারকে দিতে হইবে। সুতরাং, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দিবার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন, তাহার সবই বিদেশী ব্যবসায়িগণ "ভারত-সচিবের হুণ্ডি" ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিত, এবং বিনিময়-হারও ১ শিলিং ৪$\frac{১}{৮}$ পেন্সের উপরে উঠিত না। দেনা-পাওনার সাম্য (Balance of payments) ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইলে ভারতীয় ব্যবসায়ী-দিগকে স্টার্লিং-এ বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য অর্থ দিতে হইত। ইহাতে স্টার্লিং-এর চাহিদা বাড়িয়া যাইত এবং ফলে টাকার বিনিময়-মূল্যের হার কমিয়া যাইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিত। টাকার এই বিনিময়-মূল্যের হ্রাস-প্রাপ্তির নিবারণকল্পে ভারত সরকার "প্রতি টাকা = ১ শিলিং ৩$\frac{২৯}{৩২}$ পেন্স"—এই দরে প্রচুর পরিমাণ "ভারত সরকারের হুণ্ডি" (Reverse Councils)

বিক্রয় করিতেন। "ভারত সরকারের 'হুণ্ডি' হইল, ভারত সচিবের উপর ভারত সরকারের এই মর্মে প্রদত্ত আদেশ-পত্র যে, উক্ত 'হুণ্ডি' যে-কেহ উপস্থাপিত করিবে, ভারত সচিব 'হুণ্ডিতে' উল্লিখিত স্টার্লিং তাহাকে দিবেন। সুতরাং বিদেশী ব্যবসায়ীদের দিবার জন্য যত স্টার্লিং-এর প্রয়োজন হইত, ভারতীয় ব্যবসায়িগণ তাহার সবই "ভারত সরকারের হুণ্ডি" (Reverse Councils) ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিত এবং টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৩$\frac{২৯}{৩২}$ পেন্সের নীচে নামিতে পারিত না। যাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয়, তজ্জন্য দুইটি 'সংরক্ষিত' তহবিল (Reserve) রাখা হইত—একটি ভারতে প্রধানতঃ টাকার 'সংরক্ষিত' তহবিল, আর একটি লণ্ডনে প্রধানতঃ স্টার্লিং-এর 'সংরক্ষিত' তহবিল।

স্বর্ণমান ও স্বর্ণবিনিময়মানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Gold Standard and Gold Exchange Standard) :—

স্বর্ণমানে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও অন্যান্য মুদ্রা প্রচলিত থাকিতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে উক্ত মুদ্রা নির্দিষ্ট হারে সর্বদাই অবাধে স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত করা চলে। বিনিময়-হার অব্যাহত রাখার জন্য কোন কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন হয় না—স্বর্ণের আগম ও নির্গমের (inflow and outflow) মাধ্যমে বিনিময়-হারের 'উঠানামা' স্বতঃই সংশোধিত হইয়া যায়।

স্বর্ণবিনিময়মানে (Gold Exchange Standard) আভ্যন্তরীণ মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণের স্থান নাই, ইহাতে অন্যান্য ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকে। অভ্যন্তরীণ লেন-দেনে এইসব ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায় না। বৈদেশিক লেন-দেন ব্যাপারে দেশের মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রদান করা হয় না—প্রদত্ত হয় স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য যে কোন বিদেশী মুদ্রা। প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রাকে স্বর্ণে যাহাতে রূপান্তর করা যায়, তজ্জন্য বিদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে স্বর্ণের 'সংরক্ষিত' তহবিল (Gold Reserve) রাখা হয়। স্বর্ণমানের ন্যায় স্বর্ণবিনিময়মানে স্বর্ণের আগম ও নির্গমের মাধ্যমে বিনিময়-হারের 'উঠা-নামা' স্বতঃই সংশোধিত হয় না; —বিনিময়-হার রক্ষার জন্য কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন হয়, যেমন ভারতবর্ষে বিনিময়-হার অপরিবর্তিত ও স্থায়ী রাখিবার জন্য 'ভারত সচিবের হুণ্ডি' ও 'ভারত সরকারের হুণ্ডি' (Councils and Reverse

councils) বিক্রয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। স্বর্ণবিনিময়মানে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বর্ণের প্রয়োজন হয় না বলিয়া স্বর্ণবিনিময়মানে স্বর্ণমান অপেক্ষা স্বর্ণের প্রয়োজন কম হয়।

স্বর্ণবিনিময়মানের কার্যধারা অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়; স্বর্ণমানের ন্যায় ইহা জনপ্রিয়ও নয়।

স্বর্ণবিনিময়মানের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of the Gold Exchange Standard):—

স্বর্ণমানের সকল সুবিধাই স্বর্ণবিনিময়মানে পাওয়া যায় বলিয়া দাবি করা হয়, উপরন্তু স্বর্ণমানের ন্যায় ইহা ব্যয়বহুল নয়। ইহাতে বিনিময়-হারের স্থিরতা রক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়; অনুন্নত ও স্বল্প-উন্নত দেশসমূহের পক্ষে স্বর্ণবিনিময়মান বিশেষ উপযোগী, কারণ এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমানের ন্যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না।

ভারতবর্ষে যে স্বর্ণবিনিময়মান প্রচলিত ছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত ত্রুটি-গুলি দেখা গিয়াছিল:—

(১) এই ব্যবস্থা এতই জটিল ও দুর্বোধ্য যে, জনসাধারণ সহজে উহা বুঝিতে পারিত না; (২) বিভিন্ন 'সংরক্ষিত' তহবিল থাকায় সাংঘাতিক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিভিন্ন 'সংরক্ষিত' তহবিল প্রধানতঃ বিনিময়ের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হইত,—যে উদ্দেশ্যে এই সব তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্যে উহারা বিশেষ ব্যবহৃত হয় নাই। (৩) মুদ্রা ও ঋণ-দান ব্যবস্থার একীভূত নিয়ন্ত্রণ ছিল না, (মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতেন সরকার আর ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিত 'ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক'); (৪) মুদ্রার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের কোন স্বয়ংক্রিয় (automatic) ব্যবস্থা ছিল না; (৫) এই ব্যবস্থায় 'স্থিতিস্থাপকতারও' (elasticity) স্থান ছিল না; ফসলের মরসুমে মুদ্রার (crop season) বর্ধিত ন্যায্য চাহিদা মিটাইবারও কোন ব্যবস্থা ছিল না; (৬) কাগজী মুদ্রার 'সংরক্ষণ' তহবিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, 'নোটের' (Notes-কাগজী মুদ্রা) বিনিময়ে মুদ্রা প্রদান করা; অতএব এই তহবিল লণ্ডনে রাখিবার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহাতে 'নোটের' উপর মানুষের আস্থা কমিয়া যায়; এবং (৭) ভারতের বিনিময় ব্যাপারে ভারত-সচিব যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন, তাহা কোনপ্রকারেই সমর্থন করা যায় না। "তিনি যে স্বার্থের পরিবেষ্টনীর

মধ্যে বাস করিতেন এবং তিনি স্বাভাবিক যে স্বার্থের অধীন ছিলেন, উহা ভারতের চিন্তাধারা ও লক্ষ্যের অনুগামী ছিল না।" সুতরাং, স্বর্ণবিনিময়মান স্বভাবতঃই জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিল।

স্বর্ণবিনিময়মানের বিলুপ্তি বা বৈকল্য (Breakdown of the Gold Exchange Standard) :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জনসাধারণের আস্থায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং তাহারা 'নোট' ভাঙ্গাইতে ও ব্যাঙ্কের আমানত তুলিয়া লইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় স্বর্ণ-সংভারের(Gold Stock) উপরও চাপ বৃদ্ধি পায়। সরকার অবশ্য শান্তভাবে এবং সাহসভরে এই অবস্থার সম্মুখীন হন এবং জনসাধারণের আস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু রৌপ্যের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে ভারতকে এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। রৌপ্যের যোগান মেক্সিকোব অন্তর্বিপ্লবের জন্য অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় এবং রৌপ্যের উৎপাদন-ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় রৌপ্যের মূল্য এরূপ অত্যধিক বৃদ্ধি হয়; অপর পক্ষেও স্বর্ণের স্থলে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহারের জন্য রৌপ্যের চাহিদা সারা পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও চীনে, অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। যুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য মিত্রপক্ষের নিকট ভারতীয় পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। জাহাজে স্থানাভাব ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য আমদানি কমিয়া যায়। ইহার 'নীট' (Net) ফল এই দাঁড়ায় যে, ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of trade) খুবই অনুকূল হয়। এতদ্ব্যতীত অধিরাজ্য (Dominions) ও উপনিবেশসমূহের (Colonies) ভারতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য উহাদের 'তরফে' ভারতকে আবশ্যক অর্থ সংস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় টাকার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। রৌপ্যের মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে (১৯১৫ সালে ১ আউন্স রৌপ্যের দাম ছিল ২৭ পেন্স; উহা বাড়িয়া ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫৫ পেন্স এবং ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৮৯ পেন্স হয়) ভারত সরকারের পক্ষে 'ভারত-সচিবের হুণ্ডি' (Council Bills) বাবদ "১ শি. ৪ পেন্স = ১ টাকা-হারে টাকা, দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে; অনেক বেশী দামে রৌপ্য ক্রয় করিতে হইত বলিয়া ভারত সরকারকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। টাকার "অভিহিত" মূল্যের (face value) চেয়ে নিহিত-মূল্য বা ধাতু-মূল্য (intrinsic value)

অধিক হওয়ায় লোকে টাকা গলান (melting) লাভজনক মনে করিতে লাগিল—ইহাতে অবস্থা আরও বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। এই সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইতে ভারত সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেমন—(১) "ভারত সচিবের হুণ্ডি"-বিক্রয় সীমাবদ্ধ করিয়া বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ; (২) প্রতি টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হার ৩ শি. ৫ পেন্সে বর্ধিতকরণ; (৩) রৌপ্য মূল্যের বৃদ্ধির সহিত বিনিময়-হার বর্ধিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা; (৪) টাকার বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য রৌপ্য ক্রয়; (৫) রৌপ্যের ব্যবহারে মিতব্যয়িতা; (৬) কাগজী মুদ্রার প্রবর্তন; এবং (৭) যাহাতে ব্যয় যতদূর সম্ভব কম করা যায়, উহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন। ইহার পর ১৯২০ সালে ব্যবিংটন্-স্মিথ্ (Bobintonsmith) কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রতি টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হার ২ শিলিং-এ স্থায়ী করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯২০ সালের জুন মাসের শেষাশেষি ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (balance of trade) প্রতিকূল হইয়া পড়ে; ইহার ফলে স্টার্লিং-এর চাহিদা অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং বিনিময়ের বাজার-হার (market rate of exchange) ২ শিলিং-এর নীচে নামিয়া যায়। বাজার-হার হইতে সরকারী হার অধিক রাখিবার জন্য সরকারকে "ভারত সরকারের হুণ্ডি" (Reverse councils) বিক্রয় করিতে হয়—ইহার ফলে ভারত সরকারের ৩৫ কোটি টাকা 'লোকসান' হইয়া পড়ে। বিনিময়-হারের স্থিরতা বজায় রাখিতে না পারায় সরকার বিনিময়-হারের স্থিরতা রক্ষা করার সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া "সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার নীতি" (policy of masterly inactivity) গ্রহণ করেন—বিনিময়-হারকে স্বীয় গতি-পথে চলিতে দেওয়া হয়। ইহার জন্যই প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণবিনিময়-মানের (Gold Exchange Standard) অবলুপ্তি ঘটে।

Q. Describe the circumstances that led to the establishment of the Gold Bullion Standard in India. (C. U. B. Com. Currency, 1952).

Q. Explain the Scheme of the God Bullion Standard, as recommended by the Hilton Young Commission. (C. U. B. Com. Currency, 1956).

ঘটনা-চক্র (Circumstances) ঃ—(বিশেষ দ্রষ্টব্য) ঃ—প্রথমে পূর্বে বর্ণিত স্বর্ণবিনিময়মানের অবলুপ্তির কারণগুলি লিখিত হইবে, তাহার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবতারণা করিতে হইবে।)

সরকার কর্তৃক প্রতি টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হার ১ শিলিং-এ স্থায়ী করিতে না পারায় বণিকগোষ্ঠীর ভয়ানক ক্ষতি হয় এবং বহু আমদানিকারক সম্পূর্ণ 'দেউলিয়া' (Bankrupt) হইয়া যায়। স্যার্ স্ট্যান্‌লি রিড্ (Sir Stanely Reed) মন্তব্য করিয়াছেন, "যে নীতির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল বিনিময়-হারের স্থিরতা-সাধন, সে নীতি একটি সমৃদ্ধ দেশের বিনিময়-হারে সর্বাধিক হ্রাস-বৃদ্ধির (Fluctuations) সৃষ্টি করিয়াছিল, বাণিজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলতা আনিয়াছিল, সরকারের প্রভূত 'লোকসান' করাইয়াছিল এবং শত শত বৃহৎ ব্যবসায়ীদিগকে নিঃস্ব করিয়াছিল।" ইহা সত্ত্বেও সরকার নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় ছিলেন। অবশেষে চারিদিক হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-উপরোধ আসিবার পর ১৯২৫ সালে সরকার সমস্ত পরিস্থিতির তদন্ত করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯২৫ সালের ২৫শে আগস্ট সরকার ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থার এক রাজকীয় 'কমিশন' (Royal Commission) নিয়োগ করেন—এই 'কমিশন' জনসাধারণের নিকট হিল্‌টন্-ইয়ং (Hilton Young) 'কমিশন' নামে পরিচিতি। এই 'কমিশনের' কার্যাবলী ছিল, ভারতের উপযোগী এক মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রস্তাব করা, টাকা ও স্টার্লিং-এর বিনিময়-হার সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা এবং এক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করা। স্বর্ণবিনিময়-মান (Gold Exchange Standard) এবং স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন সহ স্বর্ণমান (Gold Standard) ছাড়াও অন্যান্য প্রকার প্রস্তাবিত মুদ্রা-ব্যবস্থার বিষয় এই 'কমিশন' বিবেচনা করিয়াছিলেন। 'কমিশন' স্বর্ণবিনিময়-মানের প্রস্তাব সরাসরি (summarily) প্রত্যাখ্যান করেন। 'কমিশন' স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ব্যতিরেকে এক ধরনের প্রকৃত 'স্বর্ণমান' মুদ্রা-ব্যবস্থার সুপারিশ করেন —ইহাই হইল স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard)। এই স্বর্ণ-পিণ্ডমান ব্যবস্থার প্রস্তাবের সারমর্ম হইল,—"বর্তমানে ভারতে 'নোট' ও রূপার টাকার যে সাধারণ প্রচলন রহিয়াছে, তাহাই থাকিবে এবং স্বর্ণের সহিত প্রচলিত মুদ্রার মূল্যের স্থিরতা রক্ষার জন্য 'চালু' 'নোট' ও রূপার টাকা সকল উদ্দেশ্যেই স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য (Convertible) হইবে, কিন্তু

এই স্বর্ণ মুদ্রা-হিসাবে প্রচলিত হইবে না। এই স্বর্ণ মুদ্রা-হিসাবে আদিতে কিছুতেই প্রচলিত হইবে না এবং কখনও মুদ্রা-হিসাবে ইহার প্রচলনের প্রয়োজনও নাই।” ‘কমিশনের’ মতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করা হইলে স্বর্ণের ‘সংরক্ষিত’ ভাণ্ডার হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া ‘ঋণ-গঠন ক্ষেত্রে (credit-structure) অনমনীয়তার সৃষ্টি হইবে।

‘কমিশন’ যে স্বর্ণপিণ্ডমান ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন, উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লেখা হইল ঃ—

(১) মুদ্রাব্যবস্থার কর্তৃপক্ষগণের অপরিমিত পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করিতে আইনগত বাধ্য-বাধকতা থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ৪০০ আউন্সের কম হইতে পারিবে না, এবং স্বর্ণের সহিত টাকার যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করা হইবে, সেই নির্দিষ্ট হারে ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে —সরকার কর্তৃক যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, উহা হইল, ১ টাকা =৮·৪৭ ‘গ্রেন’ বিশুদ্ধ সোনা অর্থাৎ ১ টাকা=১ শিলিং ৬ পেন্স। (২) টাকাকে স্বর্ণের সহিত ‘সংগ্রথিত’ করিতে (Linked) হইবে—স্টার্লিং বা অন্য কোন মুদ্রার সহিত নয়। (৩) মুদ্রার সম্প্রসারণ (expansion) ও সংকোচন (contraction) ‘আপনা-আপনি’ সাধিত হইবে—যখন স্বর্ণপিণ্ডের বিনিময়ে টাকা বা ‘নোট’ দেওয়া হইবে, তখন মুদ্রার সম্প্রসারণ হইবে, আবার যখন টাকা ও ‘নোটের’ বিনিময়ে স্বর্ণপিণ্ড প্রদান করা হইবে, তখন মুদ্রার সঙ্কোচন হইবে। (৪) টাকা শুধু স্বর্ণপিণ্ডে রূপান্তরযোগ্য হইবে—স্বর্ণমুদ্রায় নয়। ‘সভ্রেন্’ ও ‘অর্ধ-সভ্রেন্’ (Sovereign and half-Sovereigns) ‘বিহিত মুদ্রা’ (legal tender—‘চলৎসিক্কা’) হিসাবে থাকিবে না, অর্থাৎ লেন-দেনে উহাদিগকে মুদ্রা হিসাবে কাজে লাগান যাইবে না। স্বর্ণ-সঞ্চয়মূলক প্রমাণ-পত্র (Gold Savings Certificates) বিলি করা হইবে—ইহার উদ্দেশ্য হইল লোকদের ‘মজুত’ সোনা বাহির করিয়া লইয়া আসা। (৫) ‘নোটগুলিকে’ রূপার টাকায় পরিবর্তিত করার বাধ্যবাধকতা থাকার দরুন অব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে—সুতরাং উহা দূরীভূত করিতে হইবে। যে সকল ‘নোট’ ‘চালু’ রহিয়াছে, উহাদের টাকায় রূপান্তর করার প্রতিজ্ঞা (Promise) বজায় থাকিবে, কিন্তু এ নিয়ম এক-টাকার ‘নোটগুলি (one-rupee notes) সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না—‘কমিশন’ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ‘এক-টাকার নোট’ ছাপাইয়া উহার পুনঃ-প্রচলন করিতে

হইবে এবং এই এক-টাকার 'নোট'-গুলি 'সম্পূর্ণ বিহিত মুদ্রা' (Full legal tender) হিসাবে গণ্য হইবে। (৬) যাহাতে "কাগজী মুদ্রার" জামিনের 'সরক্ষিত' ভাণ্ডার" (Paper Currency Reserves) ও "স্বর্ণমানের সুরক্ষিত কোষের" (Gold Standard Reserve) মধ্যে গোলযোগের (Confusion) সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য উক্ত দুইটি ভাণ্ডার একত্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। (৭) উক্ত নূতন সংযুক্তীকৃত (Combined) 'সংরক্ষিত ভাণ্ডার' এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে মুদ্রার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের (expansion and contraction) স্বতঃ-সংঘটন (automatic) সম্ভবপর হয়। (৮) আনুপাতিক হারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা (Proportional Reserve system) এমন হইবে যে, স্বর্ণ-জমানতের (Gold Securities) পরিমাণ সংরক্ষিত তহবিলের শতকরা ৩০ ভাগের কম না হয়। স্বর্ণের কোষ এমনভাবে সংরক্ষিত হইবে, যাহাতে মুদ্রাব্যবস্থার কর্তৃপক্ষগণ 'নোটগুলিকে' স্বর্ণে রূপান্তর করিয়া দিতে, স্বর্ণ-জমার প্রমাণ-পত্রগুলি (Gold Certificates) স্বর্ণে 'ভাঙ্গাইয়া দিতে' (encash) সক্ষম হন এবং যাহাতে কর্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিলে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিবার সুযোগ পান। ( ) 'সংরক্ষিত ভাণ্ডারে' রৌপ্যের পরিমাণ ৮৫ কোটি টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় কমাইয়া দিতে হইবে, কারণ রৌপ্যের 'সংরক্ষণ' স্বর্ণমান ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সরকার 'হিল্টন্-ইয়ং' (Hilton-Young) 'কমিশনের' সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়া ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের মুদ্রা-আইন (Currency Act) প্রবর্তিত করেন। এই আইনে প্রতি টাকার বিনিময়-হার ১ শি. ৬ পেন্স ধার্য করা হয় এবং সরকারের উপর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আইনগত দায়িত্ব আরোপিত হয় :—

(ক) প্রতি তোলা (tola) স্বর্ণের মূল্য ২১ টাকা ৩ আনা ১০ পাই দরে (অর্থাৎ ১ টাকা=৮.৪৭ গ্রেন বিশুদ্ধ সোনা) বোম্বাই 'টাঁকশালে' (Mint) অপরিমিত পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে ;

(খ) ৪০০ আউন্স পরিমাণ সোনার কম নয়, এমন পরিমাণ স্বর্ণের চাহিদা হইলে সরকারকে উঁহার ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণ অথবা স্টার্লিং উক্ত হারে বিক্রয় করিতে হইবে।

যে মুদ্রামান এই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল, উহাকে "স্টার্লিং-

বিনিময়মান সহ স্বর্ণপিণ্ডমান" (Gold Bullion Standard cum Sterling Exchange Standard) বলা উচিত, কারণ এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক মূল্য-পরিশোধ ব্যাপারে সরকার স্বর্ণের পরিবর্তে স্টার্লিং দিতে পারিবেন। স্টার্লিং-এর বিক্রয়-দর প্রতি টাকা=১ শি. ৫$\frac{49}{64}$ পেন্স নির্দিষ্ট করা হয়।

স্বর্ণপিণ্ডমানের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of the Gold Bullion Standard) :—সুবিধা :—স্বর্ণপিণ্ডমানে স্বর্ণমানের সকল সুবিধা বর্তমান এবং ইহাতে স্বর্ণমানের অসুবিধাগুলি নাই। স্বর্ণমান অত্যন্ত ব্যয়-বহুল, কারণ স্বর্ণমানে প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকে; কিন্তু স্বর্ণপিণ্ডমানে "স্বর্ণমুদ্রা-হিসাবে আদিতে কিছুতেই প্রচলিত হইবে না কখনও মুদ্রা-হিসাবে ইহার প্রচলনের প্রয়োজনও নাই।" সুতরাং, স্বর্ণপিণ্ডমানে স্বর্ণের ব্যবহারের সাশ্রয় হয়। স্বর্ণমানের ন্যায় স্বর্ণপিণ্ডমানে মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর লোকের আস্থা থাকে এবং প্রচলিত মুদ্রাকে বিধিবদ্ধ হারে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায় বলিয়া বিনিময়-হারের স্থিরতা (Stability) রক্ষিত হয়। এই স্বর্ণপিণ্ডমান স্বর্ণবিনিময়মান (Gold Exchange Standard) অপেক্ষা শ্রেয়; কারণ স্বর্ণবিনিময়মানে (Gold Exchange Standard) অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে প্রচলিত মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায় না, যেমন স্বর্ণপিণ্ডমানে করা যায়। স্বর্ণপিণ্ডমান স্বর্ণবিনিময়মান (Gold Exchange Standard) অপেক্ষা অধিকতর সরল ও বোধগম্য ব্যবস্থা। স্বর্ণ-বিনিময়-মানে মুদ্রার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন স্বয়ংক্রিয় ছিল না, স্বর্ণপিণ্ডমানে এই স্বয়ংক্রিয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বর্ণপিণ্ডমান পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণমান ব্যবস্থার প্রবর্তনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে।

অসুবিধা :—স্বর্ণবিনিময়মানে (Gold Exchange Standard) যে সব ত্রুটি ছিল, উহাদের কতকগুলি ত্রুটি স্বর্ণপিণ্ডমানেও ছিল। এই স্বর্ণপিণ্ডমানে এক 'নিদর্শক' মুদ্রাকে (token money) অন্য এক 'নিদর্শক' মুদ্রায় রূপান্তর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কারণ টাকা রূপার উপর মুদ্রাঙ্কিত 'নোট' ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু একই সংরক্ষিত তহবিলকে দ্বিভাবাপন্ন করা হইয়াছিল। মুদ্রা-প্রচলনে স্বর্ণের আগমন নিরোধ করিবার জন্য 'সভ্‌রেন' ও 'অর্ধ-সভ্‌রেনকে' মুদ্রা-বিচ্যুতি (de-monetisation) ও মুদ্রাকে শুধু স্বর্ণপিণ্ডে রূপান্তর-যোগ্য করায় জনসাধারণের 'সাড়া' (চেতনাসূচক

প্রতিক্রিয়া—response) পাওয়া যায় নাই—জনগণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন সহ পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণমান ব্যবস্থা চাহিয়াছিল, এবং এই পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণমান ব্যবস্থার প্রবর্তন ডাঃ ক্যান্নান্ ও ডাঃ গ্রেগরীর (Dr. Cannan and Dr. Gregory) মত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বর্ণমান ব্যবস্থাকে বিলাসিতামূলক ব্যবস্থা বলা চলে না। (মুদ্রার বিনিময়ে) স্বর্ণপিণ্ড বিক্রয়ের যে ন্যূনতম পরিমাণ, ৪০০ আউন্স, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে স্বর্ণপিণ্ড ক্রয় করা সাধারণ লোকের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল; সুতরাং, বাস্তবপক্ষে সাধারণ লোকের মুদ্রা স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য ছিল না। "যখন বিনিময়-হার 'স্বর্ণের চলমানতার ঊর্ধ্বতর বিন্দুর' (upper gold point—অর্থাৎ বিনিময়-হার যে 'বিন্দুর' ঊর্ধ্বে উঠিলে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায়, সে বিন্দুকে স্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দু বা স্বর্ণের চলমানতার ঊর্ধ্বতর 'বিন্দু' বলা হয়) নীচে ছিল, তখন বোম্বাই এর বিনিময়-দর অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক দরে লণ্ডনে স্বর্ণ-বিক্রয়ের প্রস্তাব লণ্ডনে সোনা পাঠাইতে উৎসাহ প্রদান করিবে। এ ব্যবস্থার এই বলিয়া প্রতিবাদ করা হইয়াছিল যে, স্বর্ণ-বিনিময়-মানের (Gold Exchange Standard) একটি ত্রুটি স্বর্ণপিণ্ডমানে চিরস্থায়ী করা হইবে।"

বিনিময়-হার সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক বা মতভেদ (The Ratio Controversy) :—'কমিশন' যে বিনিময়-হার ১ শি. ৪ পেন্সের পরিবর্তে ১শি. ৬ পেন্স নির্দিষ্ট করিবার সুপারিশ করিয়াছেন, উহাদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক আপত্তি উঠিয়াছে। বিনিময়-হার ও দ্রব্যমূল্য 'বেশ' অধিক-কাল পর্যন্ত স্থিরাবস্থায় থাকাতে 'কমিশন' ধারণা করিয়াছিলেন, ভারতের মূল্য ও মজুরি-স্তর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মূল্য ও মজুরি-স্তরের সহিত 'সমন্বয়িত' (adjusted) হইয়াছিল, সুতরাং বিনিময়-হার পুনরায় ১শি. ৪ পেন্স করা হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যবহারকদের উপর অনাবশ্যক বোঝা চাপান হইবে; ইহার দরুন ভারতের প্রদেয় (লণ্ডনে স্থিত ভারত সচিবের দপ্তর-সংক্রান্ত, লণ্ডনের ভারতীয় প্র-মহাধ্যক্ষের—High Commissioner—দপ্তর-সংক্রান্ত, অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারিগণের উত্তর বেতন—pension ইত্যাদি বাবদ) 'বিলাতের দক্ষিণার' (Home charges) বোঝাও বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত বিনিময়-হার (১ শি. ৪ পেন্স) প্রবর্তিত হইলে শ্রমিকদের 'প্রকৃত মজুরিও' (real wages) কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস (Sir Purushattamdas Thakurdas) তাঁহার ভিন্নমত-প্রকাশক বিবরণীতে বলেন ‘কামশন’ বিনিময়-হার ১শি. ৬ পেন্সে বৃদ্ধি করার সুপারিশ করিয়া কেবল সরকারের অভিলাষ অনুসারে কার্য করিয়াছেন ;—মূল্যস্তর ১ শি. ৬ পেন্সের বিনিময়-হারের উপযোগী হয় নাই। ১ শি. ৬ পেন্স বিনিময়-হার গ্রামীণ ঋণিতার (rural indebtedness) বোঝা বৃদ্ধি করিবে এবং দেনাদারদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক বলিয়া কৃষকেরা অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তিনি আরও বলেন, মূল্য ও মজুরি-স্তর এক:বৎসরের অধিক কাল স্থিরাবস্থায় (stable) রহিয়াছে বলিয়া ১ শি. ৬ পেন্স বিনিময়-হারের স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহার কোন গুরুত্ব নাই, কারণ পৃথিবীর মজুরি ও মূল্যস্তরের সহিত ভারতের মজুরি ও মূল্যস্তরের সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার পক্ষে এক বৎসর সময় একেবারেই অপর্যাপ্ত। তিনি বলেন, ১ শি. ৬ পেন্স বিনিময়-হার রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে এবং আমদানি-বাণিজ্যে অযথা উৎসাহ প্রদান করিবে। ১ শি. ৬ পেন্স বিনিময়-হারের দরুন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘অবসারের’ (deflation) লক্ষণ দেখা দিয়াছিল এবং বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল। ১৯২৯-৩৩ সালের ‘মন্দার’ (**depression**) এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের ‘সংকট ও প্রতিনিবৃত্তির (**crisis and recession**) সময় এই উচ্চতর বিনিময়-হারের কুফল অধিকতর মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা হউক, ভারতের জনসাধারণ ১ শি. ৬ পেন্স বিনিময়-হার প্রবর্তনের প্রতি যখন বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল, তখন দেশে ঘোরতর অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া ১ শি. ৪ পেন্স বিনিময়-হারের উপর ইচ্ছাকৃত (খুশিমত) হস্তক্ষেপ করার কোন ন্যায়সঙ্গত হেতুই ছিল না। যখন উচ্চতর বিনিময়-হারের (১ শি. ৬ পেন্স) দরুন দেশ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে নাই, তখন ১ শি. ৬ পেন্স বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই বলা চলে।

Q. Describe the main features of the Sterling Exchange Standard of India. What are its merits & defects ? (C. U. B. A. 1941, '43)

Q. Examine critically the working of the Sterling Exchange Standard in India during the Second World War. (C. U. B. Com. 1949, '50)

ভারতে স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) স্থাপিত হইবার পর ১৯২৯ সালে পৃথিবীব্যাপী 'মন্দা' (depression) দেখা দেয়; গ্রেট্‌বৃটেনের পাওনাদারগণ ব্যাঙ্ক হইতে অত্যধিক পরিমাণে স্বর্ণ উঠাইয়া লন—ফলে ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের স্বর্ণ-সংরক্ষণ ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন গ্রেট্‌বৃটেন সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্ণমান প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়--ঐ তারিখেই ভারতের রাষ্ট্রপাল (Governor-General) এক অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করিয়া স্বর্ণ বিক্রয়ের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া লন এবং আর একটি অধ্যাদেশ জারি করিয়া ভারতে নিয়ন্ত্রিত 'স্টার্লিং-বিনিময়-মান' (Controlled Sterling Exchange Standard) প্রবর্তন করেন। এই অধ্যাদেশের শর্ত ছিল, স্বাভাবিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে, ১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের পূর্বের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত রক্ষা করিতে, এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে প্রতি টাকার বিনিময়ে ১ শি. ৫$\frac{৪৯}{৬৪}$ পেন্স হারে স্টার্লিং বিক্রয় করিতে হইবে—অর্থাৎ টাকাকে স্টার্লিং-এর সহিত 'সংগ্রথিত' করা হয় এবং স্টার্লিং-এর বিনিময়-হার প্রতি টাকায় ১ শি.৫$\frac{৪৯}{৬৪}$ পেন্স করা হয়। স্বর্ণপিণ্ডমানের পরিবর্তে ভারতে 'স্টার্লিং-বিনিময়-মান' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 'রিজার্ভ, ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয়। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ধারা অনুসারে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে চাহিবামাত্র প্রত্যেক লোকের নিকট স্টার্লিং বিক্রয় করিতে হইত এবং বিনিময়হার প্রতি টাকায় ১ শি. ৫$\frac{৪৯}{৬৪}$ পেন্সের কম হইতে পারিত না; উক্ত আইনের ৪১ ধারা অনুযায়ী 'রিজার্ভ'ব্যাঙ্ককে যে হারে লোকদের নিকট হইতে স্টার্লিং ক্রয় করিতে হইত, উহা প্রতি ১ শি ৬$\frac{৩}{১৬}$ পেন্সের বিনিময়ে এক টাকার কম হইতে পারিত না—সুতরাং বিনিময়-হার ১ টাকা = ১শি. ৫$\frac{৪৯}{৬৪}$ পেন্স ও ১ টাকা = ১শি. ৬$\frac{৩}{১৬}$ পেন্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের বলে 'স্টার্লিং বিনিময়-মান' আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে।

১ টাকা = ১ শি. ৬ পেন্স হারে টাকার সহিত স্টার্লিং বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপন করার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against linking the rupee to Sterling at 1s.-6d.) :—টাকার সহিত স্টার্লিং-এর বিনিময়-সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হারে স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় কি না—

এ সম্বন্ধে গুরুতর তর্ক-বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছিল। সরকার উক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়াছেন :—

(১) টাকার বিনিময়-মূল্যের গতি অপ্রতিহত রাখিয়া উহার বিনিময়-মূল্যে স্থিরাবস্থার অভাবের ঝুঁকি লওয়া অপেক্ষা 'স্টার্লিং-এর' সহিত টাকা 'সংগ্রথিত' (link) করা শ্রেয়ঃ ; (২) ভারতকে প্রতি বৎসর বহু 'স্টার্লিং' বৃটিশ-সরকারকে শাসন-ব্যবস্থার জন্য প্রদান করিতে হয়, 'স্টার্লিং-এর সহিত টাকার সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 'স্টার্লিং' সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় ; (২) 'স্টার্লিং-টাকার' বিনিময়-হারে স্থিরতা না থাকিলে ভারতের আয়-ব্যয়ক বিনিময়-ক্ষেত্রে জুয়াখেলার সামিল হইবে ; (৪) ভারতের মত 'দেনাদার' (debtor) দেশকে টাকার বিনিময়-মূল্যের গতি অবাধ রাখা সম্ভবপর নয় ; (৫) ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই ইংল্যাণ্ডের এবং অন্যান্য 'স্টার্লিং' ব্যবহারকারী দেশের সহিত সংযুক্ত—সুতরাং ভারতের বহির্বাণিজ্যের স্বার্থে এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় ; (৬) স্টার্লিং-এর সহিত টাকা 'সংগ্রথিত' হইলে স্বর্ণের হিসাবে টাকার মুদ্রামূল্য কমিয়া যাইবে—ইহার দরুন ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রসার হইবে।

'স্টার্লিং-টাকার' সম্বন্ধ স্থাপনের বিপক্ষে নিম্নলিখিত সমালোচনা করা হইয়াছে :—

(১) এই ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থা গ্রেটবৃটেনের মুদ্রা-ব্যবস্থার অধীন হইয়া পড়িয়াছে—স্টার্লিং-এর মূল্যের 'উঠানামার' (fluctuations) সহিত ভারতীয় টাকার মূল্যেরও 'উঠা-নামা' হইবে ; (২) নিজের প্রয়োজনানুসারে বিনিময়-হার প্রবর্তন করিবার সুবিধা ভারত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে ; (৩) 'স্বর্ণমানের' দেশগুলি হইতে ভারতের আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য অনেক বেশী হইবে—অপর দিকে ইংল্যাণ্ড 'সাম্রাজ্য পক্ষপাতিত্ব নীতির' (Imperial Preference) কিছুটা সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে ; (৪) "ইয়েন" (Yen—জাপানের মুদ্রা) ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য স্টার্লিং-এর হিসাবে হ্রাস করা হইয়াছে—ফলে উক্ত সব মুদ্রার অনুপাতে টাকার মূল্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; ইহাতে ভারতের ও 'স্টার্লিং'-এলাকার সহিত বাণিজ্যে জাপানের অপেক্ষাকৃত অনেক সুবিধা হইয়াছে ; (৫) স্বর্ণ-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হওয়ার ও দেনা-পাওনার প্রতিকূল অবস্থার দরুন ইংল্যাণ্ডকে স্বর্ণমান

পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতে এরূপ কোন অবস্থার উদ্ভব হয় নাই—সুতরাং এই ব্যবস্থা অযৌক্তিক এবং ইহার ফলে ভারতের অর্থনীতিকে গ্রেট্‌বৃটেনের অর্থনীতির অধীন করা হইয়াছে, এবং (৬) স্বর্ণের অনুপাতে টাকার মূল্য বর্ধিত করায় ভারত হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ রপ্তানি হইবে।

উক্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, সরকারের 'স্টার্লিং-টাকার' নির্দিষ্ট হারে বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ও সুবিবেচিত হইয়াছিল। ভারতের মত 'দেনাদার' দেশের পক্ষে প্রভূত পরিমাণে বাধ্যতামূলক বৈদেশিক 'দায়' (foreign obligations) লইয়া 'স্বাধীন-টাকার' ব্যবস্থা (independent rupee) করা কার্যকরী হইত না। অধিকন্তু, 'স্টার্লিং-টাকার' উক্ত বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে টাকার মূল্য স্থিরাবস্থায় থাকিত না এবং তজ্জন্য ভারতের পক্ষে উহার বাধ্যতামূলক স্টার্লিং-ঋণ পরিশোধে অসুবিধা হইত। স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) বজায় রাখিলে 'মন্দা' (depression) বাড়িয়া যাইত এবং তদ্দরুন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার উদ্ভব হইত। 'ডলারের' সহিত টাকা সম্বন্ধযুক্ত করিলে 'ডলারের' মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে টাকার মূল্যও পরিবর্তিত হইত। সুতরাং, পৃথিবীময় মুদ্রাসংক্রান্ত অব্যবস্থার পর্যায়কালে স্টার্লিং-এর সহিত নির্দিষ্টহারে, অর্থাৎ ১ টাকা = ১ শিলিং ৬ পেন্স, টাকার বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপন করাই ছিল, ভারতের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় —ইহার দরুন 'স্টালিং-এলাকার' সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলতাসূচক হ্রাস-বৃদ্ধি রদ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টার্লিং বিনিময়-মানের কার্য-প্রণালী (The working of the Sterling Exchange Standard during the Second War) :—১৯৩৪ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ধারানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক স্টার্লিং-এর বিনিময়ে টাকা প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল। ভারতে যুদ্ধ-ব্যয় নির্বাহের জন্য বৃটিশ সরকার আইনের এই ধারার সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়াছিলেন—বৃটিশ সরকার উহার দেনা স্টার্লিং-এ পরিশোধ করিতেন এবং ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ককে ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের হিসাবে রক্ষিত স্টার্লিং-ভাণ্ডারের জামিনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতে 'নোট্' (note) প্রচার করিত। স্টার্লিং-এর সহিত টাকা 'সংগ্রথিত' হওয়ায় বৃটিশ সরকারের পক্ষে স্বর্ণ বা

টাকায় মূল্য প্রদান না করিয়া কেবল স্টার্লিং-এ পরিশোধ করা সম্ভব হইয়াছিল —ইহার ফলে ইংল্যাণ্ডে ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'সংরক্ষিত' ভাণ্ডারে প্রচুর স্টার্লিং জমা পড়ে এবং 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উহার জামিনে 'নোট' ছাপাইতে থাকে। এজন্য স্ফীতির প্লুতগতি (galloping inflation) হইতে থাকে এবং ভারতে সর্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—ভারতের জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখে পতিত হয়। সুতরাং স্টার্লিং-বিনিময়-মানের ফল দাঁড়াইয়াছিল, আর্থিক ক্ষেত্রে গ্রেট্‌বৃটেনের নিকট ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা—এই দুঃখময় পরাধীনতার জন্য ভারতকে প্রচুর 'ঘর্ম, অশ্রু ও রক্ত' (Sweat, tears and blood) দান করিতে হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সদস্য হওয়ার পর ভারতে স্টার্লিং বিনিময়মান পরিত্যক্ত হয়—ইহাতে আশা করা যায় আর্থিক ক্ষেত্রে ভারত স্বাধীন নীতি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

Q. Discuss the main outline of the Indian Currency System.

(Banaras 1954. C. U.)

হিল্‌টন-ইয়ং কমিশন (Hilton Young Commission) সুপারিশ করিয়াছিলেন, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের (Reserve Bank) 'নোট' (কাগজী মুদ্রা —note) জারি করিবার একাধিকার থাকিবে। এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৪ সালে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইন (Reserve Bank Act) প্রবর্তিত হয়—এই আইনের বলে এক টাকার 'নোট' (কাগজী মুদ্রা) ছাড়া 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সকল প্রকার 'কাগজী মুদ্রা' জারি করিতে পারিবে এবং 'এই নোট' জারি করার ক্ষমতা একমাত্র 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কেরই থাকিবে। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কার্য শুরু করে—ব্যাঙ্ককে উহার 'নোট' প্রচলন বিভাগ (Issue Department) হইতে 'নোট' জারি করিতে হয়; এই 'নোট' প্রচলন বিভাগকে উহার ব্যাঙ্ক-বিভাগ (Banking Department) হইতে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। বিলিকৃত (issued) 'নোটগুলির' অর্থমূল্য বাবদ নিম্নলিখিত সম্পদ্ 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে সংরক্ষণ করিতে হয়:—

(১) রৌপমুদ্রা ; (২) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণ-পিণ্ড (Gold Bullion) ; (৩) সরকারী 'হুণ্ডি' (Treasury Bills) সহ টাকার জামানত (Securities) ;

(৪) 'স্টার্লিং' বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার জামানত এবং (৫) অন্যান্য অনুমোদিত 'হুণ্ডি'।

'নোটের' অর্থমূল্যের নির্দিষ্ট অনুপাতিক হারে 'সংরক্ষণের' ব্যবস্থার (Proportional Reserve System) ভিত্তিতে 'নোট জারি' করা হয়। বিলিকৃত 'নোটের' মোট অর্থ-মূল্যের কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড অথবা 'স্টার্লিং ও অন্যান্য বৈদেশিক ঋণপত্র 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে উহার সংরক্ষিত তহবিলে রাখিতে হয়; কিন্তু কোন সময়েই সংরক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ডের মূল্য ৪ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন (previous sanction) লইয়া জরুরি অবস্থায় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উক্ত শতকরা ৪০ ভাগ 'সংরক্ষণের' পরিমাণ কমাইতে পারে, কিন্তু যদি বিলিকৃত 'নোটের' অর্থমূল্য উক্ত পরিমাণ 'সংরক্ষণের' অধিক হয়, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অতিরিক্ত মূল্যের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর প্রদান করিতে হইবে।

সাধারণতঃ 'বেশী-নোট' ছাপাইবার উদ্দেশ্যে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-বিভাগ হইতে 'নোট'-প্রচলন বিভাগে টাকার বা স্টার্লিং-এর ঋণ-পত্র বা উভয় প্রকার ঋণ-পত্র হস্তান্তরিত করিয়া অথবা একই উদ্দেশ্যে সরকারী ঋণ-পত্রের সৃষ্টি করিয়া উহার 'নোট-প্রচলন' বিভাগের সম্পদ্ বর্ধিত করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে 'নোট-জারি' সংকোচনের উদ্দেশ্যে নোট-প্রচলন বিভাগ হইতে টাকার বা স্টার্লিং-এর বা উভয় প্রকার ঋণ-পত্রগুলি ব্যাঙ্ক-বিভাগে হস্তান্তরিত করিয়া অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকারী ঋণ-পত্রগুলি উঠাইয়া লইয়া (ক্রয় করিয়া) উহার 'নোট'-প্রচলন বিভাগের সম্পদ্ কমাইয়া দেয়।

বৈদেশিক দায় পরিশোধ করিবার জন্য 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে টাকাকে 'স্টার্লিং-এ' রূপান্তর করিতে হইত। কিন্তু 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ ধারা ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল সংশোধিত করা হয়, যাহার ফলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'স্টার্লিং' ক্রয় ও বিক্রয় করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা আর থাকে না—এইভাবে ভারতীয় টাকার সহিত স্টার্লিং-এর বিনিময়-মূল্য রক্ষা করার ব্যবস্থা উঠিয়া যায়। ভারত এখন আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (International Monetary Fund—সংক্ষেপে I. M. F.) সদস্য—১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভারতের মুদ্রার ল্য-হ্রাসের (devaluation) পর প্রতি টাকার মূল্য ০·১৮৬৬২১

'গ্রাম' (gramme—এক 'গ্রাম' ১৫,৪৩২ গ্রেনের সমান) সোনার মূল্যের সমান করা হয়, অর্থাৎ ১ টাকা=২১ 'সেণ্ট' (cent—'ডলারের' $\frac{1}{100}$ ভাগ)। কিন্তু এই ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও 'স্টার্লিং'-এর সহিত টাকার বিনিময়-মূল্য অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়, অর্থাৎ ১ টাকা=১ শিলিং ৬ পেন্সই থাকে।

ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits of the Indian Currency System) :—ভারতে বিলিকৃত 'নোটের' অর্থমূল্যের নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে (Propoational Reserve System) সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিমাণে 'স্থিতিস্থাপকতার' (elasticity) সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, বিলিকৃত 'নোটের' অর্থমূল্যের 'সংরক্ষিত' তহবিলে যে কোন বৈদেশিক ঋণ-পত্র থাকিতে পারে—এই ব্যবস্থার দরুন ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা 'নমনীয়' (flexible) হইয়াছে। ভারতে শস্য চলাচলের জন্য প্রভূত পরিমাণে মুদ্রার সাময়িক চাহিদা (seasonal demand) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে অনুমোদিত অন্তর্দেশীয় 'হুণ্ডি' (bills of exchange) 'সংরক্ষিত' ভাণ্ডারে রাখিয়া অধিক 'নোট্' জারি করা যায়। জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ারও ব্যবস্থা রহিয়াছে—'সংরক্ষণের' যে সব বিধি রহিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্বানুমোদন লইয়া উহাদের ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে; কিন্তু যাহাতে উক্ত বিধিগুলির অতিরিক্ত ব্যতিক্রম না করা যায়, উহার জন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, সংরক্ষণের অতিরিক্ত 'নোট' ছাপাইবার দরুন ক্রমবর্ধমান হারে ব্যাঙ্ককে কর (tax) দিতে হইবে।

ভারতের কর-ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, নোট' প্রচলন করিবার জন্য 'সংরক্ষণ'-ব্যবস্থায় স্বর্ণের, স্টার্লিং-এর ও বৈদেশিক ঋণপত্রগুলির সমান মূল্য দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত 'নোটের' জামিনে 'স্টার্লিং'-সংরক্ষণের দরুন গত যুদ্ধের সময় চলৎ-মুদ্রার অত্যধিক সম্প্রসারণ হয়—ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্লুতগতি (অস্বাভাবিক গতি—galloping inflation) দেখা দেয় এবং তদ্দরুন সর্বনাশকর (disastrous) পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) আইন (Reserve Bank—Amendment Act) 'পাস' হওয়ার ফলে 'নোট'-জারি করার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। উক্ত আইনে নিম্নরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে :—

(১) 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ন্যূনতম ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-পত্র

এবং ১১৫ কোটি টাকার মূল্যের স্বর্ণ রাখিতে হইবে ; (২) আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (I. M. F.) অনুমতিক্রমে প্রতি টাকার মূল্য ৮'৪৭ 'গ্রেন' উত্তম স্বর্ণ-মূল্যের পরিবর্তে ২'-৮ 'গ্রেণ' (grains) উত্তম স্বর্ণমূল্যের সমান ধরা হয়—ইহার দরুন 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অধিকারে যে স্বর্ণ রহিয়াছে, উহার মূল্য ৪০ কোটি টাকার পরিবর্তে ১১৫ কোটি টাকার কিছু বেশী হইয়াছে ; (৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক ঋণ-পত্র রাখিবার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, সরকারকে কোন কর প্রদান না করিয়া 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সে ব্যবস্থা স্থগিত রাখিতে পারিবে ; (৮) ইচ্ছা করিলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সরকারের সহিত পরামর্শান্তে বৈদেশিক ঋণ-পত্রের 'সংরক্ষিত' তহবিল ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কমাইতে পারিবে।

'আনুপাতিক সংরক্ষণ-ব্যবস্থায়' (Proportional Reserve System) মোট বিলিকৃত 'নোটের' অর্থমূল্যের সহিত স্বর্ণ ও বৈদেশিক পরিসম্পদের (assests) পরিমাণ সম্পর্কিত ছিল—মোট বিলিকৃত 'নোটের' অর্থ-মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণ-পত্র সংরক্ষণ করিতে হইত ; কিন্তু নূতন আইনে এই আনুপাতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা 'বাতিল' করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সংরক্ষণের ন্যূনতম অপরিবর্তনীয় পরিমাণ ৫১৫ কোটি টাকায় এবং প্রয়োজনানুসারে ৪১৫ কোটি টাকায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Q. Write a short note on the Decimal Coinage, introduced in India on April 1, 1957.

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দশমিক মুদ্রা (Decimal Coins) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নূতন দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রতি টাকাকে ১০০ 'নয়া-পয়সায়' ভাগ করা হয়—পূর্বে প্রতি টাকাকে ৬৪ পয়সায় বা ১৯২ পাইতে ভাগ করা ছিল। যে সব অভিহিত মূল্যের নূতন মুদ্রা প্রচলন করা হইয়াছে, উহারা নিম্নরূপ :—

১ নয়া পয়সা (একক—unit)
২ „ „
৫ „ „
১০ „ „
২৫ „ „ (চারি আনার বা ¼ টাকার সমান)
৫০ „ „ (আট আনার বা ১ আধুলির সমান)

১ নয়া পয়সা (একক unit)
১০০ „ „ (১৬ আনা বা ১ টাকার সমান)
১ টাকা (পূর্বের ১ টাকার সমান)

উক্ত নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থার ২৫, ৫০ ও ১০০ নয়া পয়সার সমমূল্য পুরাতন মুদ্রা-ব্যবস্থায় যথাক্রমে সিকি, আধুলি ও টাকা রহিয়াছে, কিন্তু নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থায় পুরাতন মুদ্রা-ব্যবস্থার পয়সা, আধ-আনা ('ডবল' পয়সা), 'আনি' ও 'দোয়ানির' কোন সঠিক সমমূল্যের মুদ্রা নাই। পুরাতন সিকি, আধুলি ও টাকা নূতন মুদ্রার সহিত চালু থাকিবে। নূতন মুদ্রাগুলির সম্মুখ চিত্রাঙ্কিত পৃষ্ঠে (obverse) "অশোকস্তম্ভের উপরিভাগের সিংহ" অঙ্কিত এবং 'ভারত' শব্দটি হিন্দীতে ও 'ইণ্ডিয়া' (India) ইংরেজীতে খোদিত রহিয়াছে ; মুদ্রার বিপরীত পৃষ্ঠে (reverse) দেখা যাইবে, কোন সনে মুদ্রাটি মুদ্রাঙ্কন করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্করাশিতে নয়া পয়সার অভিহিত মূল্য। ১০০-নয়া পয়সা, ৫০-নয়া পয়সা ও ২৫-নয়া পয়সার মুদ্রাগুলি বিশুদ্ধ 'নিকেলের' (nickel) তৈয়ারী ; ১০, ৫, ও ২ নয়া পয়সার মুদ্রাগুলিতে শতকরা ৭০ ভাগ 'নিকেল' রহিয়াছে ; ১-নয়া পয়সার মুদ্রাগুলি 'ব্রোঞ্জ' (Bronze) নির্মিত —পূর্বের পয়সার ন্যায় নয়া পয়সায় কোন তামা (copper) নাই। প্রথমে ১,২, ৫ ও ১০ নয়া পয়সার মুদ্রা চালু করা হইবে এবং পুরাতন মুদ্রাগুলিও নয়া পয়সার সহিত চালু থাকিবে। যখন নয়া-পয়সা অধিক পরিমাণে চালু হইতে থাকিবে, তখন ক্রমশঃ পুরানো মুদ্রাগুলির প্রচলন প্রত্যাহার করা হইবে—আশা করা গিয়াছে যে, তিন বৎসরের মধ্যে নয়া পয়সার ব্যবহারে জনসাধারণ অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে এবং তিন বৎসর পর পুরানো মুদ্রার প্রচলন একেবারেই বন্ধ করা হইবে।

লোকেরা যাহাতে ঠিকমত প্রতি টাকার সহিত প্রতি নয়া পয়সার সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক নয়া-পয়সায় এই সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে —যেমন, এক নয়া-পয়সার পশ্চাৎ পৃষ্ঠে (সম্মুখ পৃষ্ঠের উল্টা দিকে) হিন্দীতে খোদিত আছে, "রূপয়ে কা সৌবাঁ ভাগ" (এক টাকার ১০০ ভাগ) ; এইরূপ অন্যান্য নয়া-পয়সার মুদ্রাতে উহারা টাকার কত ভাগ, তাহা হিন্দীতে খোদিত আছে। অর্থ-মন্ত্রক (Ministry of Finance) হইতেও প্রধান প্রধান আর্থিক লেন-দেনের স্থানে রাখার জন্য দুই প্রকার 'দর-কষা' বহি (Ready Reckoners) মুদ্রিত করা হইয়াছে। এই দুই প্রকার 'দর-কষা' বহিতে

টাকা পর্যন্ত সমস্ত প্রকার নয়া পয়সা-মুদ্রার বিনিময়-হার কষা আছে—১নং 'দর-কষা' বহিতে (Ready Reckoner No. 1) ১ পয়সা হইতে ১ টাকা পর্যন্ত সমস্ত মুদ্রার বিনিময়-হার কষা আছে এবং ইহা 'উদ্বর্ত-পত্রের', অর্থাৎ হিসাব-মিলের (balance sheet) অঙ্কগুলি নয়া মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; ২নং 'দর-কষা' বহিতে (Ready Reckoner No II) ১ পয়সা হইতে ১৬ আনা পর্যন্ত নয়া-পয়সার সহিত বিনিময়-হার দেখান আছে এবং ইহা মুখ্যতঃ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত করা হইয়াছে—১ পয়সা, ২ পয়সা ও ৩ পয়সাকে যথাক্রমে ৩ পাই, ৬ পাই ও ৯ পাই বলিয়া এই ২নং 'দর-কষা' বহিতে দেখান হইয়াছে।

আনার সহিত নয়া-পয়সার বিনিময়-হার নিম্নরূপ হইবে :—

১ আনা = ৬ নয়া পয়সা,

২ আনা = ১২ „ „

৩ হইতে ৬ আনা পর্যন্ত = (যত আনা × ৬) + ১ নয়া পয়সা;

৭ হইতে ১০ „ „ = (যত আনা × ৬) + ২ নয়া পয়সা,

১১ হইতে ১৪ „ „ = (যত আনা × ৬) + ৩ নয়া পয়সা,

১৫ হইতে ১৬ „ „ = (যত আনা × ৬) + ৪ নয়া পয়সা।

সাধারণ নিয়ম হইল, প্রথমে সমস্ত লেন-দেনের মুদ্রা যোগ করিতে হইবে ও উহার মোট যোগফলকে পুরানো মুদ্রার নূতন মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে হইবে।

নূতন মুদ্রায় যে আন্তর্জাতিক অঙ্করাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ব্যবহার সংবিধানে (Constitution) স্বীকৃত হইয়াছে। পৃথিবীর পঞ্চাশটির অধিক শিল্পোন্নত দেশে (যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ⅔ ভাগ বসবাস করিতেছে) দশমিক মুদ্রার প্রচলন রহিয়াছে—সুতরাং ভারতের নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা ঐ সকল দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হইল, বর্তমান সময়ই হইল দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সময়, কারণ বর্তমান সময়ে দেশ শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্দীপনার মধ্য দিয়া চলিতেছে এবং দেশের শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হইতে থাকিলে নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রবর্তন দুরূহ হইয়া পড়িবে, যেমন যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) ঘটিয়াছিল। নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিগণনার (computation) কার্য সহজ ও ত্বরান্বিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের

খুবই সহায়ক হইবে। এই নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থায় বৈদেশিক পর্যটকগণেরও ভারত-ভ্রমণের কালে অনেক সুবিধা হইবে। দশমিক প্রথার সহিত ভারতের ঐতিহাসিক সম্বন্ধও রহিয়াছে, কারণ ভারতই সর্বপ্রথম '0' (শূন্য) চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে জগতকে শিক্ষা দিয়াছিল।

কিন্তু নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা জনসাধারণের মনে অত্যন্ত আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে—পুরানো মুদ্রাগুলির কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া লোকেরা বিশেষভাবে আশঙ্কাগ্রস্ত হইবে। অধিকন্তু, জনসাধারণকে নূতন মুদ্রার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবার জন্য পুরাতন মুদ্রাগুলি 'চালু' রাখার যে তিন বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কম—মাত্র তিন বৎসর পর পুরানো মুদ্রাগুলি উঠাইয়া লইলে গ্রামবাসীদের (বিশেষতঃ যাহারা দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করে) অতিশয় অসুবিধা হইবে। পুনরায়, পুরানো সিকি, আধুলি ও টাকার প্রচলন উঠাইয়া দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ এই সকল মুদ্রার সঠিক সমমূল্য নয়া পয়সা নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থায় রহিয়াছে—এই সব পুরাতন মুদ্রা উঠাইয়া লইলে শুধু যে জাতীয় পরিসম্পদের অপচয় হইবে তাহা নয়, নিরীহ গ্রামবাসীদের ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে।

যতদিন পর্যন্ত পুরানো মুদ্রা ও নূতন মুদ্রার প্রচলন একই সঙ্গে থাকিবে, ততদিন বিনিময়-ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষতি ও অতিশয় অসুবিধা হইবেই, কিন্তু নূতন মুদ্রার প্রচলন অধিক পরিমাণে হইতে থাকিলে উক্ত ত্রুটিগুলি হ্রাস পাইতে থাকিবে। ডাক ও তার বিভাগ এবং কলিকাতার পরিবহণকর্তৃপক্ষগণের (Transport authorities) স্বেচ্ছাকৃত বিনিময়-হার প্রবর্তনের দরুন বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে—এই স্বেচ্ছাকৃত বিনিময়-হারকে আর কিছু না বলিলেও অন্ততঃ অত্যন্ত অসঙ্গত বলা চলে। সুতরাং, জনসাধারণ যে এই মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

উক্ত 'দর-কষা' বহি সম্বন্ধে শ্রীরাজাগোপালাচারী মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই বহিগুলি শিক্ষিত লোকদিগকেও বিভ্রান্ত করিবে—নিরক্ষর লোকদের কথাত দূরে থাকুক। উক্ত 'দর-কষা' বহিতে পাই-এর (pies) ভগ্নাংশের কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। তিনি বলেন, "আমাদের মত দরিদ্র দেশে মুদ্রার ভগ্নাংশের হিসাব কেমন করিয়া বাদ দেওয়া যায়? গ্রামের দৈনিক

ভোগ্য-দ্রব্যের ক্রয়ে মুদ্রার ভগ্নাংশ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা উপেক্ষণীয় হইতেই পারে না।"

শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রতি পয়সার (অর্থাৎ ৩ পাই-এর মুদ্রা) বর্তমান মূল্য ঠিক রাখিয়া প্রতি টাকায় মূল্য বর্ধিত করিয়া ১০০ পয়সার (অর্থাৎ ৩০০ পাই-এর) সমান করিয়া দেওয়া উচিত—ইহাতে টাকার বৈদেশিক মূল্য "প্রতি টাকা=১৮ পেন্সের" পরিবর্তে "প্রতি টাকা= ২৮·১২৫ পেন্স" হইবে এবং ১৬ 'নয়া টাকা' পুরানো ২৫ টাকার ঠিক সমান হইবে। যে এখন ১০০৲ টাকা পাইতেছে, সে নয়া ৬৪ টাকা পাইবে এবং সে প্রতি 'নয়া টাকায়' ১০০ পয়সা বা ৩০০ পাই মূল্যের দ্রব্য কিনিতে পারিবে—বর্তমান প্রচলিত টাকায় সে ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই মূল্যের দ্রব্য কিনিতে পারে। শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন, তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী যদি দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থায় পয়সার বর্তমান মূল্য ঠিক রাখিয়া টাকার মূল্য বর্ধিত করা হয়, তবে দুর্বোধ্য দর-কষা বহির (Reckoners) প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার মতে সরকারী প্রস্তাব হইতে তাঁহার প্রস্তাব কার্যকর করা অধিকতর সহজসাধ্য, কারণ সরকারী প্রস্তাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের সর্বত্র ব্যাপকাকারে প্রচলিত বর্তমান অল্পমূল্যের মুদ্রাগুলি প্রত্যাহার করা হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী শুধু বর্তমান টাকাগুলি সময়ান্তরে প্রত্যাহার করা হইবে।

কিন্তু পরিবৃত্তিকালে (transition period) জনসাধারণের কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও শ্রীজওহরলাল নেহরুর ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিলের উক্তি অনুযায়ী বলা চলে, "ভারতে এক নীরব ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের (silent and far-reaching revolution) সৃষ্টি হইয়াছে।" শ্রীজওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, 'জটিল' (cumbrous) মুদ্রা, বাটখারা ও পরিমাপ ব্যবস্থায় সময় ও উদ্যমের অপচয় হয় এবং কার্যে বিলম্বের সৃষ্টি হয়। আমাদের সামাজিক জীবন যতই উন্নত ও জটিল হইতে থাকিবে, ততই উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচয় ও বিলম্বের সমষ্টিগত পরিমাণ বৃহত্তর হইতে থাকিবে। সুতরাং, পরে মুদ্রা-ব্যবস্থার এই পরিবর্তন না করিয়া এখনই করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।'

Q. Discuss the causes and effects of the accumulation of India's Sterling Balances in London.

Can you suggest any method for the proper utilisation of these balances ?

(C. U. B. Com. 1945 ; B. A. 1946 ; Bombay 1953.)

১৯৩৪ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ধারানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে উহার মোট পরিসম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ-মুদ্রা, স্বর্ণ-পিণ্ড (gold bullion) অথবা স্টার্লিং জামানতস্বরূপ রাখিতে হইত, সুতরাং, সকল সময়েই প্রচলিত কাগজী মুদ্রার জামানত স্বরূপ কিছু পরিমাণ স্টার্লিং (sterling) লণ্ডনে সংরক্ষিত থাকিত। বিগত মহাযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে ভারতের লণ্ডনস্থ সংরক্ষিত স্টার্লিং-এর পরিমাণ ৪.৮ কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ ৬৪ কোটি টাকা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় 'ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে' (Bank of England) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের হিসাবে প্রচুর পরিমাণ 'স্টার্লিং' জমা হয়—এই জমার (স্থিতির—balance) পরিমাণ ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৭৩৩ কোটি টাকা হয়।

স্টার্লিং তহবিল বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ (Cause of the accumulation of sterling balances) :—লণ্ডনে ভারতের স্টার্লিং তহবিল বৃদ্ধি হওয়ার কারণগুলি হইল :—

(১) ১৯৩৪ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ধারানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক স্টার্লিং-এর বিনিময়ে টাকা প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল—বৃটিশ সরকার উহার পক্ষে ভারত সরকারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে অর্থ যোগাইবার জন্য উক্ত আইনের এই ধারাটি কাজে লাগাইয়াছিলেন। বৃটিশ সরকার ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের হিসাবে 'স্টার্লিং' জমা দিতেন এবং 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উক্ত 'জমা-দেওয়া' স্টার্লিং-এর জামিনে 'নোট' জারি করিত।

(২) ইংরেজ সরকারের পক্ষে ভারত সরকার যে ব্যয় করিতেন, তাহাও স্টার্লিং-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হইত। ভারত সরকার এই সমস্ত স্টার্লিং 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের হিসাবে হস্তান্তরিত করিতেন এবং তজ্জন্য 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে 'নোট' ছাপাইতে হইত।

(৩) যুদ্ধের সময় ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (balance of trade) অতিশয় অনুকূল ছিল। বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান (Exchange Control Regulation) অনুসারে যে কেহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিত, তাহাকে

উক্ত মুদ্রা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দিতে হইত এবং উহার পরিবর্তে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক 'নোট' দিত—ইহাতেও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের স্টার্লিং-তহবিলে অধিক পরিমাণে স্টার্লিং জমা হয়।

(৪) 'ডলার' (Dollar) ও অন্যান্য 'স্টার্লিং' পরিসম্পদগুলিও আইনের বলে গ্রহণ করিয়া 'সাম্রাজ্য ডলার' ভাণ্ডারে (Empire Dollar Pool) জমা করা হয়।

ফলাফল (Effects):—১৯৩৪ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ধারানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'স্টার্লিংকে টাকায় রূপান্তর করিবার যে আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহার অপব্যবহার করা হইয়াছিল—আইনের ধারা এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয় নাই, কিন্তু গ্রেট্ বৃটেনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য উক্ত ধারার 'কদর্থ' করা হইয়াছিল, যাহার ফলে ভারতে সর্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত স্টার্লিং সম্পদের জামিনে প্রচুর পরিমাণে 'নোট' (notes—কাগজী মুদ্রা) জারি করার দরুন ভারতে মুদ্রার যোগানের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়—ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্লুতগতির (galloping inflation) উদ্ভব হয় এবং পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির ফল অতি ভয়াবহ হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র লোক নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, দ্রব্য-ক্রয় ও যুদ্ধ-ব্যয়ের দরুন স্টার্লিং-এ পরিশোধ করার যে ব্যবস্থা ছিল, উহা কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না—এ ব্যবস্থায় ভারতের 'রক্ত' নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। ভারতের সরকারের কর্তব্য ছিল, সমস্ত প্রাপ্যই স্বর্ণমুদ্রায় বা ভারতীয় টাকায় আদায় করা; কিন্তু ভারত ছিল পরাধীন দেশ, উহার কোন স্বাধীন নীতি ছিল না এবং ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া ভারত গ্রেট্ বৃটেনের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যায়, ভারত যে স্টার্লিং সম্পদ্ অর্জন করিয়াছিল, উহার মূলে ছিল ভারতের "ঘর্ম, অশ্রু ও রক্ত"; কিন্তু ভারত স্টার্লিং দাবি করিলে বৃটিশ সরকার উহার ভারতের নিকট স্টার্লিং দেনার পরিমাণ ক্রমশঃ সংকুচিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। চার্চিল (Churchill) ও অন্যান্য রক্ষণশীল'-দলের নেতাগণ (Conservatives) উক্ত স্টার্লিং-দেনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের মতে জাপানীদের আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারকে 'যুদ্ধ-ব্যয়' করিতে

হইয়াছিল; এই যুক্তি সমর্থনের একেবারেই অযোগ্য, কারণ ভারতের সাহায্য ব্যতীত জাপানের নিকট গ্রেট্ বৃটেনের অপমানকর পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল এবং এই পরাজয়ের ফল গ্রেট্ বৃটেনের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর হইয়া পড়িত। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধের ব্যয়-ভার ভারত অনেক পরিমাণে বহন করিয়াছিল—জাপানের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০ কোটি টাকা হয়। বৃটেনের উক্ত স্টার্লিং দেনার অস্বীকৃতি (repudiation) সম্পর্কে আর একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, গ্রেট্ বৃটেন হইতে ভারত অন্যায্য মূল্য আদায় করিয়াছে—এই অভিযোগ সত্য নয়, কারণ বৃটিশ সরকারের 'সংসদ-কমিটি' (Perliamentary Committee) এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ভারত যে মূল্য দাবি করিয়াছে, উহা সর্বাপেক্ষা ন্যায্য ও সঙ্গত। যুদ্ধোত্তরকালে গ্রেট্ বৃটেন আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে—এই যুক্তিও দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা অনস্বীকার্য; কিন্তু ভারতকে আরও বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সুতরাং, স্টার্লিং দেনার পরিমাণ ক্রম-সংকুচিত করিবার (scaling down) বা উক্ত দেনা অস্বীকার করিবার কোন প্রকার 'অজুহাতই' নাই এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক উক্ত বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা করা হইলে ভারতে যে ক্রোধ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে, উহা স্বাভাবিক। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের চুক্তিতে বৃটিশ সরকার উক্ত স্টার্লিং দেনার পরিমাণ ক্রম-সংকোচন করিবার কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই এবং যখন বৃটিশ সরকার উঁহার সমস্ত স্টার্লিং দেনাই পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হন, তখন এই তর্ক-বিতর্কের নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

স্টার্লিং তহবিলের যথাযোগ্য ব্যবহারের উপায় (Methods of proper utilisation of Sterling balances) :—"ঘর্ম, অশ্রু ও রক্তের" বিনিময়ে ভারত এই স্টার্লিং অর্জন করিয়াছে; সুতরাং, যে উপায়ে স্টার্লিং-এর ব্যবহার করিলে ভারতের জনসাধারণের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হয়, সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে যে সব যন্ত্রপাতি ও মূল সরঞ্জাম (Machinery and Capital equipments) অত্যাবশ্যক, উহাদের আমদানির জন্য এই স্টার্লিং-এর ব্যবহার হইল সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ উক্ত দুইটি পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, দেশের

অর্থনীতিক পুনর্জন্মও পুনর্গঠনের এমন ব্যবস্থা করা, যাহাতে জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা (productive power) বৃদ্ধি পায়। স্টার্লিং তহবিল হইতে যে খাদ্য ও ভোগ্য-দ্রব্য আমদানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা অতীব পরিতাপের বিষয়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে খুবই ভাল হইত :—

বৃটিশ সরকারকে, হয় মূল-পণ্য সরবরাহ করিয়া উহার স্টালিং-দেনার কিছু পরিমাণ পরিশোধ করিতে হইবে, না হয় বৃটিশ সরকারকে স্টার্লিং ভাণ্ডার হইতে যথেষ্ট পরিমাণে স্টার্লিং 'ডলারে' রূপান্তরিত করিতে হইবে (convert balance into dollars), যাহাতে ভারত উহার আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও মূল-পণ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য 'দুর্লভ-মুদ্রার' (hard currency) দেশ হইতে আমদানি করিতে সক্ষম হয়।

একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, ভারতে ইংরেজদের যে বিনিয়োজিত মূলধন রহিয়াছে, তাহা শোধ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত স্টার্লিং ভাণ্ডার ব্যবহার করা উচিত—ইহাতে জনসাধারণের আশু উপকার হইবে না, কারণ এরূপ ব্যবস্থায় দেশে কোন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে না। অধিকন্তু, এরূপ ব্যবস্থা ভারত সরকারের শিল্প-নীতির পরিপন্থী।

আমাদের দেশরক্ষার সৈন্যবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য এবং ভারতীয় ছাত্রদিগকে বিদেশে কারিগরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য স্টার্লিং তহবিলের কতকাংশ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Q. Discuss the various agreements regarding the release of India's Sterling balance.

ভারতের স্টালিং আমানতের আধিক্যের মূলে রহিয়াছে ভারতের দুর্দশা ও ত্যাগ-স্বীকার এবং এই আমানতী স্টার্লিং-কে ভারতীয়দের 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয়' (forced saving) বলা চলে—সুতরাং ভারতের এই স্টার্লিং তহবিলের সত্বর 'অবমুক্তির' (আটক না রাখার) দাবি অতি স্বাভাবিক। অপর দিকে, গ্রেট্ বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধের দরুন বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এক সঙ্গে সমস্ত স্টার্লিং দেনা পরিশোধ করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং গ্রেট্ বৃটেন ও ভারতের মধ্যে স্টালিং তহবিলের 'ক্রম-অবমুক্তির' (gradual release) বহু চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১৯৪৭ সালের অগস্ট মাসের চুক্তি (The Agreement of August, 1947) :—এই চুক্তি ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগস্ট স্বাক্ষরিত হয় ও ইহার মিয়াদ ছিল ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই চুক্তির শর্তগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগস্টের মোট আমানতী ১১৬ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং-এর মধ্যে ৬·৫ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ১নং হিসাবে (No. 1 Account) রক্ষিত হয়—এই ৬·৫ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং-এর মধ্যে ৩·৫ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং চল্তি চাহিদা মিটাইবার জন্য মুক্ত করা হয় এবং বাকী ৩ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং কার্যকরী তহবিল হিসাবে রাখা হয়। ১নং হিসাবে রক্ষিত স্টার্লিং যে কোন মুদ্রায় রূপান্তর করা যাইবে এবং ব্যয় করা যাইবে।

(৩) ভবিষ্যতে যে স্টার্লিং ভারত অর্জন করিবে এবং যে পরিমাণ স্টার্লিং ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে সরাইয়া লওয়া হইবে, তাহা ১নং হিসাবে রক্ষিত হইবে।

(৩) মোট আমানতী স্টার্লিং-এর বাকী অংশ ২নং হিসাবে রক্ষিত হইবে এবং বর্তমানে 'আটক' (অবরুদ্ধ—blocked) রাখা হইবে, অর্থাৎ চলতি লেনদেন ব্যাপারে খরচ করিবার জন্য উহা পাওয়া যাইবে না।

১৯৪৭ সালের চুক্তির মিয়াদ ১৯৪৮ সালেব ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং চল্তি ব্যয় মিটাইবার জন্য ১·৮ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে সরাইয়া আনা হয়।

(খ) ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের চুক্তি (The Agreement of July, 1948) :—১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে একটি নূতন চুক্তি করা হয়। এই চুক্তির শর্ত নিম্নে লেখা হইল :—

১নং হিসাবে রক্ষিত ৮ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত এবং ১৯৫০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৮ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে তিন বৎসরের মধ্যে (১৯৪৮ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত) চলতি ব্যয় মিটাইবার জন্য ১৬ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং পাওয়া যাইবে।

(গ) ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের চুক্তি (The Agreement of July, 1949) :—অপ্রত্যাশিত ও প্রচুর আমদানির ব্যয় মিটাইতে

যে পরিমাণ 'স্টার্লিং' পাওয়া গিয়াছিল, উহা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে এক নূতন চুক্তি হয়। এই চুক্তির শর্তগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ১৯৪৯ সালের জুন মাসে যে বৎসর পূর্ণ হয়, সে বৎসরে ৮'১ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ছাড়িয়া দিতে 'বৃটিশ' সরকার স্বীকৃত হন—১৯৪৮ সালের চুক্তিতে এ ব্যবস্থা ছিল না।

(২) ১৯৪৯ সালের মে মাসে প্রত্যাহৃত হওয়ার পূর্বে পুরাতন আমদানি-নীতিতে মুক্তহস্তে সাধারণ অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের (Open General License) ব্যবস্থা থাকার দরুন যে দায় (liabilities) ছিল, তাহা মিটাইবার জন্য বৃটিশ সরকার ৫ কোটি পাউণ্ডের অনধিক স্টার্লিং ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন।

(৩) ১৯৫০ সালের জুন মাসে ও ১৯৫১ সালের জুন মাসে যে দুই বৎসর শেষ হয়, উহাদের প্রতি বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং-এর পরিবর্তে ৫ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ছাড়িতে বৃটিশ সরকার স্বীকৃত হন।

(৪) ভারত সরকার মাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার মূল্য বাবদ ১০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং পরিশোধ করেন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রদেয় উত্তর-বেতন (pensions) বাবদ যথাক্রমে ১৪'১৬ কোটি পাউণ্ড ও ২'০৫ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং প্রদান করিয়া দুইটি 'বার্ষিক-বৃত্তি' (annuities) খরিদ করেন।

(৫) ভারত উহার অর্জিত 'ডলার' 'কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে' (Central Pool) প্রদান করিতে সম্মত হয় এবং ১৯৪৮ সালে 'ডলার'-দেশগুলি হইতে যে পরিমাণ আমদানি করা হইয়াছিল, উহার শতকরা ২৫ ভাগ কমাইয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

(ঘ) ১৯৫১ সালের চুক্তি (The Agreement of 1951) :— ১৯৪৮ সালের চুক্তির মিয়াদ ১৯৫১ সালের জুন মাসে উত্তীর্ণ হয়—উহার পর ১৯৫১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৬ বৎসর মিয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির প্রধান শর্তগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) ৩১ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং ২ নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে আনা হইবে এবং ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উক্ত পরিমাণ স্টার্লিং ভারতের প্রচলিত মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল (currency reserve) হিসাবে রাখিবে।

(২) ১৯৫১ সালের জুলাই মাস হইতে প্রতি বৎসরে ৩'৫ কোটি

পাউণ্ডের অনধিক 'স্টার্লিং' ৬ বৎসর পর্যন্ত ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে লওয়া হইবে।

(৩) ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন ২নং হিসাবে যে পরিমাণ 'স্টার্লিং' রক্ষিত থাকিবে, উহা স্বতঃই ১ নং হিসাবে চলিয়া আসিবে।

(৬) **১৯৫৩ সালের জুলাই মাসের চুক্তিতে (The Agreement' reached in July 1953)** আমানতী 'স্টার্লিং-এর' অবমুক্তির (release) যে সব ব্যবস্থা চালু ছিল, উহাদের নিশ্চিত করা হয়।

আমানতী 'স্টার্লিং' অবমুক্তির চুক্তি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা (Critical Estimate) :—পাছে ইংরেজ সরকার ভারতের নিকট উহার 'স্টার্লিং' দেনার পরিমাণ 'ক্রম-সংকোচন' বা অস্বীকার করেন, এই দুশ্চিন্তায় 'প্রাপক' (Creditor) দেশ হইয়াও ভারতকে দিন কাটাইতে হইয়াছিল—একটি পাওনাদার (Creditor) দেশকে উহার 'দেনাদার' (debtor) দেশের নিকট দেনা পরিশোধের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া যাইতে হইয়াছিল, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক পূর্বে যে 'বিন্দু বিন্দু' পরিমাণে 'স্টার্লিং' অবমুক্ত করার চুক্তি হইয়াছিল, উহার দরুন ভারতে পরিকল্পিত অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থার অবলম্বন সম্ভবপর হয় নাই—যে স্বল্প পরিমাণ 'স্টার্লিং' ছাড়া হইয়াছিল, তাহা খাদ্য ও ভোগ্য-দ্রব্য কিনিতে অপব্যয় করা হইয়া-ছিল। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের চুক্তি এবং ১৯৫৭ সালের জুন পর্যন্ত মিয়াদী চুক্তি পূর্বেকার চুক্তিগুলির অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ। যদিও এখনও 'স্টার্লিং' অবমুক্তির ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়, তবুও ভারত সরকার যে ১৯৫৭ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ সরকারকে সমস্ত 'স্টার্লিং' দেনা পরিশোধ করিতে সম্মত করাইতে পারিয়াছেন, উহা ভারত সরকারের খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। অধিকন্তু, চুক্তিগুলি দীর্ঘ-মিয়াদী হওয়ায় ভারত উহার অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার কার্যক্রমানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু, যদি ভারত সরকার ইংরেজ সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক 'পুনর্বাসনের' (rehabilitation) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জামগুলি machinery and capital equipments) সরবরাহ করিতে সম্মত করাইতে পারিতেন, তবে সে ব্যবস্থা অধিকতর শ্রেয়স্কর হইত। বৃটিশ সরকার ভারতের তহবিলের উদ্বৃত্ত 'স্টার্লিং'-এর' যে অস্বাভাবিক অল্প হারে সুদ

(বার্ষিক শতকরা •'৭৮ স্টার্লিং) দিতেছেন, উহা বৃদ্ধি করিতে ভারত সরকার বৃটিশ সরকারকে রাজি করাইতে পারেন নাই।

Q. Do you think that India's membership of the I. M. F. has been beneficial to India ?

১৯৪৩ সালে ব্রেটন্-উডস্ (Bretton Woods) নামক স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে (Conference) আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (International Monetory Fund—সংক্ষেপে I. M. F.) সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—(১) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হার নিষিদ্ধ করিয়া আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থায় সহযোগের উন্নতি সাধন করা, (২) বিনিময়-হারের স্থায়িত্ব বিধান করা, এবং (৩) দেশগুলির মুদ্রার 'বহুভুজ' বিনিময়-সাধ্যতা (multi-lateral convertibility) সৃষ্টি করা, অর্থাৎ যাহাতে কোন দেশের মুদ্রা বহু বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিময় করা যায়, উহার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান (International Gold Standard) পরিত্যক্ত হওয়ায় বিনিময়-হারের স্থায়িত্বে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছিল, উহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার (monetary co-operation) প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল স্বর্ণমানের ন্যায় বৈদেশিক বিনিময়-হারের স্থিরতা ও দেশগুলির মুদ্রার 'বহুভুজ' বিনিময়-সাধ্যতা সৃষ্টি করা।

যে সব দেশ আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হয়, উহাদের প্রত্যেককে উহার আর্থিক ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। উহাকে নিজের মুদ্রার সোনার অথবা মার্কিন 'ডলারের' হিসাবে দর, অর্থাৎ সোনা বা 'ডলারের' সমমূল্য (**par value**), ঘোষণা করিতে হয়। আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের সদস্য হইবার **পূর্বে** দেশগুলি শতকরা দশভাগ পর্যন্ত উহাদের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য পরিবর্তন করিতে পারে এবং সদস্য হইবার **পরে** যদি আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন যে, কোন দেশের মূলগত সাম্যাবস্থার অভাব (Fundamental Disequilibrium) রহিয়াছে, অর্থাৎ দেশগুলির দেনাপাওনার সাম্যের (balance of payment) প্রতিকূল অবস্থা বর্তমান, তবে ঐ দেশ উহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য আরও শতকরা দশভাগ পরিবর্তন করিতে পারে। মুদ্রার স্থিরীকৃত সোনার বা 'ডলারের' সমমূল্য (**par value**) যাহাতে কার্যকরী হয়, তজ্জন্য মুদ্রার বহু

প্রকার বিনিময়-হারের প্রবর্তন এবং (সোনার বা 'ডলারের' হিসাবে স্থিরীকৃত) মুদ্রার সমমূল্যের কম বা বেশী হারে স্বর্ণের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যুদ্ধের পরবর্তী 'পরিবৃত্তি-কাল' (transition period) ব্যতীত অন্য সময়ে সদস্য দেশগুলি উহাদের বিনিময়-হারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না—উক্ত 'পরিবৃত্তি কালে' দেশগুলি চল্‌তি মূলধন সংক্রান্ত লেনদেন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। যখন কোন সদস্য দেশ উহার দেনাপাওনার প্রতিকূল অবস্থার (unfavourable balance of payment) দরুন সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন বিনিময়-হারের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যাহাতে দেশটি এই অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, তজ্জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার উক্ত দেশকে ঋণ-বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া থাকে ; স্বর্ণের যোগানের ক্ষেত্রে 'ঘাটতির' (উনতা—deficiency) উদ্ভব হইলে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার সকল দেশকেই সমান হারে উহাদের মুদ্রার (সোনার বা 'ডলারের' হিসাবে) 'সমমূল্য' (**par value**) পরিবর্তন করিবার অনুমতি দিয়া থাকে। যদি কোন দেশে কোন বিশেষ বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাটতির' দরুন দেশটি আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার হইতে সেই বিশেষ বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ অনবরত লইতে বাধ্য হয়, তবে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারে উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা কমিয়া যাইতে পারে—এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার উক্ত বৈদেশিক মুদ্রাকে 'দুর্লভ মুদ্রা' (scarce currency) বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এই ঘোষণার ফলে দেশগুলি চল্‌তি ও মূলধন-সংক্রান্ত উক্ত 'দুর্লভ মুদ্রার' লেনদেন ব্যাপারে উহাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে—এই ক্ষমতার প্রয়োগ অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সহিত যাহাতে দেশগুলি উহাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত আলাপ আলোচনা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (India and the I. M. F.):—১৯৩৪ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ ধারায় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'স্টার্লিং' ব্যতীত অন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ও বিক্রয়ের উপর আইনগত নিষেধ ছিল—১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল উক্ত ধারাগুলির সংশোধন করা হয় ; ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হওয়ায় আইনের উক্ত ধারাগুলির আর কোন প্রয়োজন নাই। উক্ত সংশোধনের

ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যে কোন বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে; দুই লক্ষ টাকার কম মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করিতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাকার মূল্য হ্রাস (devaluation) করার পর প্রতি টাকার স্বর্ণ ও 'ডলারের' সমমূল্য নিম্নরূপ হয়:—

প্রতি টাকা=০·১৮৬৬২১ 'গ্রাম' (gramme) বিশুদ্ধ সোনা।

৪·৭৬১৯০ টাকা=১ ডলার।

'স্টার্লিং-এর' হিসাবে প্রতি টাকার সমমূল্য পূর্ববৎ থাকে, কারণ 'স্টার্লিং-এর' মূল্য-হ্রাস যে অনুপাতে করা হয়, টাকারও মূল্য-হ্রাস (devaluation) সেই অনুপাতে করা হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হইয়া ভারত কি সুবিধা পাইয়াছে (Advantages of India's joining the I. M. F.) :— (ক) ভারতে স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) অবলুপ্ত হওয়ার পর-মুহূর্তেই ভারত সরকার 'স্টার্লিং-এর' সহিত নির্দিষ্ট-হারে টাকার বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপন করেন—এই ব্যবস্থা কেহই প্রীতির চোখে দেখে নাই, কারণ ইহা ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার পরাধীনতা-ব্যঞ্জক। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হইলে উক্ত "স্টার্লিং-টাকা বিনিময়-সম্বন্ধ"-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয় এবং যাহাকে "আন্তর্জাতিক-মান" (International Standard) বলা যায়, সে 'মান' ভারত সরকার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় টাকার 'স্টার্লিং-এর' সহিত নির্দিষ্টহারে বিনিময়-ব্যবস্থা ও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ ধারানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে কেবল 'স্টার্লিং' ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য করায় 'স্টার্লিং' তহবিলে প্রচুর পরিমাণ 'স্টার্লিং' জমা হয়—এই 'স্টার্লিং'-এর জামিনে 'নোট' (notes—কাগজী মুদ্রা) জারি করা হয় এবং উহার ফলে ভারতে অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতির (inflation) সৃষ্টি হইয়া সর্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; উক্ত ব্যবস্থায় 'ভারতের সমস্ত রক্ত নিষ্কাশিত হইয়া পড়ে।' "স্টার্লিং-টাকা সম্পর্ক" প্রত্যাহৃত হওয়ায় ভারত সরকারের মুদ্রানীতি বৃটিশ সরকারের মুদ্রানীতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে এবং ভারত সরকার এক স্বাধীন মুদ্রা-নীতি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন—টাকা একটি পৃথক স্বাধীন মুদ্রা হিসাবে গণ্য হওয়ায়

ভারতের জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা (national pride and prestige) বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু, ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হওয়ায় উহার টাকার 'বহুভুজ' বিনিময়-সাধ্যতা (multilateral convertibility—সকল বৈদেশিক মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময়-ব্যবস্থা—সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে। (গ) দেনা-পাওনার সাম্যের (balance of payment) প্রতিকূল অবস্থায় ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার হইতে স্বল্পমিয়াদী বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ গ্রহণ করিয়া উহার সাময়িক অসুবিধার নিরসন করিতে সক্ষম হইবে। (ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য না হইলে 'বিশ্ব-ব্যাঙ্কের' (World Bank) সদস্য হওয়া যায় না—সুতরাং আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হইয়া ভারত এ ক্ষেত্রেও সুবিধা লাভ করিয়াছে। (ঙ) রাশিয়া এই আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় ভারত এখন আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের স্থায়ী (permanent) সদস্য হইতে পারিয়াছে—ইহাতে পৃথিবীর জাতির নিকট ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে. সন্দেহ নাই।

Q. What were the circumstances in which the Rupee was devalued in September, 1949 ? Is Revaluation desirable ? What have been the effects of Devaluation upon India's balance of payments ? (C. U. B. Com. 1952)

Q. Can you pronounce India's Devaluation to be a success ? Will it be beneficial to India to revalue its Rupee ? (C. U. B. A. 1951)

মুদ্রামূল্য-হ্রাস—ইংরেজীতে 'ডিভ্যালুয়েশন' (Devaluation)—বলিতে সোনা এবং অন্য এক বা বহুপ্রকার বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে দেশের চলৎ মুদ্রার (currency) বৈদেশিক মূল্য কমাইয়া দেওয়া বুঝায়। মুদ্রামূল্য-হ্রাসের ফলে রপ্তানির প্রসার হয়, কারণ বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা ভারতের পণ্য সস্তায় কিনিতে পারে ; অপরপক্ষে, আমদানি হ্রাস পায়, কারণ বিদেশ হইতে পণ্য আনিতে হইলে বেশী দাম দিতে হয়। কোন দেশের সরকার যদি বৈদেশিক বাজারে উহার পণ্যের আধিপত্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে উহার মুদ্রামূল্য অকারণ হ্রাস করিয়া উহার রপ্তানিক্ষেত্রে উদ্দীপনার সৃষ্টি

করে, তবে উহা দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তদ্দরুন অন্যান্য দেশগুলিও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিনিময়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংগ্রামমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে; কিন্তু যদি মূলগত অসাম্য (fundamental disequilibrium) সংশোধনের জন্য কোন দেশ উহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করে, তবে উহা সমর্থনযোগ্য—দেনা-পাওনার প্রতিকূল অবস্থা ক্রমাগত চলিতে থাকিলে প্রতিকারের দরুন মুদ্রামূল্য হ্রাস করার প্রয়োজন হয়।

১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপস্ (Sir Stafford Cripps), বৃটিশ সরকারের তদানীন্তন অর্থ-সচিব (Chancellor of the Exchequer—কোষাধিপাল), 'ডলারের' সহিত 'স্টার্লিং-এর' বিনিময়-হার শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করেন—অর্থাৎ পূর্বে বিনিময়হার ছিল, ১ পাউণ্ড স্টার্লিং = ৪.০৩ ডলার এবং এই স্টার্লিং-এর মুদ্রাহ্রাসের ফলে বিনিময়-হার হইল ১ পাউণ্ড স্টার্লিং = ২.৮০ ডলার। পাকিস্তান ব্যতীত 'রাষ্ট্রমণ্ডলের' (কমনওলয়েথ্—Commonwealth) সকল রাষ্ট্রই উহাদের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করে—এমন কি, কানাডাও (Canada) উহার 'ডলার'-মূল্য শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করিয়াছিল এবং ঠিক সেই সময়েই, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারত স্টার্লিং-এর সমানুপাতে উহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করে।

'ডলার অঞ্চলের' সহিত 'বৃটিশ' সরকারের দেনা-পাওনার প্রতিকূল অবস্থা থাকায় উক্ত সরকারকে উহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করিতে হয়—প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 'স্টার্লিং এলাকার' দেশগুলির দেনা-পাওনার অতিশয় প্রতিকূল অবস্থা বর্তমান ছিল, এবং তজ্জন্য 'স্টার্লিং এলাকাভুক্ত' দেশগুলির সংরক্ষিত ভাণ্ডারে স্বর্ণ ও 'ডলারে'র পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং 'ডলার' অঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধি করা ও স্টার্লিং এলাকায় আমদানি হ্রাস করাই ছিল প্রতিকারের একমাত্র ব্যবস্থা, কিন্তু গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলিতে উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক ছিল বলিয়া উক্ত ব্যবস্থার অবলম্বন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ভারতের অভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্য হ্রাস করা সম্ভবপর ছিল না, কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হইত—সুতরাং ভারতের পক্ষে উহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার পূর্বে 'রাষ্ট্রমণ্ডলের' (Commonwealth) অর্থ-মন্ত্রিগণ ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে এক সভায় মিলিত হন—উদ্দেশ্য হইল, কি উপায় অবলম্বন করিলে 'ডলারের' 'ঘাট্‌তি' কমান যায়। এই সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'ডলার'-মুদ্রায় ক্রয়ের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইবে—কিন্তু এই সব ব্যাকুল প্রচেষ্টায় 'ডলার'-সংকট সমস্যার (Dollar crisis) সমাধান করা যায় নাই।

১৯৪৬ সাল হইতে ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যে প্রতিকূল অবস্থা চলিতেছিল—দেশ-বিভাগের (Partition) পর খাদ্যশস্যের আমদানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দরুন উক্ত প্রতিকূল অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। 'ডলারের' সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময়-হার কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু ভারত সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, কারণ ভারতের রপ্তানি-দ্রব্যের চাহিদা 'অস্থিতিস্থাপক' (inelastic) বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় রপ্তানি-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে না এবং ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য-হ্রাসের (devaluation) দরুন আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যখন গ্রেট্ বৃটেন ভারত সরকার ও অন্যান্য সরকারের সহিত (যাহাদের স্বার্থ 'ডলারের' সহিত 'স্টার্লিং-এর বিনিময়-হারের সহিত' জড়িত) পরামর্শ না করিয়া 'ডলারের' পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি পাউণ্ড স্টার্লিং-এর বিনিময়-হার হ্রাস করে, তখন ভারত সরকারের পক্ষে ষ্টার্লিং-এর বৈদেশিক মূল্য-হ্রাসের সমানুপাতে ভারতীয় টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। ভারত সরকার ভারতের টাকার 'মুদ্রা-মূল্য' হ্রাস করার নিম্নলিখিত কারণ দিয়াছেন :—

ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের বেশীর ভাগই হয় স্টার্লিং-দেশগুলির সহিত এবং মূল্য-স্তরও খুব উর্ধ্বে রহিয়াছে—এমতাবস্থায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্টার্লিং-এর সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময়-হার বেশী থাকিতে দেওয়া যায় না, কারণ তাহা হইলে রপ্তানি ব্যাপারে প্রতিযোগিতার শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে ও ভারতের অধিকাংশ রপ্তানি-দ্রব্যের বাজার বিপদগ্রস্ত হইবে ; উহার ফলে ভারত তাহার আমদানির পরিমাণ আরও হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে।

ভারতের পক্ষে উহার 'মুদ্রামূল্য'-হ্রাস হইল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। ভারতের অর্থ-মন্ত্রী মিঃ জন মাথাই (Mr. John Mathai) বলিয়াছিলেন,

"ভারতের তুলাজাত দ্রব্যকে ল্যাঙ্কাশায়ারের (Lanchashire) তুলাজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, ভারতের চা-কে (tea) সিংহলের (Ceylon) চায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, ভারতের পাটজাত দ্রব্যকে ডাণ্ডির (Dundee) পাটজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, এবং ভারতের চীনাবাদাম (ground-nuts) ও ম্যাঙ্গানিজকে (Manganese) পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। এই বিষয়ে (মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্পর্কে) আমি মনে করি যে, আমাকে অবস্থার পারিপার্শ্বিক চাপে বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে,—যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য নয়; যখন স্টার্লিং-এর বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করা হইল, তখন অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার পন্থা আমাদের নিকট ছিল না।"

মুদ্রামূল্য-হ্রাসের ফলাফল—(Effects of Devaluation) :— (১) 'মুদ্রামূল্য-হ্রাস' সাধারণতঃ রপ্তানি বৃদ্ধি করে; ভারতের ক্ষেত্রেও এই 'মুদ্রামূল্য-হ্রাস' ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপর মোটামুটি যে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, উহা নিম্নলিখিত ঘটনাবলীতে প্রতীয়মান হয় :—

(ক) ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি-কৃত দ্রব্যের মূল্য ছিল ৪৭৯·৬৯ কোটি টাকা—উহা ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬১১·৩ কোটি টাকা হইয়াছিল (অর্থাৎ শতকরা ২৭·৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল)।

(খ) উক্ত পর্যায়কালে (period) 'ডলার' ও অন্যান্য 'দুর্লভ মুদ্রার' (hard currency) দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে শতকরা ৩১ ও ২৩ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(গ) 'সুলভ-মুদ্রার' (Soft currency) দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৬ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(ঘ) 'মুদ্রামূল্য হ্রাস করার **পূর্বের** ১৪ মাসে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে 'ঘাটতি' ছিল ২৩২ কোটি টাকা—মুদ্রামূল্য হ্রাস করার **পরবর্তী** ১৪ মাসে উক্ত 'ঘাট্‌তির পরিমাণ কমিয়া ৫·৪ কোটি টাকা হইয়াছিল।

(ঘ) ১৯৪৪ সালের পর ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম সমুদ্র ও আকাশ পথের রপ্তানি-বাণিজ্যে ৪০·২৭ টাকার অনুকূল উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু,

এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের কারণ শুধু মুদ্রামূল্য-হ্রাসই নয়—কোরিয়া-যুদ্ধ (Korean War) বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় দেশগুলিতে মাল মজুত করার যে 'হিড়িক' পড়িয়াছিল, উহাও অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের একটি প্রধান কারণ। এই অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বেশী দিন স্থায়ী ছিল না, কারণ ১৯৫০-৫১ সালের পরবর্তী তিন বৎসরে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে প্রতিকূলাবস্থার উদ্ভব হয়—১৯৫১-৫২ সালে ভারতের রপ্তানিতে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২০০'৬৩ কোটি টাকা হইয়াছিল; কিন্তু অন্য যে, ২৮টি দেশ উহাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছিল, তাহারা মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া লাভবান হইতে থাকে।

(২) মুদ্রামূল্য-হ্রাসে আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায়; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও মূল-সরঞ্জাম (capital equipments) ছিল, প্রধান আমদানির দ্রব্য এবং ইহাদের চাহিদা ভারতে অস্থিতিস্থাপক (inelastic) ছিল। খাদ্যশস্য ও মূল-সরঞ্জাম কেবল 'ডলার'-এলাকা (Dollar Area) হইতেই আমদানি করা চলে—সুতরাং ভারতের পক্ষে উক্ত অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি আমদানি করিয়া মুদ্রামূল্য-হ্রাসের দরুন অধিকতর মূল্য প্রদান করিতে হইয়াছিল। মুদ্রামূল্য-হ্রাসের দরুন আমদানির ব্যাপারে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

(৩) মুদ্রামূল্য-হ্রাসের দরুন অভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্য [বিশেষতঃ 'আগমিত' (imported) দ্রব্যগুলির,] বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ভারতে বিপজ্জনক মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় মুদ্রামূল্য-হ্রাস 'স্ফীত' আরও বৃদ্ধি করিয়া জনগণের অশেষ ও অনাবশ্যক দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৪) পাকিস্তানের সহিত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর মুদ্রামূল্য-হ্রাস সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পাকিস্তানের ১ টাকার মূল্য ভারতীয় ১ টাকার মূল্যের সমান ছিল, কিন্তু, ভারত মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় এবং পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় টাকার মূল্যের সমতা রক্ষিত হইল না—ইহার ফলে 'পাকিস্তানী' টাকা ও ভারতীয় টাকার মধ্যে বিনিময়-হার হইল, ১০০ 'পাকিস্তানের' টাকা = ১৪৪ ভারতীয় টাকা। ভারত কিন্তু বিনিময়ের এই উচ্চ হার প্রদান করিতে প্রথমে স্বীকৃত হয় নাই—ফলে 'পাক্'-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্ক অপ্রীতিকর (তিক্ত) হয় এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে অচল-অবস্থার

সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু, পাকিস্তান কর্তৃক মুদ্রার মূল্য হ্রাস না করায় কাঁচা পাট, তুলা, চামড়া ও 'ত্বকে'র জন্য ভারতকে বেশী দাম দিতে হয়—এই সকল দ্রব্যের জন্য ভারতকে পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধির দরুন ভারতের পাটকল, তুলা-বস্ত্র ও দাক্ষিণাত্যের চামড়া-শোধন (tanning) শিল্পে এক প্রবল সমস্যার উদ্ভব হয়।

(৫) ভারতীয় টাকার সমানুপাতে স্টার্লিং-পাউণ্ডের (এক পাউণ্ড স্টার্লিং-এর) মূল্য হ্রাস করার দরুন 'ডলারের' মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্টার্লিং ভাণ্ডারের (sterling balance) মূল্য কমিয়া যায়।

(৬) মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারে (International Monetary Fund) ও পুনর্গঠন ও ক্রমোন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে (International Bank for Reconstruction and Development) ভারতকে আরও ৮০ কোটি টাকা প্রদান করিতে হয়, কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন ভারতের 'চাঁদার' বাস্তব মূল্য কমিয়া গিয়াছিল।

'মুদ্রামূল্য-হ্রাসের' সমালোচনা (Critical Estimate of the Devaluation) :—'স্টার্লিং-পাউণ্ডের' মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর ভারতের মুদ্রামূল্য হ্রাস করার সিদ্ধান্তের অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচকদের মতে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রসার হইবে না, কারণ, ভারতের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যগুলির চাহিদা 'অস্থিতি-স্থাপক' (inelastic)—ইহার ফলে ভারতের রপ্তানিজনিত আয়ের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে ; অধিকন্তু, ভারতের আমদানিযোগ্য দ্রব্যগুলির (যেমন খাদ্যশস্য ও মূলপণ্য) চাহিদাও 'অস্থিতিস্থাপক' বলিয়া আমদানি-সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও দেশে মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁকও বাড়িয়া যাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এস্. কে. বোস্ (Dr. S. K. Bose) বলেন, "মুদ্রামূল্য-হ্রাসে ভারতের দেনাপাওনার সাম্যে কোনই সুবিধা হইবে না—ইহাতে আভ্যন্তরীণ মূল্য অযথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং 'সুপ্ত' (latent) স্ফীতির কারণগুলি 'জাগিয়া' উঠিবে।" মুদ্রামূল্য-হ্রাসের দরুন পাকিস্তানের সহিত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক 'তিক্ত' হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু, বৃটিশ সরকারের অনুকরণে ভারতের মুদ্রামূল্য-হ্রাসের সিদ্ধান্ত ইহাই প্রকাশ করে যে, স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ভারত স্বাধীন অর্থ-সংক্রান্ত নীতি (monetary policy) গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

অপর পক্ষে বলা যায়, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনবরত প্রতিকূল হইতে থাকায় ভারতে যে 'মূলগত অসাম্য (fundamental dis-equilibrium) রহিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. সি. জৈন (Prof. P. C. Jain) বলেন, "ভারতে প্রয়োজনীয় রপ্তানির অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু ১৯২৫ সাল হইতে ভারতীয় টাকার বৈদেশিক মূল্য অনাবশ্যকভাবে বর্ধিত অবস্থায় থাকায়, উহার 'প্রয়োগ' ব্যাহত হইয়াছিল।" কিন্তু মুদ্রামূল্য-হ্রাসের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যুক্তি হইল যে, ভারতকে 'আত্মরক্ষামূলক প্রয়োজনে' মুদ্রামূল্য-হ্রাস করিতে হইয়াছে। স্টার্লিং-এলাকার দেশগুলির অধিকাংশই যখন স্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করিয়াছে, তখন ভারতের পক্ষে মুদ্রামূল্য হ্রাস না করা হইলে উহার রপ্তানি অত্যন্ত কমিয়া যাইত এবং ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে অসাম্য আরও বর্ধিত হইত। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতের পাটজাতদ্রব্য, চা, 'ম্যাঙ্গানিজ' (manganese) ও চীনাবাদামকে সেই সব দেশের পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, সে সব দেশ উহাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে। সুতরাং "মুদ্রামূল্য-হ্রাস আত্মরক্ষার প্রয়োজনে করা হইয়াছে এবং এই কারণেই ভারতের মুদ্রামূল্য-হ্রাসের স্বীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (a speciality of its own) পছন্দ-করণের জন্য কেবল এই একটি ব্যবস্থাই ভারতের সম্মুখে উপস্থাপিত ছিল, অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং, ভারতকে বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থাই বাছিয়া লইতে হইয়াছিল (Hobson's choice)।"

মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির প্রস্তাব (Proposal for Revaluation) :— কোরিয়ার যুদ্ধে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির যুদ্ধার্থে অস্ত্রশস্ত্রাদির পুনরায়োজনের কার্যক্রমের দরুন প্রয়োজনীয় মাল মজুত করার (stock-piling) 'হিড়িক্' পড়িয়া যায়—সুতরাং ভাবতের রপ্তানি-বাণিজ্য এত 'উদ্দীপিত' হয় যে, ১৯৫০ সালে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইয়া পড়ে—তখন ভারতের মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি করার (revaluation), অর্থাৎ বর্তমান টাকার বৈদেশিক মূল্য পরিবর্তিত করিয়া উর্ধ্বে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

এই মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির **স্বপক্ষে** যে সব প্রধান যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, উহারা হইল :—

(১) ১৯৪২ সাল হইতে স্ফীতাবস্থায় মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতির দরুন নির্দিষ্ট আয়ের (fixed income) লোকেরা অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে—মুদ্রামূল্য-হ্রাস তাহাদের দুর্গতিআরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

(২) ভারতের মত অনগ্রসর দেশের শিল্পায়ন (industrialisation) ও উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি-খরচ যতদূর সম্ভব কম রাখার আশা মুদ্রামূল্য-হ্রাসের দরুন একেবারে লোপ পাইয়াছে।

(৩) টাকার বিনিময়-হার বর্ধিত হইলে ভারতের কাঁচামাল ও খাদ্য আমদানিতে খরচের অনেক সাশ্রয় (ব্যয়-লাঘব) হইবে।

(৪) মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি করা হইলে ভারতের রপ্তানিজনিত আয় বৃদ্ধি পাইবে, কারণ ভারতের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের অধিকাংশেরই—যেমন অভ্র (mica), 'ম্যাঙ্গানিজ' (manganese), এবং কতকাংশে পাট—চাহিদা 'অস্থিতিস্থাপক' (inelastic)।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে যে সব যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জামের অত্যাবশ্যকতা রহিয়াছে, উহাদের আমদানি করিতে এই বর্ধিত আয় ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Revaluation) :—(১) মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির দরুন ভারতের পক্ষে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সস্তায় কিনিবার যে সুবিধার উদ্ভব হইবে, উহা বৈদেশিক রপ্তানিকারকগণ উহাদের পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া 'নাকচ' করিয়া দিবে। বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা ভারতের বিপক্ষে ভারতের আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সম্পর্কে তারতম্যমূলক নীতি অবলম্বন করিতে পারে। (২) ভারতের মুদ্রামূল্য বর্ধিত করা হইলে, অন্যান্য দেশও মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে—এমতাবস্থায় মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির দরুন কোন সুবিধাই পাওয়া যাইবে না। (৩) মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি করার জন্য পাটজাত দ্রব্য ও তুলা-বস্ত্রাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে—উহার দরুন বৈদেশিক বাজারে ভারতের "প্রতিযোগিতাশক্তি" ক্ষুণ্ণ হইবে। শ্রী সি. ডি. দেশমুখের (Sri C. D. Deshmukh) মতে, মুদ্রামূল্য শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিলে ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যে ৫০ কোটি টাকা 'ঘাট্‌তি' হইবে এবং মুদ্রামূল্য শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিলে 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ ১৩৫ কোটি টাকা হইবে। ভারতকে জাপান ও পাকিস্থান সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে—জাপান তুলাবস্ত্রের বাণিজ্যে

ভারতের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছে এবং পাকিস্তান বৃহদায়তন পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। (৪) ভারত অর্থনৈতিক উন্নাতর পথে অগ্রসর হইতেছে এবং শিল্প-যোজিত দেশে (industrialised country) পরিণত হইতে চলিয়াছে—সুতরাং ভারতকে উহার রপ্তানিক্ষেত্রে নানা-রূপতার (diversification) সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির দরুন পণ্যমূল্য বর্ধিত হইয়া ভারতের রপ্তানিক্ষেত্রে নানারূপতার সৃষ্টি ব্যাহত হইবে। (৫) স্ফীতিজনক অবস্থার নিরোধকল্পে মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই ; নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ উপায় অবলম্বন দ্বারা স্ফীতাবস্থা নিবারণ করা যায় :—

করারোপণ (taxation); সঞ্চয়-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ; সরকারী ব্যয়ের সংকোচ-সাধন ; ঋণ-দান নিয়ন্ত্রণ ; পণ্যমূল্য নিয়মন (control) ; এবং উৎপাদন বর্ধিতকরণ।

কিন্তু ডাঃ জন মাথাই-এর (Dr. John Mathai) মতে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎই কার্যকরী হয় না ; সুতরাং ভারতে স্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য তিনি মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন, কারণ এ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ এবং অধিকতর ফলোপধায়ী (effective)। ডাঃ জন মাথাই-এর মত বিশেষজ্ঞের অভিমতের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা সরকারের কর্তব্য ছিল। সরকারের 'মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধি না করার' 'একতরফা' (unilateral) সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে সরকারের উচিত ছিল, অর্থনীতিবেত্তাগণ (Economists), ব্যবসায়িগণ ও শিল্পপতিগণের (industrialists) সহিত পরামর্শ করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে—মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি হইলে ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে মূল্য-পণ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা যে সুবিধাজনক হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধির দরুন ভারতের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যে পরিমাণ বৃদ্ধি মূল্য পাইবে, রপ্তানি-শুল্কের (export duties) হার হ্রাস করিয়া উহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু, মুদ্রামূল্য বর্ধিত হইলে ভারত পাকিস্তান হইতে অপেক্ষাকৃত কম দরে কাঁচামাল আমদানি করিতে সক্ষম হইবে—ইহাতে উৎপাদন-ব্যয়ও কমিয়া যাইবে। সুতরাং, ভারত সরকারের পক্ষে মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

পাকিস্তান কর্তৃক মুদ্রামূল্য-হ্রাস ও ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

উহার প্রভাব (Devaluation of Pak Rupee and its impact on Indian economy) :—১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন গ্রেট্ বৃটেন, ভারত, ও অন্যান্য দেশগুলি উহাদের 'মুদ্রামূল্য' হ্রাস করিয়াছিল, তখন পাকিস্তান উহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিবার সিদ্ধান্ত 'অদূরদর্শিতা-দ্যোতক (short-sighted) বলা চলে। পৃথিবীব্যাপী কাঁচামালের 'ঘাট্‌তির' সুবিধা লইতে পাকিস্তান উহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে স্বীকৃত হয় নাই—যতদিন কোরিয়া যুদ্ধের দরুন 'ধুম' (boom—তেজী বাজার) চলিতেছিল, ততদিন পাকিস্তানের বাহির্বাণিজ্য খুবই লাভজনক হয় ; অপরপক্ষে, পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত, যাহা অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণ দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিল, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। মুদ্রামূল্য হ্রাস না করার দরুন পাকিস্তান যে সুবিধা ভোগ করিয়াছিল, উহা ক্ষণস্থায়ী ছিল। কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হইলে এবং পৃথিবীর পরিস্থিতিতে শান্তভাবের সৃষ্টি হইলে পাকিস্তান আতশয় ব্যর্থমনোরথের সহিত উপলব্ধি করিয়াছিল যে, দেনা-পাওনার অবিরাম প্রতিকূল অবস্থায় উহার টাকার মূল্য উচ্চতর স্তরে রাখা সম্ভবপর নয়। রাজনৈতিক কারণ ছাড়িয়া অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিয়া পাকিস্তান অবশেষে ১৯৫৫ সালে উহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করে।

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য-হ্রাসের ফলাফল (Effects of Devaluation of Pak Rupee on Indian Economy) :—ভারতের মুদ্রামূল্যের সমানুপাতে পাকিস্তানের টাকার মূল্য হ্রাস করায় দুই দেশের টাকার মূল্য সমান হইয়া যায়—পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য-হ্রাসের পূর্বে পাকিস্তানের ১০০ টাকার মূল্য ভারতীয় ১৪৪ টাকার মূল্যের সমান ছিল ; পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য হ্রাস করার ফলে পাকিস্তানের ১০০ টাকার মূল্য ভারতীয় ১০০ টাকার মূল্যের সমান হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের টাকার মূল্যের সম-হার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারত পাকিস্তান হইতে এখন কাঁচা পাট, তুলা, চামড়া ও 'ত্বক' সস্তায় আমদানি করিতে পারিবে—

ইহার দরুন ভারতের পাটশিল্প, তুলাবস্ত্র-শিল্প ও দাক্ষিণাত্যের চামড়া পরিশোধন-শিল্প 'উপকৃত' হইবে।

পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে—ভারতের 'তৈয়ারী মাল' পাকিস্তানের বাজারে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রীত হইয়া যাইবে এবং ভারত উহাদের দর পূর্বাপেক্ষা (পাকিস্তানের-মুদ্রামূল্য-বৃদ্ধি থাকা অবস্থার অপেক্ষা) বেশী পাইবে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা।

দূরদর্শিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় যেরূপ ধারণা করিয়াছিল, অবস্থা তত আশাপ্রদ নয়। পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য হ্রাস হওয়ার দরুন ঐ দেশের কাঁচাপাটের দর কম হইবে এবং সেজন্য ভারতের কাঁচা-পাটের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। অধিকন্তু, মহাদেশীয় (Continental) উৎপাদকগণ পাকিস্তান হইতে সস্তায় কাঁচাপাট আমদানি করিবে এবং তদ্দরুন ভারতের পাটজাত দ্রব্যগুলিকে মহাদেশীয় উৎপাদক-গণের পাটজাত দ্রব্যের সহিত ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে ভারত সরকার পাটের উপর রপ্তানি-শুল্ক প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য-হ্রাস হওয়ার দরুন জাপানও সস্তায় পাকিস্তান হইতে কাঁচা তূলা আমদানি করিবে। বৈদেশিক বাজারে জাপান তূলাজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে—সস্তায় তূলা আমদানি করিতে পারিবে বলিয়া জাপানের তূলাজাত দ্রব্যগুলি অধিকতর সস্তায় বিক্রীত হইবে এবং এজন্য ভারতের তূলাজাত দ্রব্যগুলিকে এখন জাপানের তূলাজাত দ্রব্যগুলির সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হইবে।

অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিক বাজারে পাকিস্তানের চা'-ও (Tea) ভারতের চা'র সহিত প্রতিযোগিতা করিবে।

সুতরাং, ভারতের অর্থনীতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের টাকার মূল্য-হ্রাসের ভবিষ্যৎ-ফল (future effect) সুবিধাজনক হইবে না। পাকিস্তানের টাকার মূল্য-হ্রাসের সম্ভাবনীয় প্রতিকূল প্রভাবের প্রতি ভারতকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

Q. How do you explain the phenomenon of war-time inflation in India? What measures were adopted by the Government to fight this inflation?

(C. U. B. A. 1954)

Q. What is inflation? Discuss the causes and effects of the existing inflation in India.

(C. U. B. Com. 1950, Delhi 1950)

Q. How do you explain the continued rise of prices after World War II? Give a critical account of the monetary and fiscal measures, which the Government have adopted to fight this inflation.

(C. U. B. A. Hons. 1953, Patna 1953)

Q. Discuss the causes which led to the steepy decline of prices in February-March, 1952.

(Gauhati Hons. 19&3)

সাধারণতঃ কোন দেশে তখনই স্ফীতাবস্থার (inflation) উদ্ভব হয়, যখন সেই দেশের আয়-ব্যয়কের (budget) 'ঘাটতি' পূরণ করিতে কেবল সরকারী ঋণ-পত্রের (Securities) জামিনে চলৎ-মুদ্রার (Currency), অথবা বিহিত মুদ্রার (legal tender), বিশেষতঃ কাগজী মুদ্রার, প্রচলন অতিশয় বর্ধিত করা হয়। স্ফীতির সময়ে যে অনুপাতে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সে অনুপাতে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় না—দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ভারতে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় চলৎ মুদ্রার পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়—গ্রেট্ বৃটেন ও মিত্র-শক্তিগুলির (Allies)যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে অর্থ-সরবরাহের যে অদ্ভুত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। ভারতে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হইত, উহার মূল্য প্রদান করার এক নূতন ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করেন; সোনা বা ভারতীয় টাকায় উক্ত মূল্য প্রদান করা হইত না—মূল্য বাবদ বৃটিশ সরকার ভারতের হিসাবে স্টার্লিং ঋণ-পত্র (Sterling Securities) প্রদান করেন এবং উহার জামিনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে 'নোট' (notes—কাগজী মুদ্রা) জারি করিতে হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে প্রচলিত 'নোটের' অর্থমূল্য ছিল ১৬৯ কোটি টাকা; ১৯৪২-৪৩ সালে প্রচলিত নোটের মোট অর্থমূল্যের পরিমাণ

৮৮২'৫ কোটি টাকা হইয়াছিল এবং ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে উক্ত পরিমাণ ১২৭৪'৪৬ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছিল। অধিকন্তু, যুদ্ধ-ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার 'ঘাট্‌তি-আয়ব্যয়কের' (deficit budgeting) ব্যবস্থা করেন এবং ঐ 'ঘাটতির' বেশীর ভাগই পূরণ করিবার জন্য 'নোট' ছাপাইতে হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্য যে অত্যধিক সরকারী ব্যয় হইয়াছিল, তদ্দরুন লোকেদের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুবিধা হইয়াছিল এবং উহার ফলে লোকেদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল; লোকেদের এই বর্ধিত আয়ের বেশীর ভাগই পণ্য-ক্রয়ে ব্যয়িত হয় এবং এই কারণে চাহিদার অনুপাতে পণ্যের 'ঘাট্‌তি' হইয়া পণ্যমূল্য বাড়িয়া যায়। যুদ্ধের সময়ে যে স্ফীতাবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, উহা **অর্থসম্বন্ধীয়** (মুদ্রা-সংক্রান্ত) কারণে হইয়াছিল বলা চলে।

অপরপক্ষে দেখা যায় যে, বাজারে দ্রব্যের যোগানে 'ঘাট্‌তি' হইয়াছিল—এই ঘাট্‌তির প্রধান কারণগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) প্রধানতঃ সৈন্যদের ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করা হয়—যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশগুলি প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল এবং যে যৎকিঞ্চিৎ পণ্য বাজারে রহিয়াছিল, জনসাধারণের চাহিদার বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত পণ্যের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য মিত্র-দেশগুলি হইতে আমদানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভোগ্যপণ্যের অভাব আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল; (২) উৎপাদনের প্রয়োজনে শ্রমিক পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া না যাওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছিল; (৩) রেলপথের মালগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন যুদ্ধের নানাস্থানে মাল বহন করিবার প্রয়োজনে প্রধানতঃ নিয়োজিত ছিল—এজন্য কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই এবং তদ্দরুনও উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছিল; (৪) মজুতদারগণ (hoarders), 'কাল'-বাজারের ব্যবসায়িগণ (black marketeers), ও মুনাফা'খোর-গণ পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া শোষণ করিতেছিল—তাহারা পণ্য মজুত করিয়া এবং 'কাল'-বাজারে (black market) অল্প অল্প পরিমাণে দ্রব্য সরবরাহ করিয়া পণ্যের কৃত্রিম 'ঘাট্‌তির' সৃষ্টি করিয়াছিল এবং পণ্যের অত্যধিক 'চড়া'-দাম আদায় করিয়াছিল; (৫) দ্রব্যের যোগান নিয়মিত না করিয়া সরকার যে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ও বণ্টন-পদ্ধতি যেরূপ ত্রুটিপূর্ণ ছিল, উহার দরুন পরিস্থিতি আরও খারাপ হইয়া

পড়িয়াছিল—কোন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলেই উহা বাজার হইতে 'অদৃশ্য' হইয়া যাইত। (৬) যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার (uncertainity) দরুন বৈদেশিক বিনিয়োগ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সুতরাং দেখা যায় যে, সে সময়ে একদিকে যেমন অর্থের যোগানে অতিশয় আধিক্য ছিল, অন্যদিকে তেমন পণ্যের যোগানে অতিশয় 'ঘাটতি' পড়িয়াছিল—এমতাবস্থায় পণ্যমূল্যের যে দ্রুত উর্ধ্বগতি হইবে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই।

স্ফীতির ফলাফল (Effects of inflation) :—অন্যান্য দেশের অনেক পরে ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল—ইহা সত্ত্বেও ভারতে স্ফীতির যে প্লুতগতি হইয়াছিল, তাহা বড়ই আশ্চর্যজনক—যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনদেশের পরেই ছিল ভারতের পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ। এই স্ফীতির ফল অতিশয় ভয়াবহ হইয়াছিল—সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে স্ফীতির 'আঘাত' সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড হইয়াছিল—'১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ' (Bengal famine) এই 'স্ফীতির' জন্যই হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নর-নারী ও শিশুর মলিন মুখমণ্ডল ও কঙ্কালসার অবস্থা, উহাদের পথে পথে ভিক্ষা করা ও অবশেষে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। দরিদ্র ও 'নির্দিষ্ট আয়ের' (fixed income) মধ্যবিত্ত লোকেরা সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। বাংলায় সরকারের 'ধ্বংস-নীতি' (denial policy—যাহাতে শত্রুপক্ষ যানবাহন প্রভৃতির সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারে, তজ্জন্য উহাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা) অবিলম্বিত হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

ব্যবসায়ীদের ও শিল্পপতিদের নিকট স্ফীতি সত্যই ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি অপেক্ষা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এত বেশী পরিমাণে হইয়াছিল যে, তাহাদের অভাবনীয় 'মুনাফা' হইয়াছিল। মজুতদার, কাল-বাজারের ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর ও ঠিকাদারগণ (Contractors) অবস্থার সুযোগ লইয়া জনগণের প্রভূত ক্ষতি করিয়া প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতির দরুন কৃষকদেরও কিছু পরিমাণে সুবিধা হইয়াছিল—কিন্তু তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় কার্যতঃ তাহাদের কোন সুবিধা হয় নাই।

নিয়োজিত শ্রমিকদের দুর্দশার উদ্ভব হইয়াছিল—কারণ স্ফীতাবস্থায়

তাহাদের 'প্রকৃত মজুরি' (real wages) কমিয়া গিয়াছিল। 'মাগ্‌গী ভাতা' (Dearness Allowance) বাবদ তাহাদের মজুরির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় এই মজুরি-বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল, অতি নগণ্য—সুতরাং বহু অত্যাবশ্যক দ্রব্য ছাড়াই তাহাদিগকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বেকার কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

যুদ্ধকালীন স্ফীতি প্রতিরোধকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা (Measures adopted during war-years) :—স্ফীতি কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করিতে হইলে মুদ্রা-সংকোচন (contraction of Currency) ও দ্রব্যের যোগান-বৃদ্ধির প্রয়োজন—কিন্তু যুদ্ধের সময় বিশেষ কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। ১৯৫৩ সালে অবস্থা যখন 'মারাত্মক' হইয়া উঠে, তখন সরকার প্রতিকারের ব্যাপক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন—প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল :—

(১) আয়-কর বর্ধিত করিয়া লোকদের অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা (Surplus purchasing power) খর্ব করিতে চেষ্টা করা হয়। অতিরিক্ত 'মুনাফা-কর' (Excess Profit Tax) আরোপণের ব্যবস্থা করা হয়। (২) সঞ্চয়-বর্ধক নীতি প্রসারিত করা হয়। (৩) সরকার অত্যধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে শুরু করেন। (৪) প্রাথমিক ভোগ্যপণ্যের 'ভবিষ্য-কারবার' (Dealings in future) বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 'ভূঁইফোঁড়' (mushroom) কম্পানির উদ্ভব নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নূতন মূলধন-বিলি করা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক 'অধ্যাদেশ' (ordinance) জারি করা হয়। (৫) মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও 'সংবিভাগ' (rationing) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় ; কিন্তু দ্রব্যের যোগান 'নিয়মিত' না হওয়ার জন্য পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে বাজার হইতে পণ্য 'উধাও' হইয়া যায়—এজন্য জনসাধারণ আরও দুর্দশাপন্ন হইয়া পড়ে। (৬) পাঁচশত, এক হাজার ও দশ হাজার টাকার 'নোটগুলির' 'মুদ্রা-বিচ্যুতির' (demonetisation) ব্যবস্থা করা হয়। এবং (৭) খাদ্য চলাচলের অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

যুদ্ধকালীন অবলম্বিত ব্যবস্থার সমালোচনা (Critical Estimate of the measures taken during the war) :—সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয়

নাই। ব্যবস্থাগুলির অবলম্বনে ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল; পণ্যের যোগান নিয়মিত না করিয়া পণ্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের কোন অর্থ হয় না—ইহাতে অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটিয়াছিল, কারণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যের পণ্যগুলি 'কাল-বাজারে' (Black-market) সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল; কোন লক্ষ্যবদ্ধ (পরিকল্পিত—planned) নীতি ব্যতিরেকে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, 'সংবিভাগ-ব্যবস্থা' (Rationing) অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয় না। সরকারের ব্যবস্থায় আন্তরিকতার অভাবও বর্তমান ছিল—কেবল 'মুদ্রাবিচ্যুতির' অধ্যাদেশ (Demonetisation ordinance) দৃঢ়তার সহিত কার্যে পরিণত করা হইলে পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কৃতকার্যতার সহিত প্রতিহত করা যাইত।

যুদ্ধোত্তরকালীন মূল্য (Prices in post-war period)—যুদ্ধের সময় ধারণা করা হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালীন স্ফীতির উর্ধ্বগতি যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে প্রতিহত হইবে এবং যুদ্ধোত্তরকালে 'মন্দার' (depression) উদ্ভব হইবে; কিন্তু পণ্যমূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পণ্যমূল্যের সাধারণ 'সূচক সংখ্যা (general index) ৪৬২-তে পরিণত হয়; কিন্তু ১৯৫২ সালের ২৬শে এপ্রিল এই 'সূচক সংখ্যা' কমিয়া ৩৭৭·৪-এ পরিণত হয়, অর্থাৎ কোরিয়া যুদ্ধের পূর্বে যে মূল্যস্তর বিদ্যমান ছিল, উহার শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পায়।

যুদ্ধোত্তরকালীন স্ফীতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে হইলে স্ফীতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিয়া উহার বিভিন্ন পর্যায়কালীন 'দশাগুলির' (different phases) পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। উপযুক্ত স্ফীতি-নিরোধক নীতি (anti-inflationationary) অবলম্বন করিবার জন্য আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে (economic analysis) স্ফীতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টার্ভে (Turvey) স্ফীতির বিশ্লেষণে মন্তব্য করিয়াছেন, যে আর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণ-নিয়োগ (full employment) বিদ্যমান থাকে, অথবা জনগণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চাহিদা মিটাইতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার গুরুতর অন্তরায় বর্তমান থাকে, সেইরূপ আর্থ-ব্যবস্থায় দ্রব্যের চাহিদার মোট পরিমাণ দ্রব্যের যোগানের মোট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলে স্ফীতির উদ্ভব হয়—টার্ভের (Turvey) উক্ত বিশ্লেষণ গৃহীত হইলে 'স্ফীতিজাত ব্যবধানের' (inflationary gap—উৎপাদিত পণ্যের বাজার দরে মোট মূল্য অপেক্ষা প্রত্যাশিত ব্যয়ের পরিমাণের আধিক্য) পরিমাণ নির্ভর করে

যোগানের মোট পরিমাণ অপেক্ষা চাহিদার মোট পরিমাণের আধিক্যের উপর। যে অবস্থায় মূল্য ও মজুরি সর্পিল গতিতে পরস্পরের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে, সে অবস্থাকে অনেক সময় স্ফীতি বলা হয়।

যুদ্ধোত্তরকালীন স্ফীতির বিভিন্ন 'পরিবর্তমান দশাগুলি' (different phases) নিম্নরূপ :—

(ক) যুদ্ধাবসান হইতে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত (যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হয়)—প্রথম 'পরিবর্তমান দশা'।

(খ) ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে কোরিয়া যুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত —দ্বিতীয় 'পরিবর্তমান দশা'।

(গ) কোরিয়া যুদ্ধের পরবর্তী সময়—'তৃতীয় পরিবর্তমান দশা'।

(ক) প্রথম পরিবর্তমান দশার' কারণ (**causes of the first phase**) ঃ—এই সময়ে স্ফীতির উদ্ভব নিম্নলিখিত কারণে হইয়াছিল :—

(১) সরকারের আয়-ব্যয়কে (budget) 'ঘাট্‌তি' হইয়াছিল ; (২) জনগণ উহাদের অত্যধিক ক্রয়-শক্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল ; (৩) ভোগ্যপণ্যের উনতা (Shortage) বিদ্যমান ছিল ; এবং (৪) সরকার পণ্য সম্পর্কীয় নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

(১) ১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের সরকারী আয়-ব্যয়কে মূলধন ও রাজস্ব খাতের সমষ্টিগত মোট 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ যথাক্রমে ২৪৯·৯, ৬৩·৪ এবং ১৩০ কোটি টাকা হইয়াছিল—যুদ্ধকালীন 'ঘাট্‌তির' পরিমাণের সহিত উক্ত পরিমাণগুলির বিশেষ পার্থক্য নাই ; সুতরাং আয়-ব্যয়কের 'ঘাট্‌তির' দরুন স্ফীতি আংশিক পরিমাণে উৎসাহিত হইয়াছিল বলা চলে।

(২) জনসাধারণের অতিশয় ক্রয়-শক্তির কারণ হইল, বাজারে অর্থের যোগানের অত্যাধিক্য। বহু উদ্দেশ্যমূলক নদী-সংক্রান্ত ও অন্যান্য উন্নয়ন-পরিকল্পনা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতির দরুন 'ঘাট্‌তি' আয়-ব্যয়কের ব্যবস্থা ছাড়াও 'মাগ্‌গি'-ভাতা (Dearness Allowance) এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ও শ্রমিকদের মজুরি-বৃদ্ধির দরুন বাজারে অর্থের প্রচলন বৃদ্ধি পায়—অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির অনুপাতে দ্রব্য যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায় দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া গিয়াছিল।

(৩) উৎপাদন-ব্যবস্থায় এক সংকটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির গুণ-ক্ষয়ের (depreciation) জন্য

উৎপাদন-ব্যয় বর্ধিত হইয়াছিল। খাদ্যদ্রব্যের যোগানের উনতা (বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পর), সুলভ-মুদ্রার অঞ্চল হইতে আমদানির 'বাধাহীন সাধারণ অনুজ্ঞাপত্র' (Open General License) প্রত্যাহারের দরুন আমদানির বাধা-নিষেধ, সমাজ-বিরোধী 'মুনাফাখোরদের' মাল 'আটক' করিয়া রাখা—এই সমস্ত কারণেই বাজারে মালের 'ঘাটতির' পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৪) সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রত্যাহৃত হওয়ায় মূলস্তরের ঊর্ধ্বগতি হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শানুসারে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে খাদ্যশস্য ও চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লওয়া হয়—১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণও প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে মূল্যের সাধারণ 'সূচক-সংখ্যা' (general index) ছিল ৩০২ ;—১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯০ হয়।

(খ) দ্বিতীয় পরিবর্তমান দশায় স্ফীতির ঊর্ধ্বতর গতির কারণ —Causes of further rise in inflationary 'spiral' during the second phase :—

১৯৫০ সালের আগস্ট মাসের 'সূচক-সংখ্যা' ৪১০ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ৪৬২ হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলি এই বৃদ্ধির জন্য দায়ী :—

(১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য স্ফীতাবস্থার গতি ত্বরান্বিত হয়। বিশ্বের বাজারে আমেরিকার আর্থ-ব্যবস্থার প্রাধান্যের দরুন পৃথিবীর সর্বত্র স্ফীতির উপকরণগুলি ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের মুদ্রামূল্য-হ্রাসের (devaluation) কারণে 'স্টার্লিং' এলাকার' বহির্ভূত দেশগুলি (non-sterling areas) হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ বর্ধিত হইয়াছিল। অধিকন্তু, ক্রেতার বাজার (sellers' market) উদ্দীপিত হইয়াছিল বলিয়া রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যগুলির অভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইরূপ পণ্যের সাধারণ মূল্য-বৃদ্ধির কারণে 'স্টার্লিং-এলাকাভুক্ত' দেশগুলি হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্যও বর্ধিত হইয়াছিল। উক্ত সমস্ত কারণবশতঃ মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

(২) কোরিয়া যুদ্ধ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'পুনঃ-সমরসজ্জার (re-armament) কার্যক্রম হইল স্ফীতি বৃদ্ধির পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক অত্যাবশ্যক ও যুদ্ধোপকরণ দ্রব্যগুলির মজুত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে ভারতীয় রপ্তানি-কারকগণ মাল মজুত করিয়া রাখিতে ও রপ্তানি করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। এইজন্য মূল্যস্তরের উর্ধ্বতর গতি দেখা গিয়াছিল এবং আভ্যন্তরীণ আর্থ-ব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়াছিল।

(ক) প্রায় ১½ বৎসর পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য অচল অবস্থায় থাকায় পাট ও বয়ন শিল্পের উৎপাদন অত্যন্ত ব্যাহত হইয়াছিল,—ফলে, পাটজাত দ্রব্যের ও বস্ত্রের যোগান 'ঘাট্তি' পড়ায় মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি হইয়াছিল।

সরকার-কর্তৃক স্ফীতি-নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন (Government's anti-inflationary measures) :—কুরিহারা (Kurihara) তিন প্রকারের স্ফীতি-নিরোধক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়াছেন—(১) মুদ্রা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, (২) রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং (৩) 'মুদ্রেতর' (অ-মুদ্রা) (non-monetary) ব্যবস্থা। যখন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্লুতগতিতে(in galloping fashion) চলিতে থাকার দরুন জনসাধারণের দুর্গতি হইতে থাকে, তখন সরকার কেবল দর্শক হিসাবে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্ফীতির দুইটি পরিবর্তমান দশায় সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) **মুদ্রা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা (monetary measures)**—(১) মুদ্রামূল্য হ্রাসের অব্যবহিত পরেই মূল্যবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি প্রতিহত করিবার জন্য সরকার 'আটদফা' কার্যক্রমের (Eight-point Programme) ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন—ইহার ফলে বহু দ্রব্যের ফাট্কা (speculative) ও 'ভবিষ্য' (future dealings) কারবার বন্ধ হয়। (২) ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে সরকার 'ব্যাঙ্কের-হার' (bank rate) শতকরা ৩ টাকা হইতে ৩½টাকা করেন। (৩) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেন যে, ব্যাঙ্ক কর্মবহুল ঋতুতে কেবল সরকারের ঋণপত্রের জামিনে টাকা প্রদান করিবে—কোন ঋণ-পত্র ক্রয় করিবে না। উক্ত ব্যবস্থার ফলে ঋণ-দানের সৃষ্টির 'স্থিতিস্থাপকতা' (elasticity) নিরুদ্ধ হয়।

(খ) **মুদ্রেতর ব্যবস্থা (Non-monetary measures) :**—স্ফীতির

প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে 'মুদ্রেতর' ব্যবস্থার গুরুত্ব কম নয়—সরকার কর্তৃক যে সব 'মুদ্রেতর' ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে লেখা হইল :—

(১) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার "অধিক ফসল ফলাও"-আন্দোলনের ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেন। (২) শিল্পগুলিকে বহুপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও 'রেয়াত' (concessions) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়,—যেমন গুণ-ক্ষয় জনিত 'রেয়াতের' পরিমাণ বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট কালের জন্য নূতন শিল্পগুলিকে কর-প্রদান হইতে অব্যাহতি দান, মূল-শিল্পগুলির (key-industries) পরিবহন সংক্রান্ত অসুবিধার অপসারণ ইত্যাদি। (৩) পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির পুনঃ-প্রবর্তন। (৪) 'আট-দফা' কার্যক্রমের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়—ইহাতে (ক) খাদ্যশস্য, বস্ত্র, বুনাসূতা, 'ঢালাই' লোহা (Pig iron), ইস্পাত ও কয়লার দাম হ্রাস করার কথা ঘোষণা করা হয়, (খ) সরকারী ব্যয়ের ক্রম-হ্রাস করা হয়, (গ) ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১১টি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য, যোগান, ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণের এক 'অধ্যাদেশ' জারি করা হয় (এই 'অধ্যাদেশ' পরে আইনে পরিণত করা হইয়াছিল), (ঘ) অধিকন্তু, সরকারকে মূল্য নির্দিষ্ট-করণ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য বণিকসম্প্রদায় ও শিল্পপতি-গণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক 'মূল্য উপদেষ্টা পর্ষদ্' (Prices Advisory Board) গঠন করা হয়।

(গ) **রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থা (Fiscal Measures)** :—কীন্‌সের (Keynes) পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানের সাহিত্যে অর্থনীতিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্ফীতির এই পরিবর্তমান দশায় সরকার যে সব রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) ১৯৪৮-৪৯ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের ব্যয়ের সংকোচসাধন করিয়া 'সমীকৃত আয়-ব্যয়কের' (balanced budget—যে আয়-ব্যয়কে আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের পরিমাণের অপেক্ষা কম হয় না) ব্যবস্থা করা হয় ; (২) বিলাস-দ্রব্যের উপর উচ্চতর হারে রপ্তানি-শুল্ক ও আমদানিশুল্ক আরোপণ করা হয় ; (৩) মুনাফা-করের অতিরিক্ত জমার প্রত্যর্পণ (refund—ফেরত দেওয়া) স্থগিত রাখা হয় ; (৪) যাহাতে অভ্যন্তরীণ মূল্য-স্তর

বৈদেশিক মূল্যস্তরের উর্ধ্বে না থাকে, উহার জন্য উচ্চহারে রপ্তানি-শুল্ক আরোপিত হয় অথবা বর্তমান শুল্কের-হার বৃদ্ধি করা হয় ; (৫) ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'ভারত-পাকিস্তান' বাণিজ্যের অচল-অবস্থার অবসান হইলে কাঁচাপাট ও তুলার আমদানি সম্পর্কে পাকিস্তানের সহিত এক নূতন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

১৯৫২ সালের মার্চ মাসে মূল্যস্তরের অধোগতির কারণ (Causes of the fall in March, 1952) :—উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মূল্যের দ্রুত উর্ধ্বগতি চলিতে থাকে—এই সময়ে 'সূচক-সংখ্যা' ছিল ৪৫৭'৫। কিন্তু, ঐ সময় হইতেই মূল্যের উর্ধ্বগতি প্রতিহত হয় এবং জুলাই মাস হইতে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়—১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে 'সূচক-সংখ্যা' ৪২৮'৮ ছিল। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে 'ব্যাঙ্কের হার' (Bank rate) শতকরা ৩' টাকা হইতে ৩½ টাকায় বর্ধিত করা হয় ; খোলা বাজারে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পায় ; বহুপ্রকার পণ্যের, যেমন সিমেণ্ট, ইস্পাত, কয়লা, কাগজ, দিয়াশলাই, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি, উৎপাদন সর্বাঙ্গীণ বর্ধিত হয় ; কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়কের 'রাজস্ব গণিতকে (Revenue account) পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত হয় ; রপ্তানির চাহিদা হ্রাস পায়—এই সব কারণে ১৯৫২ সালে পণ্যমূল্য কমিয়া যায়। কোরিয়ার পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছিল—এই পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হইয়া অবস্থার উন্নতি দেখা দেয় ; সুতরাং মাল মজুত (সঞ্চয়) করার প্রয়োজনীয়তা আর রহিল না। সরকার কর্তৃক স্ফীতি-নিরোধক মুদ্রা-সংক্রান্ত ব্যবস্থার অবলম্বন ও কোরিয়ার পরিস্থিতির উন্নতির দরুন 'দূরকল্পী' (ফাটকা) কারবারের ও মজুতকরণের আতিশয্য হ্রাস পায়। সরকারের আমদানি-নীতির বাধা-নিষেধগুলি কমাইয়া দেওয়ার জন্যও মূল্যস্তর নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়ে। নূতন রপ্তানি-শুল্কের প্রবর্তন ও বর্তমান শুল্ক-হার বৃদ্ধি এবং আমেরিকা কর্তৃক ধারে-প্রদত্ত গম (wheat) বিক্রয়—এই দুইটি কারণেও পণ্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছিল।

সুতরাং, দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ ও 'বাহিরিক' (internal and external), উভয় কারণেই পণ্যমূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোরিয়ার পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং পৃথিবীতে পণ্যমূল্য

স্বাভাবিক হইতে থাকে—ভারতের পণ্যমূল্যও স্বাভাবিক হইতে থাকে এবং অনেক পরিমাণে স্থিরতা লাভ করে।

সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার সমালোচনা (Critical estimate of the measures, adopted by the Government) :— যে সব ব্যবস্থা জাতীয় সরকার অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাদিগকে স্ফীতি-নিরোধক ব্যবস্থা বলা চলে না—এই ব্যবস্থাগুলি শুধু মূল্যের আরও ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্ফীতি অপসারণ করিতে সরকারের অক্ষমতার কারণ হইল, স্ফীতি অপসারণের জন্য কঠোরতম প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার ইতস্ততঃ (দ্বিধা-বোধ) করিয়াছিলেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এ. কে. দাশগুপ্ত (Dr. A. K. Das Gupta) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, স্ফীতির দ্রুত প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানত (Bank balances) আটক করিয়া রাখা উচিত। অর্থনীতিবেত্তাগণের 'কমিটি' (Committee of Economists) 'সমীকৃত' আয়-ব্যয়কের ব্যবস্থা করা, সামাজিক সংস্কারমূলক কার্যাবলী (Social reforms) স্থগিত রাখা, ৫০০০ টাকার ব্যক্তিগত আয়ের উপর আয়করের ক্রমপর্যায়ে 'অধিভার' (Surcharge) আরোপণ করা, অত্যুচ্চ হারে ক্রম-পর্যায়ে মৃত্যুকর প্রবর্তন করা প্রভৃতির প্রস্তাব দাখিল করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিয়াই ফলোপধায়ী ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেন নাই—এই সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পণ্যমূল্যের হ্রাস হইত। পণ্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও 'সংবিভাগ-ব্যবস্থার' (rationing) ফলে শহরের অধিবাসীদের কিছু উপকার হইয়াছিল, কিন্তু গ্রামবাসীরা উক্ত ব্যবস্থার কোন সুযোগ-সুবিধা পায় নাই। শ্রী জে. বি. কৃপালনী (Sri J. B. Kripalani) আইন-পরিষদ (parliament) গৃহে বলিয়াছিলেন, সরকারের চক্ষুর সম্মুখে পরিষ্কার দিনের আলোকে দিল্লীতে 'কালবাজারগুলির' (black markets) প্রসার হইতেছে।

ইহা সত্য যে, কতকগুলি কারণবশতঃ সরকারের কার্যধারা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন, ভারতের মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর 'ভারত-পাকিস্তান' বাণিজ্যের অচল-অবস্থা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদ—এই সব সরকারের পক্ষে ফলোপধায়ী স্ফীতি-নিরোধক নীতি গ্রহণ করিবার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকন্তু, স্ফীতি-নিরোধনের কঠোর নীতি অবলম্বিত হইলে

উৎপাদন ব্যাহত হইত। কোরিয়ার যুদ্ধ ও তদ্দরুন মাল মজুত-করণের জন্য অবস্থার আরও অবনতি হইয়াছিল। উক্ত সকল কারণই হইল সরকারের ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু স্ফীতাবস্থার অবসানের জন্য সরকার কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্ফীতি-নিরোধক নীতি গ্রহণ করিলে মূল্যবৃদ্ধি নিশ্চয়ই যথেষ্ট কমিয়া যাইত।

Q. Discuss the causes of the recent rise in prices from early June, 1955. What measures have been taken by the Government to arrest the rise in prices? (C. U. B. Com. Bengali 1957)

বর্তমানের পণ্যমূল্য বৃদ্ধি (Recent rise in prices) :—১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দ্রব্যের পাইকারী (wholesale) দর অত্যন্ত কমিয়া যায়—১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের শেষে ও ৪ঠা জুনের মধ্যে সাধারণ 'সূচক-সংখ্যা' শতকরা ৩ ভাগ কমিয়া যায়; খাদ্যদ্রব্যের ও শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচামালের মূল্যের 'সূচক-সংখ্যাও' যথাক্রমে শতকরা ৬ ভাগ ও ৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জুন মাসের প্রথম হইতেই বৎসরের শেষ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য অনবরত ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে—এই বৃদ্ধির প্রথম অবস্থার কারণ হইল, মূল্য যাহাতে আর কমিয়া না যায় সেজন্য সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমন কি দ্রব্য-মূল্যের অধস্তন সীমাও নির্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধির যে ক্রমাগত উর্ধ্বগতি হইতেছিল, তাহাতে বুঝা যায় যে, যোগান ও চাহিদার কতগুলি মৌলিক নিয়ম কার্যকরী হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালের জুন মাসের প্রথম হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, উহা নিম্নলিখিত তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

(১) খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল—'জোয়ারের' (Jowar) মূল্য শতকরা ১৪২ ভাগ বর্ধিত হইয়াছিল এবং চাউল, গম, ভুট্টা ও গুড়ের দাম যথাক্রমে শতকরা ২৮, ৫৩, ৬৭ এবং ৪১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (২) শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচামালের দাম শতকরা ২৪ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছিল—উহার মধ্যে তৈলবীজ (oil-seeds) ও কাঁচা তূলার (raw cotton) মূল্য যথাক্রমে শতকরা ৫৭ ও ২৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৩) 'পাকা মালের' অংশ-বিশেষের নির্মাতাদের (Semi-manufacturers) প্রয়োজনীয় কাঁচা-

মালের মূল্য শতকরা ১৩ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিল্পজ পণ্যের ('পাকা মালের'—manufactured goods) দাম প্রায় স্থির-অবস্থায় রহিয়াছিল।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ (Casues of rise in prices) ঃ—১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য যে অতিশয় হ্রাস পাইতেছিল, উহার প্রতিকার-কল্পে সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—ইহার দরুন প্রাথমিক অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে; কিন্তু প্রকৃত কারণ হইল ভিত্তিগত, অর্থাৎ এই মূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতিতে বুঝা যায় যে, যোগান ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে অসাম্য ছিল—একদিকে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছিল, অপরদিকে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে শস্যাদির (cereals) উৎপাদন কম হইয়াছিল; ১৯৫৫-৫৬ সালে কতকগুলি শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচামালের (Industrial raw materials) রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল—এই সব ঘটনার সহিত দেশের কোন কোন অঞ্চলে বন্যা অথবা অনাবৃষ্টির জন্য ১৯৫৫-৫৬ সালের ফসলের মর্ম্মে উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়নের জন্য উন্নয়নমূলক ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ফলে, জনসাধারণের আয় বাড়িয়া যাইয়া ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বর্ধিত হইতেছিল। সরকারের 'ঘাট্‌তি' আয়-ব্যয়কের ও ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-দান সম্প্রসারণের দরুন অর্থের যোগান বর্ধিত হইয়া ২৬৪ কোটি টাকা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন খাতে যথেষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ করা হয় ও সেজন্য আয়-ব্যায়কে 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ খুব বেশী হইয়া পড়ে—ফলে, এই সময়ে, বিশেষতঃ বৎসরের শেষের দিকে, জনগণের মনে স্ফীতির আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতে মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে, এই মনে করিয়া লোকেরা কিছু কিছু মজুত করিয়া রাখিবার পন্থা অবলম্বন করে।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে—১৪টি রাজ্যের মধ্যে ৮টি রাজ্যে খাদ্য-সঙ্কট চলিতেছে। কিছু পরিমাণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বর্ধিত হইয়াছে—উত্তর প্রদেশের, বিহারের, এবং পশ্চিম বাংলার কতক অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি (hail storm) ও ছত্রাক (fungus) জনিত উদ্ভিদ-রোগের (rust) দরুন শস্য-

হানি ঘটিয়াছিল। উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধির দরুনও খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়কে বর্তমান 'আবকারী'-শুল্ক (excise duties) বৃদ্ধির এবং চিনি, দিয়াশলাই, চা, কফি (coffee), তামাক প্রভৃতি প্রাণধারণের জন্য আবশ্যক সামান্য দ্রব্যগুলির ও 'সিমেণ্ট', ইস্পাত, 'পেট্রোল' প্রভৃতি মৌল (basic) দ্রব্যগুলির উপর নূতন 'আবকারী'-শুল্ক আরোপণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—ইহাতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি 'উৎসাহিত' হইয়াছে। সরকার 'সিমেণ্ট' ও ইস্পাতের মূল্য বর্ধিত করিয়াছেন—প্রতি টন 'সিমেণ্টের' আবকারী-শুল্ক ৫ টাকা হইতে ২০ টাকায় বর্ধিত হওয়ার দরুন সকল শ্রেণীর 'সিমেণ্টের' বিক্রয়-মূল্য সরকার কর্তৃক মূল্য-বৃদ্ধি ও শুল্ক-বৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইস্পাত-পিণ্ডের (steel ingots) উপর আবকারী-শুল্ক বর্ধিত হওয়ায় বহু শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত (controlled ইস্পাতের দর সমানভাবে ৭০ টাকা বাড়ান হইয়াছে।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধির গতি রোধ করিতে সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্যের যোগানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন —যে সব অঞ্চলে খাদ্যের 'ঘাটতি' রহিয়াছে ও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সে সব অঞ্চলের বহু কেন্দ্রে 'ন্যায্য-মূল্যের' দোকান (fair price shops) খোলা হইয়াছে; সরকার কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে এক বিশেষ "প্রাচীর-বেষ্টিত" অঞ্চলে পরিণত করিয়া আমদানীকৃত খাদ্য-ভাণ্ডার হইতে উহাদের প্রয়োজন মিটাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 'মজুত' বন্ধ করার ও দ্রব্যমূল্য-হ্রাস করার অবলম্বনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করিবার জন্য সরকার এক উচ্চ ক্ষমতাপন্ন কমিটি (High-Power Committee) নিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে হইতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্কের হার' (Bank-rate) শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকায় বৃদ্ধি করিয়াছে—ইহার ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিহত হইবে।

সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থা (Measures taken by the Goverment) :—দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সরকারকে মূল্য-হ্রাস প্রতিরোধ করিবার নীতির পরিবর্তে মূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। দ্রব্যের যোগান-বৃদ্ধির বহুপ্রকার ব্যবস্থা সরকার প্রবর্তন করিয়াছিলেন:—রপ্তানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন; বিক্রয়ের জন্য সরকার উঁহার 'মজুত-করা' খাদ্যশস্য ছাড়িয়া

পশ্চিম বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা দুর্গাপূজা ও বিজয়া-দশমীর পূর্বে বহু কাপড় কিনিয়া থাকে—এই সময়ে বস্ত্রের 'চাহিদা' অনমনীয় থাকে এবং বস্ত্রের বাজার 'বিক্রেতার বাজারে' (Seller's market) পরিণত হয়। 'চাহিদার' অনমনীয়তার দরুন বর্ধিত আবকারী শুল্কের 'পশ্চাদ্-ভার' (incidence—চাপ) উৎপাদক ও ব্যবসায়িগণ ব্যবহারকদের উপর চাপাইয়া দিতে সক্ষম হয়।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী মনে করেন, 'ফাটকা-কারবারের' ও 'অতিরিক্ত মুনাফার' লোভই হইল, বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী। সুতরাং উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের দর কমাইতে বাধ্য করার জন্য তিনি জনসাধারণকে 'পূজার-বাজারের' ক্রয় হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জনসাধারণ মূল্য-বৃদ্ধির দরুন অতিশয় 'ভারাক্রান্ত' এবং তাহাদের ভোগস্তর পৃথিবীতে সর্বনিম্ন—এমতাবস্থায় উচ্চমূল্য সত্ত্বেও তাহাদের 'প্রতিরোধ-ক্ষমতা' জাগ্রত হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণমাচারীর এরূপ পরামর্শ-দান লোকেদের নিকট উপহাস-ব্যঞ্জক হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী 'মিলের' মালিকদিগকে ও ব্যবসায়ীদিগকে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে, তিনি 'ব্রহ্মাস্ত্র' অর্থাৎ মূল্য নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র, প্রয়োগ করিবেন। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দম্ভভরে বলিয়াছেন, "আমি তাহাদিগকে বলিতে চাই যে, শ্রীকৃষ্ণমাচারী মরিয়া যায় নাই, এখনও জীবিত। কৃষ্ণমাচারী বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রক হইতে সরিয়া পড়িলেও কিছুই আসে যায় না, কারণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হইল অর্থনীতি সংক্রান্ত কার্য-পরিচালন বিভাগের।" দ্রব্য-মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধি ও 'মজুত' বন্ধ করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, যেমন :—(১) ন্যায্য মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে; (২) কাপড়ের 'মিলের' মালিকদিগকে এক মাসের উৎপাদিত বস্ত্রের বেশী বস্ত্র 'মজুত' করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; (৩) বস্ত্রের পাইকারী কারবারীদের তিন মাসের প্রায়াজনীয় মালের বেশী মজুত করা নিষেধ করা হইয়াছে—এই প্রয়োজনের পরিমাণ গত ৬ মাসের মজুত-মালের গড়পড়তার ভিত্তিতে স্থির করিতে হইবে, এবং (৪) পশ্চিম বাংলায় পশ্চিমাবাংলার কাপড়ের 'মিলগুলির উৎপাদিত বস্ত্র এক মাসের প্রয়োজনের বেশী 'মজুত' করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সরকার আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন (**অবশ্য পূজার বাজার শেষ হইয়া গেলে**) যে, ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি হইতে আগস্ট, এই আট মাসে কাপড়ের 'মিলগুলি' গড়পড়তা মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা

অতিরিক্ত যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করিবে, সেই পরিমাণ উৎপাদিত সকল প্রকার বস্ত্রের উপর আবকারী-শুল্কের প্রতি গজে ৬ পাই 'ছাড়' (rebate) দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সকল সতর্ক-বাণী ও অবলম্বিত ব্যবস্থা দ্বারা 'মিলের' মালিক ও ব্যবসায়ীদের সংযত করা সম্ভবপর হয় নাই—সরকারী আদেশ এড়াইয়া চলিবার কৌশল উহাদের নিকট সুপরিজ্ঞাত। ইতিমধ্যে বস্ত্রমূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং অর্থ-মন্ত্রীর এই অবিজ্ঞতা ও অবিবেচনা-প্রসূত এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের দরুন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেছে। অর্থমন্ত্রীর এই তত্ত্বীয় (theoretical) বিশ্লেষণ ও প্রতিকার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহার সতর্কবাণীতে কেহই কর্ণপাত করে নাই।

সমালোচকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, বস্ত্রের উপর আবকারী শুল্কের হার বৃদ্ধি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে অধিকতর 'উৎসাহিত' করা। 'মিলগুলির' বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পগুলি পূর্ব হইতে 'আশ্রিত বাজারের' (sheltered market) সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং, 'মিলজাত বস্ত্রের ক্ষতি করিয়া তাঁতশিল্পের অধিকতর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অবিজ্ঞতার পরিচায়ক—ইহার ফলে অকার্যকরতা চিরস্থায়ী করা হইবে ও ব্যবহারকদের উপর গুরুভার চাপান হইবে।

সুখের বিষয় যে, মূল্য-বৃদ্ধি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর অভিমত পরিবর্তিত হইতেছে। অধুনা, তিনি বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের বর্তমান মূল্যকে স্বাভাবিক বলা চলে না—তিনি বলিয়াছেন, যদি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য দেশের মধ্যে অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর স্বাভাবিক রাখিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বর্তমান মূল্য, বিশেষতঃ চাউলের দর, অত্যন্ত অসঙ্গত এবং সরকার মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ কমাইতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। মূল্যবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির 'সতেজ' নিদর্শন বলিয়া তাঁহার যে দৃঢ় অভিমত ছিল, তাহা পরিবর্তিত হওয়ায় সুখের বিষয় হইয়াছে। সিদ্ধান্তের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন না করিয়া সরকারের এক সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট মূল্য-নীতি (price-policy) গ্রহণ করা কর্তব্য, যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃতকার্যতার সহিত রূপায়িত করা সম্ভবপর হয়।

অধ্যাপক সেনয়ের বর্তমান মূল্য-বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ (Prof- Shenoy's analysis of the causes of the recent rise in prices) :—অধ্যাপক বি. আর. সেনয় (Prof. B. R. Shenoy) দেশের মূল্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানে অত্যধিক 'ঘাটতি' পড়ার দরুন 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থায় বাজারে যে অত্যধিক পরিমাণে মুদ্রা প্রচলিত করা হইয়াছে, উহার এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় জনগণের ঋণ-গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-দানের সম্প্রসারণের জন্যই বর্তমান মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাস হইতেই অর্থের সরবরাহ (money-supply) অনবরত বৃদ্ধি পাইতেছে—১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ইহার পরিমাণ হইয়াছিল ২২২৮ কোটি টাকা। ভারতের মত দরিদ্র দেশে আর্থিক আয় (money-income) বৃদ্ধির অর্থ হইল, প্রথমেই উহা খাদ্যশস্য ক্রয়ে ব্যয় করা—এজন্যই খাদ্যশস্যের অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধি অসামঞ্জস্যভাবে (disproportion-ately) ঘটিয়াছে। কৃষিজ পণ্যের অত্যধিক মূল্য-হ্রাসের সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছিল বলিয়া মূল্য-বৃদ্ধি পাইয়াছে, 'ঘাটতি' ব্যবস্থার জন্য মূল্য-বৃদ্ধির সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই—এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। অধ্যাপক সেনয় বলিয়াছেন, আয়-ব্যয়কে 'ঘাটতির' পরিমাণ পরিমিত (moderate) থাকায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তিন বৎসর পর্যন্ত অর্থ-সরবরাহের পরিমাণে বিশেষ তারতম্য ছিল না এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় সরকারী ঋণ-পত্র জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করার ও দেনা-পাওনার 'ঘাটতি' মিটাইবার প্রয়োজনে সংরক্ষিত ভাণ্ডার (Reserve) হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ 'প্রতিগ্রহণের' (withdrawal) দরুন মূল্য-বৃদ্ধির উপর অতিরিক্ত অর্থ-সরবরাহের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল—কারণ উক্ত দুইটি ব্যবস্থাই প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ সংকোচনের 'সামিল' হইয়াছিল। উক্ত সময়ে তপসিলী ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ঋণ-দানের পরিমাণও কম ছিল। অপরপক্ষে, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং খাদ্যশস্যের রপ্তানির উপর সরকার বাধা-নিষেধ আরোপণ করিয়াছিলেন। উক্ত সব কারণে এবং 'চাহিদার' স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) কম থাকায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছিল।

অধ্যাপক সেনয় বলেন যে, মজুতকরণ (hoarding), বন্যা এবং পরিবহণ

সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। "মজুতকরণ বেশীর ভাগই স্ফীতির ফলাফল,—কারণ নয়, যদিও মজুতকরণের ফলে স্ফীতি বৃদ্ধি পায়। পরিবহণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাকে আঞ্চলিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করা যায় এবং বন্যাও যে সব দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে, সে সব দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বন্যাকে কারণ বলিয়া ধরা যায়।" উক্ত সব কারণগুলি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির কারণ নয়—কারণ হইল, বাণিজ্য-চক্র অথবা অর্থ সংক্রান্ত (cyclical or monetary)। অধ্যাপক সেনয় মনে করেন, 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থার 'বেগ' বর্ধিত হওয়ার দরুন যে আর্থিক পরিস্থিতির (monetary phenomenon) উদ্ভব হইয়াছে, উহাই বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। 'ঘাট্‌তি' ব্যয়ের ব্যবস্থা একবার করিলেই মূল্য বৃদ্ধি পাইবে ও মূল্যবৃদ্ধির ফলাফলের সৃষ্টি হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উন্নয়ন-পরিকল্পনার রূপায়ণে যদি দেশে পরিসম্পদের (অর্থাৎ সঞ্চয়ের—savings) অভাব থাকে, তবেই দেশকে 'ঘাট্‌তি' আয়-ব্যয়ক নীতি অবলম্বন করিতে হয় ; সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অথবা আমদানি করিয়া যদি চাউল, গম, বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্য-পণ্যের যোগান-বৃদ্ধি করা হয়, তবে অপ্রচুর পরিসম্পদগুলি মূলধন-সংগঠন কার্যে ব্যবহৃত না হইয়া ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদনে (consumption activity) ব্যবহৃত হইবে—ফলে, উন্নয়নের গতি প্রতিহত হইবে। ভোগ্য-পণ্যের মূল্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের যোগান বৃদ্ধি করিলেও অন্যান্য পণ্যের উপর 'ঘাট্‌তি' ব্যয়ের প্রভাব বিস্তারিত হইবে এবং শেষোক্ত পণ্যগুলির বিক্রয়ে অধিক 'মুনাফা' পাওয়া যাইবে, এই আশায় অপ্রচুর পরিসম্পদগুলি (সঞ্চয়গুলি) এই সকল পণ্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে।

অধ্যাপক সেনয়ের মতে, বর্তমান সময় আয়-ব্যয়কে অধিক পরিমাণে 'ঘাট্‌তি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করার উপযুক্ত সময় নয়। তাঁহার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হওয়া উচিত, আয়ত্ত পরিসম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ-ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ করা, (limit investment to available resources)—সুদূরকল্পী (ফাট্‌কা —speculative) মাল 'মজুতকরণ' নিরোধ করিবার জন্য ঋণদানের সঙ্কোচ-সাধন-নীতি অথবা যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও 'সংবিভাগ' (rationing) নীতিতে দুর্নীতি ও 'কালাবাজারের' কারবারের সৃষ্টি হয়, সে নীতি গ্রহণ করা শ্রেয়তর নীতি নয়। উক্ত বিনিয়োগ-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধকরণের নীতিই হইবে স্ফীতি নিবারণের সর্বোৎকৃষ্ট নীতি।

Q. Briefly describe the Indian Banking System and point out its weakness, if any.

(C. U. B. A. 1948, B. Com. 1938, '40, '42, '45, 47')

অনুন্নত আর্থব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও ঋণদান-ব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশীর ভাগই ধারে কারবার করিতে হয়।

ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়—(ক) সুসংগঠিত (organised) অংশ ও (খ) মহাজনী বা দেশীয় প্রথায় ব্যবস্থিত (indigenous) অংশ।

(ক) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুসংগঠিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হইল নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলি :—(১) ভারতীয় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ; (২) ভারতের রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক (State Bank) ; (৩) যৌথ বাণিজ্য ব্যাঙ্ক (Joint Stock Commercial Bank) ; (৪) বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Banks) ; (৫) সমবায় ঋণদান সমিতি ; (৬) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) ; (৭) পোস্ট অফিস 'সেভিং', ব্যাঙ্ক (Post Office Saving Bank—ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক) ইত্যাদি। উক্ত প্রথম চারিটি ব্যাঙ্ক হইল ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অংশ (Central Part) এবং উহাদিগকে ইউরোপীয় 'টাকার বাজার' (European Money Market) বলা হয়, কারণ উহারা ইউরোপীয় পদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত।

(খ) ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার 'মহাজনী' অংশের অন্তর্গত হইল—সাহুকার, খেত্রী প্রভৃতি বহু উত্তমর্ণ এবং শ্রফ, শেঠ প্রভৃতি প্রাচীন প্রথার অনুসরণকারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণ।

(ক)-(১) :—**'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক**—১৯৩৪ সালের ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক-আইন অনুসারে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করিতে আরম্ভ করে। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রথমতঃ অংশীদারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিতে সুরু করে, কিন্তু ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত (Nationalised) করা হয়। এখন এই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে মুদ্রা ও ঋণদান ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, টাকার 'বিনিময়-হার' (Exchange Value) নির্ধারণ করে এবং সরকারী তহবিল (balance) সংরক্ষণ করিয়া থাকে

(ক)-(২) **ঃ—রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক**—রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর ভারতের 'ইম্পি-রিয়েল' ব্যাঙ্ক ভারতের রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত। ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় এই রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্কটি বাণিজ্য ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে এবং উহার উপর গ্রাম্য-ঋণ ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

(ক)-(৩) **যৌথ বাণিজ্য ব্যাঙ্ক**—ইহারা বাণিজ্য ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে এবং স্বল্পমিয়াদী (short-term) ঋণ দান করিয়া থাকে।

(ক)-(৪) **ঃ—বিনিময় ব্যাঙ্ক**—এই ব্যাঙ্কগুলি বিদেশে 'বিধিবদ্ধ' (incorporated) এবং ইহাদের সম্পদও প্রভূত। ইহাদের প্রধান কার্যকলাপ হইল ভারতের আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যের অর্থ সরবরাহ করা; অধুনা অবশ্য ইহারা অন্তর্বাণিজ্যের (internal trade) অর্থ-সরবরাহ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছে।

(খ) **'মহাজনী'-অংশ**—ভারতের টাকার বাজারে দেশীয় প্রথার অনুসরণকারী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ এখনও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন —ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের অনেকখানি উঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণতঃ উঁহারা স্বীয় মূলধনে 'তেজারতি' (সুদে টাকা লগ্নীকরণ) করিয়া থাকেন—তবে, কখন কখন এই মূলধনের সামান্য অংশ আমানত দ্বারা গঠিত। উঁহারা 'চেকের' (cheque—লিখিত বিধিসম্মত আদেশপত্র) মাধ্যমে কারবার করেন না, যেমন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গঠিত আধুনিক যৌথ ব্যাঙ্কগুলি করিয়া থাকে। উঁহারা "কৃষক, ছোট ছোট কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের ঋণ সরবরাহ করেন, বন্দরে ও বিক্রয়-অঞ্চলে (consuming areas) পণ্যদ্রব্যগুলির পরিবহণ-কার্যে সাহায্য করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যগুলি বণ্টন করিয়া থাকেন।" স্যার জর্জ সুস্টার (Sir George Schuster) বলিয়াছেন "ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ঋণ-দান ব্যবস্থায় দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার অত্যুক্তি করা যায় না।" কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় এই 'মহাজনী'-অংশ ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের মূলধন-সম্পদের কার্যকরী উদ্‌যোজনের (mobilisation) প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার এই 'মহাজনী'-অংশকে সুব্যবস্থিত-অংশের সহিত সম্পূরিত (intergrated) করিয়া ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা উচিত।

যদিও দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তবুও যে সব ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সম্যকরূপে উন্নত নয়, সে সব ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, উহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়—১৯৪৯ সালের হিসাবানুযায়ী দেখা যায় যে, ভারতে প্রত্যেক দশ লক্ষ লোকের জন্য ১৫'৫ ব্যাঙ্ক আছে, অথচ উক্ত হারে যুক্তরাজ্যে (U. K.) এবং অস্ট্রেলিয়াতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ২২৯ ও ৪৫০। ১৯৫৪ সালে 'আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড্' দেউলিয়া হওয়ায় তফসিলী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৮৮ হইতে ৮৭ হইয়াছিল—১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের শেষে তফসিলী ব্যাঙ্কের দপ্তরের (offices) সংখ্যা ছিল ২৭২৫, এই সংখ্যা ১৯৫৫ সালের মার্চের শেষে ২৮০৭ হইয়াছিল। 'পোস্টাফিস সেভিং ব্যাঙ্ক', সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যাঙ্কও আছে সত্য, কিন্তু উহাদের সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম।

(২) ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল —মুনাফা হইতে মূলধন বৃদ্ধি করিবার উহারা কোন চেষ্টা করে নাই, কারণ লভ্যাংশ (dividend) অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত করা হইয়াছিল। ভারতের জনসংখ্যার 'মাথাপিছু' আমানত হইল মাত্র ২৩৲ টাকা—অত্যন্ত কম; ইহার তুলনায় আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে ও গ্রেট বৃটেনে এই 'মাথাপিছু' আমানত (deposit) হইল যথাক্রমে ২৯৫৩ ও ৯৭৩ টাকা। জাতীয় আয়ের অনুপাতেও এই 'মাথাপিছু' আমানত অত্যন্ত কম।

(৩) যদিও অধুনা জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Industrial Development Corporation), শিল্পীয় ঋণ-দান ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment Corporation) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তবুও শিল্প-ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় (industrial banking) আরও অনেক উন্নতির প্রয়োজন। জার্মানী ও জাপান শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া উহাদের শিল্প-সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। ডাঃ এস্. কে. বসু (Dr. S. K. Basu) শিল্পসংক্রান্ত বন্ধকী-ব্যাঙ্ক (Industrial Mortgage Banks) স্থাপন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত বিবেচনা করা সরকারেরর উচিত ছিল।

(৪) যদিও জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ কৃষি হইতে অর্জিত,

তবুও দেখা যায় যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলির (Joint-Stock Banks) মোট আগামের (advances) শতকরা মাত্র ২ ভাগ কৃষকদের ঋণ-দান ব্যাপারে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫) ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ব্যবসায়ে (Foreign Exchange Business) কোন অংশ গ্রহণ করে নাই।

(৬) পাশ্চাত্যে পৌরসঙ্ঘাধীন 'সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক' (Municipal Savings Banks) রহিয়াছে—ভারতে এরূপ কোন ব্যাঙ্ক নাই।

(৭) 'হুণ্ডির' (Bills) প্রচলন অধিকাংশ ব্যাঙ্কে নাই বলিয়া 'টাকা আল্‌গা (অনবরুদ্ধ) রাখা' (liquidity) প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই।

(৮) ব্যাঙ্কের দপ্তরগুলি বড় বড় শহর ও নগরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় গ্রামগুলি আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কোন সুযোগ-সুবিধা পায় না। গোর-ওয়ালা 'কমিটি' (Gorwalla Committe) এই সমস্যা সম্পর্কে বহু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন।

(৯) বর্তমান যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল টাকার বাজার সফলতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা করা—ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার এই 'মহাজনী অংশ' (indigenous part), যাহা হইল বৃহত্তর অংশ, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত থাকায় ঋণ দান ক্ষেত্রে 'স্থিতিস্থাপকতার' নিয়মিতকরণ একটি কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উক্ত সকল ত্রুটি দূরীকরণের জন্য সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

Q. Discuss the factors, which impede the extension of banking facilities in India. What measures would you suggest for the development of such facilities in India ? (C. U. B.Com. 1957)

অন্যান্য আর্থক্ষেত্রে-উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা শুধু যে অপর্যাপ্ত, তাহা নয়—ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা দেশের সকল স্থানে সমভাবে পরিব্যাপ্ত নয়। ১৯৫৫ সালে তফসিলী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮১৭—অর্থাৎ প্রায় ১½ লক্ষ লোকের জন্য মাত্র একটি। ১৯৫৫ সালে ৪৮০০০ পোস্টাফিসের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ পোস্টাফিসের 'সেভিংস্' ব্যাঙ্কের কাজ চলিত—ইহার

মধ্যে গ্রামাঞ্চলে কেবল ৬৩০১-টি পোস্টাফিসে 'সেভিংস্-ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ 'বিশ-হাজার-জনসংখ্যা-বিশিষ্ট' গ্রামগুলির শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র এই 'সেভিং'-ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা পাইত। ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার এই স্বল্পোন্নতির কারণগুলি হইল :—

(১) ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি (deficiency) ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহুকার, চেট্টি, মহাজন প্রভৃতি দেশীয় প্রথার অনুসরণকারী (indigenous) ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ 'রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নন,—তাঁহারা নিজের নিজের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া থাকেন এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুসংগঠিত অংশের (organised sector) সহিত কোন সংশ্রব রাখে না।

(২) যৌথ-ব্যাঙ্কগুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন—উহারা অন্যায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে।

(৩) সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সহিত অন্যান্য ব্যাঙ্কের সম্বন্ধ বিশেষ নাই বলিলেই চলে।

(৪) জনগণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসার সন্দেহের চোখে দেখে এবং ব্যাঙ্ক-গুলির উপর তাহাদের বিশেষ আস্থাও নাই; ব্যাঙ্কের মাধ্যমে 'লেন-দেন' করার অভ্যাসও তাহাদের বিশেষ নাই।

(৫) 'বিল-বাজার' (Bill market—'হুণ্ডির' বাজার) অপ্রসারিত থাকার দরুন "ধারে কারবারের"(credit facilities) সুযোগ-সুবিধা পাওয়া প্রতিহত হইয়াছে। 'বিল-বাজার' সুগঠিত না হইলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় না।

(৬) জনগণের মূল্যবান ধাতু মজুত রাখার (hoard) প্রবৃত্তি ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার আশানুযায়ী উন্নতির একটি প্রতিবন্ধক।

(৭) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক এ পর্যন্ত যেরূপ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল, তাহা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারের পক্ষে সহায়ক ছিল না। ভারতের ব্যাঙ্কগুলির সঙ্কটাবস্থায় উহারা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন সাহায্য ও উপদেশ (guidance) পায় নাই। দেশবিভাগের পরবর্তীকালে যখন ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইতে আরম্ভ করে, তখন 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কেবল 'দর্শক' হিসাবে রহিয়া গিয়াছিল।

(৮) গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় হইল :—

গ্রামবাসীরা নিরক্ষর; তাহারা 'চেক' (cheque) বা 'পাস-বহি' (Pass-book) প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অপারগ; তাহারা পরিবর্তন-বিরোধী (conservative—সংস্কারবদ্ধ); ব্যাঙ্কের চেয়ে অন্যস্থানে বেশী সুদ পাইবে বলিয়া তাহাদের ধারণা; গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-স্থাপনের ব্যয়-বহুলতা; এবং ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের অন্যান্য বাধা-নিষেধ।

ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি-বিধানের উপায় (Measures for the development of banking facilities) :—ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি-বিধানের উপায়গুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) ভারতের প্রত্যেক বড় বড় রাজ্যের রাজধানীতে 'রিজার্ভ'-ব্যাঙ্কের দপ্তর থাকা উচিত।

(২) রাষ্ট্রায়ত্ত 'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের' (বর্তমানের রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক) আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ও উপ-শহরাঞ্চলে অন্ততঃ ৫০০ 'শাখা' (branch) খোলা উচিত।

(৩) বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রামাঞ্চলে কার্য করিবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত—যেমন, সস্তায় টাকা পাঠাইবার সুযোগ-সুবিধা, সরকারী কোষাগার এবং উপ-কোষাগার (Treasuries and sub-treasuries) প্রভৃতির 'দুর্ভেদ প্রকোষ্ঠের' (strong room) লোহার সিন্দুকে উহাদের টাকা রাখিবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

(৪) 'পোস্টাফিস' 'সেভিং-ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়াইয়া উহাদের কার্য-প্রক্রিয়ার উন্নতি-সাধন করা উচিত।

(৫) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করা উচিত।

(৬) পণ্যাগারগুলির (ware-houses) উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন-পর্ষৎ (Ware-housing Development Board) স্থাপন করা উচিত—এই পর্ষদের অর্থ সরবরাহ করিবে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার ও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক।

(৭) দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য যে সব স্থানে প্রাথমিক (primary) এবং কেন্দ্রীয় (central) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক নাই, সে সব স্থানে উক্তপ্রকার ব্যাঙ্ক স্থাপন-করিতে হইবে।

(৮) একটি কেন্দ্রীয় কৃষি-ঋণদান-সংস্থা (Central Agricultural Credit Corporation) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৮) 'সচল'-ব্যাঙ্ক (Mobile Banks) স্থাপন করিতে হইবে।

(১) গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে সরকারকে অধিকতর সক্রিয় (active) অংশ গ্রহণ করিতে হইবে—সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ও সমবায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় সরকারের কার্যকরী অংশীদার হইতে হইবে।

(১১) গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে অধিকতর কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(১২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ ও 'মাঝারি'-মিয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য অধিকসংখ্যক শিল্পীয় মূলধন-সরবরাহ ও রাষ্ট্রীয় মূলধন সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance and State Financial Corporation) স্থাপন করা আবশ্যক।

(১৩) ঋণ-দান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোজন (co-ordination) আবশ্যক।

এবং (১৪) ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনে 'রিজার্ভ'-ব্যাঙ্ককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

Q. In financing the International trade of India the Exchange Banks play an important part. Explain how? (C.U. B. A. 1951; B. Com. 1933, 39)

বৃটেন-অধিবাসীদের উদ্যোগেই প্রধানতঃ বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি (Exchange) Banks) ভারতে স্থাপিত হয়। ভারতীয় যৌথ-ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ সরবরাহ ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করে, তাহা অতি নগণ্য—ইহার কারণ হইল, উহাদের মূলধন যথেষ্ট নয়, উহাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব এবং লণ্ডনের টাকার বাজারে উহাদের কোন লেনদেনের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং, বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ-যোগানের ক্ষেত্রে প্রায় একাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কার্যালয় (Head Office) বিদেশে অবস্থিত—উহাদের মধ্যে কতকগুলি—যেমন "ন্যাশানেল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া" (National Bank of India—'ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্ক') এবং "চাটার্ড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া"

(Chartered Bank of India—ভারতের সনদ-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক) ভারতে প্রভৃত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে ; অন্যগুলি হইল যে সকল বৃহৎ ব্যাঙ্ক পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্যে রত, উহাদেরই প্রধান দপ্তরের 'শাখা' (branch) ।

বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কার্য হইল বৈদেশিক 'ব্যবসায়ী-হুণ্ডি (Bill of Exchange) ক্রয় করা ও **বাটা** কাটিয়া উহাদের 'ভাঙ্গান' (Discount) । ভারতীয় ব্যবসায়ী পণ্য রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক ক্রেতার উপর 'হুণ্ডি' কাটে অথবা আমদানিকারকের ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন অর্থ-সরবরাহ সংস্থার নিকট 'হুণ্ডি' দাখিল করে। এই প্রকার 'হুণ্ডির' লিখিত অর্থ 'হুণ্ডি' দেখার তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয় এবং ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—(১) "দায়-স্বীকার দলিল ছাড়া" (Document on Acceptance) এবং (২) "আদায়-সাপেক্ষ দলিল ছাড়" (Document on Payment) ; প্রথমোক্ত 'হুণ্ডিগুলি বিনিময় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ তৎক্ষণাৎ-ই বাটা লইয়া 'ভাঙ্গাইয়া' দেয় এবং ভারতীয় রপ্তানিকারকগণ ভারতীয় টাকা পাইয়া থাকে ; শেষোক্ত 'হুণ্ডিগুলিতে' মিয়াদান্তে টাকা দেওয়া হয়। বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি উহার পর উক্ত 'হুণ্ডিগুলি' লণ্ডন ও অন্যান্য বৈদেশিক টাকার বাজারে 'পুনর্বাটা' (rediscount) করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। এই প্রকার কার্য-পদ্ধতিতে ভারতের তহবিল লণ্ডনে হস্তান্তরিত হয় এবং বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি 'রিজার্ভ'-ব্যাঙ্কের নিকট 'স্টার্লিং' (লণ্ডনের মুদ্রা—Sterling) বিক্রয় করিয়া উক্ত তহবিল ভারতে ফিরাইয়া আনিতে পারে। 'আমদানি-হুণ্ডিগুলি' (Import Bills) মিয়াদান্তে ভাঙ্গাইয়া, 'ড্রাফ্‌ট' (বরাতী হুণ্ডি—Drafts) বিক্রয় করিয়া, এবং ভারতীয় ছাত্রদের, ভ্রমণকারীদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট (যাহাদের ভারত হইতে বিদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন) 'স্টার্লিং' বিক্রয় করিয়া বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি উহাদের ভারতীয় তহবিল বৃদ্ধি করে।

আমদানি-বাণিজ্যে বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি দুই প্রকার প্রথায় অর্থ সরবরাহ করে। যদি আমদানিকারকগণ ভারতবাসী হয়, তবে উহাদের উপর "ষাট দিন মিয়াদান্তে পরিশোধ্য (মুদ্দতী) হুণ্ডি" (sixty days'-sight D. P.) কাটা হয়—উক্ত 'হুণ্ডিগুলি' লণ্ডনের বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি বাটা লইয়া ভাঙাইয়া দেয় এবং টাকা আদায়ের জন্য ভারতে পাঠাইয়া দেয় ; তখন ভারতের বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি টাকা পরিশোধের জন্য আমদানিকারকদের নিকট উক্ত 'হুণ্ডিগুলি

উপস্থিত করে। যদি ভারতের আমদানিকারকগণ ইয়োরোপীয় হয়, তবে লণ্ডনে উহাদের যে সব 'হুণ্ডির' দায়-স্বীকারের কুঠি (London Houses) আছে, উহাদের উপর 'হুণ্ডি' কাটা হয়—উক্ত কুঠিগুলি 'হুণ্ডিগুলির' দায়-স্বীকার (acceptance) করিলে, সেগুলি লণ্ডনের টাকার বাজারে বাটা দিয়া ভাঙ্গাইয়া পণ্য-বিক্রয়কারিগণ তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে। লণ্ডনস্থ বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি তখন টাকা আদায়ের জন্য উক্ত 'হুণ্ডিগুলি' উহাদের ভারতের 'শাখা-দপ্তরগুলিতে (branch offices) পাঠাইয়া দেয়।

বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অর্থ-সরবরাহের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ-যোগান ব্যাপারে বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির প্রধান্যের কারণ (Reasons for the predominance of the Exchange Banks in the financing of India's foreign trade) :—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে অর্থ-সরবরাহ-ব্যাপারে বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির বাস্তবপক্ষে একাধিকার রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল, (১) বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির প্রভূত মূলধন থাকায় বিদেশের টাকার বাজারে (money market) উহাদের উপর জনগণের বিশেষ আস্থা রহিয়াছে, (২) উহাদের কর্মচারিগণ অতি-সুদক্ষ ও বৈদেশিক বিনিময়-বাণিজ্যে উপযুক্তরূপে শিক্ষণ-প্রাপ্ত এবং (৩) লণ্ডনের টাকার বাজারে উহাদের সহজ 'প্রবেশাধিকার' (access) রহিয়াছে। উক্ত সকল সুযোগ সুবিধা না থাকায় ভারতের যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বিদেশে কোন দপ্তর স্থাপন করা দুষ্কর ; আর একটি কারণ হইল যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ-সরবরাহ করা অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অর্থ-সরবরাহ করা অধিকতর লাভজনক।

বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের সমালোচনা (Comments) —লর্ড কীন্‌সের (Lord Keynes) মতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে লণ্ডনের টাকার বাজার হইতে যে স্বল্পমিয়াদী (short-term) অর্থ সরবরাহ করা হয়, উহা ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার স্থিরতার (Stability) পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বৈদেশিক বণিকগণকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে, তাহা ভারতীয় বণিকগণকে দেয় না—ইহাই ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক বাণিজ্যে নগণ্য অংশ-গ্রহণের কারণ ; ইহারা

ফলে অভারতীয় বণিকগণ 'দস্তুরি' (commissions), 'দালালি' (brokerage ও বীমা (insurance) বাবদ যে টাকা পায়, তাহা হইতে ভারতকে বঞ্চিত হইতে হয়। বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি উহাদের একাধিপত্যের সুযোগ লইয়া এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে, যাহা ভারতীয় বণিকদের স্বার্থের প্রতিকূল। উহারা ভারতীয় রপ্তানিকারীদের বৈদেশিক 'কম্পানিতে' (company) তাহাদের মাল সম্পর্কে বীমা করিতে বাধ্য করে—ইহাতে ভারতীয় 'কম্পানির' প্রতি উহাদের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিভাত হয়। উহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই বিদেশী। উহারা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও অংশ গ্রহণ করিতেছে—ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি উহাদের সহিত কৃতকার্যতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না।

ভারতের 'টাকার বাজারে' বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি যে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহা ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে আশঙ্কাজনক; সুতরাং কেন্দ্র-সরকারের ব্যাঙ্ক-তদন্ত 'কমিটি' (Central Banking Enquiry Committee) ভারতীয় আমানতকারীদের (depositors) স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ও বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলিকে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কিছুটা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্য অনুজ্ঞাপত্রের (license) ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। এক নির্দিষ্টকালের জন্য বিনিময় ব্যাঙ্কগুলিকে এই অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া হইবে এবং বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি নিম্নলিখিত তথ্যগুলি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিকট প্রদান করিলে অনুজ্ঞ-পত্র পাল্‌টাইয়া (renew) দেওয়া হইবে:—(ক) উহাদের ভারতীয় ব্যবসা সম্পর্কে উহাদের 'দায় ও পরিসম্পদের' (liabilites and assets) বার্ষিক বিবরণ-পত্র (statement —বিবরণী) এবং,

(খ) উহারা ভারতে ও বিদেশে যে ব্যবসা করে, উহা পর্যায়ক্রমিক (periodic) বিবরণ।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ব্যাঙ্ক কম্পানি আইনের Banking Companies Act of 1949) বিধানে বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলিকে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। এই আইনের বিধানানুযায়ী—

(ক) বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলিকে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র লইতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক বিনিময়-ব্যাঙ্ককে ৫ লক্ষ টাকার আমানত রাখিতে

হইবে—যে সব ব্যাঙ্কের কলিকাতায় বা বোম্বাইতে দপ্তর (অফিস) আছে, তাহাদের প্রত্যেককে ২০ লক্ষ টাকার আমানত রাখিতে হইবে;

(গ) যদি কোন বিনিময়-ব্যাঙ্ক ভারতে আর ব্যবসা না করে, তবে উক্ত আমানত হইতে ব্যাঙ্কের 'পাওনাদারদিগের' (creditors) দাবি সর্বাগ্রে মিটান হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক বিনিময়-ব্যাঙ্ককেই প্রতিবৎসর 'উদ্বর্ত পত্র' ('হিসাব-মিল' বা 'ব্যালান্স সিট্'—balance sheet) তৈয়ার করিতে হইবে এবং এই 'উদ্বর্ত পত্র' (দেনা-পাওনার হিসাব) বিধিসঙ্গতভাবে নিরীক্ষিত (audited) ও প্রচারিত হইতে হইবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, এখন বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির উপর ভারতীয় ব্যবসা সম্পর্কে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে।

Q. Explain the factors that led to the growth of bank-deposits in India during World War II.

(C. U. B. Com. 1950)

যুদ্ধের সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 'উদ্বর্ত পত্রের' (balance sheet) চিরাগত ধাঁচের প্রভূত পরিবর্তন দেখা যায়—যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই 'আমানত' আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এই 'আমানত' বৃদ্ধি সমানভাবে চলিতে থাকে। ১৯২৯-৩৪ সালে প্রথমে 'আমানত' বৃদ্ধি পায় (১৯৩০ সালে), কিন্তু হঠাৎ ইহার পরেই 'আমানত' হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 'মন্দাবস্থার' (depression) প্রথম কয়েক বৎসর বহু দেশের 'রপ্তানিমূল্য' (export value) কমিয়া যায়—ফলে ইহা যে শুধু 'আমানত' হ্রাসপ্রাপ্তির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নয়; উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত ভাণ্ডার (reserves) কমিয়া যাওয়ায় ইহা অপ্রত্যক্ষভাবে বহুবিধ আমানত-সঙ্কোচের (contraction of deposit) কারণ হইয়াছিল।

১৯২৯-৩২ সালের এই যে ধারাবাহিক ও অবিচলিত 'আমানত' সঙ্কোচের প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, ১৯৩৯ সালে উহার পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৩৯ সাল হইতে 'আমানত' বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই বৃদ্ধির 'গতি' (pace) পূর্বেকার 'গতি' হইতে বিভিন্ন ধরনের ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কগুলির চিরাচরিত কার্যকলাপের অর্থাৎ সঞ্চয়-সংগ্রহের (collection of

savings) দরুনই ব্যাঙ্কগুলির আমানত বর্ধিত হয়—ডাঃ এস্. কে. বসু (Dr. S. K. Basu) বলিয়াছেন ব্যাঙ্কগুলির আমানত বৃদ্ধি হইল, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনগণের "টাকা আলগা (অনবরুদ্ধ) রাখার প্রবৃত্তির পক্ষপাতের" (liquidity preference) প্রতিফলন। সরকারের আয়-ব্যয়কে (budget) 'ঘাট্‌তি ব্যয়ের' ব্যবস্থা (deficit financing) এবং ব্যাঙ্কগুলির সরকারী ঋণপত্র (securities) ক্রয়ই হইল এই অভূতপূর্ব আমানত-বৃদ্ধির কারণ।

ব্যাঙ্কগুলির 'উদ্বর্ত পত্রের' (হিসাব মিল—balance sheets) 'দফাগুলিতে'ই (items) বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয় ; যুদ্ধের সময়ে অত্যধিক 'নোট' (কাগজী মুদ্রা) জারি করার (note issue) ফলে 'আমানত' সবিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় তফসিলী ব্যাঙ্কগুলির "চাহিবামাত্র-দেয় দায়" (demand liabilities) এবং "মিয়াদী দায়ের" demand liabilities) মোট পরিমাণ ছিল ২৪৫৬৮ লক্ষ টাকা—উহা ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭৭৮৯২ লক্ষ টাকায় পরিণত হয় (অর্থাৎ ৫৩৩২৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যায়)।

১৯৩৮-৩৯ সালকে সূচক-সংখ্যার 'নিধান বৎসর' (প্রথম বৎসর—base year) ধরিয়া (অর্থাৎ নিধান বৎসরের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে) তফসিলী ব্যাঙ্কগুলির মোট "চাহিবামাত্র-দেয় দায়" ও "মিয়াদী দায়ের" সূচক-সংখ্যা (index) ১৯৩৯-৪০ সালে ১০৩.৩ ছিল এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা বাড়িয়া ৩২৭.৫ হইয়াছিল।

যুদ্ধের সময়ে 'চাহিবামাত্র-দেয় আমানত' (demad deposits) ও 'মিয়াদী আমানত' (time deposit) প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল—তফসিলী ব্যাঙ্কগুলির 'চাহিবামাত্র-দেয় আমানত' ১৯৩৯-৪০ সালের ১৩৯৬৫ লক্ষ টাকা হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫৮৪৮০ লক্ষ টাকা হইয়াছিল (শতকরা ৩১৮.৭ টাকা বেশী) ; 'মিয়াদী আমানত' উক্ত সময়ে ১০৬০৩ লক্ষ টাকা হইতে ১৯৪১২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল (শতকরা ৮৩ টাকা বেশী)।

ডাঃ বসু Dr. Bose বলেন, যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা (uncertainty) ও অত্যয় (সঙ্কট—emergency) লোকের 'টাকা আলগা (অনবরুদ্ধ) রাখার প্রবৃত্তির পক্ষপাত' (liquidity preference) বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল—ফলে,

লোকেরা তাহাদের সঞ্চয়গুলি ব্যাঙ্কের 'চল্তি হিসাবে' (current account) জমা রাখিয়াছিল। যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ (control) ও 'সংবিভাগ' (rationing) আর্থিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় (turn over) সৃষ্টি করিয়াছিল।

Q. Account for the large number of bank-failures in West Bengal in Post-war years. What measures would you suggest for preventing such failures in future? (C. U. B. A. 1953)

পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি কয়েক বৎসরে ব্যাঙ্কগুলির দেউলিয়া অবস্থায় পরিণত হওয়ার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	দেউলিয়া-অবস্থায় পরিণত ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা	প্রাপ্ত মূলধন (Paid up Capital) হাজার টাকার হিসাব
১৯৪৫—৪৬	৯	৩৫৭
১৯৪৬—৪৭	৯	২৭৫০
১৯৪৮—৪৯	১৮	৩৮১৪
১৯৪৯—৫০	১৯	৬৮৩২

উক্ত দেউলিয়া অবস্থার পরে আরও অনেক ব্যাঙ্কের দেউলিয়া অবস্থা হইয়াছিল—ফলে, বহু কোটি টাকার মূলধন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ব্যাঙ্কগুলির কার্য বন্ধ (close) হইয়া যাইবার সময় উহাদের নিকট যে প্রভূত 'আমানত' ছিল, তাহাও 'জমাট বাঁধিয়া' (frozen) গিয়াছিল (আদায় করা অসাধ্য হইয়াছিল)।

ব্যাঙ্কগুলির অবলোপের (দেউলিয়া হওয়ার) মূলে যে সব কারণ ছিল, উহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাজনিত কারণ।

(খ) ব্যাঙ্কগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থাজনিত কারণ।

(গ) আকস্মিক (adventitious) ও অন্যান্য অবস্থাজনিত কারণ।

(ক) যুদ্ধের সময় সকল ব্যাঙ্কগুলিই (কি তফসিলী, কি তালিকা-বহির্ভূত—non-scheduled) সন্তোষজনকভাবে ব্যবসা চালাইতেছিল, কারণ জনগণের যুদ্ধকালীন আয় ব্যাঙ্কগুলির ভাণ্ডার-গৃহে 'আমানত' হিসাবে রক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন আয়

ও লাভ ক্রমশঃ কমিতে থাকে—ফলে বাংলার ব্যাঙ্কগুলির 'আমানত' (deposit) অতি শীঘ্রই হ্রাস পায় ; বাংলার তপসিলী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ সালের শেষ হইতে ১৯৪৮ সালের শেষ পর্যন্ত ১৯.৬ কোটি টাকার 'আমানত' কমিয়া যায় এবং ১৯৫০ সালের শেষের দিকে এই আমানতের পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকা কমিয়া যায়। যুদ্ধের অবসান ও তদ্দরুন শিল্পীয় উদ্যমের শিথিলতা এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা বাংলার ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছিল।

(খ) ব্যাঙ্কগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থায় যে সব ত্রুটি ছিল, উহারা হইল :—

(১) পরিচালকদের মধ্যে সততার অভাব।

(২) অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাব।

(৩) মূলধনের অপর্যাপ্ততা।

(৪) ব্যাঙ্কগুলির ত্রুটিপূর্ণ বিনিয়োগ-নীতি (investment policy)।

(৫) ব্যাঙ্কগুলির অবাঞ্ছনীয় ঋণ-দান নীতি।

(৬) ব্যাঙ্কগুলির অলাভজনক 'শাখা-দপ্তর' খোলা (branch-making)।

(১) সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যেখানে নির্বাহী অধিকর্তা (Managing Director), অধিকর্তা ও পরিচালকগণ নিজেদের স্বার্থে ব্যাঙ্কগুলির টাকা খাটাইয়াছেন—ব্যাঙ্কগুলির পরিচালক হিসাবে তাঁহাদের নিকট যে ন্যায়নিষ্ঠার প্রত্যাশা করা হয়, উহার প্রতি তাঁহাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না।

(২) ব্যাঙ্কগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভাগ্য-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং অনুকূল অবস্থার সুযোগ লইয়া কতকগুলি ব্যাঙ্ক গঠন করিয়াছিল।

(৩) ব্যাঙ্কগুলির পরিসম্পদের সংকোচন হইতেছিল, উহাদের প্রদত্ত ঋণের অধিকাংশই আদায় করা যাইতেছিল না—ফলে উহাদের দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল এবং উহাদের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল।

(৪) যে সব ব্যাঙ্ক বিপর্যয়গ্রস্ত হইয়াছিল, উহাদের অধিকাংশই উহাদের স্বল্প-মিয়াদী 'আমানতগুলি' দীর্ঘ-মিয়াদী শিল্পীয় ঋণে বিনিয়োগ করিয়াছিল এবং তজ্জন্য উহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। কতকগুলি ব্যাঙ্কের

বিনিয়োগ-নীতির 'দুর্বলতা' (weakness) হইল, উহারা 'ফাট্‌কা কারবারের উদ্দেশ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 'শেয়ার' ক্রয় বাবদ 'আগাম' (advance) দিয়াছিল।

(৫) ব্যাঙ্কগুলির তহবিলের নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি ব্যাঙ্কের ঋণ-দান-নীতি সন্তোষজনক ছিল না।

(৬) ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র প্রসারের উদ্দেশ্যে 'শাখা-দপ্তর' খোলা অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলার ব্যাঙ্কগুলি যেভাবে 'শাখা-দপ্তর' খুলিয়াছিল, তাহা 'আমানত' আকর্ষণ ও 'মুনাফা' অর্জনের ব্যাপারে ব্যয়-বহুল হইয়া পড়িয়াছিল।

(গ) আকস্মিক ও অন্যান্য কারণ :—(Adventitious factors)

আকস্মিক কারণ—ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) দেশ বিভাগ এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহাতে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর আবশ্যক আস্থা ছিলনা। ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট, 'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক' ধর্মঘট ও পরিশেষে 'শেয়ার বাজারের' সংকটাবস্থা (crisis in the Stock Exchange)—ইহাদের ফলে ১৯৪৬ সালের শেষাশেষি ব্যাঙ্কগুলিকে অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ব্যাঙ্কগুলির আমানতের অন্তঃপ্রবাহ (inflow of deposit) নিম্নলিখিত কারণে ক্রমশঃ প্রতিহত হইতেছিল :—

(১) ১৯৪৬ সালে সরকার কর্তৃক "মুদ্রা-বিচ্যুতি অধ্যাদেশ" (Demonetisation Ordinance) জারি করা হইয়াছিল।

(২) "আয়কর তদন্তকারী ন্যায়পীঠ" (Income-Tax-Investigation Tribunal) স্থাপন করা হইয়াছিল।

(৩) বণিকশ্রেণীর মধ্যে এরূপ ব্যাপক আশঙ্কার উদয় হয় যে, ব্যাঙ্কগুলি উহাদের গ্রাহকদের আর আস্থাভাজন নয় এবং 'স্ফীতি' (inflation) নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের 'আমানত' সরকার কর্তৃক আটক করিয়া রাখা হইবে।

অন্যান্য কারণ :—

(১) ইহা সত্য যে, এক শ্রেণীর আমানতকারী অবস্থা সম্পর্কে 'ওয়াকিবহাল' (well-informed) ছিল না এবং সেজন্য তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্কগুলির প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করিতে সক্ষম ছিল না।

(২) ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অপর্যাপ্ত সাহায্যদানের অভিযোগ—

বলা হয় যে কতকগুলি ব্যাঙ্কের সংকটাপন্ন অবস্থায় যে পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভিভাবক হইয়াও সে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে নাই। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের" বহু ধারায় এরূপ ব্যবস্থা আছে, যাহার ফলে ব্যাঙ্কগুলি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইতে পারে—উক্ত আইনের ১৭ (২) ধারায় ব্যবস্থা আছে যে, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতীয় 'হুণ্ডিগুলি' ও 'প্রমিসরি নোটের' (promissory note—প্রতিজ্ঞাযুক্ত পত্র) ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটার কাজ করিবে, কিন্তু ঐ 'হুণ্ডিগুলি' প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত লেন-দেন হইতে উদ্ভূত হইতে হইবে, 'হুণ্ডিগুলি' দুইটি স্বাক্ষরযুক্ত (bearing two signatures) হইবে ও তাহার মধ্যে একটি স্বাক্ষর তপসিলী ব্যাঙ্কের থাকিবে, এবং এই হুণ্ডিগুলি' ৯০ দিন মিয়াদী হইতে হইবে। ভারতে মুদ্দতী 'হুণ্ডি' (Time Bills) ও 'প্রমিসরি নোটের' প্রচলন খুব বেশী নয়—এজন্য তপসিলী বা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উল্লেখযোগ্য অর্থ সরবরাহ করিবার খুব কম সুযোগই 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রতিকার (Remedies)—উক্তপ্রকার ত্রুটি নিরসন করিতে হইলে ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ ও আবেক্ষণের (supervision) ক্ষমতা 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে' প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূরীভূত হয় এবং ব্যাঙ্কগুলি উপযুক্ত পরিমাণে নগদ টাকা (cash) মজুত রাখিতে বাধ্য হয়। সে সময়ের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, উহা উহার পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। আশা করা যায় যে, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক এখন হইতে উহার ব্যাপক ক্ষমতা সদ্বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবে, যাহাতে ব্যাঙ্কগুলির 'দেউলিয়া-অবস্থা'-প্রাপ্তি নিরুদ্ধ হয় এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

Q. Do you advocate natianalisation of the Commercial Banks in India ?

'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক' (Imperial Bank) ও জীবন-বীমা 'কম্পানিগুলির' 'রাষ্ট্রীয়করণের' অব্যবহিত পরেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 'রাষ্ট্রীয়করণের' দাবি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লোকসভায় (Lok Sabha) একজন প্রজাতন্ত্রীদলের সভ্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 'রাষ্ট্রীয়করণের' প্রস্তাব' উত্থাপন করেন—এই রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি দেখান হয়, উহারা হইল :—

(১) ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা বর্তমান—এই কারণেই গত সাত বৎসরে, বছরে গড়পড়তা ৪২টি ব্যাঙ্ক 'দেউলিয়া' হইয়াছে। বর্তমানে বহু ব্যাঙ্কের অবস্থা সন্তোষজনক নয়, সুতরাং 'রাষ্ট্রীয়করণের' ফলে এই সকল ত্রুটি দূরীভূত হইবে।

(২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তহবিলের বেশীর ভাগ এমন সব অংশীদারের স্বার্থের অনুকূলে ব্যয়িত হইতেছে, যাহারা অল্পসংখ্যক পরিবার হইতে আসিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতেছে।

(৩) ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে সরকার জনসাধারণের সঞ্চয় সমগ্র সমাজের কল্যাণে সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৪) ব্যাঙ্কগুলি বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার হয় নাই—অধিকাংশ ব্যাঙ্কই মাত্র কয়েকটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলি ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, কারণ এই সব অঞ্চলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাপন দ্বারা বেশী 'মুনাফা' অর্জন করার আশা নাই। বে-সরকারী ক্ষেত্রের প্রেরণা 'মুনাফা'-দ্বারাই সৃষ্ট হয় বলিয়া সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত উক্ত সব অঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারের কোন সম্ভাবনা নাই।

(৫) 'রাষ্ট্রীয়করণ' (Nationalisation) আমানতকারীদের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত করিবে, কারণ ব্যাঙ্কগুলির 'দেউলিয়া' হওয়ার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইবে। সরকারী মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার যে দ্রুত উন্নতি-সাধন হইবে, তাহা নিম্নলিখিত তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় :—

১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৪ সালের মধ্যে পোস্টাফিস 'সেভিং ব্যাঙ্কের' 'জমা' (deposit) ১২৮.১১ কোটি হইতে ২৩১.৯৫ কোটি টাকায় বর্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু যৌথ ব্যাঙ্কগুলির 'আমানত' ১১১৪.২৩ কোটি টাকা হইতে ১০৬২.৫৩ কোটি টাকায় হ্রাস পায়।

(৬) বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে প্রভূত 'চলতি সম্পত্তি' (liquid assets) সরকারের বিনিয়োগ করিবার অধিকারে থাকিবে—ইহার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পরবর্তী পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হইবে।

(৭) পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার প্রসার না হইলে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন (যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়) সম্ভবপর হইবে না—'রাষ্ট্রীয়করণ' দ্বারা সরকার দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৮) 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজপত্তন' হইল সরকারের গৃহীত নীতি—'রাষ্ট্রীয়করণ' এই নীতির অনুপূরক।

উক্ত যুক্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি খুবই সঙ্গত—অনেকগুলি ব্যাঙ্ক 'দেউলিয়া' হইয়াছিল, যাহার দরুন আমানতকারীদের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালকগণ এমন সব কুকার্য (malpractice) করিতেছিলেন, যাহা জনস্বার্থবিরোধী; কিন্তু ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইন (Banking Act) প্রণীত হওয়ার পর হইতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির উপর বিশেষ 'নজর' রাখিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি অপসারণের চেষ্টা করিতেছে। ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলীর উপর 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের এরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখার দরুন ব্যাঙ্কগুলির ব্যবস্থাপনার ত্রুটির অধিকাংশই ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেছে—ইহা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণীতে প্রমাণিত হয়। এই বিবরণীতে প্রকাশ যে, "যদিও ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই, তবুও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন (inspection) এবং পরিদর্শনান্তে পরামর্শ-দান সুষ্ঠুতর পরিবর্তন আনিয়াছে। অনেক ব্যাঙ্কেরই পরিচালকগণ ব্যাঙ্কগুলির সাধারণ 'মান' (standards) রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই উহারা ত্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।" ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের উপর 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের ফলোপধায়ী (effective) নিয়ন্ত্রণের ফলে বহু ব্যাঙ্কের অবাঞ্ছনীয় ত্রুটিগুলি অপসারিত হইয়াছে, 'ভুঁইফোঁড়' (mush-room) ব্যাঙ্কের অভ্যুদয় ও 'এলোমেলো-ভাবে' (indiscriminate) 'শাখা-দপ্তর' খোলা নিরুদ্ধ হইয়াছে, ব্যাঙ্কগুলির 'মানের' (standard) উন্নতি-সাধন করাতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে, এবং 'রাষ্ট্রীয়করণের' প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে। বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, এখনও এমন অনেক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক আছে, যাহাদের 'সংরক্ষিত ভাণ্ডার' (Reserve) পর্যাপ্ত নয়—কিন্তু এ

জাতীয় ত্রুটির প্রতিকার 'একীভবন-নীতির' (amalgamation) মাধ্যমে করা যাইতে পারে।

লোক-সভায় উক্ত 'রাষ্ট্রীয়করণের' দাবির প্রস্তাব সম্পর্কে শ্রী এ. সি. গুহ (A. C. Guha) ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকগণের ও নির্বাহী অধিকর্তাগণের (Managing Directors) ত্রুটি-বিচ্যুতির 'সাফাই' না গাহিয়া বলেন, দেশবিভাগের (Partition) পূর্বে ও পরে দেশে যে অসাধারণ পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, উহাই হইল ব্যাঙ্কগুলির 'দেউলিয়া' হইবার প্রধান কারণ এবং ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেই উহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে না। তিনি বলেন, "যাঁহারা বলেন সরকারী ক্ষেত্র হইল দক্ষতার আদর্শ, অথবা যাঁহারা বলেন বেসরকারী ক্ষেত্র হইলেই দক্ষতা আপনা হইতেই উদ্ভূত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে আমি নই; উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা ও অদক্ষতা বিদ্যমান থাকিতে পারে। বেসরকারী ক্ষেত্র সরকারী ক্ষেত্রের সমতুল্যভাবে দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে।" শ্রী গুহ আরও বলেন যে, বীমা কম্পানির 'তহবিল' হইল দীর্ঘ-মিয়াদী আর ব্যাঙ্কগুলির 'আমানত' হইল স্বল্প-মিয়াদী এবং উহা সরকারের দীর্ঘ-মিয়াদী বিনিয়োগের ও উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে পাওয়া যায় না—সুতরাং বীমা কম্পানির রাষ্ট্রায়ত্ত করার সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির 'রাষ্ট্রীয়করণের' তুলনা করা সমীচীন নয়। শ্রী গুহ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ও বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হইলে উহার অপসারণের জন্য 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

Q. Describe the position of the Imperial Bank of India in the Indian money-market. Are you in favour of nationalising the Imperial Bank? Give reasons for your answer. (C. U. B. Com. 1951)

Q. Describe the composition and function of the State Bank of India.

'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক হইল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক—১৯২১ সালে তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ('বেঙ্গল' ব্যাঙ্ক, মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক ও বোম্বাই ব্যাঙ্ক) একত্রীভূত হইয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্ক

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলিয়া এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় এই ব্যাঙ্কের উপর কতকগুলি বিশিষ্ট কার্যের ভার ছিল বলিয়া ইহা অনুপম খ্যাতি ও আস্থা লাভে সক্ষম হইয়াছিল এবং ভারতীয় টাকার বাজারে কার্যতঃ 'অধিনায়ক'-স্বরূপ ছিল। ভারতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও ইহার পদ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ ব্যক্তিগণ, সকলেই ঋণ ও আগাম পাইবার, 'হুণ্ডি' পুনর্বাটা করিবার ইত্যাদি ব্যাপারে 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের নিকট সুযোগ-সুবিধা পাইবার প্রত্যাশা করিত। যেখানে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের শাখা-দপ্তর নাই, সেখানে 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক এখনও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক শক্তিশালী ব্যাঙ্ক এবং ইহার ব্যবস্থাপনা ইউরোপীয়-গণের অত্যধিক স্বার্থানুকূল ছিল—সুতরাং এইরূপ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব শুধু যে ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নয়নের অন্তরায় ছিল, এমন নয়, ইহার অস্তিত্ব 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের ভারতীয় টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করিয়াও ফেলিয়াছিল। 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি ইহার সহানুভূতি মোটেই ছিল না এবং এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিত; কিন্তু এই অসমদর্শিতার অভিযোগের বৈধতা ভারত স্বাধীন হইবার পর আর নাই বলিলেই চলে, কারণ এখন এই ব্যাঙ্কে বহু ভারতীয় দায়িত্বশীল পদে (post) 'বহাল' আছেন এবং এই ব্যাঙ্কের অধিকাংশ 'শেয়ারের' (Share) মালিক হইল ভারতবাসী। সুতরাং, এখন এই ব্যাঙ্কের জাতীয়তা-বিরোধী নীতির ও ব্যবস্থাপনায় অসমদর্শিতার 'অজুহাতে' এই ব্যাঙ্কের 'রাষ্ট্রীয়করণ' সমর্থনযোগ্য নয়। এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, ইহার কার্যকলাপের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ইহা শুধু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসাবেই কাজ করিত ও সে কাজও শুধু শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিত—ইহাতে এই ব্যাঙ্কের উপকারিতা কমিয়া গিয়াছিল।

'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের উক্ত সীমাবদ্ধ কার্যকলাপ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়,—বিশেষতঃ যখন পল্লীঅঞ্চলে অর্থ সরবরাহের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সরকার কর্তৃক 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত

(nationalised) করার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, পল্লীঅঞ্চলে পর্যাপ্ত ঋণ-দানের ব্যবস্থা করা। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক গঠিত সর্বভারতীয় পল্লীঋণ নিরীক্ষা সমিতির নির্দেশক 'কমিটির' (Committee of Direction of All India Rural Credit Survey) সুপারিশ অনুসারে 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব সহ উক্ত কমিটি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন :—

রাষ্ট্রের দায়িত্বে একটি শক্তিশালী সম্পূরিত (integrated) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে, যাহার অংশীদার হইবে রাষ্ট্র এবং যাহার কার্যকরী শাখা-দপ্তর দেশের সর্বত্র খোলা হইবে ; এই শাখা-দপ্তরগুলি প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু একত্রীভবন (amalgamation) নীতির মাধ্যমে উহাদের কর্মপরিধি বিস্তার করিয়া যে সব কোষাগার ও উপকোষাগার (treasuries and subtreasuries) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে রত নয়, উহাদের নগদ টাকার লেনদেনের কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে এবং সমবায় ও অন্যান্য ব্যাঙ্ককে অর্থ-প্রেরণ-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে পারে—ইহাতে এই প্রকার ব্যাঙ্ক অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রেরণা সৃষ্টি করিবে, শাখা-দপ্তরগুলি উক্তপ্রকার ব্যাঙ্কের পল্লী ঋণ-দান ব্যবস্থায় এমন এক নীতি গ্রহণ করিবে, যাহা সঠিক ব্যবসার-নীতির পরিপন্থী না হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও 'রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের' গৃহীত জাতীয় নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। উক্ত কমিটির মতে 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কই হইল অতি উপযুক্ত ব্যাঙ্ক, যাহার মাধ্যমে পল্লী ঋণ-দান-ব্যবস্থার ও সমবায় ব্যাঙ্কের উন্নতি-সাধন সম্ভবপর হইবে। ১৯৪৯ সালের গ্রাম্য ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার তদন্ত 'কমিটির' (Rural Banking Enquiry Committee) সুপারিশেও বলা হয় যে, 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সাহায্যকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করিবে। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন, 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের গঠন ও কর্মধারার এরূপ পরিবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে ব্যাঙ্কের 'আধা-সরকারী' (Semi-public) ও জাতীয় প্রকৃতি (national character) অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

উক্ত কমিটির (Committee of Direction of All-India Rural Credit Survey) সুপারিশই হইল, 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রধান কারণ। রাষ্ট্রায়ত্ত 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের নাম হইল, **ভারতের**

রাষ্ট্রী ব্যাঙ্ক (State Bank of India) এবং এই রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্য শুরু করে। রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাপন দ্বারা ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসারক্ষেত্রের এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়। ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুগঠিত অংশ (organised system) পল্লী ও উপশহরাঞ্চলের (Semi-urban) আর্থ-ব্যবস্থার পক্ষে অপর্যাপ্ত ছিল—কৃষকদিগকে স্বল্প-মিয়াদী, মাঝারি-মিয়াদী ও দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণের জন্য গ্রাম্য মহাজনদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এই মহাজনেরা সাধারণতঃ অসঙ্গত, উচ্চ সুদ দাবি করিয়া থাকে ; ঋণ-দান সংক্রান্ত আইনগত বাধা-নিষেধ ও মহাজনদের প্রতি সমাজের ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধের দরুনও মহাজনেরা ক্রমশঃ তাহাদের ঋণ-দান ব্যবসা কমাইয়া ফেলিতেছে। সমবায় ঋণ-দান সমিতি, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের 'এক অন্তভাগও স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই'। কৃষকদিগের প্রয়োজন ছাড়াও গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির প্রতিষ্ঠাপন ও উন্নতি-বিধানের উদ্দেশ্যে ঐ শিল্পগুলির ঋণ পাইবার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই শিল্পগুলির বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে—৫ বৎসরের মধ্যে উহাকে আরও ৫০০ শাখা-দপ্তর খুলিতে হইবে ; গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রয়োজনের প্রতি 'সবিশেষ দৃষ্টি' রাখিয়া রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক এখন হইতে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত ও পুনর্জীবিত করার কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। অনেকগুলি শাখা-দপ্তর খোলার জন্য অর্থ-প্রেরণের যে সুযোগ-সুবিধার প্রসার হইবে, তাহাতে গ্রামাঞ্চলে অধিকতর সংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যাপারে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যধারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেশানুযায়ী হইবে বলিয়া রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের নীতি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থ-ব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী হইবে ; কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য থাকিবে যে, ব্যাঙ্কের সম্পদগুলি জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, "ইম্পিরিয়েল" ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া সরকার সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। যদি রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক ডাঃ জন মাথাই-এর (Dr. John Mathai) তত্ত্বাবধানে উহার দায়িত্বপূর্ণ কার্যগুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করিতে পারে, তবে কৃষকদের একটি দীর্ঘকালস্থায়ী অসুবিধা দূরীভূত হইবে, কৃষির উন্নয়ন সাধিত হইবে এবং কৃষকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নীত হইবে—ফলে,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সৃষ্টি হইবে ও ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলির 'চেহারার' পরিবর্তন হইবে।

'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের 'রাষ্ট্রীয়করণের' বহু সমালোচনা হইয়াছে। আশঙ্কা করা হইতেছে যে, এই 'রাষ্ট্রীয়করণের' ফলে বেসরকারী (ব্যক্তিগত) ক্ষেত্রে ভীতির উদ্রেক হইবে ও তদ্দরুন দেশে মূলধন-সংগঠনে (capital formation) বিপজ্জনক বিপর্যয় উপস্থিত হইবে। ভারতের আর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ককে দ্বিবিধ কার্যধারায়, অর্থাৎ বাণিজ্য-সংক্রান্ত ঋণ এবং কৃষি-ঋণ ও গ্রামীণ-ঋণ (agricultural credit and rural credit) সরবরাহে, যে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্দরুন ব্যাঙ্কের সম্পদ বাণিজ্য-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া পল্লীক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবে ; এজন্য বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি এ পর্যন্ত যে সব ঋণ-গ্রহণ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা পাইতেছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে কমিয়া যাইবে। এই সমালোচনা এড়াইবার জন্য সরকার যথাবিধি আশ্বাস দিয়াছেন যে, পূর্বে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত, তাহার কোন প্রকার হ্রাস করা হইবে না। কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা হইয়াছে ব্যাঙ্কের দ্বিবিধ কার্যধারার বিরুদ্ধে—ভারতীয় ব্যাঙ্কের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের দ্বিবিধ কার্যধারার বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় সংস্কার রহিয়াছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যধারায় কৃষি-ব্যাঙ্কের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে এই সংস্কার হইল অতিশয় প্রবল ; ইহার কারণ হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ও কৃষি-ব্যাঙ্কের (Agricultural Bank) কার্যধারায় মূলগত (fundamental) পার্থক্য রহিয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ অল্পমিয়াদী ঋণ দিয়া থাকে ; কিন্তু কৃষি-ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘ মিয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করিতে হয়—উহাদের গৃহীত ঋণের জামিনও (securities) বিভিন্ন প্রকৃতির এবং উহাদের পরিচালন-ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। বর্তমানের কর্মচারিগণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক পরিচালন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ, উহারা গ্রামীণ (পল্লী) ঋণ-সমস্যা দক্ষতার সহিত সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের (State Bank) কর্তৃপক্ষগণের প্রধান কর্তব্য হইবে, পল্লীঋণ সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষণ-প্রাপ্ত সম্পূর্ণ নূতন কর্মচারী নিয়োগ করা। 'রাষ্ট্রীয়করণের' বিরুদ্ধে আর একটি সমালোচনা হইল যে, সরকারের ঘোষিত নীতি (declared policy) হইল, বর্তমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত না করা ; সুতরাং

'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের 'রাষ্ট্রীয়করণ' উক্ত নীতিবিরুদ্ধ কাজ—কিন্তু সরকার কর্তৃক "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজপত্তনের" (Socialistic pattern of Society) নীতি গৃহীত হওয়ার পর এই সমালোচনার আর বিশেষ গুরুত্ব নাই। রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার একটি অতি সুদক্ষ কেন্দ্রীয় পর্ষদের (Central Board) উপর অর্পিত হইয়াছে এবং এই পর্ষদের সভাপতি হইলেন ডাঃ জন মাথাই (Dr. John Mathai)—সুতরাং ন্যায়সঙ্গত আশা পোষণ করা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে এবং ভারতীয় আর্থ-ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে 'সক্রিয়' (vital) অংশ গ্রহণ করিয়া উহা স্থাপিত হওয়ায় যে উচ্চাশার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের পরিচালন-ব্যবস্থা ও কার্যধারা (Management and functions):—

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের পরিচালন-ভার একটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের (Central Board) উপর ন্যস্ত হইয়াছে—এই পর্ষদে থাকিবেন :—

(১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি ও একজন উপ-সভাপতি (Vice-Chairman) (এই ব্যাপারে সরকার 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।)

(৩) দুইজনের অনধিক নির্বাহী অধিকর্তা (not more than two Managing Directors)—কিন্তু কেবল প্রয়োজন হইলেই উঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনে কেন্দ্রীয় পর্ষদ্ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ;

(৩) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্যান্য অংশীদার কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন অধিকর্তা (Directors) ;

(৪) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ গ্রহণান্তে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন অঞ্চলের ও অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের (interests) প্রতিনিধিস্বরূপ আট (৮) জন অধিকর্তা ;

(৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন অধিকর্তা ; এবং

(৬) 'রিজার্ভ" ব্যাঙ্ক কর্তৃক মনোনীত একজন অধিকর্তা।

পূর্বেকার 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের ন্যায় রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ করিতে থাকিবে। ইহা ব্যতীত ইহাকে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয়তার সহিত সাহায্য করিতে হইবে।

৫ বৎসরের মধ্যে ইহা ৪০০ শাখা-দপ্তর খুলিবে। এই ব্যাঙ্ক অর্থ-প্রেরণের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবে এবং অধিগত (available) গ্রামীণ 'সঞ্চয়গুলির' সংযোজনের (mobilization) চেষ্টা করিবে। পরে, যখন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে এবং গুদাম-জাত করার ও পণ্য বিপণনের সুব্যবস্থা হইবে, তখন গ্রামীণ ঋণ-সরবরাহ ব্যাপারে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক একটি 'শক্তিশালী' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ ঋণ-সম্প্রসারণের ব্যাপারে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক বর্তমানের ন্যায় সাহায্য করিতে থাকিবে।

যে সব স্থানে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কোন শাখা-দপ্তর নাই, অথচ রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের শাখা-দপ্তর রহিয়াছে, সেসব স্থানে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের উপর প্রতিনিধি হিসাবে উহার কার্যভার অর্পণ করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক অন্য যে কোন ব্যাঙ্কের ব্যবসায়, সম্পদ ও দায় দখল করিয়া লইতে পারিবে।

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Working of the State Bank) :—

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন যে, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে সাহায্য করার রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের যে বিধিবদ্ধ (statutory) দায়িত্ব ছিল, সে দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের প্রারব্ধ কার্য খুবই আশাপ্রদ হইয়াছে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সাহায্যার্থে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক একটি বিভিন্ন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে—সাধারণ নীতি অনুযায়ী 'আগাম' দেওয়ার প্রধান শর্ত হইল, জামিনের উপযুক্ততা, কিন্তু রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক উক্ত নীতি অনুসরণ না করিয়া শুধু উৎপাদনের সামর্থ্য ও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়-যোগ্যতার ভিত্তিতে 'আগাম' দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সভাপতির অভিমত হইল যে, ব্যাঙ্কটির রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার দরুনই এই পরিবর্তিত নীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য অর্থ-সরবরাহ ব্যাপারে এই শিল্পগুলির বিশেষ প্রয়োজনগুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক বোম্বাই, বাংলা ও মাদ্রাজ এই তিনটি মণ্ডলের (circle—এলাকার) প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া 'পথ-প্রদর্শক' (pilot) পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই 'পথ-প্রদর্শক' পরিকল্পনায় ঋণ-দান ব্যাপারে একটি উদার নীতি (liberalised credit scheme) প্রবর্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে—ঋণ-দান ব্যাপারে কঠোরতার (rigidity—অনমনীয়তার)

ও পরিচালনের নিয়মতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পীদের প্রকৃত সাহায্য ও উপদেশদানের নীতি রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক কর্তৃক অবলম্বিত হইবে।

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে (Co-operative Institution) ঋণ পাইবার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতেছে। কৃষকদের উৎপদ্যমান শস্যের পরিমাণের আনুমানিক হিসাব, উহাদের সাধারণ মর্যাদা এবং উহাদের ও 'সহির' (signature) ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির 'মারফতে' কৃষকদিগকে ঋণ দিতেছে—যাহাতে কৃষকেরা শস্য বিক্রয়ের সময়ে বা পরে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। অন্য কি উপায়ে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা যায়, সে বিষয়ে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক চিন্তা করিয়া দেখিতেছে, কারণ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের আর্থিক সংস্থিতিও উৎসাহোদ্দীপক (encouraging) হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের সুদের হার কম থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালে এই ব্যাঙ্কের 'আমানতের' পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি হইতেই রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের 'আমানতের' পরিমাণ দ্রুতহারে বর্ধিত হইতে থাকে—১৯৫৬ সালের শেষ হইতে ১৯৫৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই ব্যাঙ্কের 'আমানত' ২১ কোটি টাকা হইয়াছিল; সমস্ত তপসিলী ব্যাঙ্কের যে প্রায় ৩৭ কোটি টাকার 'আমানত' বর্ধিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে উক্ত ২১ কোটি টাকা রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কে জমা পড়িয়াছিল।

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের সভাপতি বলিয়াছেন, রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করার নীতি অবলম্বিত হয় নাই—এরূপ নীতির প্রভাব অন্যান্য তপসিলী ব্যাঙ্কের উপর যাহাই হউক না কেন, তাহা রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক গ্রাহ্য করিবে না। রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যধারা হইল, দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কাঠামোর প্রতি উহার দায়িত্ব পালন করা।

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের অধিকসংখ্যক শাখা-দপ্তর খোলার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, সে দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্য প্রশংসনীয় নয়—১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ৫ বৎসরে যে ৪০৪টি শাখা-দপ্তর খোলার কথা, উহার মধ্যে ১৯৫৬ সালে মাত্র ৪৬টি শাখা-দপ্তর খোলা হইয়াছে।

Q. Describe the powers and functions of the Reserve Bank of India.

(C. U. B. A. 1954, B. Com. 1957, B. A. Hons. 1957)

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুখ্য (fundamental) কার্য হইল, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যাহাতে রাষ্ট্রের নির্দেশিত আর্থিক নীতি পরিপুষ্ট হয়।" ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কার্য আরম্ভ করে—ইহা ছিল একটি বেসরকারী অংশীদারী ব্যাঙ্ক (Private Shareholders' Bank), ইহার 'শেয়ার'-মূলধন (Share-Capital) ছিল ৫ কোটি টাকা এবং ইহার সাধারণ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার এক কেন্দ্রীয় অধিকর্তা পর্ষদের (Central Board of Directors) উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি ব্যাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, যাহাতে ব্যাঙ্কটি রাষ্ট্রের স্বকীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করিতে সক্ষম হয় এবং যাহাতে সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতির মধ্যে অধিকতর 'সহযোজন' (Co-ordination) সাধন করা যায়। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক পূর্বে কার্যতঃ (de-facto) যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, 'রাষ্ট্রীয়করণের' ফলে উহারই আইনগত স্বীকৃতি হইল। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নে লেখা হইল :—

(১) এক-টাকার 'নোট' (কাগজী মুদ্রা—notes) ছাড়া সকল 'কাগজী-মুদ্রা' (Paper currency) 'জারি' করিবার একমাত্র অধিকার 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের রহিয়াছে—কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-মন্ত্রক (Ministry of Finance) এক-টাকার নোট 'জারি' করেন। প্রচলিত 'নোটের' অর্থমূল্যের নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে স্বর্ণ-রক্ষণের ব্যবস্থা (Proportional Reserve System) অনুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে 'নোটের' মোট অর্থমূল্যের অন্ততঃ (কমপক্ষে) ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র (foreign securities) 'সংরক্ষিত' তহবিলে রাখিতে হইত, কিন্তু ১৯৫৬ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন" অনুসারে (Reserve Bank Amendment Act of 1956) এই ব্যবস্থা 'খারিজ' (বাতিল—পরিত্যক্ত) করা হয়। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে বর্তমানে ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ ও ন্যূনতম ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র রাখিতে হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের

উন্নয়ন খাতে যে অত্যধিক ব্যয় হইবে (Vast Development Expenditure) এবং আয়-ব্যয়কে (Budget) যে প্রচুর পরিমাণে 'ঘাটতি-ব্যয়ের' (Deficit financing) নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, উহার দরুন অধিক সংখ্যক 'নোট' 'জারি' করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলও (foreign balances) হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে—এই কারণেই উক্ত আইনের এই সংশোধনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়।

(২) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে—সরকারের সমস্ত আর্থিক 'লেনদেন' এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই ব্যাঙ্ক সরকারের পক্ষে অর্থ (টাকা) প্রদান ও গ্রহণ করিয়া থাকে, সরকারের 'তরফে' বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষে সরকারী ঋণের (Public debt) তত্ত্বাবধান করে ও ও সরকারপক্ষের নূতন ঋণের (new loans) ব্যবস্থা করে।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের 'ক্রেডিটের' (credit—প্রদত্ত ঋণের) পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ, [কারণ কোন স্থানে 'স্ফীতি অথবা অবসার' (Inflation and Deflation) উদ্ভব হইলে অন্য স্থানেও উহা প্রসারিত হয়], তবুও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণে 'ক্রেডিট' নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম. হয়। 'ক্রেডিট' নিয়ন্ত্রণের প্রধান ব্যবস্থাগুলি (যেমন 'ব্যাঙ্কের হার বা বাটার হার' (**Bank rate**) ও 'বাজারে মুক্তহস্তে ঋণ-পত্র ক্রয়-বিক্রয়' (**Open market operation**)) ভারতের টাকার বাজারের অপরিণত (undeveloped) অবস্থার দরুণ বাঞ্ছনীয়তম পরিমাণে (optimum extent) ফলোপধায়ী হয় না।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কেরই ব্যাঙ্ক হিসাবে (bankers to all banks) কাজ করে বলিয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়ামক। (ক) সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকেই, কি 'তালিকাভুক্ত' (তপসিলী) কি 'তালিকাবহির্ভূত' অর্থাৎ অ-তপসিলী (Scheduled and non-scheduled), উহাদের মোট "মিয়াদী (মুদ্দতী) ও চাহিবামাত্র-দেয় আমানতী দায়ের" (**time and demand liabilities**) এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ টাকায় জমা রাখিতে হয়—এই টাকার পরিমাণ হইল, মোট 'মিয়াদী' ও 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের যথাক্রমে শতকরা ২ ও ৫ ভাগ। (খ) উক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ-অনুযায়ী সাপ্তাহিক হিসাব দাখিল করিতে হয়। (গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক তপসিলী ব্যাঙ্কগুলিকে 'অছি' ঋণপত্র (trustee securities), 'সোনা' অথবা 'রূপা', আদায়যোগ্য 'হুণ্ডি' অথবা 'প্রমিসরি নোট' অর্থাৎ 'প্রত্যর্থ-পত্র' (elgible bills of exchange or promissory notes) ইত্যাদির জামিনে 'চাহিবামাত্র-দেয়' অথবা 'অনধিক নব্বই দিন মিয়াদী' ঋণ ও 'আগাম' দিয়া থাকে। (ঘ) এই ব্যাঙ্ক সে সব 'হুণ্ডি' ভারতে কাটা হইয়াছে এবং ভারতেই পরিশোধ্য, উহাদের পুনর্বাটার (re-discount) কাজ করিয়া থাকে—কিন্তু এই সব 'হুণ্ডি' দুইটি বা ততোধিক স্বাক্ষরযুক্ত হইবে ও উহাদের মধ্যে একটি স্বাক্ষর (signature) তপসিলী ব্যাঙ্কের থাকিবে এবং ঐ সব 'হুণ্ডি' পুনর্বাটার দিন হইতে 'অনুগ্রহ-মিয়াদ' (**days of grace**) বাদ দিয়া ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় হইতে হইবে। (ঙ) কৃষি-সম্পর্কিত 'হুণ্ডিগুলি' (agricultural bills) ১৫ মাসের মধ্যে আদায়-যোগ্য হইলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উহাদের বাটার কাজ করিবে। (চ) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির 'নিকাশ-সংস্থার' (clearing house—চেক্শোধন-ভবন) কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। (ছ) সম্প্রতি প্রবর্তিত 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন দ্বারা (Reserve Bank Amendment Act) 'ক্রেডিট'-নিয়ন্ত্রণের আর একটি স্বীকৃত ব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে; এই ক্ষমতাটি হইল, ব্যাঙ্কগুলির 'রিজার্ভের' (সংরক্ষিত ভাণ্ডারের) অনুপাতের পরিবর্তনের (Variation of the Reserve Rates) ক্ষমতা—এই ক্ষমতানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির মোট 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং 'মিয়াদী বা মুদ্দতী' আমানতী দায়ের ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত 'রিজার্ভ'-স্বরূপ রাখিতে ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য করিতে পারে। এই ব্যবস্থা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'ক্রেডিট'-নিয়ন্ত্রণের সার্থক 'অস্ত্রের' মধ্যে অন্যতম।

(৫) ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে উহার সংশোধন (Banking Companies Act and its amendments) দ্বারা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা বর্ধিত করা হইয়াছে। এই আইনের বলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে :—

(ক) রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলিকে উহাদের ঋণ-দান -নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে।

(খ) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কগুলিকে কোন বিশেষ বা বিশিষ্টশ্রেণীর 'লেন-দেন' সম্পর্কে সাধারণভাবে বা কোন বিশেষ ব্যাঙ্ককে বিশেষভাবে সতর্ক এবং নিষেধ করিয়া দিতে পারে।

(গ) রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে পর্যায়কালীন এবং যে কোন সময়ের হিসাব চাহিতে পারে।

(ঘ) অন্য ব্যাঙ্কগুলির নূতন শাখা-দপ্তর খুলিবার এবং উহাদের হস্তান্তর ব্যাপারে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অনুমতির প্রয়োজন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক এখন দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়মিতকরণের স্থায়ী আইনগত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে।

(৬) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রার সহিত বিদেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার (rate of exchange) নির্ধারণ করিয়া থাকে ; ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (International Monetary Fund) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় ১ টাকার বৈদেশিক মূল্য ছিল = ১ শিলিং ৬ পেন্স (স্টার্লিং বা লণ্ডনের মুদ্রা—Sterling) এবং ঐ তারিখে ও ঐ তারিখ হইতে ভারতীয় প্রতি টাকাকে ০·২৬৮৬৯১ 'গ্রাম' (gramme) সোনার সমান বলিয়া ধরা হইত। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অনুমতি লইয়া উক্ত হার কমাইয়া দেওয়া হয়।

(৭) কৃষি-ঋণ সরবরাহে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সাহায্য করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কের একটি কৃষি-ঋণদান বিভাগ (Agricultural Credit Department) রহিয়াছে—এই বিভাগ কৃষি-ঋণ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করে এবং কৃষি-ঋণদান ব্যবস্থার সহিত ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে। সর্বভারতীয় পল্লীঋণ নিরীক্ষা সমিতির নির্দেশক কমিটির (The Committee of Direction of All-India Rural Credit Survey) বিবরণী প্রকাশিত করা হইল, ১৯৫৪ সালের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কার্যের অন্যতম—ইহার ফলে দুইটি তহবিল (অর্থ-ভাণ্ডার—fund) সৃষ্ট হয় :—(ক) জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘ-মিয়াদী) তহবিল (National Agricultural—Long-term Operation—Fund) এবং (খ) জাতীয়

কৃষি-ঋণ স্থায়ীকরণ তহবিল (National Agricultural Stablisation Fund)।

(৮) উক্ত কার্যগুলি ছাড়াও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কার্যকর (practical) সমবায়-ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের 'আগাম' দেয় এবং কৃষিজাত শস্যের পরিবহণ ও ঋতু বিশেষে শস্যোৎপাদনের প্রয়োজনে যে সব 'হুণ্ডি' কাটা হয়, সে সব 'হুণ্ডি' 'বাটা' করে (discounts)।

(৯) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আর্থিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত (monetary and fiscal) বহুবিধ তথ্য প্রকাশ করিয়া দেশের 'টাকার বাজারের' অবস্থার উপর আলোকসম্পাত করিয়া থাকে।

(১০) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ ছাড়াও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্ক হিসাবে যে সব কার্য সম্পাদন করে, উহারা হইল :—

(ক) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে নব্বই-দিন-মিয়াদী 'উপায়-উপকরণ' আগাম (**ways and means advances**) দিয়া থাকে।

(খ) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কতকগুলি শর্তে 'হুণ্ডি' এবং 'প্রমিসরি নোটের' (প্রত্যর্থ-পত্র—promissory notes) ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটার কাজ করিয়া থাকে।

(গ) এই ব্যাঙ্ক তপসিলী ব্যাঙ্কের সহিত 'স্টার্লিং' (Sterling—লণ্ডনের মুদ্রাবিশেষ) ক্রয়-বিক্রয়ের আদান-প্রদান করিতে পারে কিন্তু উহার মূল্য ১ লক্ষ টাকার কম হইতে পারিবে না।

(ঘ) সোনা, 'স্টার্লিং', টাকা (rupees) অথবা অনুমোদিত (approved) 'হুণ্ডির' জামিনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক তপসিলী ও রাজ্যসরকারের সমবায় ব্যাঙ্ক-গুলিকে অনধিক নব্বই-দিন-মিয়াদী ঋণ সরবরাহ করিতে পারে।

(ঙ) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত কার্যগুলি করিতে পারিবে না :—

(১) আমানতের সুদ দেওয়া ও (২) 'চাহিবামাত্র-দেয়' 'হুণ্ডি' ইত্যাদি ছাড়া কোন 'হুণ্ডি' কাটা বা গ্রহণ করা।

১৯৫৬ সালের দুইটি আইন—ব্যাঙ্ক-কম্পানি সংশোধন আইন ও ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন (Banking Companies Amendment Act and Reserve Bank of India Amendment

Act)—প্রবর্তিত হওয়ায় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রবলতর ও অধিকতর 'সাফ-কারী' (Sweeping—অতিশয় ব্যাপক) ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। প্রথমোক্ত আইনের বলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, উহা (ক) যে কোন ব্যাঙ্ক-কম্পানি হইতে উহার ব্যবসা ও কার্য-সংক্রান্ত তথ্যাদি চাহিতে পারিবে, (খ) ব্যাঙ্কগুলিকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবে, (গ) নির্বাহী অধিকর্তা (Managing Directors), পরিচালক (Managers) ও নির্বাহী আধিকারিকদের (Executive officers) নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগ (appointments and re-appointments) সর্বক্ষেত্রেই অমুমোদন (disapprove) করিতে পারিবে, এবং (ঘ) যে কোন ব্যাঙ্ক-কম্পানির কার্য-পরিচালনার পর্যবেক্ষণ এবং তৎসম্বন্ধে বিবৃতি দান করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কম্পানিতে একজন বা ততোধিক পর্যবেক্ষক (observer) প্রেরণ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় আইন অন্যান্য ক্ষমতার সহিত 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কগুলির 'রিজার্ভে'র অনুপাত পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে—এই ক্ষমতার বলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সদস্য-ব্যাঙ্কগুলির 'রিজার্ভের' পরিমাণ মোট 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়গুলির (**demand liabilities**) শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত ও 'মিয়াদী' আমানতী দায়গুলির (**time liabilities**) শতকরা ২ ভাগ হইতে ৫ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করিতে পারে।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের আর একটি ক্ষমতা হইল, 'ক্রেডিটের' নির্বাচন-মূলক নিয়ন্ত্রণ (Selective control)। অধুনা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়াছে, উহারা যেন কোন দ্রব্যের, বিশেষতঃ চাউল ও ধানের, জামিনে অধিক ঋণ না দেয়।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক 'ক্রেডিট' (ঋণ-দান-credit) নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র হিসাবে 'ব্যাঙ্কের বা বাটার হার' (**Bank-rate**) কৃতকার্যতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছে। কোরিয়া-যুদ্ধের দরুন 'ধুমের' (boom-তেজী বাজার) সৃষ্টি হইয়া যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার নিরোধনকল্পে ১৯৫১ সালে নভেম্বর মাসে 'ব্যাঙ্কের হার' (যে নির্দিষ্ট নিম্নতম মূল্য লইয়া 'ব্যাঙ্ক' 'হুণ্ডি' ভাঙ্গাইয়া দেয়) শতকরা ৩ টাকা হইতে ৩½ টাকায় বর্ধিত করা হয়,—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সফল হয়। ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে হইতে 'ব্যাঙ্কের হার'

পুনরায় শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য হইল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে উন্নয়ন-সংক্রান্ত ব্যয়ের আধিক্য হেতু যে স্ফীতিজাত চাপের (inflationary pressure) উদ্ভব হইবে, তাহা নিরোধ করা এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা।

Q. Do you think that a more flexible policy of the Reserve Bank is needed during the period of the Second Five Year Plan ?

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইবার ঠিক পূর্বে ১৯৫৬ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সংশোধিত 'বিল' (Bill-আইনের খসড়া) লোকসভায় উপস্থাপিত করা হইল, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ডাঃ এস্. কে. বসু (Dr. S. K. Basu) অধুনা একটি প্রবন্ধে 'চলৎমুদ্রা' (Currency) এবং 'ঋণদান ব্যবস্থার' উপর ইহার সংঘাত (impact) সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে 'ঘাটতি'-ব্যয়ের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে—উহার মধ্যে 'সঞ্চিত স্টার্লিং উদ্বৃত্ত' Sterling balances) হইতে ২০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' মিটান হইবে; সুতরাং, ১০০০ কোটি টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত মুদ্রার ব্যবস্থা কাগজী মুদ্রার সাহায্যে করিতে হইবে। অত্যধিক পরিমাণে মুদ্রা সৃষ্টি করা ছাড়াও 'ঘাটতি-ব্যয়ের দরুন ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত তহবিল (Reserves) বৃদ্ধি পাইবে—ফলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় ঋণদান-ক্ষমতা অনুরূপভাবে বর্ধিত হইবে। ঋণদানের অত্যধিক সম্প্রসারণ নিয়মিত করিবার প্রয়োজনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার 'যন্ত্রগুলি' সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইবে।

'ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের' (Bank of England—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) চির-প্রচলিত আদর্শে গঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা শুধু যে স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ হইয়াছে এমন নয়, ইংলণ্ডেও ইহার কার্যকারিতা সন্তোষজনক হয় নাই; সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে এক নূতন ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ দেখা যাইতেছে—এই ক্রম-বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করিতে হইবে।

যে সব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন (amendments) প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, উহার মধ্যে উক্ত আইনের ৩৩ (২) ও ৩৩ (৪) ধারার সংশোধন অন্যতম। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 'রিজার্ভের' (Reserve-সংরক্ষিত তহবিল) অনুপাতের পরিমাণ (Reserve ratio) দ্রুত কমিয়া যাইতে থাকে—১৯৫৪-৫৫ সালে অনুপাতের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৬'৫০ ভাগ, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা হইল শতকরা ৫১'৩৫ ভাগ, এবং ১৯৫৬ সালের ২রা মার্চ উহা ছিল শতকরা ৫০'৩২ ভাগ ও উক্ত সালের মার্চ মাসের শেষে কমিয়া শতকরা ৪৭'১১ ভাগ হইয়াছিল। অনুপাতের এই দ্রুত 'নিম্নগতি' ভারতীয় আর্থ-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা নিম্নতর অনুপাতের আইনগত (legal) ব্যবস্থা না করিয়া শতকরা ৪০ ভাগ সোনা ও 'বৈদেশিক বিনিময়' (Foreign Exchange—বৈদেশিক মুদ্রা) 'সংরক্ষিত' ভাণ্ডারে (Reserve) জমা রাখিবার যে আইনগত নির্দেশ ছিল, উহার পরিবর্তে নিম্নরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন :—

বৈদেশিক জামানতে (Foreign Securities) ন্যূনতম ৪০০ কোটি টাকা ও চলৎমুদ্রার (currency) 'সংরক্ষণ'-ব্যবস্থায় (Reserve) ন্যূনতম ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনা।

উক্ত সংশোধন-প্রস্তাবের ত্রুটি হইল, ইহাতে দেশের দেনা-পাওনার সাম্যের (balance of payments) সহিত 'সংরক্ষণের' সহযোজনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, যদিও ইহার সুবিধা হইল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 'সংরক্ষিত' ভাণ্ডারের সহিত 'নোট' জারি করার কোন অনমনীয় সম্বন্ধ রহিল না।

অর্থ-সরবরাহ বৃদ্ধিকরণের বার্ষিক হার, বৈদেশিক মুদ্রার গড়পড়তা বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আইনে কতকগুলি নির্দেশ রহিয়াছে, যাহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কার্য-বৃত্তান্ত দাখিল করিতে হয়, অথবা যেমন ফিলিপাইন, পারাগুয়ে প্রভৃতি দেশে ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেরূপ উক্ত নির্দেশানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে কার্য করিতে হয়। যে সব প্রভাব (forces) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে মূল্যস্তরের অনভিপ্রেত অস্থায়িত্ব সৃষ্টি করিতে পারে, সে সব প্রভাবের উপর যে সতর্ক ও অনবচ্ছেদ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাহার অত্যুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

Q. How has the Reserve Bank of India been nationalised? State the main provisions of the Reserve Bank Act (Transfer to Public ownership Act), 1948. (C. U. B. Com. 1949)

যুদ্ধ-বিরতির পর যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পূর্ণনিয়োগের (Full employment) নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পদ-মর্যাদা (Status) ও কাঠামোর প্রশ্ন নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বৃটেনের 'শ্রমিক-দল' (labour party) 'ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের' (Bank of England) 'সামাজিক-করণের' (Socialising) নীতি ঘোষণা করেন। রাজনীতি হইতে অর্থনীতি স্বতন্ত্র রাখার চিরপ্রচলিত ধারণা 'সেকেলে' (অপ্রচলিত) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মিঃ. এ. বি. হোয়াইট্ (A. B. White) মন্তব্য করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিপন্থী হইলে কোন সরকারই জাতির জীবনধারণের মান উন্নীত করিতে সক্ষম হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির 'রাষ্ট্রীয়করণ' ব্যাপারে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হয় (ডাঃ এস্. কে. বসু—S. K. Basu এ কথা বলিয়াছেন)—(১) এই পরিবর্তন, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয়করণ', আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির বাস্তব কার্য-কলাপে কোন সসার (material) প্রভাব বিস্তার করিবে কি? (২) যুদ্ধোত্তর-কালীন পূর্ণ-নিয়োগ পরিকল্পনার নব কার্যধারায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে "খাপ খাওয়াইতে" উহাদের পদ-মর্যাদা ও কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে কি? প্রথম প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলা যায় যে, অধুনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও রাজকোষের (treasury) মধ্যে সম্পর্ক দিন দিনই গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ (intimate) হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, পরিকল্পিত পূর্ণ-নিয়োগ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বে-সরকারী অংশীদারী ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, উহা হইতে অধিকতর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকা যে শুধু বাঞ্ছনীয়, তাহা নয়—ইহা অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

উক্ত পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিবর্তমান চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'রাষ্ট্রীয়করণ' সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে। ১৯৪৮ সালের 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (সরকারী মালিকানায় হস্তান্তর) আইন' (The Reserve Bank of India—Transfer to Public

ownership-Act) ১৯৪৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরে 'পাস' হইয়া ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে কার্যকরী হয়। এই আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হইল—(ক) ব্যাঙ্কটি যে রাষ্ট্র-মালিকী ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করিবে, তাহাই হইল সরকারের গৃহীত নীতি এবং এই নীতিকে কার্যকরী করা, এবং (২) আর্থিক, অর্থনৈতিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতির মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের উপর সরকারের কর্তৃত্ব প্রসারিত করা। এই আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল :—

(১) ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে ব্যাঙ্কের সমস্ত মূলধন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। (২) অংশীদারগণকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতি ১০০ টাকার 'মূল্য-প্রাপ্ত শেয়ারের' (Paid-up shares) জন্য ১১৮৷৴০ দেওয়া হইবে। (৩) এই ক্ষতিপূরণ কিছুটা নগদ টাকায় এবং বাকীটা 'সমমূল্যে পরিশোধ্য' (payable at par) 'প্রমিসরি নোটে' (Promissory note-প্রত্যর্থ পত্র) দেওয়া হইবে—যে পরিমাণ টাকার 'প্রমিসরি নোট' প্রদত্ত হইবে, উহার জন্য শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদও দেওয়া হইবে। (৪) ব্যাঙ্ক পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় পর্ষদের উপরেই থাকিবে—এই পর্ষদে একজন 'গভর্নর' (শাসক-Governor) ও একজন 'ডেপুটি গভর্নর' (উপশাসক—Deputy Governor) থাকিবেন এবং তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; এই পর্ষদে আরও থাকিবেন, ১০ জন 'ডাইরেক্টর' (অধিকর্তা—Director) ও একজন সরকারী কর্মচারী, এবং উঁহারা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। 'ডাইরেক্টরগণ' বর্তমানে ৪ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। বিভিন্ন অঞ্চলের ও অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকটিতে ৫টি করিয়া সদস্য লইয়া চারিটি স্থানীয় পর্ষদ্ (Local Board) গঠিত হইয়াছে।

মন্তব্য (Comments) :—যুদ্ধ-বিরতির কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই যখন যুদ্ধোত্তরকালীন আর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণ-নিয়োগের গুরুত্ব উপলব্ধ হইতেছিল, তখন সরকারের নীতির 'মুখ' নূতন একটি দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি কয়েক বৎসরে বহু দেশে,—যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি,—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 'রাষ্ট্রীয়করণ' হইল, কার্যতঃ (**defacto**) যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার আইনতঃ (**dejure**) স্বীকৃতি।

ডাঃ এস্. কে. বসু (Dr. S. K. Basu) মন্তব্য করিয়াছেন হাজার হাজার লোক সরকারী ঋণ-পত্রের অধিকারী হউক, কি ব্যাঙ্কের ঋণপত্রের অধিকারী হউক—ইহাতে কিছুই আসে যায় না; কিন্তু 'রাষ্ট্রীয়করণের' দরুন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, না কমিয়া যাইবে—ইহাই হইল আসল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সরকারের অর্থনৈতিক নীতি যত বেশী ব্যাপক হইবে এবং শিল্পের সরকারী মালিকানা যত বেশী প্রসারিত করা হইবে, তত বেশী হইবে, বে-সরকারী অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অর্থ-সচিবের (Finance Minister) হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে 'রাষ্ট্রীয়করণকে' সমর্থন করা যায়। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইনের (Banking Companies Act, 1949) বলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির (Joint-Stock Banks) উপর যে প্রায় প্রভুত্বব্যঞ্জক (dictatorial) ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে, উহার কারণেও এই 'রাষ্ট্রীয়করণ' সমর্থিত হইয়াছে।

Q. With what objects was the recent Banking Act enacted? Indicate the defects, it seeks to remedy. (C. U. B. A. 1950, C.A.1949)

যুদ্ধের ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়—১৯৩৮-৩৯ সালে তপসিলী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৫৩ এবং উহাদের শাখা-কার্যালয়ের (branches) সংখ্যা ছিল ১১২৮, কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা হইয়াছিল ১০১ এবং উহাদের শাখা-কার্যালয়ের সংখ্যা হইয়াছিল ৩৪৯০। কিন্তু এই দ্রুত উন্নতি সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় কতকগুলি অকল্যাণকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল,—যেমন, কতগুলি 'ভুঁইফোড়' (mush-room) ব্যাঙ্কের অভ্যুদয়, ব্যাঙ্কগুলির শাখা-দপ্তরের অবিবেচনা-প্রসূত প্রসারণ (indiscriminate expansion), ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কার্যে রত নয়, এরূপ কম্পানিগুলির (non-banking companies) ব্যাঙ্কগুলির শাসন-ক্ষমতা অর্জন, ব্যাঙ্কগুলির 'উদ্বর্ত-পত্র' (balance-sheet—দেনাপাওনার হিসাব) তৈয়ারির ব্যাপারে সত্য-গোপন, 'শেয়ার' সংক্রান্ত বিষয়ে 'ফাটকাবাজী' (speculation) এবং অত্যল্প-নগদ টাকার 'সংরক্ষিত' তহবিল (Reserve fund); এই সকল অবাঞ্ছিত ত্রুটিগুলির দূরীকরণ অনিবার্য

হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সাধারণ উন্নতিসাধন করিবার এবং অব্যবস্থা ও কদাচার অপসারণ করিয়া ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ত্রুটিমুক্ত ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংসদ (parliament) ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইন (Bank Companies Act) ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "পাস" (pass—অনুমোদন) করেন ও এই আইন ১৯৪৯ সালের ১৬ই মার্চ হইতে "চালু" হয়। এই আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) এই আইনের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :— ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় (banking) হইল, ঋণদান অথবা আমানত-বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ হইতে অর্থ গ্রহণ এবং এই গৃহীত অর্থ এমন হওয়া চাই, যে উহা চাহিবামাত্র বা অন্যপ্রকার নির্দেশে পরিশোধ্য এবং উহা 'চেক' (cheque), 'ড্রাফ্‌ট্' (draft—হুণ্ডি), 'বরাত' (order—আদেশ-পত্র) ইত্যাদির 'মারফতে' প্রত্যাহরণযোগ্য (withdrawalable) হইতে হইবে। 'রিভার্ভ' ব্যাঙ্ক হইতে অনুজ্ঞাপত্র (license) না লইয়া কোন কম্পানিই "ব্যাঙ্ক", "ব্যাঙ্কার (Banker—ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী)" ও ব্যাঙ্কিং (Banking—ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়)" শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে নিযুক্ত কম্পানিগুলির কোনপ্রকার 'ম্যানেজিং এজেন্সি' (Managing Agency—নির্বাহী-নিযুক্তক সংস্থা) থাকিতে পারিবে না এবং এক কম্পানির পরিচালনার ভার অন্য কোন কম্পানির বা ব্যাঙ্কের অধিকর্তার (Directors) উপর ন্যস্ত হইতে পারিবে না।

(২) এই আইনে ন্যূনতম মূলধন ও 'সংরক্ষণ-তহবিলের' (Reserve) ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে সব কম্পানি বিদেশে 'নিগমবদ্ধ' (incorporated) হইয়াছে, সে সব কম্পানির 'প্রাপ্ত মূলধন' (Paid up capital) ও 'সংরক্ষণ-তহবিল' ১৫ লক্ষ টাকার কম হইতে পারিবে না এবং যদি ঐ সব কম্পানির বোম্বাই বা কলিকাতায় বা উভয় শহরে দপ্তর থাকে, তবে উক্ত মূলধন ও সংরক্ষণ-তহবিল ২০ লক্ষ টাকার কম হইতে পারিবে না। ভারতীয় আমানতকারীদের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৩) প্রতিশ্রুত (Subscribed) মূলধন অনুমোদিত (authorised) মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগের কম হইতে পারিবে না এবং প্রাপ্ত (Paid-up) মূলধনও প্রতিশ্রুত মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগের কম হইতে পারিবে না।

(৪) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নিযুক্ত কম্পানিগুলিকে উহাদের লাভের ('মুনাফার') শতকরা ২০ ভাগ 'সংরক্ষণ-তহবিলে' (Reserved Fund) জমা দিতে হইবে—যতদিন পর্যন্ত এই 'সংরক্ষণ-তহবিল' প্রাপ্ত মূলধনের সমান না হয়, ততদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

(৫) প্রত্যেক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যাঙ্ককে প্রতিদিনের কার্যাবসানে 'মেয়াদী' ও 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের (**time and demand liabilities**) শতকরা ২০ ভাগ অর্থ নগদ টাকায়, সোনায় অথবা অন্যান্য অনুমোদিত ঋণ-পত্রে রাখিতে হইবে, এবং প্রত্যেক কম্পানিকে প্রতি তিন মাস অন্তর শেষ দিনের কার্যাবসানে ভারতে যে সম্পদ রাখিতে হইবে, উহা কম্পানির 'মিয়াদী' ও 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের শতকরা ৭৫ ভাগের কম হইতে পারিবে না।

(৬) সকল ব্যাঙ্ককেই—কি তপসিলী, কি অ-তপসিলী—উহাদের নিকট অথবা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিকট নিম্নলিখিত নগদ টাকা জমা রাখিতে হইবে :—

(ক) 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের শতকরা ৫ ভাগ;

এবং (খ) 'মিয়াদী' আমানতী দায়ের শতকরা ২ ভাগ।

ব্যাঙ্কগুলির উপর 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা (Reserve Bank's control over Banks) :—উক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও আইনটির বলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতের সামগ্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে :—

(ক) বর্তমানে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যাঙ্ক পরিদর্শন (inspect) করিতে পারে।

(খ) 'চালু' ব্যাঙ্কগুলির অনুজ্ঞাপত্র (license) প্রদানের ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে—এই অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের সময় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী আমানতকারীদের স্বার্থের প্রতিকূল নয়।

(গ) কোন ব্যাঙ্কই 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন-নূতন শাখা-দপ্তর খুলিতে পারিবে না—যদি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির (Banking Companies) আর্থিক অবস্থা, পরিচালনা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হয়, তবেই অনুমোদন করা হইবে।

(ঘ) একত্রীভবনের (amalgamation) পরিকল্পনাগুলির অনুমতি দেওয়ার বা উহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কে দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) কোন বিশেষ 'লেন-দেন' বা কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর 'লেন-দেনে ব্যাঙ্কগুলির প্রবৃত্ত হওয়া সম্পর্কে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উহাদের সতর্ক বা নিষেধ করিতে পারে।

(চ) ব্যাঙ্ক-কোম্পানিগুলিকে উহাদের ঋণ-দান নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দিবার অধিকার 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের রহিয়াছে—কি কি উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি অগ্রিম-ঋণ (advance loans) দিতে পারিবে, অথবা দিতে পারিবে না, সে সম্পর্কেও নির্দেশ দিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের রহিয়াছে।

(ছ) ব্যাঙ্কগুলি উহাদের নিজ 'শেয়ারের' জামিনে কোন ঋণ বা 'আগাম' (advances) দিতে পারিবে না, 'ডাইরেক্টরদিগকে' (Directors —অধিকর্তা) বা কোনও 'ডাইরেক্টরের' স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও কম্পানিকে জামিন ব্যতিরেকে কোন প্রকার ঋণ দিতে পারিবে না।

(জ) ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির কারবার গুটান (winding up) এবং দেউলিয়া কারবারের গোলযোগ মিটান (liquidation) সম্পর্কের কার্যাবলী (Procedures) ত্বরান্বিত করিবার ব্যবস্থা এই আইনে রহিয়াছে—আবেদন করিলে (on application) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে সরকারী 'লিকুইডেটার' (Liquidator—দেউলিয়া সম্পত্তির মীমাংসাকারী) হিসাবে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(ঞ) জরুরী অবস্থায় (in emergency) এই আইনের যে কোন ধারা 'মুলতুবি' রাখার (suspensions) জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত আইনের ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায় যে, দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার আবেক্ষণ (supervision) ও নিয়ন্ত্রণের 'বিধিবদ্ধ' ক্ষমতা (Statutory Powers) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইয়াছে। অধুনা 'পার্লামেন্টে' (আইন পরিষদে) ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আইনের একটি সংশোধন-'বিল' (Bill) উত্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত এই সংশোধনে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, 'সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে' ব্যাঙ্কগুলির জমা দিবার হার উহাদের

'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের (**demand liabilities**) শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং 'মিয়াদী' আমানতী-দায়ের (**time liabilities**) শতকরা ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের থাকিবে। এই ক্ষমতার অধিকারী করা হইলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের হাতে ঋণ-দান নিয়ন্ত্রণের আর একটি 'প্রবল অস্ত্র' প্রদান করা হইবে।

কতক সমালোচক মনে করেন যে, রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হইল, ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র (autocracy) প্রতিষ্ঠা করা, সুতরাং অতি সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত এই সকল ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কেবল সংকটাবস্থার উদ্ভব হইলেই উহাদের প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত ক্ষমতাগুলির স্বেচ্ছাচারমূলক প্রয়োগে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নতি ব্যাহত না হয়। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইন (Banking Act) প্রণীত হওয়ার পর হইতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বহু অবাঞ্ছিত ত্রুটিগুলি দূরীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণীতে (annual report) দেখা যায়, "যদিও ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই, তবুও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন ও উহাদিগকে উপদেশ-প্রদানের দরুন (ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনায়) এক সুষ্ঠুতর পরিবর্তনের উদ্ভব হইয়াছে—বহু ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার স্বাভাবিক 'মান', (normal standard) রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং সাধারণতঃ ব্যাঙ্কগুলি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উপদেশ গ্রহণ করিয়া উহাদের ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য প্রয়াসী হইয়াছে।"

১৯৫৬ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি সংশোধন 'বিল' (আইনের খসড়া) —Banking Companies (Amendment) Bill :—ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর করিয়া ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-ব্যবস্থায় কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় প্রবণতা (undesirable tendencies) দূর করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর আইন-পরিষদে ব্যাঙ্ক-কম্পানি সংশোধন 'বিল' উপস্থিত করেন—এই 'বিলটি' লোকসভা (House of the People) ও রাজ্য-পরিষদ (Council of States), উভয়ই অনুমোদন করিয়াছেন এবং এখন 'বিলটি' রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষায় রহিয়াছে। 'বিলটিতে' ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির উপর 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের

নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিবার যে সব ব্যবস্থা রহিয়াছে উহারা হইল :—

(১) অতিরিক্ত 'পারিশ্রমিক' (remuneration) প্রদান নিরোধনের উদ্দেশ্যে এই 'বিলটিতে' প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া কোন লোকের 'পারিশ্রমিক' অত্যধিক হইয়াছে কিনা, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের থাকিবে :—

সংশ্লিষ্ট (concerned) ব্যাঙ্ক-কম্পানির ইতিহাস ও আর্থিক অবস্থা; উহার কার্য-ক্ষেত্রের পরিধি; উহার সম্পদ (resources); উহার ব্যবসায়ের আয়তন (volume) ও উপার্জন-ক্ষমতা; উহার শাখা-দপ্তরের (কার্যালয়ের) সংখ্যা; পরিচালক-গোষ্ঠির যোগ্যতা (qualifications) ও অভিজ্ঞতা; আমানতকারীদের স্বার্থ ইত্যাদি।

(২) এই 'বিলে' অংশীদারদের ব্যক্তিগত 'ভোট' দিবার অধিকারের (voting rights—নির্বাচনজ্ঞাপক মত প্রকাশের অধিকার) অধিকতর সংকোচন (restriction) করিবার প্রস্তাব রহিয়াছে—১৯০৭ সালের ১৫ই জানুয়ারির পূর্বে যে সব 'নিগমবদ্ধ' (incorporated) ব্যাঙ্ক এই প্রকার সংকোচনের 'আওতার' বহির্ভূত ছিল, উহাদের ক্ষেত্রেও এই সংকোচন প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উক্ত সংকুচিত 'ভোটাধিকারের' (voting rights) ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলিকে অংশীদারদের সাধারণ সভায় নূতন করিয়া 'ডাইরেক্টর' (Directors—অধিকর্তা) নির্বাচন করিবার নির্দেশ দিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের থাকিবে—এই বিলে এরূপ প্রস্তাব রহিয়াছে; এই 'বিল'-অনুযায়ী যে সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে 'ওজর-আপত্তি' কোন আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) এই 'বিলে' প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে সব ব্যাঙ্ক-কম্পানির 'ডাইরেক্টর'-গণ সমগ্র অংশীদারদের 'ভোটের' শতকরা ২০ ভাগের বেশী 'ভোটের' অধিকারী, সে সব ব্যাঙ্ক-কম্পানির 'ডাইরেক্টরকে' অন্য কোন ব্যাঙ্ক-কম্পানি 'ডাইরেক্টর' হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে না।

(৫) এই 'বিলে' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এরূপ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ততা বোধে যে কোন ব্যাঙ্ক-

কম্পানিকে উহার ব্যবসায় বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিবৃতি এবং তথ্য 'দাখিল' (উপস্থাপিত—পেশ) করিতে বলিতে পারিবে।

(৬) এই বিলে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, জাতীয় স্বার্থের 'খাতিরে' অথবা ব্যাঙ্কগুলির কার্যধারা আমানতকারীদের স্বার্থের প্রতিকূল মনে করিলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলিকে উপযুক্তভাবে পরিচালনার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৭) এই 'বিলে' বলা হইয়াছে যে, যে সব নির্বাহী অধিকর্তা ('ম্যানেজিং ডাইরেক্টর'—Managing Director) ও 'ডাইরেক্টরকে' আবর্ত-নিয়মাধীনে (by rotation) অবসর গ্রহণ করিতে হয় না, উহাদের এবং পরিচালক (Manager) ও প্রধান নির্বাহী আধিকারিকদের (Chief Executive Officers) নিয়োগ ও পুনর্নিয়োগ ব্যাপারে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে—যদি এই সকল নিয়োগ ও পুনর্নিয়োগ 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অনুমোদন না লইয়া করা হয়, তবে উহারা বৈধ (valid) বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৮) এই 'বিলের' বিধানানুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্ক-কম্পানির কার্যধারা পর্যবেক্ষণ ও সে সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক 'পরিদর্শক' (ovserver) প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাঙ্ক-কম্পানিতে পাঠাইতে পারিবে এবং ব্যাঙ্ক-কম্পানি, উহার দপ্তর ও শাখাদপ্তরগুলির কার্য-পরিচালনাও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(৯) ঘুষ লওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করার জন্য এই 'বিলে' প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ভারতীয় 'দণ্ড-সংহিতার' (Indian Penal Code) ৯নং পরিচ্ছেদে ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি নিবারণ আইনে (Prevention of Corruption Act of 1947) 'সরকারী কর্মচারীর' (Public Servant) যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির 'চেয়ারম্যান' (Chairman—সভাপতি), 'ডাইরেক্টার', হিসাব-পরীক্ষক (Auditor), 'লিকুইডেটর' (Liquidator—দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক") ও অন্যান্য কর্মচারিগণকে 'সরকারী কর্মচারী' হিসাবে গণ্য করা হইবে।

'বিলের' সমালোচনা (Critical Estimate) :—এই 'বিলটি' প্রভূত সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। (ক) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে যে প্রবল

ও অতিশয় ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব এই 'বিলে' রহিয়াছে, তাহাতে এমন কি ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন পরিচালনার স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা হইবে। (খ) অতিরিক্ত 'পারিশ্রমিক'-প্রদান নিরোধ করার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে ব্যাঙ্কগুলির স্বেচ্ছামত বেশী 'বেতন' (salary) দিয়া উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিদের নিয়োগ করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে। (গ) এই 'বিলের' ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্যাবলীর তথ্য সরবরাহ ও বিবৃতি প্রদান সম্পর্কে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, উহা বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার মূলনীতির বিরোধী—এই মূলনীতি হইল, কোন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী উহার 'মক্কেলদের' (clients) গুপ্ত তথ্যগুলি প্রকাশ করিতে পারিবে না। (ঘ) ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির কার্যধারা পর্যবেক্ষণ ও সে সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক 'পরিদর্শক' প্রতিনিধিরূপে ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলিতে পাঠাইবার যে অধিকার 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, উহার বিরুদ্ধেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে ; 'পরিদর্শক'-নিয়োগের দরুন ব্যাঙ্কগুলির উপর জনসাধারণের আস্থা কমিয়া যাইবে ও উহাদের আমানতের পরিমাণের উপর প্রতিকূল প্রভাবের উদ্ভব হইবে। সুতরাং, সমালোচনায় বলা হইয়াছে যে, "ব্যাঙ্কগুলির ধ্বংস-সাধনে 'পরিদর্শক'-নিয়োগই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।" সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের রহিয়াছে—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে, "যদিও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই, তবু 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন ও উহাদিগকে উপদেশ প্রদানের দরুন ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনায় এক সুষ্ঠুতর পরিবর্তন দেখা দিয়াছে—বহু ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার স্বাভাবিক 'মান' (standard) রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং সাধারণতঃ ব্যাঙ্কগুলি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উপদেশ গ্রহণ করিয়া উহাদের ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য প্রয়াসী হইয়াছে।" ইহাতেই বুঝা যায় যে, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক বর্তমান ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিয়া ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বহু অবাঞ্ছিত ত্রুটিগুলি অপসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে ; সুতরাং এই 'বিলে' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে যে অতিরিক্ত অতি কঠোর ক্ষমতা ('Draconian' powers) প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ অযুক্তিযুক্ত ; নূতন ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ ক্ষতিপূরণ না দিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে গুপ্তবেশে রাষ্ট্রায়ত্ত করার 'সামিল' হইবে। ব্যাঙ্কগুলির

অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপের দরুন ব্যাঙ্ক-কর্মচারিগণের প্রেরণা ও উত্তম নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভারতের অর্থ-সচিব (Finance Minister) 'বিলটিকে' এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইনের ধারাগুলি (Banking Companies Act of 1949) ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির পরিচালন-ব্যবস্থার যে সকল অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপের প্রবণতা কম্পানিগুলির 'সুস্থাবস্থার' পক্ষে অনিষ্টকর, অথবা জনস্বার্থের বিরোধী, অথবা আমানতকারীদের স্বার্থের প্রতিকূল, সে সকল দূরীভূত করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির শোষণ নিবারণ করিবার জন্য 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে ইতঃপূর্বেই দশটি ব্যাঙ্ক-কম্পানিতে উহার 'পরিদর্শক' পাঠাইতে হইয়াছিল ; উহার মধ্যে দুইটিমাত্র ব্যাঙ্ক-কম্পানি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল—অন্য ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির ক্ষেত্রে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এরূপ ভয় দেখাইতে (শাসাইতে) হইয়াছিল যে, যদি উহারা 'রিজার্ভ' র‍্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা না করে, তবে উহাদের ক্ষেত্রে 'অনুজ্ঞাপত্র (license) 'বাতিল' (প্রত্যাহার) করিয়া দেওয়া হইবে। 'প্রদর্শক' প্রেরণের ফলে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখা গিয়াছিল। অর্থ-সচিবের মতে ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইন 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এমন ক্ষমতা প্রদান করে নাই, যাহার প্রয়োগে পরিচালক-বর্গ ও অংশীদারদের (share-holders) মধ্যে অসদাচরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দুর্নীতি দমন করা সম্ভবপর। অর্থ-সচিব আরও বলিয়াছেন, সরকারের ইচ্ছা নয় যে, ব্যাঙ্কগুলি গোপনে কার্য পরিচালনা করে এবং সেজন্যই 'ডাইরেক্টরদের' সভায় 'পরিদর্শক' রাখার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে।

ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, এই নূতন 'বিলে' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে যে ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা অতিশয় ব্যাপক—এই ক্ষমতার অধিকারী হইলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রকৃতপক্ষে 'সর্বেসর্বা' হইয়া পড়িবে। সুতরাং, এই সব ক্ষমতার প্রয়োগ অতি সাবধানতা ও সুবিচারের সহিত করিতে হইবে এবং কেবল জরুরী-অবস্থায় ইহাদের প্রয়োগ করা কর্তব্য।

Q. Discuss critically the main provisions of the Reserve Bank of India (Amendment) Act of 1956.

১৯৫৬ সালের ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সংশোধন-আইন (Reserve Bank of India—Amendment—Act of 1956) ২রা মে আইন পরিষদে উপস্থাপিত করা হয় এবং ২০শে মে লোকসভা উহা অনুমোদন করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে উন্নয়ন-খাতে যে অত্যধিক ব্যয় হইবে এবং আয়-ব্যয়কে যে প্রচুর পরিমাণে 'ঘাট্‌তি-ব্যয়ের' (deficit financing) নীতি গৃহীত হইবে, উহার দরুন অধিক সংখ্যক 'নোট' প্রচলন (note-issue) করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলও (foreign balances) হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে—এই কারণেই উক্ত আইনের এই সংশোধনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বর্তমান আইনে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার দরুন 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের চলৎমুদ্রা সম্প্রসারণের (expansion of currency) ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—রাজস্ব ও দেশরক্ষা ব্যয় দপ্তরের মন্ত্রী (Minister for Revenue and Defence expenditure) বলিয়াছেন, যে পরিমাণ অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে, তাহা হইল মাত্র ১৮০ কোটি টাকা এবং এই টাকা দেশের প্রসার্যমাণ আর্থ-ব্যবস্থার (expanding economy) প্রয়োজনে পর্যাপ্ত নয়। দেনা-পাওনার সাম্যের প্রতিকূল অবস্থায় (adverse balance of payments) এই সামান্য পরিমাণে চলৎমুদ্রার বৃদ্ধিকরণও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং, আইনের ৩৩ নং ধারার (Section) ২ ও ৪ নং উপধারার (subsection) সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহাতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এমন ন্যূনতম পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা 'সংরক্ষিত' তহবিলে রাখিতে হইবে, যেন অচিন্তিতপূর্ব সংকটাবস্থায় উহার উপর কিছুটা নির্ভর করা চলে। মিঃ. গুহও (Mr. Guha) বলিয়াছেন, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যে স্বর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, উহার মূল্য টাকার অনুপাতে কম ধরা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) অনুমতিক্রমে প্রতি টাকার মূল্য ২·৮৮ 'গ্রেন' (Grains) উত্তম স্বর্ণ মূল্যের সমান ধরার যে প্রস্তাব এই সংশোধন-'বিলে' করা হইয়াছে, উহাতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের অধিকারে যে স্বর্ণ রহিয়াছে, উহার মূল্য ৪০ কোটি টাকার পরিবর্তে ১১৫ কোটি টাকার কিছু বেশী হইবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থাও

করা হইয়াছে যে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে ৪০ কোটি টাকার পরিবর্তে ১১২ কোটি টাকার স্বর্ণ রাখিতে হইবে।

উক্ত আইনের ব্যবস্থাগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'নোট'-প্রচলন বিভাগে (issue department) ন্যূনতম ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-পত্র ও ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ রাখিতে হইবে; (২) আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের অনুমোদনক্রমে প্রতি টাকার মূল্য ৮'৪৭ 'গ্রেন' (grains) উত্তম সোনার মূল্যের সমান ধরার পরিবর্তে ২'৮৮ 'গ্রেন' স্বর্ণের মূল্যের সমান ধরিতে হইবে; (৩) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের বৈদেশিক ঋণ-পত্র রাখিবার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, সরকারকে কোন কর (tax) প্রদান না করিয়া 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সাময়িকভাবে সে ব্যবস্থা স্থগিত রাখিতে পারিবে—ইচ্ছা করিলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সরকারের সহিত পরামর্শান্তে বৈদেশিক ঋণ-পত্রের 'সংরক্ষিত' তহবিল ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কমাইতে পারিবে; (৪) তপসিলী ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষণ'-ভাণ্ডারে জমা দিবার হার 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের (**demand liabilities**) শতকরা ৫ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং 'মিয়াদী' আমানতী দায়ের (**time liabilities**) শতকরা ২ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে প্রদান করিয়া 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'ক্রেডিট' (credit-ঋণদান) নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আরও বর্ধিত করা হইয়াছে; (৫) 'রিজার্ভ, ব্যাঙ্কের জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘমিয়াদী) তহবিল (National Agricultural Credit—Long-term Operation Fund) হইতে রাজ্যসরকারের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে (State Co-operative Banks) কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে ঋণদান করিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের থাকিবে; (৬) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের স্থানীয় পর্ষদ্‌গুলির (Local Boards) অবলোপ করা হইবে।

আইনের সংশোধন প্রস্তাবের সমালোচনা :—(Critical estimate of the Amendments proposed in the Act) :—বর্তমান প্রথায় প্রচলিত 'নোটের' মোট অর্থ-মূল্যের নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে স্বর্ণ রক্ষণের ব্যবস্থা (Proportional Reserve System) অনুযায়ী 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে মোট অর্থমূল্যের অন্ততঃ ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণ-পত্র 'সংরক্ষিত' তহবিলে (Reserve) রাখিতে হয়; কিন্তু নূতন সংশোধন

আইনে এই ব্যবস্থা 'খারিজ' ('বাতিল') করিয়া ন্যূনতম ৫১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও বৈদেশিক ঋণ-পত্র 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে জমা রাখিতে হইবে—অবশ্য এই ৫১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৪০০ কোটি টাকার যে বৈদেশিক ঋণ-পত্র রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ৩০০ কোটি টাকায়ও কমাইতে পারিবে। মি. আর. বি. ঠাকুরের (Mr. R. B. Thakur) আনুমানিক হিসাবানুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে চলৎমুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৩৩০০ কোটি টাকা হইবে এবং ব্যাঙ্কের আমানত ২০০০ কোটি টাকার কম হইবে না; মোট অর্থ-সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ৫৫০০ কোটি টাকা অথবা উহার বেশী হইবে। সুতরাং, ৫১৫ কোটি টাকার 'সংরক্ষিত' তহবিল হইবে, চলৎমুদ্রার পরিমাণের শতকরা ১৮ ভাগ এবং অর্থ-সরবরাহের (money-supply) পরিমাণের ১২ ভাগ। 'সংরক্ষিত' তহবিলের এই স্বল্পতার দরুন দেশের জনসাধারণের আস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং টাকার বৈদেশিক মূল্য কমিয়া যাওয়ারও বিপদ উপস্থিত হইবে।

ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান কার্যাবলীর দরুন স্ফীতির (inflation) উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষণ'-তহবিলে জমার হার পরিবর্তনের যে ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতিশয় ব্যাপক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষণ'-হার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা 'যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' (Federal Reserve Bank) রহিয়াছে সত্য, কিন্তু আইনতঃ ন্যূনতম 'সংরক্ষণের' যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহার দ্বিগুণ পরিমাণের অধিক এই হারের পরিবর্তন করা যায় না; সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষিত' ভাণ্ডারে জমা দিবার হার 'চাহিবামাত্র-দেয়' আমানতী দায়ের (**demand liabilities**) শতকরা ৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং 'মিয়াদী' আমানতী দায়ের (**time liabilities**) শতকরা ২ ভাগ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার যে ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যধিক ব্যাপকই হইয়াছে। অধিকন্তু, ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইনের ২১ ধারায় ব্যাঙ্ক-কম্পানিগুলির অগ্রিম ঋণ-দান নিয়ন্ত্রণ করিবার ও উহাদের স্ফীতি-সৃষ্টিকারী ঋণ-দান (inflationary credit) বন্ধ করিবার ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের যথেষ্ট রহিয়াছে।

স্থানীয় পর্ষদ্ অবলোপ করার ব্যবস্থা এই 'বিলে' রহিয়াছে, কিন্তু স্থানীয় পর্ষদ্গুলি রাখিবার জন্য অবিরাম 'তাগিদ' দেওয়া হইতেছিল। ভারতের মত বিশাল দেশে, যেখানে অঞ্চলগুলির বিভিন্নভাবে উন্নতি-বিধানের প্রয়োজন, সেখানে স্থানীয় পর্ষদ্গুলি (Local Boards) স্থানীয় বিষয়, অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি কেন্দ্রীয় পর্ষদ্কে (Central Board) সরবরাহ করিয়া বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে, কেন্দ্রীয় সরকার এই সর্বসম্মত 'তাগিদ' (দাবি) মানিয়া লইয়া আইনের স্থানীয় পর্ষদের অবলোপের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। মিঃ আর. বি. ঠাকুর (Mr. R. B. Thakur) অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্থানীয় পর্ষদ্গুলি অবলুপ্ত হইলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র (autocracy) প্রতিষ্ঠিত হইত।

ইহা সত্য যে, এই 'বিলে' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে, ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতার প্রয়োগ অতি সাবধানতা ও সুবিচারের সহিত এবং শুধু জরুরী (সংকটাপন্ন) অবস্থার উদ্ভব হইলেই করিবে। ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে' জমা রাখিবার হার পরিবর্তনের ক্ষমতা ঋণ-দান নিয়ন্ত্রণের একটি স্বীকৃত নীতি—বহুপূর্বেই 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা প্রদান করা উচিত ছিল, কারণ 'ক্রেডিট' (credit—ঋণ-দান) নিয়ন্ত্রণের চিরাচরিত প্রথাগুলি, যেমন 'ব্যাঙ্ক-রেট' (Bank-rate—বাট্টার হার, বা ব্যাঙ্কের হার) পরিবর্তন ও 'বাজারে মুক্তহস্তে ঋণ-পত্র বিক্রয়ের' (open market operations) নীতি, 'ক্রেডিট'-সংকোচনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী নাও হইতে পারে।

Q. Discuss how far the Reserve Bank of India controls the Indian money-market.

(C. U. B. Com. 1953, 1955)

Q. Write a critical note on the working of the Reserve Bank of India.

(C. U. B. Com. 1956, B. A. 1956)

ভারতের 'টাকার বাজারের' (money-market) বৈশিষ্ট্য হইল, উহাতে একরূপতার অভাব (heterogeneity)। ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা

দুই অংশে বিভক্ত—(১) সুসংগঠিত (organised) অংশ ও (২) মহাজনী বা 'দেশী প্রথায় ব্যবস্থিত' অংশ (indigenous section)। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুসংগঠিত অংশের অন্তর্গত হইল, 'রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক', ভারতের রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক (State Bank), যৌথ ব্যাঙ্ক, বিনিময়-ব্যাঙ্ক (Exchange Banks) এবং রাষ্ট্রীয় সমবায়-ব্যাঙ্ক (State Co-operative Banks)—এই সুসংগঠিত অংশকে 'ইউরোপীয় টাকার বাজার' (European money-market) বলা হয়, কারণ এই ব্যাঙ্কগুলি ইউরোপীয় পদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত। ভারতের মহাজনী ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইল, দেশী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ (indigenous bankers), যেমন শ্রফ, সাহুকার, চেট্টি ইত্যাদি।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে চলৎমুদ্রা (currency) ও 'ক্রেডিটের' (ঋণ-দানের) দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (dual control) বর্তমান ছিল—সরকার চলৎমুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিতেন, আর 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করিতেন 'ক্রেডিট' (credit)। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 'বাতিল' হইয়া যায়—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কই এখন চলৎমুদ্রা ও 'ক্রেডিট', উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যদিও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে চলৎমুদ্রা ও 'ক্রেডিট' উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি 'ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড' (Bank of England) ও পৃথিবীর অন্যান্য কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কের ন্যায় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের ভারতের 'টাকার বাজার' নিয়ন্ত্রণ তত কার্যকরী হয় নাই। ভারতের 'টাকার বাজার' বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার দুইটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় নয়—এমন কি, একটি অংশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে সাযুজ্য ও সমন্বয়ের (co-ordination and condition) অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইন (Banking Companies Act) প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদেশে নিগমবদ্ধ (incorporated) বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল এবং উহারা এমন নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, যাহা ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতির প্রতিকূল। 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক (অধুনা রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক—State Bank—নামে পরিচিত) ভারতের 'টাকার বাজারে' এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, কারণ সকল ব্যাঙ্কই, এমন কি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, উপদেশের জন্য উহার দিকে চাহিয়া থাকিত।

অধিকন্তু, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার এই সুসংগঠিত অংশ হইল ভারতের 'টাকার বাজারে' অতি সামান্য অংশ।

ভারতের সামগ্রিক ব্যাঙ্ক ও 'ক্রেডিট'-ব্যবস্থায় দেশীয় মহাজনগণ অত্যাবশ্যক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক ও 'ক্রেডিট'-ব্যবস্থার এই বৃহৎ-মহাজনী-অংশ' এখনও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। দেশীয় মহাজন (indigenous bankers—ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ) হইল ভারতীয় 'টাকার বাজার' ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি অপরিহার্য সংযোগ-সূত্র (link)। দেশীয় মহাজনেরা "কৃষক, ছোট ছোট কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ সরবরাহ করেন, বন্দরে ও বিক্রয়-অঞ্চলে (consuming areas) পণ্য দ্রব্যগুলির পরিবহণ-কার্যে সাহায্য করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যগুলির বণ্টন করিয়া থাকেন।" যদি ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ ও অতি-প্রয়োজনীয় 'মহাজনী-অংশ' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে না আনা হয়, তবে ভারতের 'টাকার বাজারে' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কোন ফলপ্রসূ (effective) নিয়ন্ত্রণ আশা করা যায় না।

'ক্রেডিট'-নিয়ন্ত্রণের চিরাচরিত পন্থাগুলির—যথা, (১) বাট্টার হার বা ব্যাঙ্কের হারের (Bank-rate) পরিবর্তন, (২) 'বাজারে মুক্তহস্তে ঋণ-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি' (open market operations), এবং (৩) নৈতিক প্রবর্তনা (moral suasion)—সম্বন্ধে বলা যায় যে, ভারতের 'টাকার বাজারের' বৈশিষ্ট্যের দরুন উহাদের কার্যকরী প্রয়োগের পরিধি সীমাবদ্ধ।

(১) 'বাট্টার হার' পরিবর্তনের নীতি কার্যকরী হইতে পারে, যদি বাজারের সুদের হার 'বাট্টার হারের' পরিবর্তনের সহিত সমতালে চলে এবং ঋণ-দানের প্রসারের প্রয়োজনে অন্য অর্থ-প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত 'সংরক্ষিত' তহবিল (Surplus Reserve Funds) নিঃশেষ হইয়া যায়; কিন্তু ভারতে বাজারের সুদের হার দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের (মহাজনদের—indigenous bankers) কার্যাবলীর উপরই বেশী নির্ভর করে—এই 'মহাজনগণ উঁহাদের অত্যধিক সম্পদের জোরে ভারতের 'টাকার বাজারে' এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই দেশীয় 'মহাজনগণ' এখনও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের 'আওতার' বাহিরে রহিয়াছেন। অধিকন্তু, বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি ও 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ক উহাদের প্রচুর সম্পদের জোরে 'ব্যাঙ্কের হার' অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের হার অনুসরণ করিতে পারিত।

(২) 'বাজারে মুক্তহস্তে ঋণ-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি' সফল হইতে পারে, যদি ইহার প্রয়োগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বাড়ান বা কমান যায়। ভারতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যে সব ঋণপত্রের (securities) কারবার করে, উহাদের অধিকাংশই হইল সরকারী ঋণপত্র। সরকারী ঋণপত্রের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে রহিয়াছে বলিয়া 'বাজারে মুক্তহস্তে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি' (Open market operations) সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি ঋণদানের ক্ষমতা বিশেষ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই।

(৩) ১৯৩৫ সালে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা সত্ত্বেও 'ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের' (Bank of England) ন্যায় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক 'টাকার বাজারের' আস্থা (confidence) লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই ; বরং বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত 'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কই' 'টাকার বাজারের' আস্থাভাজন রহিয়াছিল এবং ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলি (Joint-Stock Bank) 'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের' পদানুসরণ করিয়াছিল। সুতরাং, নৈতিক প্রবর্তনা (moral suasion), যাহার অর্থ হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কোন বিশেষ নীতি অবলম্বন করা বা না করার জন্য আবেদন-নিবেদন, ভারতে সফল হয় নাই।

কিন্তু ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইন প্রণীত হওয়ার পর হইতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের পক্ষে 'টাকার বাজারের' সমগ্র সুসংগঠিত ক্ষেত্র সফলতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ উক্ত আইনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে সামগ্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে যখন 'ব্যাঙ্কের হার' (Bank-rate) শতকরা ৩ হইতে ৩½ টাকায় বর্ধিত করা হয়, তখন সুসংগঠিত ক্ষেত্রেও সুদের হারের অনুরূপ বৃদ্ধি দেখা দেয়—ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 'ব্যাঙ্কের হারের' সহিত বাজারের হার সমতালে চলিতেছে। 'ব্যাঙ্ক-রেট্' (Bank-rate—ব্যাঙ্কের বা বাটার হার) বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে যে, উহা ব্যাঙ্কগুলি হইতে সরাসরি সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিবে না—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উক্ত দুইটি কার্যের ফলে ব্যাঙ্কগুলির 'ক্রেডিট্' সৃষ্টি করার (অধিক ঋণ দেওয়ার) উপর প্রতিরোধক (deterent) প্রভাব বিস্তারিত

হইয়াছিল এবং স্ফীতির চাপ (inflationary pressure) সংযত হইয়াছিল।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'বিল-বাজার' (**Bill market**—'হুণ্ডির' বাজার) পরিকল্পনা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায় ব্যাঙ্কগুলি যে 'আগাম' লইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১৯৫২ সালে ছিল ৮১ কোটি টাকা এবং উহা ১৯৫৫ সালে ২২৫ কোটি টাকা হইয়াছিল—উহা দ্বারাই এই পরিকল্পনার সাফল্য স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে 'ক্রেডিট' নিয়ন্ত্রণের আরও একটি স্বীকৃত (recognised) 'অস্ত্র' প্রদান করা হইয়াছে—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতাটি হইল, তপসিলী ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষণ' ভাণ্ডারে জমা দিবার হার 'চাহিবামাত্র দেয়' আমানতী দায়ের শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং 'মিয়াদী' আমানতী দায়ের শতকরা ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক-কম্পানি আইনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে যে ক্ষমতাগুলি প্রদান করিয়া সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কগুলির 'সংরক্ষিত' তহবিল জমার হার পরিবর্তন করিবার যে নূতন ক্ষমতা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, উহাদের সুবিচার-সম্মত প্রয়োগ দ্বারা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক 'টাকার বাজারের' সুসংগঠিত ক্ষেত্র (organised sector) সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ভিত্তি ইতিপূর্বেই সুশৃঙ্খল করিতে এবং ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সাধারণ 'মান' (Standard) উন্নততর করিতে সক্ষম হইয়াছে।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর সমালোচনা—Critical estimate of the working of the Reserve Bank :—(১) দেশ বিভাগের পর ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা যখন সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সাহায্যমূলক ও উপদেশপূর্ণ কার্যাবলী প্রশস্ত (creditable) হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘটনাবলীর পূর্বজ্ঞানের (anticipation) অভাব এবং উহার সর্বজ্ঞতার (omniscience) মনোভাবের দরুন কি ছোট, কি বড়, সকল ব্যাঙ্কেরই অবস্থা বিপর্যয়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (২) ভারতের 'টাকার বাজার' সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হয় নাই—দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ (মহাজনগণ) এখনও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের

আওতার বাহিরে রহিয়াছেন ; ইহারা দেশের ব্যাঙ্ক ও ঋণদান ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। (৩) ভারতে সঠিক 'বিল-বাজার' (Bill-market—হুণ্ডি-বাজার) গঠন করা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের পক্ষে এখনও সম্ভবপর হয় নাই। (৪) দেশের স্ফীতাবস্থা (inflation) নিরোধ করার জন্য 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক 'ক্রেডিট'-নিয়ন্ত্রণের 'অস্ত্রগুলি' সার্থকভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় নাই। (৫) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলিকে উহার নিকট 'হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া টাকা লইবার যে সুযোগ-সুবিধা দিয়াছে, উহার মূলে রহিয়াছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস—'হুণ্ডি' বাটা করিবার পূর্বে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যে প্রকার তদন্ত করিয়া থাকে, সেই প্রকার তদন্তকে ছিদ্রান্বেষী তদন্ত বলিয়া অভিহিত করা যায়। (৬) আমানতের সুদের হারের (rates of interest on deposits) নীতি সম্পর্কে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অববোধ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একই প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই—ফলে, 'মাঝারি-আকারের' (medium-sized) ও ছোট ব্যাঙ্কগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। (৭) বর্তমানে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের কার্যভার এত বেশী হইয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাবে উহার পক্ষে কার্যাবলী কৃতকার্যতার সহিত সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব। (৮) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ভারতীয় ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে শেষোক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণও করিয়াছে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক যে সকল ব্যাপারে সাফল্য-লাভ করিয়াছে, তাহাও এখানে লিখিতে হইবে)।

Q. Give a brief account of the Bill market Scheme of the Reserve Bank of India.

তপসিলী ব্যাঙ্কগুলি (Scheduled banks) বিশেষ বিশেষ ঋতুতে উহাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে সাধারণতঃ ২টি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে—(১) উহাদের আয়ত্তে যে সরকারী ঋণ-পত্র (Government securities) রহিয়াছে, তাহা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া এবং (২) উক্ত ঋণ-পত্রগুলির জামিনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়া। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্কের বাটার-হার (Bank-rate—ব্যাঙ্ক-রেট) শতকরা ৩ টাকার পরিবর্তে ৩½ টাকা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে-যে, তপসিলী ব্যাঙ্কগুলির প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক আর উহাদের নিকট হইতে সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয় করিবে না। সুতরাং, ব্যাঙ্কগুলির 'ক্রেডিট্' প্রসারের 'গুণগত' নিয়ন্ত্রণ (qualitative control) সুনিশ্চিত করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিবার উপায়ান্তরের (alternative means) কথা 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে চিন্তা করিতে হইয়াছিল—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক একটি 'বিল-বাজার' (Bill-market—'হুণ্ডির' বাজার) সৃষ্টি করার কথা বিবেচনা করিয়া অবশেষে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিল-বাজারের' পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

গৃহীত 'বিল-বাজার' পরিকল্পনায় (Bill-market-scheme) নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি রহিয়াছে :—

অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিকে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের ভারতের দপ্তরগুলি হইতে ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহকগণের (customers) 'যথারীতি প্রতিজ্ঞাপত্রের' (usuance promissory notes—সাধারণতঃ ৯০ দিন মিয়াদী প্রতিজ্ঞাপত্র) জামিনে 'চাহিবামাত্র' ঋণ (**demand loans**) দিতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক স্বীকৃত হইয়াছে—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের এই স্বীকৃতির সুবিধা পাইতে হইলে ব্যাঙ্কগুলিকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে :—

ব্যাঙ্কের গ্রাহকগণ (customers) ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লওয়ার জন্য, জমার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করার (over-draft) জন্য এবং "অর্থের দাবিস্বত্ব" (cash credit—অর্থ জমা না দিয়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জামিনে অথবা বন্ধক রাখিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ভবিষ্যতে দাবি করিবার অধিকার) পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে যে সব 'চাহিবামাত্র-পরিশোধ্য' প্রতিজ্ঞা-পত্র (**demand promising notes**) প্রদান করে, সে সব প্রতিজ্ঞা-পত্র ব্যাঙ্কগুলিকে 'যথারীতি প্রতিজ্ঞাপত্রে' (usance bills) পরিণত করিতে হইবে। দেনাদার ব্যাঙ্কগুলি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিকট 'জামিনে-রাখা' ঐ সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের যে কোনটি উঠাইয়া লইতে পারিবে, অথবা উহার পরিবর্তে অন্য আদায়যোগ্য 'বিল' ('হুণ্ডি') জামিন দিতে পারিবে; ব্যাঙ্কগুলি ঋণ আংশিকভাবেও পরিশোধ করিতে পারিবে। তপসিলী ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়ার পূর্বে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে 'বিলগুলির' যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইবে। এই 'বিল-বাজার' পরিকল্পনা জনপ্রিয় করিবার এবং লেনদেন ব্যাপারে 'বিলের' ব্যবহারে উৎসাহিত করিবার জন্য 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনানুযায়ী প্রদত্ত ঋণের

সুদ বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হার, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-রেট (Bank-rate—বাটার হার) হইতে আট আনা কম, ধার্য করিয়াছে। 'চাহিবামাত্র-পরিশোধ্য' 'বিলগুলিকে' (**demand bills**) 'যথারীতি (৯০ দিন মিয়াদী) বিলে' (**usance bills**) পরিণত করিতে যে 'প্রমুদ্রা শুল্ক' (stamp duties) দিতে হইবে, উহার অর্ধাংশ বহন করিতে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রথমে, যে সব তপসিলী ব্যাঙ্কের ১০ কোটি টাকা বা উহার বেশী আমানত রহিয়াছে, সেই সকল ব্যাঙ্কেই এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রতি 'বিলের' জামিনে ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকার ও প্রতি ব্যাঙ্ককে একসঙ্গে ন্যূনতম ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ লইতে হইত। স্রফ্ কমিটির (Shroff Committee) সুপারিশে এই পরিকল্পনানুসারে ঋণ লইবার অধিকার সকল তপসিলী ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রতি 'বিলের' জামিনে ঋণের ন্যূনতম পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা করা হইয়াছে ও প্রতি ব্যাঙ্কের একসঙ্গে গৃহীত ঋণের ন্যূনতম পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা কর হইয়াছে। এই 'বিল-বাজার' পরিকল্পনার প্রভূত সাফল্য দেখা গিয়াছে—২৭ হইতে ৪৫টি ব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অগ্রিম ঋণের (advance) পরিমাণ ১৯৫২ সালের ৮১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫ সালে ২২৫ কোটি টাকা হয়; এই কারণে 'প্রমুদ্রা শুল্ক' (stamp duties) সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলিকে যে 'রেয়াত' (concession) দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ হইতে প্রত্যাহার করা হয় এবং ঐ তারিখ হইতেই সুদের হারও ৩ টাকা হইতে ৩½ টাকায় বর্ধিত করা হয়।

সমালোচনা (criticism) :—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের এই 'বিল-বাজার' পরিকল্পনার নিম্নলিখিতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে :—

(১) এই পরিকল্পনাতে ভারতে একটি যথাযোগ্য 'বিল-বাজার' সৃষ্ট হয় নাই—এই পরিকল্পনাটি হইল 'কর্ম-বহুল' (busy) ঋতুতে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি স্বল্পকাল-স্থায়ী সাহায্য-দান। (২) স্রফ্ কমিটি (Shroff Committee) দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণের 'হুণ্ডিগুলিও' এই পরিকল্পনার 'আওতার' মধ্যে আনার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। যথাযোগ্য 'বিল-বাজার' সৃষ্টি করার প্রয়োজনে উক্ত 'হুণ্ডিগুলি' গ্রহণ করিতে ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল এবং উহারা এই 'হুণ্ডিগুলি' 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের নিকট ধরাট দিয়া ভাঙ্গাইতে

(re-discount) পারিবে বলিয়া উহাদিগকে নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া উচিত ছিল। (৩) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের তদন্ত অনেকটা ছিদ্রান্বেষী তদন্তের ন্যায় —ইহা অনাবশ্যক এবং ইহার দরুন ব্যাঙ্কগুলির সাহায্য পাইতে অনেক দেরী হয়। (৪) 'আগাম' (দাদন) দেওয়ার ব্যাপারে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ 'বিলের' পৃষ্ঠে 'দস্তখতকারী' (Endorsing) ব্যাঙ্কগুলির বাজার-সম্ভ্রমের উপর নির্ভর না করিয়া 'বিলের' আদেষ্টার (drawers—'হুণ্ডিকার') ঋণগ্রহণ-যোগ্যতা বিবেচনা করার উপর অত্যধিক 'জোর' দিয়া থাকে। (৫) খুব কম ব্যাঙ্কই এই 'বিল-বাজার' পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা লইতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি এই পরিকল্পনানুযায়ী যে পরিমাণ ঋণ লইয়াছে, উহা অল্পই বলিতে হয়। বহু ব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী হয় নাই—ইহাতে এই পরিকল্পনার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ না হওয়ার দরুন এবং লণ্ডনের ন্যায় ভারতে 'হুণ্ডি' ভাঙ্গাইবার ব্যাঙ্ক (Acceptance House—'হুণ্ডি' সাকরানী কুঠি) ও বাট্টা কুঠি (Discount House) না থাকার জন্য 'বিল-বাজারের' উন্নতি সময়-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রফ্ কমিটি (Shroff Committee) 'বিল-বাজার' পরিকল্পনার কার্যধারায় সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যে উদ্দেশ্য লইয়া 'বিল-বাজার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, উহা অনেকাংশে সফল হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনা 'টাকার বাজারে' স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের টাকার বাজারে এই পরিকল্পনা হইল একটি অতিরিক্ত 'স্বাগত' (welcome) সুবিধা এবং ইহা বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে।"

"বিল-বাজার' পরিকল্পনা ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহকদিগকে ব্যবসায়ী 'হুণ্ডি' ও অর্থের দাবিস্বত্ব' (Cash Credit), উভয় ব্যাপারেই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছে।

Q. Discuss the main recommendations of the Rural Banking Enquiry Committee. (C. A. 1953)

ভারতের কৃষকগণ অর্থাভাবের জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছে—দারিদ্র্য তাহাদিগকে ঋণ-গ্রহণের প্রায় অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বে কৃষকেরা গ্রাম্য-মহাজন ও জমিদারগণ হইতে ঋণ পাইত, কিন্তু ঋণদান-সংক্রান্ত বহু

আইন প্রণীত হওয়ায় এবং অন্যান্য বাধানিষেধের জন্য মহাজনগণ (money-lenders) তাহাদের কুসীদ-ব্যবসা কমাইয়া ফেলিয়াছেন—জমিদারী প্রথাও অবলুপ্ত হইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলি এবং জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি (Land-Mortgage Banks) কৃষকদের যে ঋণ দিয়াছে, উহা তাহাদের প্রয়োজনের অতি সামান্য অংশ। যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির কার্য শহরেই সীমাবদ্ধ; গ্রামাঞ্চলে উহাদের শাখা-দপ্তর খুব কমই আছে। সুতরাং, দুইটি উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনের জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হয়—উদ্দেশ্য দুইটি হইল, গ্রামের সঞ্চয়গুলির সংযোজন এবং গ্রামবাসীদের ঋণ-গ্রহণ ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন। সুতরাং, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের (Sri Purushattam Thakurdas) সভাপতিত্বে এক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি-বিধানের প্রধান অন্তরায়গুলি হইল,—পল্লীবাসীদের নিরক্ষরতা ও 'পাস'-বহি, 'চেক' (Pass book, cheques) প্রভৃতির ব্যবহারে অক্ষমতা; পল্লীবাসীদের পরিবর্তন-বিরোধী মনোভাব; ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য (other than banks) স্থানে অধিকতর সুদ পাইবার সম্ভাবনা; ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনার খরচের আধিক্য; এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আইনসংক্রান্ত বাধা-নিষেধ। এই কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) ভারতের সকল বৃহৎ রাজ্যগুলির রাজধানীতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের দপ্তর থাকিবে; (২) 'তালুকা' ও 'তহশিল' কেন্দ্রে ২০০ নূতন 'শাখা-দপ্তর' খুলিবার জন্য 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে হইবে; (৩) বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রামাঞ্চলে কার্য চালাইবার জন্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে—যেমন সস্তায় টাকা প্রেরণের (remittance) সুবিধা; সরকারী কোষাগার ও উপকোষাগারের 'দুর্ভেদ্য-প্রকোষ্ঠে' (Strong room of Government Treasuries and Sub-Treasuries) লোহার সিন্দুকে উহাদের টাকা রাখিবার ব্যবস্থা; বিপণি ও সংস্থা-সংক্রান্ত আইনগুলির (Shops and Establishment Acts) বিধান এবং শিল্প-ন্যায়-পীঠের (Industrial Tribunals) নিষ্পত্তি-পত্রের নির্দেশ (award) হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে অব্যাহতি দান; (৪) গ্রামাঞ্চলে 'পোস্ট-অপিসের' 'সেভিংস ব্যাঙ্কগুলির' সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উহাদের কার্যধারার উন্নতি বিধান

করিতে হইবে ; (৫) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবিশেষ উৎসাহ দিতে হইবে ; (৬) পণ্যাগারগুলির (Warehouses—গুদাম) উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পণ্যাগার উন্নয়ন-পর্ষৎ (Warehousing Development Board) স্থাপন করিতে হইবে—এই পর্ষদের অর্থসরবরাহ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ; (৭) দীর্ঘমিয়াদী ঋণদানের উদ্দেশ্যে যে সব স্থানে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক নাই, সে সব স্থানে উক্ত ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে ; (৮) রাস্তা নির্মাণ করিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিতে হইবে ; এবং (৯) 'ইম্পিরিয়েল' ব্যাঙ্কের সংবিধান ও কার্যধারা এমনভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে উহা 'আধা-সরকারী' (Semi-Public) ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কৃষি-ঋণদান প্রতিষ্ঠান (Central Agricultural Credit Corporation) স্থাপনের প্রস্তাব উক্ত কমিটির নিকট সমাদৃত হয় নাই। কমিটির বিবেচনায় 'আমানত-বীমার' (Deposit Insurance) প্রবর্তন বর্তমানে সময়োপযোগী নয়। কমিটির অভিমত হইল, 'স-চল' ব্যাঙ্কের (mobile banks) ব্যাপক প্রচলন সাধ্যাতীত।

Q. Discuss the case for and against (*further*) devaluation of the Indian Rupee.

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের (Foreign Exchange) দুর্লভতার দরুন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে—বিনিয়োগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করায় ও শিল্পায়নের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় এই হ্রাসপ্রাপ্ত মুদ্রা-সম্পদের উপর আরও অত্যধিক 'চাপ' পড়িবে। আমদানির ব্যয় সতত বৃদ্ধি পাইতেছে ও রপ্তানির আয় কমিয়া যাইতেছে —ইহাতে দেনা-পাওনার সাম্যের (balance of payment) অবস্থা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৪০ কোটি 'ডলারের' 'ঘাটতির' মধ্যে ভারত আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৬০ কোটি 'ডলার' ঋণ পাইতে আশা করে। পরিকল্পনার রূপায়ণে যে পরিমাণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিসম্পদ পাওয়া যাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন ধারণা করিয়াছিলেন, উহা পাওয়া পরিবর্তিত সম্ভবপর হয় নাই—ফলে, পরিকল্পনার কিছু কিছু কার্যসূচী

প্রণয়নের কাজ সুরু করা হইয়াছে এবং উহার কার্যক্রমের বেশীরকম 'কাট-ছাঁট' করা হইবে বলিয়া বিশ্বাস। পরিকল্পনার মূলগত কার্যাবলী সম্পাদনেও খুব বেশী পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এরূপ সাহায্য পাওয়ার আশা এখন পর্যন্ত বিশেষ 'উজ্জ্বল' নয়; ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং জি. ডি. বিড়লার (G. D. Birla) নেতৃত্বে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদল বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্য আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট্‌বৃটেন ও অন্যান্য দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং সেজন্য আশা করা যাইতেছে, কিছুটা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে—কিন্তু উহা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজনানুযায়ী হইবে না। পরিকল্পনা কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌গণের অভিমত হইল, পরিকল্পনার রূপায়ণে ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে—সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, বৈদেশিক সাহায্য লাভ করার এবং অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া, জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া, আমদানি হ্রাস করিয়া, রাজস্ব-সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত ও ঋণ-সংক্রান্ত প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অভ্যন্তরীণ পরিসম্পৎ বৃদ্ধি করার যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, পরিকল্পনার কার্যক্রমানুযায়ী কার্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন হইতে থাকিবে। এমতাবস্থায়, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছে যে, সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলির অতি সত্বর পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং যে পরিমাণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিসম্পৎ পাওয়া আশা করা যাইতেছে, সে পরিমাণের মধ্যে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ করা কর্তব্য।

মুদ্রামূল্য আরও হ্রাস করার স্বপক্ষে যুক্তি (Case for Devaluation) :—আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাট্‌তি' হ্রাস করিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইল, আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি করা ও উহাতে নানারূপতার সৃষ্টি করা—এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস করা হইল, শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থার অন্যতম, কারণ এই ব্যবস্থা রপ্তানি উৎসাহিত করিবে ও তজ্জন্য অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন সম্ভবপর হইবে। যাহারা মুদ্রামূল্য আরও হ্রাস করার পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, (১) টাকার মূল্য অত্যন্ত বেশী রহিয়াছে (over-valued)—ইহা সতত-বর্তমান অভ্যন্তরীণ স্ফীতাবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়, (২) টাকার মূল্য হ্রাস করিলে টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হার সাম্য-স্তরে (equilibrium level) আসিবে, (৩) ভারতের

'স্টার্লিং' সম্পদ কমিয়া মাত্র ৩২৯ কোটি টাকায় পরিণত হওয়ায় টাকার মূল্য হ্রাস করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে, (৪) টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া উহার বৈদেশিক মূল্য সাম্য-স্তরে না আনিলে সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাটতির' সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না, (৫) টাকার মূল্য হ্রাস করা হইলে ভারতের বাণিজ্য-শর্তগুলি সুবিধা-জনক করা যাইবে—১৯৪৯ সালের টাকার মূল্য হ্রাস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, (৬) বৈদেশিকগণ উহাদের মূলধন জাতীয় পরিসম্পৎ (মূল-পণ্য —capital assets) ভারতে বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইতেছে, তাহার বিনিময়ে তাহারা অধিকতর পরিমাণ 'স্টার্লিং' পাইতেছে এবং (৭) কৃত্রিম উপায়ে টাকার বৈদেশিক মূল্য উচ্চতর স্তরে রাখার জন্য ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রতিকূল প্রভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।

মুদ্রামূল্য আরও হ্রাস করার বিপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি Main arguments against devaluation) :—মুদ্রামূল্য-হ্রাসের বিপক্ষের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :—

(১) মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইলে আমদানি-সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যয়-বরাদ্দে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে—বর্তমান প্রয়োজন হইল, ১৯৪৯ সালে টাকার মূল্য-হ্রাসের পূর্বে টাকার মূল্য যে স্তরে ছিল, সে স্তরে লইয়া যাওয়া (অর্থাৎ টাকার মূল্য বৃদ্ধি করা), যাহাতে যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জামগুলি খুব সস্তায় আমদানি করা যায়,

(২) মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইলে স্ফীতি আরও বৃদ্ধি পাইবে ; অধিকন্তু, যাহাতে খাদ্যশস্যের 'ঘাটতির' দরুন উহাদের মূল্য বর্ধিত হইয়া পরিকল্পনার রূপায়ণ ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া উহা মজুত করিয়া রাখিতে হইবে—ভারতে যদি গম ও চাউলের মূল্য স্থিরাবস্থায় রাখা যায়, তবে সাধারণ মূল্য-স্তরের 'প্রচণ্ড' পরিবর্তন হয় না ; সুতরাং মুদ্রামূল্য হ্রাস করিলে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিকল্পনার কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিবে ;

(৩) বর্তমান স্ফীতি হইল একটি সাময়িক ঘটনা—প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইল ইহার প্রধান কারণ এবং ইহা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়িগণের 'মজুত-করণ' ও 'কালাবাজারের-ব্যবসায়ের' দরুন 'পুষ্টি' লাভ করিয়াছে ; যথোপযুক্ত রাজস্ব-সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত ও ঋণ-দান-সংক্রান্ত নীতি অবলম্বন দ্বারা এই

স্ফীতির ঝোঁক সহজেই নিবারণ করা যায় এবং নিবারিতও হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে সরকার ও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, উহার ফলে দ্রব্যমূল্য অনেকটা কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং টাকার মূল্য যে অত্যধিক রহিয়াছে, তাহা বলা চলে না ;

(৪) আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য আমাদিগকে প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম আমদানি করিতে হইবে—আমাদের আমদানি-দ্রব্যের 'চাহিদা' 'অস্থিতিস্থাপক' (in-elastic) ; মুদ্রামূল্য আরও হ্রাস করিলে আমাদের আমদানির ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে—ফলে আমাদের "দেনা-পাওনার" সাম্যের অবস্থা আরও প্রতিকূল হইয়া পড়িবে ;

(৫) "বিলম্বিত পরিশোধ"-পরিকল্পনার (deferred payment scheme) অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন সব উন্নয়ন-পরিকল্পনার আমদানি, যাহাতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, সে সব, এবং অন্যান্য আমদানি প্রভৃত পরিমাণে হ্রাস করিয়া ভারতের "স্টার্লিং"-সম্পদের উপর 'চাপ' অনেক কমান যাইবে ; আমাদের অর্থমন্ত্রী ও ভারতের বাণিজ্য-প্রতিনিধিদের বিদেশ-ভ্রমণের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের (foreign investment) যে অনুকূল 'আবহাওয়ার' সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বৈদেশিক সাহায্য অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিশেষের মন্তব্য (Concluding Remarks) :—বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের ক্রমাগত ক্ষীণতাপ্রাপ্তি রোধ করিবার সকল প্রকার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলেই মুদ্রামূল্য-হ্রাসের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের সঙ্কটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার কার্যক্রমের পরিবর্তন ও অগ্রাধিকারের ব্যবস্থাপন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার প্রাথমিক কার্য সম্পাদন করিয়াছেন—বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন উক্ত দুইটি ব্যাপারের রূপদানের কার্যে রত আছেন। নিম্নলিখিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হওয়ার ফলে আশা করা যাইতেছে যে, বৈদেশিক মুদ্রাসম্পদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার উন্নতি হইবে :—

রপ্তানি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা ; যন্ত্রপাতি ও মূল সরঞ্জাম আমদানির জন্য 'বিলম্বিত পরিশোধ'-পরিকল্পনা (deferred payments scheme) ; "রপ্তানি ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান" (Export Risk Insurance Corporation) স্থাপন ; বিভিন্ন বৈদেশিক সরকারের সহিত ভারত সরকারের 'দ্বি-পক্ষীয়' (Bilateral)

বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন; 'রপ্তানি-উন্নয়ন কমিটির' (Export Promotion Committee) নিয়োগ; আমদানি-সঙ্কোচন নীতি অবলম্বন; অর্থমন্ত্রীর ও ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিনিধিদের বৈদেশিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি।

যখন যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম আমদানির সর্বাধিক প্রয়োজন রহিয়াছে, তখন টাকার মূল্যের পরিবর্তন করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না। ইহা অনস্বীকার্য যে, স্ফীতাবস্থা অবিচলিত রহিয়াছে, কিন্তু সরকার ও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, উহাদের ফলে মূল্যবৃদ্ধির ঝোঁক অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইলে স্ফীতির 'চাপ' বৃদ্ধি পাইবে, অথচ 'দেনা-পাওনার' সাম্যাবস্থার (balance of payment position) বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠন (United Nations Organisation—সংক্ষেপে U.N.O.) উহার বিবরণীতে বলিয়াছেন, ভারতীয় টাকা বহু গুরুত্বপূর্ণ দেশের মুদ্রা অপেক্ষা অধিকতর 'শক্তিশালী' (stronger)—সুতরাং ভারতীয় টাকার মূল্যের কোন পরিবর্তন করা হইলে ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর পৃথিবীর আস্থা থাকিবে না (ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ়)। ভারতের বর্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইবে অবিবেচনামূলক ব্যবস্থা—ইহাতে রোগ অপেক্ষা রোগের প্রতিকার-ব্যবস্থা অধিকতর অপকারী হইবে।

———

সপ্তদশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)

Q. Describe the chief features of India's foreign trade with reference to countries and commodities.

(C. U. B. Com. 1931, '41 ; C. U. B.A. 1952, B.A. Hons. 1957).

Q. Describe the changes made by the last War in the foreign trade of India.

(C. U. B. A. 1943, '44. B. Com. 1951, '55).

Q. What important changes have taken place in the nature, volume and direction of India's foreign trade during the last twenty years ?

(C. U. B. Com. 1949, '53)

Q. Describe the important trends in the direction of India's foreign trade since 1949.

(C. U. B. Com. 1949, '53)

Q. Describe the changes that have taken place in the direction and composition of India's foreign trade as a result of World War II and 'Partition'.

(C. U. B. A. 1956)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে 'প্রাথমিক উৎপাদন-ভিত্তিক আর্থ-ব্যবস্থার' (economy, based on primary pro duction) সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত (reflected) হইয়াছিল—ভারত খাদ্যশস্য ও কাঁচা মাল রপ্তানি এবং 'পাকা মাল' (শিল্পজাত পণ্য—manufactured goods) আমদানি করিত। ভারত গ্রেট বৃটেনের অধীন থাকায় ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য ও 'বৃটিশ' সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সহিতই চলিত। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল

যে, ভারত অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের (favourable balance of trade) সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছিল—এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের প্রয়োজনও ছিল, কারণ এই উদ্বৃত্ত হইতেই ভারত উহার বাধ্যতামূলক 'বিলাতের দক্ষিণা' (Home charges—তত্ত্বাবধানিক ব্যয় বহন ও অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ কর্মচারীদের উত্তর-বেতন প্রদান ইত্যাদি) মিটাইতে পারিত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পর, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন (volume), বিন্যাস (composition—গঠন) ও গতি-প্রকৃতির (direction) বহু পরিবর্তন হয়। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য :—

রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল; যুদ্ধের প্রাক্কালে বাণিজ্য-ব্যবস্থায় যে নানারূপতা (diversification) ছিল, উহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে; খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রয়োজন মিটাইতে আমদানির উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; 'ডলার'-এলাকার (Dollar area) সহিত বাণিজ্যে অধিকতর অসাম্য (imbalance) দেখা গিয়াছিল; যন্ত্রপাতিগুলির 'প্রতিস্থাপন' (replacement) ও উন্নতি-সাধনের প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি-আমদানির চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, গত বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ-বিভাগ (Partition) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যে (features) কতকগুলি মূলগত পরিবর্তন আনিয়াছিল—উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারত একটি শিল্পযোজিত (industrialised) দেশে পরিণত হয়; ইহার দরুন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংস্থিতির পরিবর্তন ঘটে—ভারতের শিল্পজ পণ্যের (manufactured goods) রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং কাঁচামালের রপ্তানি কমিয়া যায়।

(২) যুদ্ধের সময় জার্মানী, জাপান প্রভৃতি প্রধান দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়—যুদ্ধের পরও উক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যের খুব কমই উন্নতি হইয়াছে, যদিও অধুনা উক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট বৃটেন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—উহার পরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A.) স্থান; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্তমানে বৃহৎ অংশ গ্রহণ করিতেছে।

(৩) যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারের নিকট ভারতের প্রচুর পরিমাণে 'স্টার্লিং' (sterling) পাওনা হয়—উহা হইতে ভারত 'বিলাতের দক্ষিণা' (Home charges) চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হয়; ফলে ভারত 'দেনাদার' (debtor) দেশ হইতে 'পাওনাদার' (creditor) দেশে পরিণত হয়।

কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিন্যাসে (গঠনে) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খল ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হয়:—

(ক) 'দেশ-বিভাগের' পূর্বে কাঁচা পাট, তুলা, কাঁচা চামড়া ও 'ত্বক' (skin) ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল, কিন্তু 'দেশ-বিভাগের' ফলে ভারতকে পাকিস্তান হইতে উক্ত দ্রব্যগুলি আমদানি করিতে হয়; এজন্য ভারতের পাটশিল্প, তুলাবস্ত্রশিল্প, দক্ষিণ ভারতীয় 'পাকা-চামড়ার' শিল্পগুলিকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তুলা ও কাঁচা পাটের রপ্তানি-বাণিজ্য হাতছাড়া হওয়ায় ভারতের 'ডলার'-অর্জন (dollar earnings) বিপজ্জনকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(খ) 'দেশ-বিভাগের' ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ এবং পূর্ব-বঙ্গের খাদ্য-উৎপাদক অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়; এজন্য ভারতের খাদ্য-সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করে এবং ভারতকে উহার কষ্টোপার্জিত 'ডলারের' বেশীর ভাগ খাদ্যশস্যের 'ঘাটতি' মিটাইতে ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

(গ) 'দেশ-বিভাগের' পূর্বে ভারতের স্থলগত (স্থলপথের overland) বাণিজ্য খুব কমই ছিল—বর্তমানে পাকিস্তানের সহিত ভারতের স্থলগত বাণিজ্য বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে।

(ঘ) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি দুর্গতিমূলক (distressing) বৈশিষ্ট্য হইল, ১৯৪৯ সাল হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে অনবরত 'ঘাটতি' (imbalance—প্রতিকূল উদ্বৃত্ত) চলিতেছে—এই 'ঘাটতির' পরিমাণ ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৮৩'৪৫ কোটি টাকা হইয়াছিল; এবং ১৯৫১-৫২ সালে উহা ২০৯'৬৩ কোটি টাকা হয়; 'ডলার'-দেশের সহিত বাণিজ্যে 'ঘাটতিই' হইল দেনা-পাওনার অসাম্যাবস্থার কারণ

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্যে অনবরত 'ঘাটতি' চলিতে থাকায় ভারতের টাকার (বিনিময়) মূল্য হ্রাস (devaluation) করা হয়। মুদ্রার এই মূল্য-

হ্রাসের সহিত রপ্তানি বৃদ্ধির ও আমদানি সংকোচনেরও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—ফলে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া ১৯৫০-৫১ সালে ২২'০১ কোটি টাকা হয়। কিন্তু ভারতের মুদ্রার মূল্য-হ্রাসের সহিত পাকিস্তান উহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্যে অচল-অবস্থার (deadlock) সৃষ্টি হয় এবং উহা ভারতের পাটশিল্প ও তুলাবস্ত্র শিল্পের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন, বিন্যাস বা গঠন ও গতি-প্রকৃতির যে সব পরিবর্তন অধুনা (recent changes in the volume, composition and direction of India's foreign trade) হইয়াছে, উহাদের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন :—ভারতের মোট বৈদেশিক 'বাণিজ্য-মূল্য' (রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যগুলির মোট মূল্য) অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে—১৯৩৮-৩৯ সালে এই মূল্য ছিল ৩২১ কোটি টাকা, ১৯৫৫ সালে উহা ১২০৬'২০ কোটি টাকা হইয়াছে। রপ্তানি ও আমদানি, উভয় 'বাণিজ্য-মূল্য' বৃদ্ধির দরুনই এই মোট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২৯'০৬ কোটি টাকা।

(খ) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিন্যাস বা গঠন (Composition) :—ভারতের আমদানি ও রপ্তানি, উভয় বাণিজ্যের ধাঁচের (pattern—আকৃতিরও) পরিবর্তন হইয়াছে। সরকারের আমদানি-নীতির জন্য **আমদানি-বাণিজ্যে** উক্ত পরিবর্তন সূচিত হয়—সরকারের এই নীতি হইল, দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমদানির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রসার সাধন (progressive but controlled liberalisation)। (১) এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি হইল, অখণ্ড শিল্পজ পণ্যের (wholly manufactured articles), বিশেষতঃ সকল প্রকার যন্ত্রপাতির, ধাতুশিল্পজাত পণ্যের এবং 'এঞ্জিন' ইত্যাদি ব্যতীত সকল প্রকার যানের (vehicles), আমদানির প্রসার—উক্ত প্রকার দ্রব্যের 'আমদানি-মূল্য' ১৯৫৪ সালের ২৭৯'৬১ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৫ সালে ৩৭৮'০৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(২) খাদ্যশস্যের আমদানি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল—১৯৫৩ সালে এই 'আমদানি-মূল্য' ছিল ৮৪·৫ কোটি টাকা, ১৯৫৫ সালে উহা হয় ৩৫·৫৪ কোটি টাকা। খাদ্যশস্য ও চিনির উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এই সকল দ্রব্যের আমদানির প্রয়োজন অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

(৩) খনিজ তৈলের (mineral oils) আমদানিও প্রভূত পরিমাণে কমিয়া যায়।

রপ্তানি বাণিজ্যের ধাঁচেও কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। (১) চা (Tea) রপ্তানি কমিয়া গিয়া উহার 'রপ্তানি-মূল্য' ১৯৫৪ সালের ১৩০·২১ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৫ সালে ১১১·৮৮ কোটি টাকা হইয়াছিল—চা-রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য, উভয়ই কমিয়া গিয়াছিল। (২) জাপান ও যুক্তরাজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার দরুন তুলাবস্ত্রের 'রপ্তানি-মূল্যও' কমিয়া যায়—১৯৫৪ সালে এই 'রপ্তানি-মূল্য' ছিল ৭১·০৯ কোটি টাকা, ১৯৫৫ সালে এই 'রপ্তানি-মূল্য' ৬২·১৫ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছিল। (৩) আকরিক 'ম্যাঙ্গেনিজ' (manganese ore), চামড়া ও ত্বকের (skin) রপ্তানিও বিশেষ কমিয়া গিয়াছিল। (৪) পাকিস্তান কর্তৃক উহার মুদ্রার মূল্য-হ্রাসের (devaluation) পর ভারত সরকার পাট-জাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক (export duties) উঠাইয়া দেন—ফলে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি অতিশয় বৃদ্ধি পায়। (৫) কাঁচা তুলা, উদ্ভিজ্জ তৈল (vegetable oils), গঁদ (Gum), ও 'রজনের' (Resin) রপ্তানি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

রপ্তানি বাণিজ্যের উক্ত সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সরকারের রপ্তানি বৃদ্ধি করার নীতি অবলম্বিত হওয়ার জন্যই হইয়াছে—যেমন, (ক) রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়, (খ) তৈলবীজ (oil seeds), তুলা, চাউল, শস্যকণা (grains) প্রভৃতির রপ্তানি-বরাদ্দ (export quota) বাড়াইয়া দেওয়া হয়, (গ) বহু প্রকার রপ্তানি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক কমাইয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উঠাইয়া দেওয়া হয়, (ঘ) দ্রব্যগুলির মূল্যস্তর অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়, (ঙ) বিদেশে বাণিজ্য-'মিশন' (trade mission) পাঠান হয়, এবং (চ)। বহু দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি (trade agreement) সম্পাদন করা হয়।

(গ) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি (Direction of India's foreign trade) :—ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে যুক্তরাজ্য (U. K.) এখনও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের 'আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য-মূল্য' যথাক্রমে ১৫৮·৫৭ এবং ১৬১·৬০ কোটি টাকা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে—'আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য-মূল্য' যথাক্রমে ৮৮·৭১ এবং ৮৮·১৯ কোটি টাকা। ভারতের আমদানি বাণিজ্যে পশ্চিম জার্মানীর অংশ-গ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—জার্মানীর সহিত ভারতের আমদানি বাণিজ্য-মূল্য ১৯৫৩ সালের ২৮·৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫ সালে ৫৩·৫৬ কোটি টাকা হয় এবং ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য-মূল্য ১৯৫৩ সালের ১০·৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫ সালে ১৫·০২ কোটি টাকা হইয়াছিল। জাপানের সঙ্গেও ভারতের আমদানি রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে—১৯৫৩ সালে জাপান হইতে ভারতের আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য ১০·৫০ কোটি টাকা ছিল এবং ১৯৫৫ সালে এই 'আমদানি-বাণিজ্য-মূল্য' ২৯·৬৭ কোটি টাকা হইয়াছিল; জাপানের সহিত ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য-মূল্য ১৯৫৪ সালের ১৬·৩০ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৫ সালে ২৫·৪৯ কোটি টাকায় বর্ধিত হইয়াছিল। অস্ট্রেলিয়া এখনও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে—১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের আমদানি বাণিজ্য-মূল্য ছিল ১৮·৫৭ কোটি টাকা এবং রপ্তানি বাণিজ্য-মূল্য ছিল ১৮·৫৭ কোটি টাকা। অন্যান্য যে সব দেশের সহিত ভারত বহির্বাণিজ্যে (foreign trade) উল্লেখযোগ্যভাবে লিপ্ত আছে, উহাদের মধ্যে প্রধান দেশগুলি হইল, কানাডা, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, 'নেদারল্যাণ্ডস্' (হল্যাণ্ড), বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য-মূল্যের তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

১৯৫৫-৫৬ সাল
(কোটি টাকার হিসাবে)

বাণিজ্য	'ডলার' এলাকা	স্টার্লিং এলাকা	স্টার্লিং-এলাকার বহির্ভুক্ত দেশগুলি: ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি (O. E. E. C.)	স্টার্লিং-এলাকার বহির্ভুক্ত দেশগুলি: অন্যান্য স্টার্লিং এলাকার বহির্ভুক্ত দেশ	সকল এলাকার মোট মূল্য
রপ্তানি	১২০˙৫	৩০২˙১	৭ ˙১	১১৬˙৪	৬১২˙১
আমদানি	১২০˙৩	৩৫৬˙২	১৫৩˙৯	১১৪˙৪	৭৪৪˙৮
বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত	(+) ০˙২	(–) ৫৪˙১	(–) ৮০˙৮	(+) ২˙০	(–) ১৩২˙৭

Q. Examine the cause of India's adverse balance of payment in recent post-war years. What measures have been adopted to correct the adverse balance? (C. U. B. A. 1951)

১৯৪৭ সাল হইতে ভারতকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের (adverse balance of payments) সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—বৎসর বৎসর এই বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের প্রতিকূলাবস্থা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাবলীকে উক্ত অবস্থার কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে :—

(১) দেশ-বিভাগ—ইহার দরুন ভারতকে কতকগুলি প্রধান রপ্তানির দ্রব্য হারাইতে হইয়াছে, যেমন পাট, কাঁচাতুলা, চামড়া ও 'ত্বক' (Skins)।

(২) খাদ্যের অসন্তোষজনক পরিস্থিতি—ইহার দরুন ভারতকে গড়-পড়তা ২০০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা পরিমাণ খাদ্য-শস্য আমদানি করিতে হইয়াছে।

(৩) যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জামের (Capital equipments) প্রভূত পরিমাণে আমদানি—দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন (rehabilitation) ও উন্নয়ন এবং অধুনা-গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রয়োজনে বহু যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম আমদানি করিতে হইয়াছে।

এবং ( ) ভারতের অভ্যন্তরীণ স্ফীতাবস্থা (inflation) ও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রব্যগুলির অতিশয় মূল্যবৃদ্ধি—উক্ত অবস্থার দরুন ভারতের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে।

অর্থ-সংক্রান্ত কমিশন ('ফিস্ক্যাল' কমিশন—Fiscal Commission) ভারতের দেনা-পাওনার অসাম্য (disequilibrium in balance of payment) দ্বিবিধ অসাম্যের জন্য হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—এই দুই প্রকার অসাম্য হইল, (১) মূল্যগত অসাম্য (Price disequilibrium) ও (২) গঠন সংক্রান্ত অসাম্য (Structural disequilibrium)। কোন দেশের পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও 'বাহিরিক' (বৈদেশিক—external) 'পড়তার' (Cost-price) মধ্যে যদি তারতম্য থাকে, তবে মূল্যগত অসাম্যের উদ্ভব হয়। গত বিশ্বযুদ্ধের বিরতির অল্প পরেই 'আয়-ব্যয়কের' (budget) চলতি হিসাবে (current accounts)

মূলধন খাতে (capital accounts) 'ঘাট্‌তি' হওয়ার এবং ১৯৪৮ সালে খাদ্য-শস্যের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে স্ফীতির প্রভাব অবাধে চলিতে থাকে। স্ফীতির দরুন দেশের পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরিক (বৈদেশিক) 'পড়তার' মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তদ্দরুন আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও রপ্তানি কমিয়া গিয়াছিল—ফলে, উক্ত মূল্যগত অসাম্য আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ; মুদ্রাস্ফীতির দরুন কতক শ্রেণীর লোকের আয় বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বর্ধিত হয়—ফলে রপ্তানি-দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল।

দেশ-বিভাগের ফলেই গঠন সংক্রান্ত অসাম্যের উদ্ভব হয়। দেশ-বিভাগের দরুন অন্তর্বাণিজ্যের অনেক দ্রব্য বহির্বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়—দেশবিভাগের পূর্বে ভারত পাট ও তূলা বহুল পরিমাণে রপ্তানি করিত, দেশ-বিভাগের পরে ভারতকে ঐ সব দ্রব্য আমদানি করিতে হইতেছে। দেশ বিভাগের ফলে খাদ্যের পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তজ্জন্য ভারতকে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু রপ্তানিযোগ্য (exportable) দ্রব্যগুলির উৎপাদনের কোন পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই—ইহার কারণ হইল, মূলধন ও মূল-সরঞ্জামের (capital equipments—যন্ত্রপাতি) অভাব, দ্রব্যমূল্য ও মজুরির অনমনীয়তা (rigidity) এবং 'নূতন নূতন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের উদ্দীপনার অভাব'। 'ডলারের' 'ঘাটতি'-হেতু প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল।

পরিকল্পনা কমিশনের আনুমানিক হিসাব হইল, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে সরকারী অর্থ-সাহায্য (donations) ব্যতীত 'চলতি' হিসাবে প্রায় ৬৬৭—৭২৭ কোটি টাকা 'ঘাট্‌তি' পড়িবে—কিন্তু এই 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ বাস্তবক্ষেত্রে অনেক কম হইয়াছিল, মাত্র ১২৩·১ কোটি টাকা। এই ঘাট্‌তির পরিমাণ কম হওয়ার প্রধান কারণগুলি হইল :—

(ক) খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল—ইহার দরুন ৩০০ কোটি টাকারও অধিক আমদানিজনিত ব্যয় হ্রাস পাইয়াছিল ;

(খ) যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানি করার পরিকল্পনা ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক কম যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইয়াছিল—ইহার কারণ

এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "বর্তমানের আশু প্রয়োজন হইল, এমন সব পরিকল্পনার কার্যের উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া, যাহার দরুন রপ্তানি-জনিত আয় বৃদ্ধি পায় এবং নিকট ভবিষ্যতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসম্পদের (foreign exchange resources) উপর অত্যধিক নির্ভর না করার উদ্দেশ্যে আমদানি কমান যায়। যে সব পরিকল্পনার কার্য সম্পাদনে কৃষি-উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, সে সব কার্যেরও উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেসব পরিকল্পনার কার্য পূর্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে ও তদ্দরুন বহু ব্যয় করা হইয়াছে, সে সব কার্য-সম্পাদনে সম্পদগুলির বহুলাংশ ব্যয়িত হইবেই। সরকারের অভিপ্রায় হইল, উক্ত বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার কার্যাবলীর অগ্রাধিকার-নীতি সুদৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করা। পরিকল্পনার ব্যয়ের অগ্র-পশ্চাৎ নীতি হইবে, 'আগের কাজ আগে করা'।"

সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অভাবে যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রমের রূপায়ণ ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক ; এজন্য সরকার যেসব ভোগ-সংযম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, উহাদের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা জনসাধারণের কর্তব্য। সরকারেরও উচিত, অন্যান্য দেশের সহিত এমন সব চুক্তি (agreement) করা (যেমন গত আগস্ট মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত করা হইয়াছে), যাহাতে পরিকল্পনার রূপায়ণে অতিরিক্ত বৈদেশিক সম্পদ-উৎস পাওয়া যায় এবং আমদানিজনিত বৈদেশিক মুদ্রার দেনা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ না করিয়া (অর্থাৎ আমদানি-মূল্যের বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থার ভিত্তিতে) অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্য আমদানি করা সম্ভবপর হয়। এই প্রসঙ্গে মূল-পণ্যের (capital goods) আমদানি ব্যাপারে সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'ভবিষ্যতে (বিলম্বিত) পরিশোধ-পরিকল্পের' (Deferred payment scheme) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত পরিকল্প-অনুযায়ী সরকার কতগুলি মূল-পণ্য আমদানি করিবার অনুজ্ঞাপত্র (license) নিম্নলিখিত শর্তে প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

(ক) যন্ত্রপাতিগুলির মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ মূল্য জাহাজে পাঠাইবার পূর্বে (prior to shipment) দিতে পারা যাইবে, কিন্তু বাকী ৮০ ভাগ ৭ বৎসরের 'কিস্তিবন্দিতে' বার্ষিক কম-বেশী সমান 'কিস্তিতে' (instalment) পরিশোধ করিতে হইবে ; অথবা

(খ) যন্ত্রপাতিগুলির মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ মূল্য প্রথমেই প্রদান করা যাইবে, কিন্তু বাকী ভাগ মূল্য উৎপাদন-কার্য আরম্ভ হইবার পর 'কিস্তিতে' পরিশোধ করিতে হইবে এবং এই 'কিস্তির' পরিমাণ 'নীট্' সঞ্চয়ের (net saving) বা পরিকল্পনাটি উহার পরে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিবে, উহার বেশী হইতে পারিবে না। সরকারের উচিত পশ্চিম জার্মানীর বাণিজ্য-'মিশন' (Trade mission—বাণিজ্য-সংক্রান্ত দৌত্য), যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-'মিশন', অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য-'মিশন' এবং জাপানের আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্কের (Export Import Bank) সহ-সভাপতির (Vice-President) সহিত "বিলম্বিত পরিশোধ পরিকল্পের" ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করা।

যাহা হউক, দেশের সর্বাধিক প্রয়োজন হইল, ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি করা; যদি রপ্তানি বৃদ্ধি করা না হয়, তবে বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনে যে 'ফাঁক' (gap) দেখা দিয়াছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িবে। যদি উক্ত 'ফাঁক' কোন সহসা-উদ্ভূত অর্থনৈতিক 'রোগের' (অব্যবস্থার) নিদর্শন হিসাবে ধরা চলে না (ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্যই প্রধানতঃ এরূপ 'ফাঁক' দেখা দিয়াছে), তবুও অনাবশ্যক দ্রব্যগুলির আমদানির প্রচুর সংকোচন ও রপ্তানি-বৃদ্ধির সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা দ্বারা এই 'ফাঁক' সংকীর্ণ করিয়া দিতে হইবে। আর একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, সেইটি হইল, যাহাতে অধিক-সংখ্যক দেশের সহিত এবং নানারূপ পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য করা যায়, তাহার চেষ্টা করা। ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হইয়া থাকে এবং চা, পাট, পাটজাত দ্রব্য ও তন্তুনির্মিত দ্রব্যাদির (textiles) রপ্তানি হইতে ভারতের রপ্তানি-জনিত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পাওয়া যায়—রপ্তানি-বাণিজ্যের জন্য কেবল উক্ত দুইটি দেশের এবং উক্ত কয়টি পণ্যের উপর ভারতের নির্ভর করা উচিত নয়।

ভারতের রপ্তানি-বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজন সম্পর্কে ভারত সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

যে সব দেশ পৃথিবীর বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগে লিপ্ত আছে, সে সব দেশে সর্বাধিক সুবিধা লাভের জন্য উহাদের সহিত সরকার "শুল্ক ও বাণিজ্য

সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তিতে" (General Agreement on Tariffs and Trade) অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার 'রপ্তানি-বৃদ্ধি পরিষদ' (Export Promotion Councils) স্থাপন করিয়াছেন ; রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন ও কতকগুলি পণ্য সম্পর্কে আদায়ীকৃত রপ্তানি-শুল্ক ফেরত দিবার ব্যবস্থা সহজ ও সরল করিয়াছেন ; 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান' (Export Risk Insurance Corporation) স্থাপন করিয়া 'রপ্তানি পাওনা বীমা পরিকল্পনা' (Export Credit Insurance Scheme) কার্যকরী করিয়াছেন—এই সমস্তই প্রশংসনীয় কার্য এবং ইহাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে।

উক্ত অবলম্বিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানিকারকগণ ও উৎপাদকগণকে পণ্যের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিতে ও 'বজায়' রাখিতে এবং উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে সচেষ্ট হইতে হইবে, যাহাতে বিদেশস্থ বাজারে ভারতের পণ্যগুলি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে (State Trading Corporation) ও আমদানিকারকদিগকে (exporters) বিদেশস্থ বাজারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও বৈদেশিক ক্রেতাগণের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইতে হইবে।

ইহা খুব আনন্দের বিষয় যে, সরকার ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডাঃ. ভি. এল্‌. ডিসুজার (Dr. V. L. D'Souza) সভাপতিত্বে এক 'রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটি' (Export Promotion Committee) নিয়োগ করিয়াছেন। এই 'কমিটিকে' যে সব বিষয়ে সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছে উহারা হইল :—

(ক) রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনে কি প্রকার অর্থসম্বন্ধীয় (fiscal) ও অন্যান্য প্রকার 'রেয়াত' (concessions) দেওয়া যাইতে পারে ;

(খ) রপ্তানি-বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে কি প্রকার ও কি পরিমাণ ঋণ-গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে ;

(গ) 'রপ্তানি-বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানগুলির' (export promotion bodies) কর্মপদ্ধতি কি প্রকার হইবে ;

এবং (ঘ) কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে পরিবহণের সুযোগ-সুবিধা (transport facilities) হয় ও বাণিজ্যিক লেন-দেন ব্যবস্থা সরল হয়।

আগ্রহের সহিত উক্ত 'কমিটির' সুপারিশগুলির জন্য প্রতীক্ষা করা হইতেছে।

Q. Discuss the scheme of Export Credit Insurance as recommended by the Export Credit Guarantee Committee. Examine the utility of such a scheme.

ভারতে 'রপ্তানি-পাওনা-বীমা পরিকল্পনার' (Export Credit Insurance Scheme) প্রবর্তন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য মিঃ. টি. সি. কাপুরের (Mr. T. C. Kapur) সভাপতিত্বে ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার একটি 'রপ্তানি-পাওনা নিশ্চায়ক কমিটি' (Export Credit Guarantee Committee) নিয়োগ করেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই কমিটির তদন্তের অন্তর্ভুক্ত :—

(ক) 'রপ্তানি-পাওনা নিশ্চায়ক পরিকল্পনার' (Export Credit Guarantee Scheme) প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র (scope) সম্পর্কে তদন্ত করা ; এবং (খ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করা :—

(১) কি প্রকারের ঝুঁকি বীমা-যোগ্য হওয়া উচিত ;

(২) বীমার 'কিস্তির' টাকা (premium) নির্ধারণের ভিত্তি কি হইবে ;

(৩) উক্ত পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য সংগঠনের 'কাঠামো' কি হইবে ; এবং (৪) উক্ত পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য অন্যান্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

উক্ত কমিটি 'রপ্তানি-পাওনা-বীমা পরিকল্পনা' সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া ৫ কোটি টাকার মূলধন লইয়া সরকারী মালিকানায় একটি 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান' (Export Risk Insurance Corporation) স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান স্বেচ্ছামূলক (voluntary) হইবে। কমিটির অভিমত, ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য 'রপ্তানি-পাওনা বীমা পরিকল্পনা' হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ ত্বরান্বিত করিবার জন্য 'কমিটি' নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—

(ক) সকল প্রকার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে ধারে ক্রয়ের শর্তের জন্য চাহিদা আসিতেছে এবং পাটজাত দ্রব্য, খনিজদ্রব্য, চা, তুলাবস্ত্র প্রভৃতি চিরাচরিত রপ্তানি-দ্রব্যগুলির রপ্তানির জন্যও উক্ত চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। (খ) ছোট ও মধ্যম শ্রেণীর বহু ব্যবসার প্রতিষ্ঠান (firms) রপ্তানি-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেছে—উহাদের এই বীমার প্রয়োজনীয়তা খুব

বেশী। (গ) 'রপ্তানি-পাওনা বীমার' দরুন রপ্তানির প্রয়োজনে অর্থ সংস্থান সহজ হইবে। (ঘ) এই বীমা রপ্তানির নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিবে (ঙ) যে সব বিদেশী রপ্তানিকারিগণ এই প্রকার বীমার সুযোগ ভোগ করিতেছে, তাহাদের সহিত ভারতীয় রপ্তানিকারীদের প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এবং (চ) বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।

'বীমাযোগ্য' ঝুঁকিগুলি (Risks to be covered) :—কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, যে সব বাণিজ্য-সংক্রান্ত ও রাজনীতি-সংক্রান্ত ঝুঁকি (commercial and political risks) আমদানিকারীদের ও ক্রেতাদের আয়ত্তের বহির্ভূত, সে সব ঝুঁকি বীমা করিতে হইবে। বাণিজ্যসংক্রান্ত ঝুঁকিগুলির শতকরা ৮০ ভাগ ও রাজনীতি-সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলির ৮৫ ভাগ উক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হইবে। রপ্তানি-বৃদ্ধির নীতি যাহাতে বিশেষ কার্যকরী হয়, সেজন্য রপ্তানি সংক্রান্ত অনাদায়ী খরচগুলির শতকরা ৫০ ভাগ বীমা করিতে হইবে। এই পরিকল্পনায় যে সব ঝুঁকি বীমা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহারা হইল :—

(ক) ক্রেতাদের 'দেউলিয়া' হওয়ার ঝুঁকি ; (খ) যুদ্ধবিগ্রহ ও গৃহযুদ্ধের (civil war) ঝুঁকি ; (গ) রপ্তানি বাণিজ্য-পথগুলিতে (trade routes) কোন বাধা উপস্থিত হওয়ার বা উহাদের পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি ; (ঘ) ক্রেতার আমদানির অথবা বৈদেশিক মুদ্রার অনুজ্ঞাপত্র (license) প্রত্যাহারের দরুন আমদানি-নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি ; (ঙ) ক্রেতার অস্বীকৃতি (respudiation) অথবা অবহেলা (defult) জনিত ঝুঁকি ; (চ) মাল পাঠানর পূর্বে (প্রাক্—বোঝাই কালীন) রপ্তানির অনুজ্ঞাপত্র পুনঃ মঞ্জুর না করার বা নামঞ্জুর (বাতিল) করার অথবা মাল রপ্তানির উপর নূতন করিয়া বাধা-নিষেধ আরোপ করার দরুন ঝুঁকি ; (ছ) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাশুল বা বীমা-হার (Insurance rates) বৃদ্ধি হওয়ার ঝুঁকি ; দালালির (দস্তুরি) ভিত্তিতে বিক্রয়ার্থ মালিকের দায়িত্বে যে সব স্থলে রপ্তানি করা হয় (export on consignment basis) উহাদের ঝুঁকি ; এবং বাজার 'যাচাই' (Survey), প্রচার-কার্য ও অন্যান্য রপ্তানির উন্নয়ন ব্যবস্থাজনিত খরচের ঝুঁকি ; (জ) কাঁচামাল, ভোগ্যপণ্য (consumer goods), 'হাল্‌কা' মূল-পণ্য (light capital goods) এবং ভারী মূল-পণ্য (capital

goods) সম্বন্ধে মাল পাঠাইবার পরে পর্যায়কালীন ঝুঁকি—এই ঝুঁকি বীমা করিবার এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, মাল পাঠাইবার দরুন 'জাহাজ-বোঝাই' (Shipment) করার দিন হইতে ৩ হইতে ৪ মাস পর্যন্ত কাঁচামালের, ৬ মাস পর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের, ২ বৎসর পর্যন্ত 'হাল্‌কা' মূল-পণ্যের ও ৩ বৎসর পর্যন্ত ভারী মূল-পণ্যের ঝুঁকি বীমা করা যাইবে।

উক্ত পরিকল্পনাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ঝুঁকি বীমা করিবার ব্যবস্থা নাই :—

(ক) বৈদেশিক বিনিময়-হারের (Exchange rates) 'উঠ্‌তি-পড়তি' বা মুদ্রার মূল্য-হ্রাস (devaluation) জনিত ঝুকি ; (খ) কাঁচামাল অথবা 'আধা-তৈয়ারী' (Semi-manufactured) মালের (যাহা রপ্তানির প্রয়োজনীয় মাল তৈয়ারি করার জন্য আবশ্যক) আমদানির উপর বাধা-নিষেধের আজ্ঞা 'জারি' হওয়ার দরুন ঝুঁকি ; (গ) নূতন রপ্তানি-শুল্ক আরোপণ-জনিত বা বর্তমান রপ্তানি-শুল্কের পরিবর্তন-জনিত ঝুঁকি ; (ঘ) রেলপথে পরিবহণের অভাব সংক্রান্ত ঝুঁকি ; (ঙ) জাহাজে স্থানাভাব বা জাহাজ নঙ্গর করার স্থানাভাব জনিত ঝুঁকি ; এবং (চ) ধর্মঘট জনিত ঝুঁকি।

এই কমিটির সদস্য মিঃ. এস্. সি. রায় (Mr. S. C. Roy) প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই পরিকল্পনায় যোগদান বাধ্যতামূলক করা হউক, অন্যথায় 'রপ্তানির ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠানের' কেবল রাজনৈতিক ঝুঁকি-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক ; কিন্তু অন্যান্য সদস্যদের তীব্র আপত্তি হওয়ায় এই পরিকল্পনায় যোগদান স্বেচ্ছামূলক করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন।

'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠানের' (Export Risk Insurance Corporation) অনুমোদিত মূলধন হইবে ৫ কোটি টাকা—উহার মধ্যে প্রাপ্ত মূলধন (paid up) হইবে ৫০ লক্ষ টাকা। কমিটির বিশ্বাস যে, এই মূলধন-কাঠামোর (capital structure) সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটি যে কোন সময়ে ৫০ কোটি টাকার ঝুঁকি বহন করিতে পারিবে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার এক অধিকর্তা-পর্ষদের (Board of Directors) উপর ন্যস্ত হইবে—এই পর্ষদে ৭ জন সভ্য (members) থাকিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন পূর্ণকালীন (whole-time) পরিচালক (Manager) অথবা একজন নির্বাহী অধিকর্তা (Managing Director)

হইবেন। 'ডাইরেক্টরগণ (অধিকর্তাগণ) প্রতিষ্ঠানটির দৈনন্দিন কার্যভার পরিচালক বা নির্বাহী অধিকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

'রপ্তানি পাওয়া বীমা পরিকল্পনার' উপকারিতা (Utility of a Scheme of Export Credit Insurance):—ভারত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য স্থুরু করিয়া দিয়াছে—এই পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ার ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের উপর স্বতঃই অত্যধিক চাপ পড়িবে। ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত চলতি হিসাবে (current account) মোট প্রায় ১১২৩ কোটি টাকার 'ঘাটতি' (অর্থাৎ বার্ষিক ২২৪ কোটি টাকার 'ঘাটতি') হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; স্থতরাং যে কোন ব্যবস্থায় রপ্তানি বর্ধিত হইয়া বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন বৃদ্ধি পায়, সে ব্যবস্থার অবলম্বন সর্বাধিক সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। 'রপ্তানি-পাওনা বীমা পরিকল্পনা' ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি করার একটি প্রধান উপায়। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাঁচে সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল পরিবর্তন চলিতেছে—ভারত চিরাভ্যস্ত (traditional) কাঁচা মালের রপ্তানিকারক হইতে শিল্পজ ও 'শোধিত' (processed) পণ্যের রপ্তানিকারকে পরিণত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ সফল হইলে ভারত উহার তৈয়ারী মালের (manufactured goods—শিল্পজ দ্রব্যের) রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনিতে সক্ষম হইবে। ব্যবসায়ীদের আয়ত্তের বহির্ভূত ঘটনাবলীর দরুন যে ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, উহা নিবারণকল্পে 'রপ্তানি পাওনা বীমা পরিকল্পনা' উক্ত ক্ষতি পূরণার্থে বীমার স্থযোগ-স্থবিধা প্রদান করিয়া ব্যবসায়ীদের প্রভূত উপকার সাধন করিবে—সাধারণ বীমা-ব্যবস্থায় (ordinary insurance) এ স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত নাই। রপ্তানিকারকগণ সকল রাজনৈতিক ও বহু বাণিজ্য-সংক্রান্ত ঝুঁকি হইতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়া বহু দ্রব্য, এমন কি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য 'টেকসই' ভোগ্যপণ্য, রপ্তানি করিতে অনেক স্থবিধা পাইবে। এই পরিকল্পনার প্রধান গুণ হইল, প্রত্যেক রপ্তানি-কুঠী (export-house) বীমার 'কিস্তির' (premium) সামান্য টাকা দিয়া অত্যধিক মূলধন সংক্রান্ত ক্ষতির গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। অধিকন্তু, 'ক্রেতার বাজারে' (buyers' market) ক্রয়কারী দেশগুলির নিকট বিক্রয়-উদ্দেশ্যে 'ধারে-বিক্রয়ের শর্ত' (credit terms) লইয়া বিক্রয়-

কারী দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে—এরূপ স্থলে 'রপ্তানি-পাওনা নিশ্চায়ক-পরিকল্পনা' (**Export Credit Guarantee Scheme**) হইল বিক্রয়-বৃদ্ধির প্রবল প্রচেষ্টার অপরিহার্য অংশ। এই পরিকল্পনার আর একটি সুবিধা হইল যে, ইহার দরুন রপ্তানিকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে অতি সহজে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। যুক্তরাজ্যে এই পরিকল্পনার কাজের ভার 'রপ্তানি-পাওনা নিশ্চায়ক বিভাগের, (Export Credit Guarantee Department—ইংরাজীতে সংক্ষেপে E. C. G. D. লেখা হয়) উপর ন্যস্ত হইয়াছে—সে দেশে বেসরকারী রপ্তানিকারীরা যে সব রাজনৈতিক ও অন্যান্য কতগুলি বাণিজ্যসংক্রান্ত ঝুঁকি লইতে সক্ষম নয়, সে সব ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া এই পরিকল্পনা অতিশয় সফলতার সহিত রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, সরকারের অংশ-গ্রহণ ব্যতীত এই পরিকল্পনা ফলোপধায়ী (successful) হয় না। "যে ঝুঁকি একজন রপ্তানিকারী রাষ্ট্রের পক্ষে লইয়া থাকে, সে ঝুঁকি রাষ্ট্রেরই লওয়া উচিত, কারণ এ প্রকার ঝুঁকি-গ্রহণ তাহার কার্য ও ক্ষমতার বহির্ভূত।"

এই পরিকল্পনার সাফল্য লাভের জন্য বীমার 'কিস্তির' হার (premium rates) যতদূর সম্ভব কম রাখা উচিত। মিঃ এস্. সি. রায় (Mr. S. C. Roy) মন্তব্য করিয়াছেন, এই পরিকল্পনায় যোগদান বাধ্যতামূলক হইলে অধিকতর শ্রেয়স্কর হইত—ইহা হইলে 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠানটির' ঝুঁকি-গ্রহণের সীমা যতদূর সম্ভব প্রসারিত হইত, কারণ এই ঝুঁকি-গ্রহণের অন্তর্গত হইত, দেশগুলির ঝুঁকি, ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি, ক্রেতাদের ঝুঁকি, ও সময়-সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং ইহার ফলে উহার কার্য-সম্পাদন সুসংগঠিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত।

রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান (Export Risk Insurance Corporation) :—

১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কে (budget) উক্ত প্রতিষ্ঠানের 'শেয়ারের' মূলধনে (share capital) ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় কম্পানি আইন (Indian Companie Act) অনুসারে বে-সরকারী ('ঘরোয়া') সসীমদায় কম্পানি (Private Limited Company) হিসাবে 'নিবন্ধভুক্ত' (registered) হইবে—উহার অনুমোদিত (authorised) মূলধন.হইবে ২·৫ কোটি টাকা এবং প্রদত্ত

(Paid up) মূলধন হইবে ৫০ লক্ষ টাকা। যে সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকার ঝুঁকি এই প্রতিষ্ঠানটি লইতে পারিবে, উহা হইল, উহার প্রতিশ্রুত মূলধন (subscribed capital) ও 'সংরক্ষণ ভাণ্ডারের' দশগুণ। অন্যান্য দেশের রপ্তানিকারীরা 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা পরিকল্পনা' প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা পায়; এই সব রপ্তানিকারীর সহিত ভারতের রপ্তানিকারীদের সমকক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ভারতে 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা পরিকল্পনা' প্রবর্তনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছেন।

Q. What measures would you suggest for the promotion of India's exports ?

ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থা (balance of payments) অত্যন্ত সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরিকল্পনা 'কমিশন' যে ১১০০ কোটি টাকার 'ঘাট্‌তির' আনুমানিক হিসাব করিয়াছিলেন, তাহার অনেক বেশী 'ঘাট্‌তি" হইবে—এই 'ঘাট্‌তি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং, ভারত যে সংকটপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, উহার প্রতিকার-কল্পে ভারতের রপ্তানি-বৃদ্ধির আশু প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে—যাহাতে অধিক সংখ্যক দেশের সহিত ও নানারূপ পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য করা যায়, তাহার সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(১) ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ও শিল্পপতিগণের (industrialists) রপ্তানি ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার—দেশের উৎপাদিত পণ্যগুলির বেশী অংশ রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে, ইহার জন্য যদি দেশের 'ভোগ'-ব্যাপারে (consumption) ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। (২) ভারতের পণ্যগুলি রপ্তানি-যোগ্য হওয়া উচিত—এ সম্বন্ধে পণ্যের গুণোৎকর্ষতা যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করার ব্যাপারে ব্যবসায়িগণকে সচেষ্ট হইতে হইবে। (৩) সরকার এবং ব্যবসায়িগণ ও শিল্পপতিগণের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন—এই উদ্দেশ্যে সরকারের এবং শিল্প-পতিগণের প্রতিনিধিদের সভা ঘন ঘন বসা উচিত। (৪) ভারতকে কেবল পাটজাত দ্রব্য, তুলাবস্ত্র ও চা-এর রপ্তানির উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কারণ

এই সকল পণ্যকে অন্যান্য দেশের পণ্যের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে—সুতরাং ভারতের এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে অধিক সংখ্যক দেশের সহিত ও নানারূপ পণ্যের রপ্তানি-বাণিজ্য করা যায়। (৫) নূতন নূতন বাজারের অনুসন্ধান করিতে হইবে—এ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (State Trading Corporation) ও রপ্তানি-বৃদ্ধি পরিষদগুলিকে (Export Promotion Councils) অত্যাবশ্যক অংশ-গ্রহণ করিতে হইবে ; রপ্তানি-বাজারগুলি ও উহাদের চাহিদাগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য বিদেশে বাণিজ্য-প্রতিনিধি (Trade Delegation) পাঠাইতে হইবে। (৬) আন্তর্জাতিক মেলা (fairs) ও প্রদর্শনীতে ভারতকে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। (৭) রপ্তানির জন্য সরকারী সাহায্য (sudsidies) প্রদান করিয়া সরকারকে রপ্তানিক্ষেত্রে অর্থ-সংস্থান ব্যাপারে প্রেরণা যোগাইতে হইবে। (৮) রপ্তানির জন্য পরিবহণ ও জাহাজ-বোঝাই করার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) রপ্তানি বাণিজ্যের বাধানিষেধগুলি যতদূর সম্ভব উঠাইয়া দিতে হইবে। (১০) রপ্তানিকারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য আমদানি-শুল্ক প্রত্যর্পণ (ফেরত দেওয়া—drawback) করার ও অন্তঃশুল্কের (excise duties) 'ছাড়' (rebate) দেওয়ার পদ্ধতি সরল করিতে হইবে। (১১) বন্দরগুলিতে পরিচালনার ও নথিপত্র-সংক্রান্ত (documentary) কার্যাবলী ত্বরান্বিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত কার্যাবলীর বিলম্ব বিরক্তিকর না হয়। (১২) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বা জাপানের ন্যায় ভারতে একটি 'আমদানি-রপ্তানি' ব্যাঙ্ক (Export-import bank) স্থাপন করিলে রপ্তানি বৃদ্ধি করার পক্ষে খুবই সুবিধা হইবে। (১৩) 'রপ্তানি-পাওনা নিশ্চায়ক কমিটির' (Export Credit Guarantee Committee) সুপারিশ অনুসারে সরকারী মালিকানায় একটি 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করিতে হইবে—এইরূপ প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া অতিশয় সফলতার সহিত রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিবে। (১৪) নির্মাতাগণকে (কারিগরগণ—manufacturers) উৎপাদিত পণ্যের গুণোৎকর্ষতা (quality) বৃদ্ধি করিতে হইবে—ভারতের পণ্যগুলি যাহাতে অন্য দেশের পণ্যগুলির সহিত সাফল্যের সহিত

প্রতিযোগিতা করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে উৎপাদন-ব্যয় কমাইবার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে।

Q. Examine the case for State Trading in India with special reference to the State Trading Corporation.

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (State Trading Corporation) যে সকল 'মাল' ও পণ্য ভারত সরকার ভারত হইতে রপ্তানি ও ভারতে আমদানি করিবার প্রয়োজন মনে করেন, সে সব দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানির সকল প্রকার বন্দোবস্ত করার জন্য সরকার যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, উহা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। সরকার এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্বপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, উহারা হইল :—(১) বর্তমান ব্যবস্থা রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উপযোগী নয় ; (২) এমন কতকগুলি পণ্য-ক্রয়ে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে, যাহার সম্মুখীন হওয়া বর্তমান বাণিজ্য-ব্যবস্থার পক্ষে দুষ্কর ; (৩) ভারতের ব্যবসায়িগণ বিদেশের ব্যবসায়িগণের সহিত বড় বড় চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে—এ সব চুক্তি অনুযায়ী কার্য করিতে তাহারা সক্ষম হয় নাই ; (৪) উক্ত চুক্তি অনুযায়ী কার্য করিতে না পারায় বিদেশী আমদানিকারীদের নিকট ভারতের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—ইহার ফলে উক্ত আমদানিকারীদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারত চুক্তিমত দ্রব্য সরবরাহ করিতে অপারগ ; ইহাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত হইয়াছে ; (৫) রুশিয়া, রুশিয়ার পূর্ব-ইউরোপের মিত্র দেশগুলিতে (allied countries) এবং চীনদেশে সরকারের দায়িত্বে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়—এই সব দেশ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবার করিতে অনিচ্ছুক ; এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অপরিহার্য এবং সরকারের দায়িত্বে স্থাপিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে অধিকতর সফলতার সহিত কার্য চালাইতে পারিবে ; (৬) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দরুন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের (Foreign Exchange earnings) উপর সরকারের অধিকতর আধিপত্য থাকিবে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন অতীব প্রয়োজনীয় ; (৭) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

সমাজতন্ত্র-নীতির সহগামী—এই বাণিজ্যে যে মুনাফা হইবে, উহা জাতির গঠনে (কল্যাণে) ব্যয়িত হইবে।

কিন্তু 'আকরিক' ধাতুগুলির (Ores) রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যবসায়িগণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। বহুবিধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাণিজ্য-দ্রব্যের 'শ্রেণী-বিভাগ' (Regimentation) করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকার যে জোর করিয়া প্রবেশ করিতেছেন, উহার দরুন ব্যবসায়িগণ বিভ্রান্ত ও আশঙ্কিত (Confused and alarmed) হইয়া পড়িয়াছে। অত্যধিক আর্থিক ক্ষমতা এক-কেন্দ্রীভূত হইলে (excessive concentration of economic power) আমলাতন্ত্র (bureaucracy) চিরস্থায়ী হইয়া পড়িবে—ইহার ফলে, পরিণামে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক প্রকার। 'একনায়কতন্ত্রের' (dictator ship) সৃষ্টি হইবে। ব্যবসায়িগণ মনে করে, তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন—ব্যবসায়িগণ যে রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে ও চুক্তির শর্ত রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহার প্রমাণ তাহারা যথেষ্ট দিয়াছে ; সুতরাং, বেসরকারী ব্যবসায়িগণ ভারতের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার কোনই বিশেষ কারণ নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সরকার যে বিরামহীন 'আক্রমণ' চালাইতেছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল, বেসরকারী ব্যবসায়িগণকে তাহাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা—ইহাতে বেকার-সমস্যা প্রবলতর হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, অন্য দেশের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যয়বহুল ও অপচয়পূর্ণ (wasteful)। বেসরকারী ব্যবসায়িগণ বলিয়া থাকেন, যতই কর্মদক্ষ হউক না কেন, কোন একটিমাত্র 'এজেন্সির' (agency-শাখা) পক্ষে বহুসংখ্যক বৈদেশিক সরবরাহকারীর (suppliers) সহিত কথাবার্তা বলিয়া কার্য সাধন করা সম্ভবপর নয়—পক্ষান্তরে, বেসরকারী ব্যবসায়িগণের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকার এবং অনবরত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করার ফলে তাহারা সুবিধাজনক শর্তে ব্যবসা চালাইতে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য দ্বারা রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে না—বেসরকারী ব্যবসায়িগণের মুনাফা হইতে রাষ্ট্র আয়-কর বা অন্যান্য প্রকার কর পাইবে না। ব্যবহারকগণের (consumers) স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইবে, কারণ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে

প্রতিযোগিতার অভাবে তাহাদিগকে পণ্যের অধিকতর মূল্য দিতে হইবে। 'কর তদন্ত কমিটির' (Taxation Enquiry Committee) অভিমত হইল, "রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে রাজস্বের দিক হইতে কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাইবার আশা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের জন্য ব্যবসায়ে-বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন—বর্তমানে বাণিজ্য চালাইবার মত সরকারের উপযুক্ত কর্মচারী আছে কিনা, তাহাই হইল প্রশ্ন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-প্রসারণের তখনই প্রকৃষ্ট সময়, যখন মূল্যস্তর উর্ধ্বে থাকে—সুতরাং, বর্তমান সময় বাণিজ্য-ক্ষেত্রের দিকে রাষ্ট্রের ব্যাপকতর অভিযান সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না।" বোম্বাই বণিক ও শিল্পপতি সমিতির (Bombay Chamber of Commerce and Industry) বিদায়ী সভাপতি (outgoing President) মিঃ হস্‌কিন্স-আব্রাহল (Mr. Hoskynes Abraholl)-'সিমেণ্ট' (cement) ও 'ম্যাঙ্গানিজের' (Manganese) ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার উঁহার সর্বশেষ শিল্পীয় নীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—যে, 'কালি' দ্বারা (ink) এই সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছিল, উহা না শুকাইতেই উহা লইয়া সরকার সিদ্ধান্তটিকে, ঠিক একেবারে মুছিয়া ফেলিতে নয়, অন্ততঃ মসিলিপ্ত (ময়লা) করিবার উদ্দেশ্যে 'সিমেণ্ট'-বণ্টন ও আকরিক 'ম্যাঙ্গানিজের' (manganese ore) রপ্তানি-বাণিজ্য (যাহা বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত) নিজের হাতে লইয়াছেন।"

জেকব্ ভাইনার (Jacob Viner) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কুফলগুলির যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইল :—

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্রবের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের (inter-prise) পরিবর্তে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ (State control) প্রবর্তিত হইলে বহুবিধ অবাঞ্ছনীয় প্রভাবের উদ্ভব হয়, যেমন—

(ক) সকল বৃহৎ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 'লেন-দেনে' (major international eoonomic transactions) রাজনৈতিক প্রভাব অনুবিদ্ধ হয় ;

(২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রধানতঃ প্রতিযোগিতামূলক না হইয়া প্রধানতঃ 'একচেটিয়া'-ভিত্তিক (monopolistic basis) হইয়া পড়ে ;

(৩) বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিচার-বিতর্কের (disputes) দরুন আন্তর্জাতিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হইবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়—এই সব বিচার-বিতর্কের

মীমাংসায় কূটনীতির আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং এই অবস্থায় দুর্বল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে উহাদের শক্তিশালী দেশগুলির মিত্রতা-অর্জনের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় ও এই মিত্রতা দুর্বল দেশগুলিকে বহু 'রাজনৈতিক' বা 'আর্থিক' মূল্য দিয়া (at a heavy political or economic price) 'ক্রয়' করিতে হয়।

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় আকরিক লৌহ, আকরিক 'ম্যাঙ্গানিজ' ও 'সিমেণ্টের' ব্যবসা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের (State Trading Corporation) কর্ম-পরিধি নির্ধারণ করা হয় নাই। আকরিক লৌহ ও আকরিক 'ম্যাঙ্গানিজ' (iron and manganese ores) ব্যবসা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে বণিগ্-সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহাদের মতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিলে তাহারা রপ্তানি-বাণিজ্যের লক্ষ্যানুযায়ী ২০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ ও ১৫ লক্ষ টন আকরিক 'ম্যাঙ্গানিজ' রপ্তানি করিতে পারিবে; তাহাদের অভিমত হইল, সরকারের উক্ত দ্রব্যের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্দেশ্য হইতেছে, কিছু নিরাপদ ও লাভজনক রপ্তানি-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া। সরকার স্বীকার করিয়াছেন, আকরিক ধাতুর (ores) রপ্তানির আসল প্রতিবন্ধক হইল, মালগাড়ীর (wagons) অভাব। এই সকল তর্ক-বিতর্কে যোগ না দিয়া এবং সরকারের সিদ্ধান্তের কারণগুলি সমর্থনযোগ্য কি না, তাহার বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বেসরকারী-ক্ষেত্রের চির-গতিপথের বাণিজ্য প্রণালীগুলিতে সরকারের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয়—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের এই প্রণালীগুলির পরিবর্ধক হিসাবে কার্য করা উচিত,—উহাদের কৌশলে দখল করা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য নয়। যে সব ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যবসায়িগণ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে, সে সব ক্ষেত্রে রপ্তানি-বাণিজ্য প্রসারিত করিবার ছলে সরকারের অনুপ্রবেশ পরিহাসব্যঞ্জক হইয়া পড়িবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন রপ্তানির বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার গবেষণায় নিবদ্ধ থাকা উচিত—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উচিত, সুনিপুণ বিপণনের (marketing) আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। পক্ষান্তরে, বেসরকারী ব্যবসায়িগণের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কে শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করা

উচিত নয়—তাহাদের এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করা এবং ভারতের রপ্তানি'-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে পূর্বের ন্যায় অংশ-গ্রহণ করিতে থাকা উচিত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে ভারী যন্ত্রপাতি ও মূল-পণ্য (capital goods) আমদানির জন্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইবে—চল্‌তি হিসাবে (current account) ১১২০ টাকা 'ঘাট্‌তি' হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যতীত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনের উন্নতি-সাধন করা সম্ভবপর নয়।

বাণিজ্যে রাষ্ট্রের সরাসরি অংশ-গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে সরকার যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত 'কমিটি' নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই 'কমিটি' সর্বপ্রকার রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের কার্যাবলী সরকারের হাত হইতে উঠাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সরকারী দায়িত্বে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই 'কমিটি' আরও সুপারিশ করেন যে, ক্ষুদ্র আঁশ-যুক্ত (short-staple) তুলার বাণিজ্য এবং কুটির শিল্পজ পণ্যগুলির রপ্তানি বাণিজ্য এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলী—(Composition and function of the State Trading Corporation) :—১৯৫৬ সালের ১৮ই মে শুক্রবার 'নিউ দিল্লীতে' রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট বেসরকারী কম্পানি হিসাবে ১৯৫৬ সালের কম্পানি-আইন অনুসারে নিবন্ধভুক্ত হয় (registered)—এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় "স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া (প্রাইভেট্) লিমিটেড্ (State Trading Corporation of India Private Limited)।" এই প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন (authorised capital) হইল ১ কোটি টাকা—১০০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ 'শেয়ারে' বিভক্ত। ইহার প্রাথমিক প্রতিশ্রুত (subscribed) মূলধন হইল ৫ লক্ষ টাকা—ইহার সমস্তটাই ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল :—প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত দ্রব্যগুলি সম্পর্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য গঠন ও সম্পাদন করা ; ভারতে এবং ভারতের বাহিরে উক্ত প্রকার দ্রব্যের ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহণ ও সাধারণ

-বাণিজ্য-কার্য সম্পাদন করা; এবং উক্ত উদ্দেশ্য সফল করিতে যে সকল আনুষঙ্গিক ও সহায়ক কার্যের প্রয়োজন, তাহাতেও প্রবৃত্ত হওয়া।

পরিচালনা (Management) :—এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক অধিকর্তা পর্ষদের (Board of Directors) উপর ন্যস্ত হইয়াছে—এই পর্ষদের সভাপতি (Chairman) হইলেন মিঃ. কে. বি. লাল. আই. সি. এস্ (Mr. K. B. Lal. I. C. S.) এবং মিঃ. সতীশ চন্দ্র, আই. সি. এস্ (Mr. Satish Chandra, I. C. S.); উভয়েই বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রকের 'জয়েন্ট-সেক্রেটারী' (Joint Sccretary—যৌথ কর্মসচিব)। অন্যান্য সভ্যগণ (members) হইলেন, অর্থ-মন্ত্রকের 'জয়েন্ট-সেক্রেটারী', জাহাজ বিভাগের 'ডাইরেক্টর জেনারেল', সরবরাহ ও বিক্রয় বিভাগের 'ডাইরেক্টর জেনারেল' (Director General of Supplies and Disposals), এবং রেল-পর্ষদের 'ডাইরেক্টর' (Director of the Railway Board)।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কার্যকলাপ (Actual working of the State Trading Corporation) :—স্থাপিত হইবার পর এক বৎসরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীতে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে, ভারতের বাণিজ্যের ধাঁচে নানারূপতা আনিতে ও কতকগুলি যন্ত্রশিল্পজ ও কুটিরশিল্পজাত পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি উহার কার্যাবলী দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, উহার একটি বিশেষ অংশ-গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে, যে অংশ-গ্রহণ বেসরকারী ক্ষেত্রের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

যদিও প্রতিষ্ঠানটির কার্যের বেশীর ভাগই সাম্যবাদী দেশগুলির (Communist countries) মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, তবুও অন্যান্য যে সব দেশে বাণিজ্য-ব্যবস্থার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বেসরকারী, সে সব দেশের সহিতও এই প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছে। কতগুলি পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির প্রত্যক্ষ চুক্তিকারক (direct contractor) হিসাবে অংশ-গ্রহণ করিয়াও এই প্রতিষ্ঠানটি **"সামেরীয়া দেশের সৎ অধিবাসীর ন্যায়" (a good Samaritan—অর্থাৎ দয়ালু ব্যক্তির ন্যায়)** সাহায্যার্থে বেসরকারী -বাণিজ্যের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং বেসরকারী ব্যবসায়ীদের

পক্ষে 'জামিন' (guarantor) হইয়া ও উহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া বৈদেশিক ব্যবসায়িদের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিতে উহাদের সহায়তা করিয়াছে।

গাঠনিক হিসাবে ও উহার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সরকারের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটির নিবিড় সংযোগ থাকায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে বন্দর, রেলযান ও রাস্তা সম্পর্কিত কতকগুলি পরিবহণের প্রতিবন্ধক দূরীভূত করা সম্ভবপর হইয়াছে—ইহাতে মাল চলাচলের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানটির আর একটি প্রশংসনীয় কাজ হইল, ইহা 'ত্রিভুজীয়' বা 'ত্রিপক্ষীয়' বাণিজ্য-চুক্তি (triangular trade deals) সম্পাদন করিয়া কোন কোন বিদেশের মুদ্রা না পাওয়ার অসুবিধা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

১৯৫৬ সালের জুন মাস হইতে কার্য আরম্ভ করিয়া ১৯৫৭ সালের ১লা মে পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ১১.৬২ কোটি টাকা মূল্যের মাল আমদানি করিয়াছে এবং ২৪.৪৭ কোটি টাকা মূল্যের মাল রপ্তানি করিয়াছে বা এক বৎসরের মধ্যে রপ্তানি করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

যে সব দ্রব্য এই প্রতিষ্ঠানটি **আমদানি** করিয়াছে, উহারা হইল :— 'সিমেণ্ট' (৪.৪৪ কোটি টাকা); সোডা ভস্ম (Soda Ash) (১.৩৬ কোটি টাকা); 'কস্টিক্ সোডা' (২.১২ কোটি টাকা); 'এমনিয়ম্ সালফেট্' (২.১০ কোটি টাকা); এবং জাহাজ (১.৩৯ কোটি টাকা)।

রপ্তানির মধ্যে আকরিক ধাতুই বেশী—১২.৮১ কোটি টাকা মূল্যের আকরিক লৌহ (Iron ores) ও ৭.০১ কোটি টাকা মূল্যের আকরিক 'ম্যাঙ্গানিজ' রপ্তানি করা হইয়াছে। অন্যান্য যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হইয়াছে, উহার মধ্যে রহিয়াছে, রুশিয়াতে ১.১৩ কোটি টাকা মূল্যের জুতা; কফি (coffee); পশম-বস্ত্র (woolen fabrics) রেড়ীর তৈল (costor oil); তামাক; পাটের থলি; নারিকেল-ছোবড়া নির্মিত দ্রব্যাদি এবং হস্তশিল্প-দ্রব্যাদি। রুশিয়া হইতে ঐ দেশে যে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করিবার 'অর্ডার (order—আদেশ-পত্র) পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে রহিয়াছে—গজদন্ত নির্মিত (ivory) দ্রব্য; সাড়ী (Saris); 'বুটিদার' রেশমী বস্ত্র (brocade); শাল ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান বৃহৎ পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি করিয়াছে

—এজন্য প্রতিষ্ঠানটির যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, উহা ভবিষ্যতে উহার আমদনি ও রপ্তানি পরিচালনার পক্ষে অতিশয় উপকারে আসিবে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিদ্বেষভাব থাকা সত্ত্বেও উহার কার্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে উহাকে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইতে হইবে।

Q. In what ways will the implementation of the Second Five Year Plan affect India's foreign trade? What should be the objectives of India's foreign trade policy?

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল শিল্পগুলির (basic industries)—যেমন লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ-যন্ত্র শিল্প ও 'ভারী' রসায়ন শিল্প—উন্নয়নের উচ্চ অগ্রাধিকার (পূর্বিতা—high priority) দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সরকার শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক কার্যক্রম (programmes) প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরিকল্পনা 'কমিশনের' আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য ৪৩৪০ কোটি টাকা হইবে—এই টাকার মধ্যে (১) যন্ত্রপাতি ও যান (vehicles) আমদানির জন্য ১৫০০ কোটি টাকা, (২) লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্য আমদানির জন্য ৬৫০ কোটি টাকা, (৩) তৈল আমদানির জন্য ৪১০ কোটি টাকা, (৪) খাদ্যশস্য, ডাইল (pulses) ও ময়দা (flour) আমদানির জন্য ২৪০ কোটি টাকা, (৫) রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্রাদি আমদানির জন্য ১৬০ কোটি টাকা, (৬) কাঁচা তূলা আমদানির জন্য ২৭০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে; উক্ত দ্রব্যগুলি ছাড়া আরও বহুমাল আমদানি করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি, যান, কাঁচা মাল, খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্যের (consumer goods) অত্যধিক প্রয়োজনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যের উপর (balance of payments) অত্যধিক চাপ পড়িবে—পরিকল্পনা 'কমিশনের' আনুমানিক হিসাব-অনুযায়ী মোট 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ প্রায় ১১২০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু পরিকল্পনায় আর্থব্যবস্থার উন্নয়নের যে লক্ষ্য ধরা হইয়াছে, তাহাতে পরিকল্পনা 'কমিশনের' আমদানি-তালিকার

বহির্ভূত বহু দ্রব্যও আমদানি করিতে হইবে—ফলে দেনা-পাওনার সাম্যে 'ঘাটতির' পরিমাণ ১১২০ কোটি টাকার বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতির লক্ষ্য (Objectives of the Foreign Trade Policy):—অর্থ-সংক্রান্ত কমিশন (Fiscal Commission—ফিস্ক্যাল কমিশন) বলিয়াছেন, **স্বল্পকাল-স্থায়ী (short-term) আর্থিক নীতি হইবে**, উহাকে এমন এক সহজলভ্য (easily attainable) সাম্য-স্তরে আনা, যে স্তরে বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনের পরিমাণের দ্বারা আমদানি-কৃত আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করা সহজ হয়—এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের সংযত ব্যবহার (economic utilisation) প্রয়োজন, তাহা নয়, এই স্বল্প পর্যায়কালের মধ্যে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করিতে হইবে। উক্ত কমিশন বলিয়াছেন, এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে:—

(১) অভ্যন্তরীণ অর্থ-ব্যবস্থার স্থিরতা (stability) রক্ষার জন্য মুদ্রা-সংক্রান্ত, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত (budgetary) ও অন্যান্য অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা; (২) বিনিময়-হার (Exchange rate) যথোপযোগী করা (adjustment) অর্থাৎ মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করা (devaluation), যাহাতে রপ্তানি উৎসাহিত হয়; (৩) উৎপাদন ও ভোগের ধাঁচে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করা, যাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অর্জন বৃদ্ধি পায় ও উহার ব্যবহার সংযত করা যায়; (৪) রপ্তানি-বাণিজ্যে উদার ও আঞ্চলিক (liberal and rigional) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন ও ভোগের ধাঁচে আকারগত পরিবর্তন আনা বড়ই কঠিন। উৎপাদনের 'আকার' পরিবর্তনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল, (১) দেশের সম্পদ-সীমার মধ্যে ব্যাপক (extensive) ও আত্যন্তিক (intensive) চাষ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, যাহাতে অত্যাবশ্যক কৃষিজাত পণ্যের আমদানি কমান যায়, এবং (২) বিদেশীয় বাজারে যে সব ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের ও 'উপকার পরিবেশনের' (services) অধিকতর সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, সেই সব পণ্য উৎপাদন করা ও ঐ সব 'উপকার পরিবেশনের' বন্দোবস্ত করা।

উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলিতে যে ধাঁচের (ধরনের) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে **দীর্ঘকাল-স্থায়ী (Long term)**

বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থসংক্রান্ত কমিশন বলিয়াছেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি ধাপের (stages) কল্পনা করা যাইতে পারে :—(১) **প্রথম ধাপে** (অবস্থায়) যে বিষয়গুলির উন্নতি-সাধনের প্রয়োজনে প্রভূত পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও মূল-পণ্য (capital goods) আমদানি করিতে হইবে, উহারা হইল, (ক) কৃষি, জল-শক্তি, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি, (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication), যাহা শিল্পোন্নতির ভিত্তিস্বরূপ হইবে, (গ) অত্যাবশ্যকীয় মূল-শিল্পগুলি (basic iudustries) এবং (ঘ) অতি-প্রয়োজনীয় ভোগ্য-পণ্য-শিল্প। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই প্রথম ধাপের অন্তর্গত বলা চলে ; প্রভূত পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলপণ্যের আমদানির জন্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের উপর স্বভাবতঃই চাপ পড়িবে, এবং এই সব আমদানির জন্য অর্থ সংস্থান করা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং, প্রথম ধাপে আমদানির ব্যাপারে এক যুক্তিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে—যে সব জিনিস দেশে অনতিব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব, সে সব জিনিসের আমদানি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ একমাত্র যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানিতে ব্যবহার করিতে হইবে। রপ্তানি-বাণিজ্য প্রসারণেরও অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে—এই উদ্দেশ্যে রপ্তানি-দ্রব্যগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, দ্রব্যমূল্যের যুক্তিসঙ্গত নমনীয়তারও (flexibility) প্রয়োজন হইবে। ভারতের মুদ্রা-সম্পদের উপর চাপের আধিক্য নির্ভর করিবে নিম্নলিখিত অবস্থার উপর :—

(ক) রপ্তানি-বাণিজ্যের আয়-বৃদ্ধির পরিমাণের উপর,

(খ) দেশের মুদ্রা-সংক্রান্ত, আয়-ব্যয়ক সংক্রান্ত ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি এবং উহাদের কার্যকারিতার উপর।

(২) **দ্বিতীয় ধাপটি** শুরু হইবে, যখন বিনিয়োজিত মূলধন দ্রব্য উৎপাদন ও 'উপকার পরিবেশন' (goods and services) করিতে থাকিবে। এই অবস্থায় যন্ত্রপাতি ও মূল-পণ্যের আমদানি কমিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু প্রথম ধাপে অধিকতর বিনিয়োগের ফলে জাতীয় আয় বর্ধিত হইয়া ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ভোগ্য-পণ্যের এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে দুইটি উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—

(ক) আমদানির 'মারফতে'—ইহার ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পাইবে, অথবা (খ) আয়-বৃদ্ধির দরুন বর্ধিত চাহিদার অনুপাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন। উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে দেশে স্ফীতির অবস্থা (inflationary condition) চলিতে থাকিবে, যাহার ফলে রপ্তানির দ্রব্যগুলি অভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) **তৃতীয় ধাপে** ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পজ দ্রব্যগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে—সুতরাং এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দ্রব্যগুলির রপ্তানির জন্য বৈদেশিক বাজার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ; রপ্তানি-বৃদ্ধির ফলে উৎকৃষ্ট ও বিশেষ শ্রেণীর পণ্য আমদানি করা যাইবে এবং উপযুক্ত পর্যায়ে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উক্ত তিনটি অবস্থার (ধাপের) পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ-সংক্রান্ত কমিশন (Fiscal Commission—ফিস্ক্যাল কমিশন) বলিয়াছেন, "**দীর্ঘকালস্থায়ী** বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতির লক্ষ্য হইবে,—(ক) **আমদানি-বাণিজ্যের** ধরন (ধাঁচ) এমন করিতে হইবে, যাহা দ্বারা কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নের প্রয়োজনে সাহায্যকারী বৈদেশিক উৎসগুলি (resources) পাওয়া যায় এবং (খ) **রপ্তানির ধাঁচও** এমন করিতে হইবে, যাহাতে ভারত (ক) অত্যাবশ্যক আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির মূল্য পরিশোধ করিতে, (খ) অধিকতর সুবিধাজনক দ্রব্যের রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষত্ব লাভ করিতে, এবং (গ) যে সব বৈদেশিক বাজারে অন্য দেশের পণ্যের সহিত ভারতের পণ্যগুলির প্রতিযোগিতা করার অসুবিধা নাই, সে সব বাজারে ভারতীয় পণ্যগুলি রপ্তানি করিতে সক্ষম হয়।

Q. Give a brief account of the new trade agreement between India and Pakistan.

১৯৫৭ সালের ২২শে জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটি দুই দেশের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে চুক্তিটি কার্যকরী হইবে। এই নূতন বাণিজ্য-চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(১) দুইটি দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে এই চুক্তিতে চারিটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চুক্তিতে পাকিস্তানের

বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলবাসীদের বাণিজ্য করা সম্পর্কেও বিশেষ বন্দোবস্ত রহিয়াছে। (২) এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ জাতীয় আচরণের ভিত্তিতে সম্পাদিত হইয়াছে। (৩) এই চুক্তির কার্যাবলীর ষান্মাসিক পুনরীক্ষণের (six-monthly review) বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং প্রতি নব-বৎসরের প্রারম্ভে দ্রব্যের তালিকাগুলির সংশোধনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। (৪) ত্রিপুরার 'জিরাতীয়' প্রজাদের (রায়তদের) (Ziratia tenants—জিরাত অর্থ চাষের জমি) সম্পর্কে যে 'রেয়াত' (সুযোগ-সুবিধা) দেওয়া হইত, উহা পূর্ববৎ রহিয়াছে—এই ধরনের প্রজা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করিয়া থাকে এবং ত্রিপুরাতে জমি চাষ করে। এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরিবর্তে পশ্চিম বাংলা হইতে ত্রিপুরাতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্তের উন্নতি-সাধন করিতে পাকিস্তান স্বীকৃত হইয়াছে। (৫) দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ববৎ বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু এই বাণিজ্য সুযুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে (on a rationalised basis) সম্পাদন করিতে হইবে। (৬) পূর্ব পাকিস্তানের যে কয়লা, 'সিমেণ্ট' (Cement), কাঠ প্রভৃতির প্রয়োজন, উহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ভারত প্রতি মাসে পশ্চিম পাকিস্তানকে ৩০,০০০ টন ও পূর্ব পাকিস্তানকে ৫৫,০০০ টন কয়লা সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব চুক্তিতে যে পরিমাণ কয়লা সরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল, নূতন চুক্তিতে উহা অপেক্ষা ২২,০০০ টন বেশী কয়লা ধরা হইয়াছে। (৭) পাকিস্তান ভারত হইতে ১০টি বাংলা চলচ্চিত্র (films) ও ৭টি হিন্দী বা উর্দু চলচ্চিত্র আমদানি করিবার অনুজ্ঞাপত্র দিতে স্বীকৃত হইয়াছে —ভারত পাকিস্তান হইতে অন্ততঃ ৭টি উর্দু বা পাঞ্জাবী চলচ্চিত্র আমদানি করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। (৮) এই চুক্তিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান ভারতে ৫০,০০০ টন 'সিমেণ্ট' রপ্তানি করিবে ও ভারত পূর্ব পাকিস্তানের অনুরূপ পরিমাণ 'সিমেণ্ট' রপ্তানি করিবে (৯) পাকিস্তান হইতে ভারত কি পরিমাণ পাট আমদানি করিবে, সে সম্বন্ধে এ চুক্তিতে কোন উল্লেখ করা হয় নাই; তবে চুক্তিতে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে প্রত্যেক বৎসর ভারতের কি পরিমাণ পাটের প্রয়োজন, তাহা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে জানাইতে হইবে।

চুক্তিতে উল্লিখিত আমদানি রপ্তানি দ্রব্য (Lists of Commodities) :—ভারত পাকিস্তানে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করিবে, উহার অন্তর্গত হইল নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি :—

কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্রাদি, 'মিল-বোর্ড' (mill-board—পিস-বোর্ড) ও 'ষ্ট্র-বোর্ড' (straw-board—খড়ের তৈয়ারি এক প্রকার মোটা কাগজ), কলকব্জা ও 'মিলের যন্ত্রপাতি' (mill work), কারখানার সাজ-সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, চলচ্চিত্র (cinema films), মিশ্রণের (blending) প্রয়োজনে চা, কফি (Coffee), পান, 'বিড়ি', 'হুক্কায়' পান করিবার তামাক এবং 'বিড়ি-পাতা'।

পাকিস্তান ভারতকে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করিবে, উহার অন্তর্গত হইল নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি :—

কাঁচা পাট ; চামড়া ও 'ত্বক' ; মাছ ; হাঁস মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষী ; সুপারি (betel nuts) ; মসলা ; মধু ; চলচ্চিত্র ; কলকব্জার 'সাধনি' (machine tools—কর্মযন্ত্র) 'সাইকেল' ও উহার অতিরিক্ত অংশগুলি (spare parts) ; অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্র ; এবং খেলার সরঞ্জাম (sports goods)।

উক্ত আমদানি-রপ্তানির দ্রব্যের তালিকাভুক্ত নয়, এমন সব দ্রব্যও উভয় দেশের আইন, বিধি অথবা রীতি (laws, regulations or procedures) অনুযায়ী আমদানি বা রপ্তানি করা চলিবে।

বাণিজ্য-চুক্তির মূল্যানুমান (Evaluation) :—এই নূতন চুক্তির মিয়াদ ৩ বৎসর—ইহা পূর্ব-চুক্তি হইতে শ্রেয়ঃ, কারণ পূর্ব চুক্তির মিয়াদ ছিল ১ বৎসর। ভারত যখন তাহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছিল (devaluation), পাকিস্তান তখন উহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করে নাই—ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক সন্তোষজনক ছিল না ; কিন্তু পাকিস্তান তাহার মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করায় এক বৃহৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সন্তোষজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কারণ পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণ 'খোলা-মন' (open mind—সরল মন) লইয়া আসিয়াছিলেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা স্বীকার করিয়াছেন, এই নূতন চুক্তি পাকিস্তানের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে—তিনি বলিয়াছেন, "দিল্লীতে ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য সম্পর্কে কথাবার্তার ফলে পাকিস্তান যাহা চাহিয়াছিল, তাহাই পাইয়াছে।" আশা

করা যায় যে, এই চুক্তির ফলে পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্যে দেনা-পাওনার যে ক্রমবর্ধন অসাম্য চলিতেছিল, উহা অনেকটা দূরীভূত হইবে। কিন্তু, আমাদের খুব বেশী আশাবাদী হওয়া উচিত নয়। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীণ অপপ্রচারের বিষোদ্গার করিতে শুরু করিয়াছে। পাকিস্তানে যে যুদ্ধের 'হুজুগ' পড়িয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল যে শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, উহার সমূলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা এবং তদ্দরুন দুই দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে।

———

অষ্টাদশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা

(Central and State Finance)

Q. Examine critically the recommendations of the Finance Commission.

(C. U. B. Com. 1953, B. A. 1957)

ভারতের সংবিধানের (Constitution) ২৮ (১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯৫১ সালের ২২শে নভেম্বর এক 'অর্থ'-কমিশন (Finance Commission—'ফিনান্স' কমিশন) নিয়োগ করেন—এই 'ফিনান্স' কমিশনের সভাপতি হইলেন শ্রী কে. সি. নিয়োগী (Sri K. C. Neogy) এবং এই 'কমিশনে' আরও ৪ জন সভ্য ছিলেন। এই 'কমিশনকে' নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে সুপারিশ দাখিল করিতে বলা হইয়াছিল :—

(১) আয়-কর (Income tax) ও আরও কতকগুলি নির্দিষ্ট কর হইতে 'নীট্' (net) আয় কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে কোন্ ভিত্তিতে বণ্টন করিতে হইবে ; (২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে সহায়ক অনুদান (grants-in-aid) প্রদানের নীতি কি হইবে ; এবং (৩) 'খ'-রাজ্যগুলির (Part B States) সহিত আর্থিক চুক্তির (financial agreements) শর্তগুলি থাকিয়া যাইবে, না উহাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে।

রাজ্যসরকারগুলিকে সাহায্য-প্রদানের পরিকল্পনা সুপারিশ করিবার সময় 'ফিনান্স কমিশন' নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন :—

(ক) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব (revenues) বণ্টন করিবার পরও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা উচিত ; (খ) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ও সহায়ক অনুদান প্রদানের নীতি একই রকম হওয়া উচিত ; (গ) বণ্টন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে বর্তমান বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা কমিয়া যায়।

'ফিনান্স' কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) **আয়-কর হইতে লব্ধ অর্থের বণ্টন ঃ**—'কমিশনের' নিকট আবেদনে (representation) 'ক'-রাজ্যগুলির সরকার (Part 'A' States) যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দাবি করিয়াছিলেন যে, আয়-কর-লব্ধ অর্থের অংশ উঁহাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ হইতে ৬০ ভাগ বর্ধিত করা হউক এবং 'খ'-রাজ্যগুলির সরকার দাবি করিয়াছিলেন যে, উক্ত অর্থের অংশ উঁহাদের ক্ষেত্রে ৭০ ভাগ বর্ধিত করা হউক। উক্ত রাজ্য-সরকারসমূহের কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া এবং রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রয়োজনের বিষয় উপলব্ধি করিয়া 'কমিশন' সুপারিশ করেন যে, আয়কর-লব্ধ অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা কর্তব্য। আদায়ের ভিত্তিতে আয়কর-লব্ধ অর্থের বণ্টনের যে যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, উহা 'কমিশন' গ্রহণ করেন নাই—কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, রাজ্যগুলির মধ্যে যে মোট পরিমাণ আয়কর লব্ধ অর্থ বণ্টন করা হইবে, উহার (ক) শতকরা ২০ ভাগ রাজ্যগুলির আদায়ের পরিমাণ অনুসারে এবং (খ) শতকরা ৮০ ভাগ রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করিতে হইবে। কতকগুলি রাজ্যের মধ্যে 'অটো নিয়েমারের' (Otto Neyemer) নিষ্পত্তিমূলক 'বাঁটোয়ারা' (অংশ-বিভাজন—award) এবং এই 'ফিনান্স কমিশনের' সুপারিশ-করা অংশ-প্রদানের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

রাজ্যের নাম	'অটো নিয়েমারের' 'বাঁটোয়ারা'	'ফিনান্স' কমিশনের সুপারিশ-অনুযায়ী
বোম্বাই …	শতকরা ২০ ভাগ …	শতকরা ১৭·৫ ভাগ
পশ্চিম বাংলা … (দেশ বিভাগেরপূর্বে)	„ ২০ „ …	„ ১১·১৫ „
মাদ্রাজ …	„ ১৫ „ …	„ ১৫·২৫ „
উত্তর প্রদেশ …	„ ১৫ „ …	„ ১৫·৭৫ „
বিহার …	„ ১০ „ …	„ ৯·৭৫ „

(২) **কেন্দ্রীয় অন্তঃ-শুল্ক (আবকারি শুল্ক—Union Excise duties) :**—কতকগুলি রাজ্যসরকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আবকারি শুল্কের সমস্তটাই রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা উচিত। 'কমিশন' এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া সুপারিশ করিয়াছেন, তামাক, দিয়াশলাই ও 'বনস্পতির' উপর স্থাপিত আবকারি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ বিভিন্ন-রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা উচিত—এই সুপারিশ অনুসারে সমস্ত রাজ্যগুলির মোট অংশের শতকরা ৭'১৬ ভাগ পশ্চিম বাংলা পাইবে।

(৩) **পাট রপ্তানি শুল্ক (Jute Export Duty) :**—চারিটি পাট-উৎপাদক রাজ্য—পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা—দেশমুখ 'বাঁটোয়ারা' (Deshmukh award) ভিত্তিতে পাট রপ্তানি শুল্ক-লব্ধ অর্থের বণ্টনে সন্তুষ্ট হয় নাই এবং আরও বেশী অংশ দাবি করিয়াছিল। 'ফিনান্স কমিশনের' নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল—পাট রপ্তানি শুল্ক-লব্ধ অর্থের অংশের পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে যে সহায়ক অনুদান প্রদান করা হইবে, উহা প্রতি বৎসর উক্ত শুল্ক-লব্ধ 'নীট' অর্থের সহিত সম্পর্কিত করা কর্তব্য ; 'কমিশন' এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। 'কমিশনের' অভিমত হইল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সালে পরিবর্তিত 'বাঁটোয়ারার' পূর্বে রাজ্যগুলির মধ্যে যে অংশ-বণ্টন করা হইয়াছিল, উহার ভিত্তিতে যদি ১৯৪৯-৫০ সালের অংশ-বণ্টন করা হয়, তবে উহা খুবই যুক্তিসঙ্গত হইবে—১৯৪৯-৫০ সাল হইল রাজ্যগুলির পাট-রপ্তানি শুল্কের অংশ দাবি করিবার শেষ বৎসর। যাহা হউক, 'ফিনান্স' কমিশন চারিটি রাজ্যকে 'এককালীন-দেওয়া টাকার' পরিমাণ (lump sum) নিম্নলিখিত হারে বর্ধিত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

পশ্চিম বাংলা—'দেশমুখ বাঁটোয়ারার' (Deshmukh award) ১০৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১৫০ লক্ষ টাকা ;

আসাম —৫০লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৭৫ লক্ষ টাকা ;

বিহার —৩৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৭৫ লক্ষ টাকা ;

উড়িষ্যা —৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১৫ লক্ষ টাকা ;

(৪) **সহায়ক অনুদান বা অর্থ-সাহায্য (Grants-in-aid) :**—শর্তসহ ও শর্তবিহীন (conditional and unconditional), দুই প্রকার

সহায়ক অনুদানই নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে প্রদান করিবার জন্য 'ফিনান্স' কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) বিভিন্ন রাজ্যের আয়-ব্যয়কের (budget) অবস্থার তুলনামূলক বিচার ; (২) প্রত্যেক রাজ্যের 'মাথাপিছু' (per capita) আয়ের ভিত্তিতে রাজ্যের দরিদ্রতা ও ঐশ্বর্যের বিচার ; (৩) রাজ্যগুলি আর্থিক ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার নীতি অবলম্বন করিতেছে কিনা, উহার বিচার ; (৪) মূলগত সামাজিক কল্যাণজনক কার্যাবলীর মানের (Standard) সমতা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ; (৫) জাতীয় স্বার্থে 'দেশ-বিভাগ', বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অসাধারণ পরিস্থিতির দরুন কোন বিশেষ (আর্থিক) বোঝা বহন করিতে বা দায়িত্ব পালন করিতে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করার আবশ্যকতা ; (৬) কোন অতি-গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক কার্য-সম্পাদনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য জাতীয় স্বার্থে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা।

উক্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, (ক) মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, মধ্যভারত ও 'পেপ্‌সু' রাজ্যকে কোন সহায়ক অনুদান দেওয়া উচিত নয় ; (খ) বোম্বাই, পশ্চিম বাংলা ও সৌরাষ্ট্র রাজ্যগুলি সহায়ক অনুদান পাইবার ব্যাপারে 'প্রান্তে অবস্থিত' (marginal) বলিয়া ধরা যাইতে পারে। (গ) 'দেশ-বিভাগের' ফলে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা বহন করিতে হইতেছে বলিয়া কমিশন পশ্চিম বাংলা রাজ্যকে ৮০ লক্ষ টাকা পরিমাণ সহায়ক অনুদানের সুপারিশ করিয়াছেন ; (ঘ) অনগ্রসর রাজ্য বলিয়া উড়িষ্যা রাজ্যের সহায়ক অনুদান ৪০ লক্ষ টাকা হইতে ৭৫ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে। (ঙ) রাজস্বের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয় বলিয়া সৌরাষ্ট্র রাজ্যকে ৪০ লক্ষ টাকার অনুদানের সুপারিশ করিয়াছেন। (চ) কমিশন মনে করেন, 'দেশ বিভাগের' ফলে পাঞ্জাব ও আসাম রাজ্যের আয়-ব্যয়ের অবস্থা 'দুর্বল' হইয়া পড়িয়াছে ও সেজন্য এই দুইটি রাজ্যের পক্ষে সহায়ক অনুদানের প্রয়োজন যথার্থই রহিয়াছে—কমিশন এই কারণে পাঞ্জাব রাজ্যকে বার্ষিক ১২৫ লক্ষ

টাকা ও আসাম রাজ্যকে ১০০ লক্ষ টাকা সহায়ক অনুদান প্রদান করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। (ছ) মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য দুইটির অগ্রগতি বলবৎ রাখিবার জন্য কমিশন উক্ত দুইটি রাজ্যের যথাক্রমে ৪০ লক্ষ টাকার (মহীশূর রাজ্য) ও ৪৫ লক্ষ টাকার (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন) সহায়ক অনুদানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনুদান—(Grants for Primary Education) :—প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সহায়ক অনুদানের সুপারিশ করার ব্যাপারে কতজন ছয় বৎসর বয়স্ক বালক ও কতজন এগার বৎসর বয়স্ক বালক প্রকৃতই স্কুলে পড়িতেছে, উহার বিবেচনা করা হইয়াছে। কমিশন বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও 'পেপসু' রাজ্যের জন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুদান প্রদান করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণে সহায়ক অনুদান প্রদান করা উচিত :—

(ক) ১৯৫৩-৫৪ সালে ১৫০ লক্ষ টাকা; (খ) ১৯৫৪-৫৫ সালে ২০০ লক্ষ টাকা; (গ) ১৯৫৫-৬ সালে ২৫০ লক্ষ টাকা; এবং (ঘ) ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩০০ লক্ষ টাকা।

কমিশনের উক্ত সুপারিশগুলির 'নীট' ফল দাঁড়াইয়াছে, সকল রাজ্যের প্রাপ্য অনুদানের মোট ৬৫ কোটি টাকা হইতে ৮৬ কোটি টাকায় বর্ধিত হইবে—অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

সুপারিশগুলির সমালোচনা (Critical Estimate of the Recommendations) :—'ফিনান্স' কমিশনের সুপারিশগুলিতে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলা ও বোম্বাই রাজ্যের প্রতি, অবিচার করাই হইয়াছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রধানতঃ আয়-কর লব্ধ অর্থের বণ্টনে পশ্চিম বাংলা ও বোম্বাই রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; এই দুইটি রাজ্যে দেশের মোট আয়-করের ৭৫ ভাগই সংগৃহীত হয়—সুতরাং এই রাজ্য হইতে দাবি উঠিয়াছিল যে, আয়-কর লব্ধ অর্থের বণ্টন রাজ্যগুলির আদায়ের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, কিন্তু কমিশন এই দাবি স্বীকার করেন নাই। এই কারণে যে, উক্তভাবে বণ্টন করা হইলে সমস্ত রাজ্যের বণ্টন ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

'আবকারী' কর (অন্তঃ-শুল্ক—excise duty) সম্বন্ধেও কতক রাজ্যের

'আবকারি' কর-লব্ধ অর্থের অধিকতম অংশ পাইবার দাবি কমিশন অস্বীকার করিয়াছেন।

পাট-রপ্তানি শুল্ক সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার দাবি ছিল যে, প্রত্যেক বৎসর রাজ্যের 'নীট্' আদায়ের ভিত্তিতে পাট রপ্তানি শুল্ক-লব্ধ অর্থের অংশ বণ্টন করা উচিত, কিন্তু কমিশন উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কমিশনের সুপারিশগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির (federal principle) ভিত্তিতে করা হয় নাই—এই নীতি হইল, কেন্দ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব ব্যাপারে যতদূর সম্ভব একটি সুস্পষ্ট সীমা-নির্দেশ থাকিবে।

সুপারিশগুলি দেখিয়া ধারণা হয় যে, অর্থ-সাহায্যের ব্যাপারে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের পরাধীন হইয়া থাকে, কমিশন ইহা চাহিয়াছিলেন।

পশ্চিম বাংলার আর্থিক প্রয়োজনীয়তার উপর কমিশন কোন বিশেষ 'নজরই' দেন নাই। উদ্বাস্তুদের বিরামহীন ক্রমবর্ধমান আগমনে (দেশ বিভাগের ফলে) খণ্ডিত পশ্চিম বাংলার উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে—সুপারিশ করিবার সময় পশ্চিম বাংলার প্রতি কমিশনের অধিকতর 'মুক্তহস্ত' হওয়া উচিত ছিল।

Q. Examine critically the recommendations of the New Finance Commission.

নূতন 'ফিনান্স' কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ (Interim Report of the New Finance Commission :—মিঃ. কে. শান্তনমের (Mr. K. Santhanam) সভাপতিত্বে নূতন 'ফিনান্স' কমিশন ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য যে সব অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ দাখিল করিয়াছেন, সরকার উহাদের সকলগুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ. কে. সি. নিয়োগীর (Mr. K. C. Neogy) সভাপতিত্বে পূর্বের কমিশন যে সব সুপারিশ দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার সহিত নূতন কমিশনের সুপারিশের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—নূতন কমিশন যতদূর সম্ভব বিভিন্ন রাজ্যের বর্তমান অংশ-বণ্টনের পরিমাণ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নূতশ কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ১৯৫৭-৫৮ সালের আর্থিক বৎসরে (financial year) 'কর্পোরেশন'-কর (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর—Corporation tax) ব্যতীত আয়-কর-লব্ধ 'নীট' রাজস্বের শতকরা ৫৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন রাজ্যের

মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে—উক্ত আয়করলব্ধ রাজস্ব হইতে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ও কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যগুলি (Union Territories) হইতে প্রাপ্ত আয়কর বাদ দিতে হইবে।

(২) কৃষির জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে সম্পত্তি-করের (Estate duty) অংশ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হইবে, উহা উক্ত আয়-কর বণ্টনের নীতি অনুযায়ী হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের (আবকারী শুল্ক—Union excises) অংশ-বণ্টন সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, দিয়াশলাই, তামাক ও বনস্পতি জাতীয় দ্রব্যাদির উপর আরোপিত কেন্দ্রীয় 'আবকারী' শুল্ক হইতে রাজস্বের শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে ; সুতরাং দেখা যায় যে, আবকারী শুল্কের বণ্টন পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছে।

কমিশন আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি-শুল্কের অংশের পরিবর্তে পশ্চিম বাংলা রাজ্য ১৫২·৬৯ লক্ষ টাকার, আসাম ৭৫·০০ লক্ষ টাকার, বিহার ৭২·৩১ লক্ষ টাকার ও উড়িষ্যা ১৫·০০ লক্ষ টাকার সহায়ক অনুদান (grants-in-aid) পাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শাস্তনম 'কমিশনের' চূড়ান্ত সুপারিশগুলির কথা পরিশিষ্টে লেখা হইয়াছে।

১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যগুলি যে সহায়ক অনুদান এবং আয়-কর, সম্পত্তি-কর, ও আবগারী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের যে অংশ পাইবে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

রাজ্য	আয়-কর ও সম্পত্তি-কর (শতকরা হিসাবে)	কেন্দ্রীয় আবকারী শুল্ক (শতকরা হিসাবে)	সহায়ক অনুদান (লক্ষ টাকার হিসাবে)	
			ভারতের একত্রীকৃত (consolidated) তহবিল হইতে	পাট ও পাট-জাত দ্রব্যের রপ্তানি-শুল্কের অংশ
অন্ধ্র	৮·০১	৪·৯২	২৪	—
আসাম	২·২৩	২·৫৮	১০০	৭৫·০
বিহার	৯·৩১	১১·০৪	৮০	৭২·৩১
বোম্বাই	১৮·৯১	১৩·৫৯	১৩০	—
কেরালা	৩·৬০	৩·৮৬	৪১	—
মধ্যপ্রদেশ	৫·০৯	৬·১৭	২৫১	—
মাদ্রাজ	৭·৯৫	৮·৫৪	৫	—
মহীশূর	৫·৯৩	৫·৪৫	৬৪	—
উড়িষ্যা	৩·৪৬	৪·১৭	১০৭	১৫·০০
পঞ্জাব	৩·৯৬	৪·৯০	১৬৩	—
রাজস্থান	৩·৪৭	৪·৩৪	১১৫	—
উত্তর প্রদেশ	১৫·৫৯	১৮·০০	—	—
পশ্চিম বাংলা	১১·৪৮	৭·৪৯	৮৩	১৫২·৬৯
জম্মু ও কাশ্মীর	১·০১	১·২৫	১৭৫	...
	১০০·১০	১০০·০০	১৩২০·০০	৩১৫·০০

সুপারিশগুলির সমালোচনা (Critical Estimate of the Recommendations) :—নূতন কমিশনের সুপারিশগুলির সহিত 'নিয়োগী'-কমিশনের সুপারিশগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—ইহার কারণ হইল, বিভিন্ন রাজ্যের কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন, উহা সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য যে তথ্য ও সময়ের আবশ্যক তাহা 'শাস্তনম-কমিশনের' ছিল না। উক্ত সুপারিশ-অনুযায়ী যে অর্থ প্রদান করা হইবে, তাহা হইবে সাময়িক—কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ-প্রদানের পরিবর্তন হইতে পারিবে। সুপারিশ করিবার সময় কমিশন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, এই অন্তবর্তীকালীন সুপারিশগুলি চূড়ান্ত সুপারিশ-গুলির (final recommennations) উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিল না।

কিন্তু উক্ত স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও কাহারও কাহারও মনে সংশয় রহিয়াছে যে, মোটামুটি অন্তবর্তীকালীন সুপারিশগুলি চূড়ান্ত সুপারিশরূপে পরিণত হইবে। চূড়ান্ত সুপারিশ দাখিল করিবার সময় 'কমিশনের' শুধু জনসংখ্যা বা কর-আদায়ের ভিত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া উচিত হইবে না—বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যার বিবেচনা 'কমিশনের' সুপারিশের ভিত্তি হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলা কতকগুলি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে—এই সকল সমস্যার বিষয় 'কমিশনকে' বিশেষভাবে ও সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, 'শাস্তনম-কমিশনের' অন্তবর্তীকালীন সুপারিশগুলিতে পশ্চিম বাংলা খুবই উপকৃত হইবে ; আশা করা যাইতেছে যে ১৯৫৭-৫৮ সালের আর্থিক বৎসরে পশ্চিম বাংলাকে আরও ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

Q. Give a brief account of the Income-tax in India.

ভারতের আয়করের ইতিহাস অতি পুরাতন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভারত-বাসীদের সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের (যাহাকে এতকাল সিপাহী-বিদ্রোহ —mutniuy—বলা হইত) দরুন বৃটিশ সরকারের যে পরিমাণ খরচ করিতে হইয়াছিল, উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৮৬০ সালে সর্বপ্রথম আয়-কর (Income-tax) ধার্য করা হয়—এই আয়কর কৃষি-আয়ের উপরও ধার্য করা

হইয়াছিল ; ১৮৬৫ সালে এই আয়-কর তুলিয়া লওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে কৃষি ব্যতীত পেশা (Profession) ও ব্যবসার উপর 'অনুজ্ঞাপত্র-কর' (license tax) ধার্য করা হয় এবং এই কর ১৮৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত কোন করই ধার্য করা হয় নাই, কিন্তু ১৮৭৮ সালে যুক্তপ্রদেশ (United Province), পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং মাদ্রাজের ব্যবসায়িগণ ও শিল্পীদের উপর পুনরায় 'অনুজ্ঞাপত্র-কর' ধার্য করা হয়—এই কর (tax —'টেক্স') ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত 'বহাল' থাকে। কিন্তু ১৮৮৬ সালের আয়-কর আইন (Income-tax Act) প্রবর্তন করিয়া উক্ত করকে সাধারণ আয়-করে (general Income-tax) পরিণত করা হয়—এই আয়-কর আইন ভারতের সর্বত্রই প্রয়োগ করা হয়।

১৯১৪ সালের পূর্বে আয়-করের হার খুব কম ছিল ও আয়-কর লব্ধ রাজস্বও খুব কম ছিল—এই হার ছিল, বার্ষিক ৫০০ হইতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর টাকা প্রতি ৪ পাই ও বার্ষিক ২০০০ টাকার অধিক আয়ের উপর টাকা প্রতি ৫ পাই, এবং এই আয়-কর হারের আর কোন "ক্রমায়ণ" (gradation) ছিল না। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আয়-কর হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি টাকা ছিল ; কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় আয়-করের আয়ানুপাতিক (আয়ের অনুপাতে) ক্রমবর্ধমান হার (progression) ও 'অধি-কর' (super-tax—উপরি কর) প্রবর্তিত হওয়ায় ১৯২১-২২ সালে আয়-কর লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ২২ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯২১ সালে আয়-করের ও 'অধিকরের' উচ্চতর হার প্রবর্তন করা হয়—এই দুইটি করের হার পুনরায় ১৯২২, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে বর্ধিত করা হয়। ১৯৩৯ সালে 'পর্বীয় রীতি' (*slab-system*) অনুযায়ী কর-হার ধার্য করা হয় এবং 'অধিকর' তুলিয়া লওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আয়-কর ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করা হয়। (ক) ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে 'অতিরিক্ত মুনাফা কর' (Excess Profit tax) প্রবর্তন করা হয় এবং এই ব্যবস্থানুযায়ী সকল অস্বাভাবিক যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত 'মুনাফার' উপর শতকরা ৫০ টাকা কর ধার্য করা হয়। (খ) ১৯৫০ সালে 'পরিপূরক' অর্থ-আইন' (Supplementary Finance Act) প্রণীত হয়—এই আইনের বলে 'অধিকর' (Super-tax), 'কর্পোরেশন-কর' (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর—Corporation Tax) সহ সকল প্রকার আয়-

করের উপর শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলের জন্য শতকরা ২৫ টাকা 'অধিভার' (Surcharge) ধার্য করা হয়। (গ) ১৯৪১ সালের অর্থ-আইন অনুসারে 'অতিরিক্ত মুনাফা করের' হার শতকরা ৫০ টাকা হইতে ৬৬⅔ টাকায় বর্ধিত করা হয় এবং 'অধিভার' আয়কর, ও 'অধিকর' শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৩৩⅓ টাকায় বর্ধিত করা হয়। (ঘ) ১৯৪২ সালে 'অধিকরের' হার শতকরা ৫০ টাকা করা হয় এবং ১৯৪৩ সালে সকল আয়-স্তরের উপর সমভাবে (uniformly) আয়-করের 'অধিভার' (surcharge) শতকরা ৬৫ টাকা ধার্য করা হয়। (ঙ) ১৯৪২ সালে যাহাদের আয় ১৫০১ টাকা হইতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত, তাহাদের ৭৫০ টাকার অধিক আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৬ পাই আয়-কর ধার্য করা হয়। (চ) ১৯৪৩ সালে যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে 'অতিরিক্ত মুনাফার' ⅕ ভাগ সরকারের নিকট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ১৯৪৪ সালে জমার পরিমাণ ⅕ ভাগের স্থলে ⅕⅕ ভাগ করা হয়—এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল, 'অতিরিক্ত মুনাফার' সমস্তটাই 'অচল' করিয়া দেওয়া (immobilise)। (ছ) ১৯৪৬-৪৭ সালে 'অতিরিক্ত মুনাফা কর' প্রত্যাহৃত হয় এবং নূতন ঘরবাড়ী ও নূতন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যথাক্রমে শতকরা ১০ ও ২০ ভাগ বিশেষ প্রাথমিক অবচয়মূলক অধিদেয় হিসাবে (in the form of special initial depreciation allowance) 'রেয়াত' (concession) দেবার ব্যবস্থা করা হয়। (জ) ১৯৪৫ সালে অর্জিত আয়ের $\frac{1}{10}$ ভাগ করমুক্ত করা হয় এই শর্তে যে, করযোগ্য আয়ের (taxable income) ন্যূনতম পরিমাণ ২০০০ টাকার কম হইতে পারিবে না—১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত $\frac{1}{10}$ ভাগের স্থলে ⅕ ভাগ করা হয়। (ঝ) ১৯৪৭ সালে আয়-কর ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ ২০০০ টাকা হইতে ২৫০০ টাকা করা হয়। (ঞ) অন্যান্য যে সব পরিবর্তন করা হয়, উহারা হইল :—(১) ব্যবসায়-সংক্রান্ত লাভের (business profits) উপর একটি বিশেষ আয়-কর ধার্য করা হয়—এই করের হার হইল শতকরা ২৫ টাকা; (২) ৫০০০ টাকার উপর 'মূলধন-মুনাফা করের' (Capital Gains tax) ক্রমবর্ধমান-হার প্রবর্তিত হয়; (৩) 'অধিকরের' (Super tax) হার টাকা প্রতি ১০½ আনায় বর্ধিত করা হয়; (৪) 'কর্পোরেশন-করের' (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর—Corporation tax) হার দ্বিগুণ করা হয়; (৫) ১৯৪৯ সালে 'মূলধন মুনাফা কর' এবং ১৯৫০ সালে 'ব্যবসায়-সংক্রান্ত 'মুনাফা কর' (Business Profit tax) প্রত্যাহৃত হয়।

ভারতের আয়-কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Indian Income Tax System) :—ভারতে যে প্রকার আয়-করের ব্যবস্থা আছে, উহা হইল :—(১) ব্যক্তিগত আয়-কর—সর্বপ্রকার আয়ের উপর (ব্যবসা-গত ও বৃত্তি-গত আয় সহ) এই কর ধার্য করা হয় ; (২) 'কর্পোরেশন-কর'—সকল যৌথ-কম্পানির (Joint Stock Companies.) মুনাফার উপর এই কর ধার্য করা হয় ; (৩) অধিকর (super-tax)—এক বিশেষ আয়-স্তরের উপর আয়-করের অতিরিক্ত এই কর ধার্য করা হয় ; (৪) সকল আয়ের উপর শতকরা ৫ টাকা 'অধিভার' (surcharge)—এই টাকা কেবল কেন্দ্রীয় সরকার লইয়া থাকেন।

১৯২৩ সালের 'কর তদন্ত কমিটির' (Taxation Enquiry Committee) সুপারিশ অনুসারে 'ধাপ-ব্যবস্থার' বা 'স্টেপ-প্রথা'র (*step system*) পরিবর্তে 'পর্বীয় রীতি' বা 'শ্ল্যাব-পদ্ধতি' (*slab system*) অনুযায়ী কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়—'ধাপ-ব্যবস্থায়' আয়-কর অপরিবর্তিত হারে দিতে হয় কিন্তু 'পর্বীয় রীতি' অনুসারে আয়ের বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন হার নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

আয়-কর লব্ধ রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে আয়-কর ধার্যের জন্য ব্যক্তিগত আয়ের (individual income) যে ন্যূনতম পরিমাণ ৪২০০ টাকা ও যৌথ অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের আয়ের যে ন্যূনতম পরিমাণ ৮৪০০ টাকা ছিল, উহা কমাইয়া যথাক্রমে ৩০০০ টাকা ও ৬০০০ টাকা করা হয়। বিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে "কর-মুক্তির" (tax-free slab) ন্যূনতম পরিমাণ যে ১০০০ টাকা ছিল, উহা বর্ধিত করিয়া ২০০০ টাকা করা হয়, এবং প্রতি সন্তানের জন্য ৩০০ টাকা করমুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়—এই প্রকার করমুক্তি মোট ৬০০ টাকার বেশী দেওয়া হইবে না ; কিন্তু ২০,০০০ টাকার ও তদূর্ধ্বের আয়ের বেলায় সন্তান থাকার জন্য কোন আয় করমুক্ত করা হয় না এবং উক্ত আয়-স্তরের বিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে করমুক্তির ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের আয়ও ধরা হয়, কিন্তু এই আয় হইতে কৃষি-আয় বাদ দেওয়া হয়। মোট আয় নির্ধারণ করিবার সময় গুণক্ষয় (depreciation), 'মেরামত', পেশাগত ব্যয় (professional expenses), মূলধন সংক্রান্ত ঋণের সুদ

বীমার 'কিস্তির' টাকা (Insurance premium) ও দাতব্যপ্রতিষ্ঠানে দানের পরিমাণ হেতু উপযুক্ত টাকা বাদ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

উপার্জিত ও অনুপার্জিত (earned and unearned) আয়ের মধ্যে পার্থক্য রাখা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৫৫ সালে **উপার্জিত আয়** সম্পর্কে যে পরিমাণ আয় করমুক্ত করা হইয়াছিল, উহা নিম্নরূপ :—

(ক) প্রথমে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত আয় কর-মুক্ত ছিল, কিন্তু ২৫০০০ টাকার উপর আয় হইলে করমুক্তির পরিমাণ প্রতি ১০০০ টাকায় ২০০ টাকা করিয়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ;

এবং (১) আয় ৪৫০০০ টাকা বা উহার উপরে হইলে আয়ের কোন অংশের করমুক্তির ব্যবস্থা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

১৯৫৭-৫৮ সালের কর-ধার্যের প্রস্তাবে কর-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়, এবং এই প্রস্তাবে সকল **উপার্জিত** আয়ের উপর একটি আদর্শ অনুসূচী অনুযায়ী কর-হারের (standard schedule rate) ব্যবস্থা করা হয় এবং সকল **অনুপার্জিত** আয়ের উপর 'অধিভারের' (Surcharge) হার বর্ধিত করা হয়। নূতন প্রস্তাবে **অনুপার্জিত** আয়ের সর্বোচ্চ 'পর্বে' (highest slab) আয়কর, 'অধিকর' (Super-tax) এবং 'অধিভারের' মোট পরিমাণ শতকরা ৯১·৮ ভাগ হইতে ৮৪ ভাগে এবং **উপার্জিত** আয়ের ক্ষেত্রে ৭৭ ভাগে কমান হইয়াছে। এই নূতন প্রস্তাবে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত **উপার্জিত আয়ের** বেলায় উক্ত নির্ধারিত হার অনুযায়ী আরোপিত করের উপর শতকরা ৫ টাকা 'অধিভার' এবং উহার অতিরিক্ত আয়ের বেলায় 'অধিভার' শতকরা ১০ টাকা করা হইয়াছে ; **অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে** নির্ধারিত করের উপর শতকরা ২০ টাকা 'অধিভার' ধার্য করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তির উপার্জিত ও অনুপার্জিত, উভয় প্রকার আয়ই থাকে, তবে **উপার্জিত** আয় যে 'পর্বে' শেষ হইয়াছে, সে 'পর্বে (slab)' **অনুপার্জিত** আয়ের উপর কর ধার্য করা হইবে এবং প্রয়োজনানুসারে উহার উপরের 'পর্বে' এই অনুপার্জিত আয় অবস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে ও তদনুসারে কর ধার্য করা হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাবে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, যদি তাহাদের **অনুপার্জিত** আয় ৭৫০০ টাকার বেশী না হয়, তবে তাহাদের অনুপার্জিত আয়ের উপর কোন 'অধিভার' ধার্য করা হইবে না।

১৯৫৫ সালে যে স্তরে 'অধিকর' ধার্য করা যাইবে, সে স্তর ২৫০০০ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকায় নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অর্থ-কমিশনের (ফিন্যান্স কমিশনের—Finance Commission) সুপারিশ অনুসারে আয়-কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্য-গুলির মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছিল।

আয়-কর-লব্ধ রাজস্ব ১৯৫০-৫১ সালের ১৭৩ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৯০ কোটি টাকায় বর্ধিত হইয়াছিল।

১৯৫৭-৫৮ সালের করারোপণের প্রস্তাবে আয়-করের পরিবর্তন—(Change in Income-tax in the tax proposals for 1957-58):—

(১) **কম্পানির উপর করারোপণ (Companies' taxation :—** কম্পানিগুলিকে বর্তমানে যে টাকা প্রতি ৪ আনা হারে আয়-কর দিতে হয়, তাহা শতকরা ৩০ ভাগ বর্ধিত করা হইয়াছে এবং যে টাকা প্রতি ২ আনা ৯ পাই হারে 'কর্পোরেশন'-কর (Corporation-tax—ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর) দিতে হয়, তাহা শতকরা ২০ ভাগ বর্ধিত করা হইয়াছে :—

অতিরিক্ত লভ্যাংশ করের (Excess Dividend Tax) হার কমাইয়া দিয়া নিম্নরূপ করা হইয়াছে :—

(ক) শতকরা ৬ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশ বণ্টনের উপর কর শতকরা ১০ ভাগ করা হইয়াছে ; (খ) শতকরা ১০ হইতে ১৮ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশ বণ্টনের উপর কর শতকরা ২০ ভাগ করা হইয়াছে ; এবং (গ) শতকরা ১৮ ভাগের অতিরিক্ত লভ্যাংশ বণ্টনের উপর কর শতকরা ৩০ ভাগ করা হইয়াছে।

প্রদত্ত অধিবৃত্তির (bonus—বোনাস্) উপর কর বর্ধিত করিয়া শতকরা ১২½ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ করা হইয়াছে।

(২) **অন্তঃ-'কর্পোরেশন' অধিকর (Interc-orporate Super-tax) :**—ভারতীয় ও বৈদেশিক কম্পানি, উভয়েরই বেলায় উহারা যে উহাদের ভারতীয় সহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে লভ্যাংশ পায়, তাহার উপর অন্তঃ-'কর্পোরেশন' অধিকরের হার শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সব বৈদেশিক 'কম্পানি' উহাদের শাখা-প্রতিষ্ঠানের 'মারফতে' ব্যবসা পরিচালনা করিয়া অন্যান্য আয় করিয়া থাকে, উহাদের ক্ষেত্রে 'কর্পোরেশন'-করের হার শতকরা ৩৬ ভাগ হইতে কমাইয়া ৩০ ভাগ করা হয়।

কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে 'কম্পানিগুলির' অবণ্টিত (undistributed) 'মুনাফার' উপর কর হ্রাস করা হইয়াছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৪১'৩৬ কোটি টাকা—১৯৫৭-৫৮ সালে এই রাজস্বের পরিমাণ ১৪৭ ১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে 'কর্পোরেশন'-কর (Corporation-tax—ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর) হইতে লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ হইয়াছিল ৪৮ ২৪ কোটি টাকা—আশা করা হইয়াছে ১৯৫৭-৫৮ সালে এই কর-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ ৫০ ৫০ কোটি টাকা হইবে।

ত্রুটি (Defects) :—আয়-করের হার সম্বন্ধে এইরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে যে, এই হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। করের এই উচ্চ হার মূলধন-সংগঠনে (Capital formation) ও উৎপাদকীয় উদ্যোগে (production enterprise) নিশ্চয়ই অনুৎসাহের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার উপর আবার কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার (tax evasion) রহিয়াছে—এই ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক, ১৯৪৯ সালের আয়-কর অনুসন্ধান 'কমিশনের' (Income Tax Investigation Commission) হিসাবে দেখা যায় যে ১০০০ কোটি টাকা পরিমাণ আয়-কর ফাঁকি দেওয়া হইয়া থাকে। যদিও আয়-কর নির্ধারণ ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তবুও পারিবারিক ক্ষেত্রে আয়-কর বাদ দিবার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। আয়-করের পরিচালনা ব্যবস্থায় এখনও অনেক উন্নতিসাধনের প্রয়োজন রহিয়াছে ; এই ব্যবস্থার এরূপ উন্নতি-সাধন প্রয়োজন, যাহাতে শুধু যে সুবিচার হইবে, তাহা নয়—সুবিচার হইতেছে এইরূপ ধারণা জনগণের মনে সৃষ্টি করারও প্রয়োজন রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আয়-কর সম্পর্কে কর তদন্ত কমিশনের সুপারিশগুলি 'করযোগ্য আয়' (Taxable Income) প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে।

Q. What are Excise duties? Give a brief account of the excise duties, at present levied in India. (C. U. B. Com 1940, '42, '47, '54 ; B. A. 1954)

Q. Examine the role of excise duties in the Indian tax system. (C. U. B. Com. 1947)

অন্তঃ-শুল্ক বা আবকারী **শুল্ক** (Excise duties) হইল, একপ্রকার কর (tax), যাহা দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও বিক্রীত পণ্যের উপর আরোপিত হয়। সংরক্ষণমূলক বহিঃশুল্কের, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি শুল্কের (Protection custom duties), আরোপণের জন্য আমদানি কম হওয়ায় রাজস্বে যে 'ফাঁক' (gap—ঘাটতি) হয়, সাধারণতঃ উহা পূরণ করিতে অন্তঃ-শুল্ক ধার্য করা হইয়া থাকে। অন্তঃশুল্কের দরুন পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ও ভোগ (consumption) ব্যাহত হয়। অন্তঃশুল্কের 'পশ্চাদ্-ভার' (করভার—incidence) উৎপাদকগণ সাধারণতঃ ভোগকারীদের (consumers) উপর চাপাইয়া দেয়, কারণ অন্তঃশুল্ক সাধারণতঃ এমন সব পণ্যের উপর আরোপিত হয়, যে সব পণ্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত 'অস্থিতিস্থাপক' (inelastic)। **রাজ্য সরকার** মদ, নিদ্রাকারক ঔষধ (narcotic drugs) প্রভৃতির উপর অন্তঃশুল্ক আরোপণ করিয়া থাকেন—দেশের অন্যান্য পণ্যের উপর অন্তঃশুল্ক **কেন্দ্রীয় সরকার** ধার্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উপর অন্তঃশুল্ক আরোপিত হইয়াছে :—

চিনি ; দিয়াশলাই ; তামাক ; তুলা ; কাপড় ; 'মোটর' তৈল (motor spirit) ; ইস্পাত 'পিণ্ড' (steel ingots) ; উদ্ভিজ্জ ঘি (Vegetable ghee); কফি (Coffee) ; চা ; কৃত্রিম রেশম ; নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল, যাহা অত্যাবশ্যক নয় ; উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'ডিজেল' তৈল (diesel oil) ইত্যাদি।

অন্তঃশুল্কের 'ভূমিকা'-গ্রহণ (Role of Excise duties) :—কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব হিসাবে অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব দিন দিনই বর্ধিত হইতেছে। ১৯২০-২১ সালে অন্তঃশুল্ক-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ২৮৫ কোটি টাকা ছিল—এই পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া ১৯৫৩-৫৪ সালে ৯৪ কোটি টাকা হয় এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৮৮·৭৩ কোটি টাকা হয়। অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের এই অতিশয় তারতম্যের তিনটি কারণ নির্দেশ করা যায়—(১) অন্তশুল্ক-হারের পরিবর্তন, (২) ভোগ-পরিমাণ বৃদ্ধি, (৩) নূতন নূতন পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করার উদ্দেশ্যে শুল্কারোপণ-ক্ষেত্রের প্রসারণ। লবণ-শুল্ক (Salt duty) ছাড়াও ১৮৯৪ সালে "২০টির অধিক সুতার বোনা" সুতার (cotton yarn of counts above twenties) উপর প্রথম অন্তঃশুল্ক ধার্য

করা হয়—এই শুল্ক ১৮৯৬ সালে 'মিল'-জাত বস্ত্রের (mill cloth) উপর অন্তঃশুল্ক হিসাবে পরিণত করা হয়। ১৯১৭ সালে 'মোটর'-তৈলের উপর অন্তঃশুল্ক আরোপিত হয় এবং ১৯২২ সালে কেরোসিন তৈলকে অন্তঃশুল্কের 'আওতায়' আনা হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সাল হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর—এই বৎসরকে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তঃশুল্ক প্রসারণের **ঐতিহাসিক বৎসর** বলা চলে, কারণ এই বৎসরে চিনি, দিয়াশলাই ও ইস্পাত পিণ্ডের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। ইহার পর যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া মোটর গাড়ীর 'টায়ার' (tyre), উদ্ভিজ্জ পণ্য, তামাক চা, কফি (coffee) এবং সুপারীর উপর অন্তঃশুল্ক আরোপ করিতে হয়। লবণ-শুল্ক (salt duty) উঠাইয়া দিবার ফলে রাজস্বে যে অত্যধিক 'ঘাটতি' পড়িয়াছিল, উহা পূরণ করিতে ১৯৪৯ সালে মিল-জাত বস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৫৪ সালে রেশম-জাত দ্রব্য, সিমেণ্ট, সাবান ও জুতার উপর অন্তঃশুল্ক আরোপিত হয়। অন্তঃশুল্কের ক্রমিক প্রসারণের প্রধান কারণ হইল, 'সংরক্ষণ-নীতির' (protection) আশ্রয়ে যে সব দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, উহাদের আমদানি-হ্রাসের দরুন আমদানি-শুল্ক (বহিঃশুল্ক) সংক্রান্ত রাজস্বে যে ঘাটতি' হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে এবং অন্তঃশুল্কের প্রসারণ দ্বারাই দেশের কর-কাঠামো (tax structure) সুদৃঢ় করা যায়। অর্থ-মন্ত্রী বলিয়াছেন, "শিল্পায়নের প্রগতির ফলে বহিঃশুল্ক (custom duties)-লব্ধ রাজস্বের স্থিরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে ; সুতরাং পূর্বে, বহিঃশুল্ক হইতে আমরা যে রাজস্ব লাভ করিতাম, উহার কতকাংশ পরিপূরণের জন্য আমাদিগকে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পগুলির উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে।" ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কে (budget) অন্তঃশুল্ককে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—উদ্দেশ্য হইল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করা, যাহাতে আয়-ব্যয়কে 'ঘাটতির' পরিমাণ যতদূর সম্ভব কমান যায়। কর-অনুসন্ধান কমিশনের অভিমত, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক প্রসারণের বহু 'অবকাশ' (scope—ক্ষেত্র) রহিয়াছে এবং সে জন্য কমিশন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উপর অন্তঃশুল্কের হার বর্ধিত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন :—

কেরোসিন ; চিনি ; দিয়াশলাই ; আল্‌গা ও 'প্যাকবন্দী' চা (loose and package tea) ; সকল প্রকার বস্ত্র, সেলাই-এর কল ; উদ্ভিজ্জ তৈল

মোটা কম্বল ছাড়া পশম-নির্মিত বস্ত্র ; বিস্কুট ; হস্তনির্মিত কাগজ ছাড়া সকল প্রকার কাগজ ; বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি ; এবং কার্বনিক-এসিডপূর্ণ জল (aerated water—'সোডা', 'লেমনেড্' প্রভৃতি) ; কাচ ও কাচনির্মিত দ্রব্য , মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্য ; রঙ ও 'বার্ণিশ'। ১৯৫৫-৫৬ সালের ও ১৯৫৬-৫৭ সালের আয়-ব্যয়কে কতকগুলি সুপারিশ কার্যকরী করা হইয়াছে। চিনির উপর অন্তঃশুল্ক প্রতি হন্দরে ৩৸০ হইতে ৫৷৵০ করা হইয়াছে ; বেশী দামের সিগারেটের উপর শুল্ক বাড়ান হইয়াছে ; এবং বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি, পশমী কাপড় ও বৈদ্যুতিক 'শুষ্ক' ও 'সঞ্চায়ক বেটারির' (Electric dry and storage batteries) উপর বিশেষ অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের আয়-ব্যয়কে মোটা ধুতি ও শাড়ী ব্যতীত সকল প্রকার তূলাবস্ত্রের উপর প্রতি গজে ২ পয়সা করিয়া অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে—'মধ্যম শ্রেণীর, মিহি ও অতি-মিহি' (midium, fine and super-fine) কাপড়ের উপর শুল্ক যথাক্রমে ২ পয়সা হইতে ৪ পয়সা, ৫ পয়সা হইতে ৭ পয়সা ও ৮ পয়সা হইতে ১০ পয়সা বর্ধিত করা হইয়াছে। উক্ত হার পরে আরও বর্ধিত করা হয়, অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর কাপড়ের বেলায় ৮ পয়সা, মিহি কাপড়ের বেলায় ১২ পয়সা ও অতি-মিহি কাপড়ের বেলায় ১৬ পয়সা করা হইয়াছে ; উপরন্তু, ধুতি ও শাড়ী ছাড়া মোটা তূলাবস্ত্রের বেলায়ও দুই পয়সা করিয়া শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কর অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উপর নূতন অন্তঃশুল্ক আরোপণ করা হইয়াছে :—

(ক) অত্যাবশ্যক নয়, এরূপ জাতীয় উদ্ভিজ্জ তৈল—প্রতিটনে ৭০ টাকা ;

(খ) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'ডিজেল' তৈল (Diesel oil) ও 'বাষ্পীভবনযোগ্য' (vapourising) তৈল—প্রতি গ্যালনে ৪ আনা ;

(গ) অন্যশ্রেণীর 'ডিজেল' তৈল—প্রতি টনে ৩০ টাকা ;

(ঘ) চুল্লীর তৈল (furnance oil)—প্রতি টনে ১৫ টাকা।

রাজস্বের উৎস হিসাবে অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব কতখানি, তাহা নিম্নলিখিত তথ্য হইতে প্রতীয়মান হইবে :—

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Union excise duties) হইতে লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ ১৯৫০ সালে ৬৮ কোটি টাকা ছিল এবং উহা বর্ধিত হইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৮৮.৭৩ কোটি টাকা হইয়াছিল—১৯৫৭-৫৮ সালের অন্তর্বর্তীকালীন আয়-

ব্যয়কের হিসাবে এই রাজস্বের পরিমাণ ২০৯.৪৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে; এই টাকার সঙ্গে নূতন অন্তঃশুল্কারোপণের দরুন যে ৬০.৮০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে, উহা যোগ করিলে মোট অন্তঃশুল্ক-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ ২৭০.২৩ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু রাজ্যগুলির রাজস্বের উৎস হিসাবে অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, কারণ কতকগুলি রাজ্যে মাদকদ্রব্য-প্রতিষেধ নীতি (prohibition) অবলম্বিত হইয়াছে। দেশের শিল্পোন্নতির সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের উৎস হিসাবে অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৫৭-৫৮ সালের কর-নির্ধারণ প্রস্তাবে অন্তঃশুল্কের পরিবর্তন— (Changes in excise duties in the tax proposals for 57-58) :— ১৯৫৭-৫৮ সালের কর-নির্ধারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাতে বর্তমান অন্তঃশুল্কের প্রচুর পরিবর্তন করা হইয়াছে, এবং নূতন নূতন করও ধার্য করা হইয়াছে—ইহার উদ্দেশ্য হইল, ভোগ (ব্যবহার—consumption) সংযত (restrain) ও রপ্তানি উৎসাহিত করা। মোটর তৈল, পরিশোধিত 'ডিজেল' তৈল, অনির্দেশিত (not specified) 'ডিজেল, তৈল, সিমেণ্ট, চিনি, ইস্পাত পিণ্ড, উদ্ভিজ্জ, "অত্যাবশ্যক নয় এমন" তৈল, দিয়াশলাই এবং কাগজের উপর 'কম-বেশী' পরিমাণে অন্তঃশুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবে যে নূতন অন্তঃশুল্ক আরোপণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ৬০.৮০ কোটি টাকা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—বিশদ বিবরণ "১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়ক কর-নির্ধারণ প্রস্তাব", এই শিরোনামায় লেখা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় আবগারী (অন্তঃশুল্ক) ও লবণ (পরিশোধন) আইন (The Central Excise and Salt-Amendment —Act. 1956) :—অধুনা ভারতের কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ (Parliament) ১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় আবকারী ও লবণ (পরিশোধন) আইন অনুমোদন করিয়াছেন—এই আইন এক বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের বলে বর্তমান অন্তঃশুল্ক অতিরিক্ত কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা ভারত-সরকার ঠিক করিতে এবং আরোপ করিতে পারিবেন, অথবা যে সব দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক আরোপ করা হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া

দিতে পারিবেন। এই আইনের বলে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন :—

(১) প্রয়োজন মনে করিলে সরকার অন্তঃশুল্ক আরোপণোপযোগী দ্রব্য-গুলির মধ্যে যে কোন দ্রব্যের উপর ও যে কোন সময়ে বর্তমান অন্তঃশুল্কের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ;

(২) যে সব দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বর্ধিত করা হইবে, প্রয়োজন মনে করিলে সরকার উক্ত ধরনের বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্কও তদনুসারে বর্ধিত করিতে পারিবেন।

শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী (Sri T. T. Krsihnamachari), ভারতের অর্থ-মন্ত্রী, এই কারণ উত্থাপন করিয়া উক্ত ব্যবস্থা সমর্থন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, বর্তমান মূল্য-পরিস্থিতিতে রপ্তানি উৎসাহিত ও অত্যধিক 'মুনাফা' 'ঝাড়িয়া' ফেলিতে অন্তঃশুল্কের দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। অর্থ-মন্ত্রীর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করার প্রধান কারণ হইল, কতকগুলি অত্যাবশ্যক দেশী ও বিদেশী পণ্যের মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিরতা রক্ষার জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনও বোধ করিয়াছেন।

এই আইনটিকে 'অস্বাভাবিক, অসাধারণ ও নিয়মবহির্ভূত' বলিয়া উহার তীব্র বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে, কারণ এই আইনটিতে আইন-পরিষদের পূর্বানুমোদন না লইয়া সরকারকে শুল্ক বসাইবার সামগ্রিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থা দ্বারা আইন-পরিষদের অধিকার লোপ করা হইয়াছে। আইন-পরিষদের কয়েকজন সভ্য এই ব্যবস্থাকে বে-আইনী বলিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে এই আইনের প্রবর্তনে সংবিধানের ২৬৫ ধারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে—সংবিধানের উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে যে, আইন-পরিষদের পূর্বানুমোদন ও প্রাধিকার-প্রদান ব্যতীত কোন করই ধার্য করা যাইবে না। সরকারের পক্ষে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা গ্রহণ করা 'বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর' (dangerous and unhealthy)-নজির' (দৃষ্টান্ত) এবং ইহা আইন-পরিষদের ক্ষমতার অপমান-জনক ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অন্তঃশুল্কের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে।

সরকারকে এইরূপ 'জরুরী' ক্ষমতা দেওয়ার বিরুদ্ধে কয়েকজন সদস্য অতিশয় বিরূপ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ায় অর্থ-মন্ত্রী এই আশ্বাস দেন যে, যখন আইনপরিষদের অধিবেশন চলিতে থাকিবে, তখন সরকার ঘোষণা দ্বারা (by notification) অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না, এবং যখন ঘোষণা দ্বারা অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করা যাইবে, তখন প্রত্যেকটি ঘোষণা আইন-পরিষদের পুনঃ অধিবেশনের ৭ দিনের মধ্যে আইন-পরিষদের নিকট উপস্থিত করা হইবে। তিনি লোকসভার সদস্যবৃন্দকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, এই আইনটি মুখ্যতঃ একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং সরকার উঁহার ক্ষমতা অতি সমীচীনতার সহিত প্রয়োগ করিবেন।

Q. Give a brief account of the custom duties, levied in India. Discuss the incidence of such duties.

বহিঃশুল্ক (আমদানি-রপ্তানি শুল্ক—Custom duties) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বহিঃশুল্ক-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ নগণ্য ছিল ; কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবর্তীকালে বহিঃশুল্ক-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ এই শুল্কের হার বহুগুণ বর্ধিত করা হইয়াছিল। বহিঃশুল্ক ধার্য করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, কিন্তু ১৯২১-২৩ সালের ভারতীয় রাজস্ব-কমিশনের (Indian Fiscal Commission) সুপারিশ অনুযায়ী বহিঃশুল্ক 'সংরক্ষণ-মূলক' শুল্ক (Protection duty) হিসাবে আরোপিত হয়।

বহিঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত হইল, আমদানি-শুল্ক ও রপ্তানি-শুল্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমদানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বহিঃশুল্ক রাজস্বের উৎস হিসাবে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। দুইপ্রকার আমদানি শুল্ক ধার্য করা হইয়া থাকে—'**নির্দিষ্ট** (*Specific*)' শুল্ক ও 'মূল্যানুযায়ী (*Ad valorem*)' শুল্ক। যদি কোন পণ্যের ওজন **(weight)** অথবা অন্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উহার উপর বহিঃ-শুল্ক ধার্য করা হয়, তবে সে শুল্ককে **নির্দিষ্ট (Specific)** শুল্ক বলা হয় ; যদি পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে উহার উপর শুল্ক ধার্য করা হয়, তবে সে শুল্ককে

'মূল্যানুযায়ী (Ad valorem)' শুল্ক বলা হয়। আমদানি-শুল্ক (import) (duties) ধার্য করার নীতি হইল নিম্নরূপ :—

> খাদ্যশস্য, ডাল প্রভৃতির আমদানির জন্য কোন আমদানি-শুল্ক দিতে হইবে না, অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানির জন্য অত্যল্প হারে এই শুল্ক দিতে হইবে; বিলাস-দ্রব্যর (articles of luxury) উপর অত্যুচ্চ হারে আমদানি-শুল্ক ধার্য করা হইবে।

১৯৫৫-৫৬ সালে আমদানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১২৭·৫০ কোটি টাকা।

রাজস্বের উৎস হিসাবে রপ্তানি শুল্কের (export duty) স্থান অতি নীচেই ছিল—১৯১৯-২০ ও ১৯৪৫-৪৬ সালে রপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৪ ও ৬ কোটি টাকা হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৪৬ সাল হইতে রপ্তানি-শুল্ক লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে—ইহার কারণ হইল, বহু নূতন দ্রব্যের উপর নূতন শুল্ক ধার্য করা হয় এবং পুরানো শুল্কের হার বর্ধিত করা হয়; ১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানি-শুল্কের যে হার ছিল, ১৯৪৯ সাল হইতে উহা দ্বিগুণের উপর হয়। কোরিয়া যুদ্ধের (Korean war) দরুন দেশে যে 'ধুমের' (boom) উদ্ভব হইয়াছিল, উহার ফলে ১৯৫১-৫২ সালে রপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ 'সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল' —প্রায় ৯১ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে রপ্তানিশুল্ক-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকা হইয়াছিল।

১৯২১-২২ সালের রাজস্ব-কমিশনের (Fiscal Commission) মতে, যদি রপ্তানি-শুল্কের চাপ বিদেশীদের উপর পড়ে এবং যদি এই শুল্কারোপণের দরুন পণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হইবার কোন আশঙ্কা না থাকে, তবেই রাজস্বের উৎস হিসাবে রপ্তানি-শুল্কের আরোপণ সমর্থন করা যায়। সুতরাং, প্রধানতঃ এমন সব পণ্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করিতে হইবে, যে সব পণ্য উৎপাদনে ভারতের 'একচেটিয়া' (monopoly) অথবা 'প্রায়-একচেটিয়ার স্থান রহিয়াছে। যে সব স্থলে রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করিলে এই শুল্ক প্রদানের বোঝা ভারতীয় উৎপাদকগণের বহন করিতে হয়, সে সব স্থলে রপ্তানি শুল্কের আরোপণ এই 'কমিশন' পছন্দ করেন নাই; কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালের কর-তদন্ত কমিশন ১৯২১-২২ সালের রাজস্ব-কমিশনের সহিত একমত হইতে পারেন নাই—১৯৫৩-৫৪ সালের 'রাজস্ব-কমিশনের' অভিমত হইল, যদি ভারতীয়

উৎপাদকগণের অন্যান্য প্রকার করের চাপ কম থাকে, তবে উক্ত অবস্থায়ও রপ্তানি-শুল্কের আরোপণ সমর্থনযোগ্য ; রপ্তানি-শুল্ক এ অবস্থায় আরোপিত হইলে সামগ্রিক করের বোঝা সকলের উপর উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত-ভাবে বণ্টিত হইবে।

১৯৫৫ সালের অর্থ-সংক্রান্ত আইনে (Finance Act) যে সব বহিঃ-শুল্কের পরিবর্তন করা হইয়াছে, উহারা হইল, :—(১) তুলাবস্ত্রের উপর মূল্যানুযায়ী' (Ad valorem) রপ্তানি-শুল্ক শতকরা ১০ ভাগ হইতে ৬¼ ভাগে হ্রাস করা হইতেছে ; (২) চায়ের (Tea) রপ্তানি ব্যাপারে রপ্তানি-শুল্কের 'অপরিবর্তিত হার' (Flat rate) পরিবর্তন করিয়া মূল্যানু-পাতিক 'পর্বীয় হার' (Slab rate varying with value) প্রবর্তন করা হয় ; (৩) রং করার ও চামড়া নির্মাণের দ্রব্যগুলি, গঁদ, রজন (Resin) প্রভৃতি কাঁচামালের উপর আমদানি-শুল্ক প্রত্যাহার করা হইয়াছে ; (৪) কাগজ, বিজ্ঞাপনের পরিপত্র (advertising Circulars—সংক্ষেপে বিজ্ঞাপন) প্রভৃতির উপর শুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের আয়-ব্যয়কে মধ্যম শ্রেণীর চায়ের (medium tea) উপর রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করা হয়।

১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবে ৯০ প্রকার দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্কের হার অল্প পরিমাণে বর্ধিত করা হইয়াছে। আমদানির উপর সমধিক বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় আমদানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—উক্ত পরিবর্ধিত শুল্ক হারের দরুন প্রায় ৬ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে। ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানি-শুল্ক লব্ধ রাজস্ব ১৩৮·৫০ কোটি টাকা হইয়াছিল—১৯৫৭-৫৮ সালে পরিবর্ধিত শুল্ক-হারের দরুন যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়া আমদানি শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ১৩৪·১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা হয়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (necessaries) উপর বহিঃশুল্ক ধার্য করা হইলে শুল্কের 'পশ্চাদ্ ভার' (incidence—চাপ) ধনী অপেক্ষা গরীব লোকদের উপর বেশী পড়ে ; কিন্তু যদি বিলাস দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান হয়, তবে ধনীদের উহার বোঝা বহন করিতে হয়—সুতরাং এই প্রকার শুল্কারোপণ সমর্থনযোগ্য। আমদানি-শুল্কের চাপ ব্যবহারকগণের (ভোগকারীদের—

(Consumers) উপর পড়িলেও যদি দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে আমদানি-শুল্ক 'সংরক্ষণমূলক' ব্যবস্থা (Protective measure) হিসাবে আরোপিত হয়, তবে উহা সমর্থন করা যায়। মদ ও অন্যান্য মাদক-দ্রব্যের উপর শুল্কারোপণ খুবই যুক্তিযুক্ত। যদি দেশের বহিস্থ কোন স্ফীতি-কারক (inflationary) অবস্থা দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তবে উহা প্রতিরোধ করিতে রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করা উচিত।

Q. Do you think the fixation of a ceiling on *per capita* income essential ?

কর অনুসন্ধান কমিশন (Taxation Enquiry Commission) উহার সুপারিশে প্রস্তাব করিয়াছেন, কর প্রদান করিবার পর ব্যক্তিগত আয়ের এক উর্ধ্বতম পরিমাণ (মাত্রা) (ceiling) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত—সাধারণতঃ এই উর্ধ্বতম পরিমাণ দেশের প্রতি পরিবারের গড়পড়তা আয়ের ৩০ গুণের বেশী হওয়া উচিত নয়। কর-অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি ডাঃ. জন মাথাই (Dr. John Mathai) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভারতীয় পরিষদের (Indian Council of Economic Affairs) বার্ষিক সাধারণ সভায় অভিভাষণ দিবার সময় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট উক্ত প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত আয়ের এক উর্ধ্বতম মাত্রা থাকা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, "ভারতের ধন ও আয়ের নিকৃষ্টতম বৈষম্যর এবং সর্বত্র বিপ্লবাত্মক প্রভাবের পরিস্থিতিতে যদি আপনারা ভারতে সুস্থিত (stable) শাসন-ব্যবস্থা চান, তবে আপনাদিগকে আজ যে ব্যাপক অসাম্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা অপসারিত করিতেই হইবে এ কথা না ভাবিয়া আমি পারি না। গড়পড়তা 'মাথাপিছু' আয়ের পরিমাণের সহিত আপনাদের আয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেই হইবে।"

ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক-ভোটাধিকারের (adult franchise) ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ভারত বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াইয়াছে—ভোটাধিকাদের মধ্যে বহুসংখ্যক এখনও নিরক্ষর ও প্রবণতাপরায়ণ ; সুতরাং যদি শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুস্থিত (stable) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে এই ব্যাপক আয়-বৈষম্য দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ডাঃ. মাথাইয়ের অভিমত হইল যে, বর্তমান গড়পড়তা 'মাথাপিছু' আয়ের (average *per capita* income) পরিপ্রেক্ষিতে কর প্রদানের পর ব্যক্তিগত আয়ের উর্ধ্বতম মাত্রা মাসিক ৩৫০০ টাকা নির্ধারণ করিতে হইবে। ডাঃ মাথাই বলেন, বিরূপ সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও এই মত পোষণ করেন যে, ব্যক্তিগত 'নীট্' আয়ের উর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।

আয়ের উর্ধ্বতম মাত্রা নির্দেশের প্রশ্নটির উপর পুনরায় আলোকপাত করা হয়, যখন আইন পরিষদের বেসরকারী সভ্য শ্রী বি. কে. মুখার্জী (B. K. Mukherji) আয়ের উর্ধ্বতম মাত্রা নির্দিষ্ট করিবার একটি প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপন করেন। শ্রী মুখার্জী তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছে—(১) আয়ের উর্ধ্বতম মাত্রা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের' (Socialist pattern of Society) লক্ষ্যের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ; (২) ধন ও আয়-বৈষম্য দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সকল রূপায়ণে জনগণের সহযোগিতা লাভ করা যাইবে। শ্রী মুখার্জী বলেন যে, দেশের স্বল্প 'মাথাপিছু' আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোন লোকের আয় বার্ষিক ২৫, ০০০ টাকার বেশী হইতে দেওয়া উচিত নয়। কতক সভ্য উক্ত উর্ধ্বতম পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই বার্ষিক ২৫,০০০ টাকাও অত্যধিক এবং ইহার ফলে এক নূতন অভিজাত (aristocracy) ও স্বার্থোন্মত্ত 'শোষক' (exploiters) সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে।

গণতান্ত্রিক আদর্শে ধন ও আয়-বৈষম্যের কোন স্থান নাই। অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা বিরাজ না করিলে গণতন্ত্র বিদ্রূপে পরিণত হয়। উক্ত বৈষম্যের আধিক্য হইলে জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্যের ভাব উদিত হয় —ইহার দরুন সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার সকল রূপায়ণে তাহাদের সহযোগিতা লাভ করা যায় না। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন, "স্বল্পোন্নত দেশগুলির সম্মুখে সমস্যা হইল, উৎপাদকীয় উৎসগুলি ও বিভিন্ন সম্পদায়ের অন্তঃসম্পর্ককে এমনভাবে পরিচালিত করা, যাহাতে উন্নতি সাধনের সহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করা যায়—সংক্ষেপে বলিতে গেলে উন্নয়নের পদ্ধতি ও ধাঁচের 'সামাজিক-করণ' আবশ্যক। বর্তমানে যে ধন ও আয়-বৈষম্য রহিয়াছে, উহার দূরীকরণ আবশ্যক এবং উন্নয়নের দরুন যাহাতে

এই ধন ও আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি না পায়, উহার নিশ্চয়তার জন্য সতর্কতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-অবলম্বন করাও দরকার। এই বৈষম্য দূরীকরণের দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে—এই দুইটি পদ্ধতি হইল, 'স্বল্প-আয়ের' লোকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং 'অধিক-আয়ের' লোকদের সঙ্গে সঙ্গে আয় কমাইয়া দেওয়া। উক্ত দুইটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মূলগত ব্যবস্থা, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে দ্রুত ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে।"

আয়ের ঊর্ধ্বতম মাত্রা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার বিরুদ্ধে যে যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে উহা হইল, এরূপ ব্যবস্থায় উদ্যোগ ও প্রেরণার উপর প্রতিকূল প্রভাবের উদ্ভব হইবে। প্রশ্নটি হইতেছে, "যদি জনসাধারণ তাহাদের উদ্যমের উপযুক্ত পুরস্কার না পায়, তবে তাহাদের যোগ্যতা (worth) দেখাইবার কি প্রেরণা থাকিবে?" ইহা অনস্বীকার্য যে, কোন প্রকার প্রেরণা না থাকিলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে বে-সরকারী উদ্যমের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহা ব্যাহত হইবে। পরিকল্পনা কমিশন ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, বৈষম্য হ্রাস করিতে যাইয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার এরূপ ক্ষতি না হয়, যাহাতে উন্নয়ন-কার্যই বিপন্ন হইয়া পড়ে অথবা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পদ্ধতিই বিপদগ্রস্ত হয়—পরিকল্পনা-নীতির লক্ষ্যই হইল, উন্নয়ন-মূলক কার্য ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা দ্বারা ধন ও আয়-বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত করা সম্ভবপর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই বৈষম্য দূর করিতে সক্ষম, এমন কতকগুলি অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা (fiscal measures) আছে, যাহা উদ্দীপনার উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। পরিকল্পনা কমিশন আরও বলিয়াছেন, "আয়ের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব অনেকে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে প্রস্তাবের **বহিরঙ্গের** প্রাধান্য না দিয়া উহার **সারাংশের** প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক ; ইহা স্পষ্ট যে কেবল আইন প্রণয়ন দ্বারা আয়ের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দেশের ব্যবস্থা করা যায় না, কারণ মজুরি ও মাহিনার আয় ছাড়াও সম্পত্তি ও উদ্যোক্তার আয় রহিয়াছে, যাহার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জটিল। যদি সম্পত্তির ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে আয়ের ঊর্ধ্বতম সীমা (ceiling) নির্দেশের কোন

মূল্যই নাই। সম্পত্তি বা ব্যবসা হইতে যে আয় হয়, তাহা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই শক্ত—যে সব আয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে সাধারণ আয়-কর ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত, কেবল সে সব আয়ই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আয়ের উধ্ব´তম সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার অর্থ হইল, একটি নির্দিষ্ট স্তরের উধ্বে´র সকল প্রকার আয় কর-স্বরূপ আদায় করিয়া লওয়া; কোন এক নির্দিষ্ট তারিখ হইতে উক্ত সীমা-নির্দেশ ব্যবস্থার প্রয়োগ করার যে কোন প্রচেষ্টা অথবা উক্ত ব্যবস্থার কঠোর ও আনুষ্ঠানিক (mechanical) প্রয়োগ কষ্টসাধ্য হইবে।" আয়-বৈষম্যের ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে অর্থ-সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রকার ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন, 'যে সব সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আয়ের অধিকতর সমবণ্টন বৃদ্ধি পায়, সে সব ব্যবস্থার কম গুরুত্ব প্রদান করা উচিত হইবে না।' কমিশনের মতে আয়-বৈষম্য হ্রাস করার প্রকৃষ্ট উপায় হইল ;—

(১) অধিকতর আয়-বিশিষ্ট লোকদের (ধনীদের) উপর বেশী পরিমাণে কর ধার্য করিয়া ক্রমবর্ধমান (progressive) কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা; (২) প্রদেয় করের ফাঁকি (evasion of taxes) নিরোধ করা; এবং (৩) নিয়মাবলীর এমন পরিবর্তন করা, যাহার ফলে সমাজের উদ্বৃত্ত আয়ের অধিকাংশ সরকারের আয়ত্তে চলিয়া আসে এবং তদ্দরুন মুষ্টিমেয় লোকের যে অধিক আয় ও ব্যয়-ক্ষমতা (spending power) রহিয়াছে, তাহা হ্রাস হয়। "উৎপাদন ব্যাপারে সমবায় পদ্ধতির প্রসারণ, নিষ্কর্মা খাজনা-গ্রাহকের (rent-receivers) অপসারণ, ব্যক্তিগত সুদখোরদের ঋণ-দানের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ-দান ব্যবস্থার প্রবর্তন, বেসরকারী একাধিকারের (monopoly—'একচেটিয়া') নিয়ন্ত্রণ, এবং দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির (যুদ্ধোপকরণগুলির) উৎপাদন ও ব্যবসায়ে সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ—উক্ত প্রসঙ্গে এই ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা অধিকতর ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী। পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত, আয়ের উধ্ব´তম সীমা হইল, কোন এক ব্যবস্থার সর্বশেষ উপায় (end)—ইহা ব্যবহার প্রারম্ভিক উপায় (beginning) হইতে পারে না। কমিশনের মতে, আয়ের নিম্নতম সীমা (a floor to incomes) আয়ের উধ্ব´তম সীমা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—আয়ের নিম্নতম সীমা বলিতে আয়ের এমন পরিমাণ বুঝায়, যাহা সভ্য জীবন-যাপনের একটি অত্যাবশ্যক জাতীয় নিম্নতম মান (a mnimum national standard of

the essentials of civilised life) রক্ষা করিবার নিশ্চিত ব্যবস্থা (guarantee) বলিয়া বিবেচিত হয়।

বৃটেনের কর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্যালডর (Prof. Kaldor) মনে করেন যে, আয়ের উর্ধ্বতম সীমা নির্দেশ মনোজ্ঞ সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অর্থহীন। তাঁহার মতে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন' (socialistic pattern of society) করিতে হইলে সরকারী ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্যোগে উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাধিক ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে (talented persons) 'আকর্ষণ' করিবার (attract) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—ইহার অর্থ হইল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে হারে উহাদের বেতন বা পারিতোষিক দিয়া থাকে, সেই হারের সহিত সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পারিতোষিক প্রদান করিবার ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে। অধ্যাপক ক্যালডারের মতে, ভারতের প্রগতি ও উন্নতির ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমান উন্নতির 'মান' ব্যাহত না করিয়া ভারতের মত দেশের পক্ষে আয়ের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। অধ্যাপক ক্যালডর বলিয়াছেন, দেশ অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 'সোভিয়েট্ রুশিয়া' দেশকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্র সুসমৃদ্ধ না হইলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি না করিয়া জনগণের সমৃদ্ধিশালী হইবার প্রেরণা প্রতিহত করা যায় না—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সর্বাপেক্ষা ধনশালী দেশের পক্ষেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুসমৃদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই, ভারতবর্ষের কথা ত ছাড়িয়াই দিতে হয়। আয়ের উর্ধ্বতম সীমা নির্দেশ করার প্রস্তাবের কিছুটা মূল্য থাকিতে পারে, যদি এই সীমা-নির্দেশ শুধু বার্ষিক আর্থিক আয়ের উপর না হইয়া অধিকৃত সম্পদের উপরও জারি করা হয়। অধ্যাপক ক্যালডার স্বীকার করিয়াছেন, ধন-বৈষম্য হ্রাস করার খুবই প্রয়োজন রহিয়াছে, তবে ইহার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল, কর-পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা এবং উহার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফলোপধায়ী করা।

আইন-পরিষদে আয়ের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের সময় শ্রীনেহেরু অগ্রবর্তী হইয়া বলেন, সমাজতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত লম্বা প্রত্যেক লোকের মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আয়-বৈষম্য হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন, "সমাজতন্ত্র (Socialism) এমন একটি ব্যবস্থা নয়, যাহাকে দারিদ্র্যের

'নিশ্চল' স্তর বলা যায়—আপনারা ইহাকে দেশের দরিদ্র লোকদের 'নিশ্চল' স্তর বলিয়া আখ্যা দিতে পারেন ; কিন্তু ইহা এমন একটি আদর্শ নয়, যাহা অভিপ্রেত। সমাজতন্ত্র তখনই সঠিক সমাজতন্ত্র হয়, যখন দেশে এমন কিছু থাকে, যাহার 'সামাজিক-করণ' সম্ভবপর হয়, যখন উৎপাদনের উপকরণগুলি কার্যক্ষম হইয়া দেশের সম্পদ সৃষ্টি করে, যে সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয় না। সুতরাং আমাদের দেশে যেখানে জীবন-ধারণের মান অত্যন্ত নীচ, সেখানে দেশের অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করা এবং যাহাতে সে সম্পদের উপযুক্ত বণ্টন হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক ; অন্যান্য সকল অবস্থাই হইল দ্বিতীয় বা তৃতীয় (tertiary) পর্যায়ভুক্ত।" শ্রীনেহেরুর অভিমত হইল যে, আয়-বৈষম্য দূরীভূত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও তদ্দরুন দরিদ্রদের 'মাথাপিছু' আয় বর্ধিত করা।

Q. Give a brief outline of the main recommendations of the Indian Taxation Enquiry Commission.

(C. U. B. Com. 1956)

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে ডাঃ জন মাথাইয়ের (Dr. John Mathai সভাপতিত্বে ভারত সরকার কর্তৃক কর-অনুসন্ধান 'কমিশন' (Taxation Enquiry Commission) নিয়োজিত হয় -এই কমিশনের তদন্তের বিষয়গুলি হইল ঃ—

(ক) ভারতের কর-ব্যবস্থার 'পশ্চাদ্-ভার' (চাপ—incidence) সম্বন্ধে তদন্ত করা ; (খ) দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, পরিকল্পনার প্রয়োজনে অর্থ-ব্যবস্থা, এবং আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস করিবার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিত কর ব্যবস্থার উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিবেচনা করা ; (গ) দেশের মূলধন-সংগঠন (capital formation) এবং উৎপাদন-ক্ষম উদ্যোগের উন্নতি-সাধনের উপর আয়করের ফলাফল পরীক্ষা করা ; এবং (ঘ) স্ফীতাবস্থার এবং মন্দাবস্থার (inflationary and deflationary situations) প্রতিকার-কল্পে "অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা" হিসাবে করারোপণ (taxation) পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে তদন্ত করা।

১৯৫৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হয়। এই কমিশনের প্রধান প্রধান তদন্তের ফলাফল ও সুপারিশ নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

(ক) সরকারী রাজস্বের গতি-প্রকৃতি (Trends in Public reve-

nues) :—এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া 'কমিশন' বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব হইতে রাজস্বের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইতেছিল, উহার প্রধান কারণ হইল সকল দিকে আর্থিক আয়ের (money incomes) স্ফীতিজনক বৃদ্ধি। জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্বের মোট পরিমাণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, গত ২০।৩০ বৎসরে জাতীয় কর-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনে বিশেষ কিছু প্রচেষ্টা হয় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের করলব্ধ রাজস্বের অংশ রাজ্যসরকারকে দেওয়ার ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারকে যথেষ্ট পরিমাণে 'অনুদান' (grants) প্রদত্ত হওয়ার দরুন রাজ্যসরকারের রাজস্বে কতক পরিমাণে 'স্থিতি-স্থাপকতার' (elasticity) সৃষ্টি হইয়াছে—যুদ্ধের পূর্বে ইহা দেখা যায় নাই।

রাজস্ব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে যে পুরাতন বিরোধিতা ছিল, উহা দূরীভূত হইয়াছে—সুতরাং, ভারতের রাজস্বের সম্পূরিত (integrated) ব্যবস্থা অবলম্বন খুব ঠিকই হইয়াছে।

(খ) সরকারী ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি (Trends in Public exependiture) :— জনসাধারণের উপর নূতন ও অধিকতর হারে কর ধার্য করিবার পূর্বে বর্তমান কর-লব্ধ রাজস্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর 'কমিশন' জোর দিয়াছেন। কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে উন্নয়নেতর (non-development) ব্যয়গুলি দৃঢ়তার সহিত সংক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া 'কমিশন' মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'কমিশন' প্রস্তাব করিয়াছেন, যত শীঘ্র সম্ভব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'কমিটি' কর্তৃক কেন্দ্রের ও রাজ্যসরকারের সমগ্র সরকারী ব্যয়-ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং অতি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সমাজ-কল্যাণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া কর-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের বিদ্বেষপূর্ণ ভাব হ্রাস পাইয়াছে। সরকারী ব্যয়ের দরুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা বেশী নয় (moderate)।

(গ) করের 'পশ্চাদ্‌ভার' বা আর্থিক বোঝা (Incidence of taxation) :—এ সম্বন্ধে 'কমিশন' যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইল—পল্লীঅঞ্চলের লোকদের অপেক্ষা শহরাঞ্চলের লোকদের উপর করের বোঝা বেশী, কিন্তু পল্লীবাসীরা শহরবাসীদের অপেক্ষা বেশী অপ্রত্যক্ষ কর (indirect taxes) প্রদান করিয়া থাকে।

শহরবাসীদের উপর অধিক কর-ভার অর্পণ করার অবকাশ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু 'উচ্চতর আয়-বিশিষ্ট' (অর্থাৎ ধনী) পল্লীবাসীদের উপর অধিকতর কর ধার্য করিবারও অবকাশ রহিয়াছে।

'কমিশনের' মতে অপ্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে ক্রম-বর্ধমান কর-ব্যবস্থারূপে (progressive taxation) পরিণত করা যাইতে পারে ; কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিবার অবকাশও রহিয়াছে।

'কমিশনের' অভিমত হইল, সাধারণতঃ জনসাধারণের যে অংশ কর-যোগ্য আর্থিক আয়ের সীমান্তের মধ্যে (within the frontiers of money economy) রহিয়াছে, সে অংশ উক্ত সীমান্তের বহির্ভূত অংশ অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী।

(ঘ) **উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের গতি-প্রকৃতি (Development Programme and Trends in Industries)** :—উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে 'কমিশন' নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সর্বাধিক প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়াছেন :—

সরকারী ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অর্থ-সংস্থানের প্রয়োজনে করারোপণ ও ঋণগ্রহণের ভূমিকা সম্প্রসারিত করিতে হইবে ; 'ঘাট্‌তি'-ব্যয়ের (deficit financing) ভূমিকা যতদূর সম্ভব সংকুচিত করিতে হইবে— বিশেষতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরবর্তী দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, যদিও স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কতক পরিমাণে 'ঘাট্‌তি' ব্যয়ের ভূমিকার প্রয়োজন হইতে পারে।

(ঙ) **করনীতির পরিলেখ অর্থাৎ মোটামুটি বিবরণ (Outlines of Tax Policy)** :—'কমিশন' মনে করেন, বর্তমানে যে বর্জনীয় (avoidable) ধন ও আয়-বৈষম্য রহিয়াছে, তাহার অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে হইলে ক্রমবর্ধমান কর-হার বর্ধিত করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে করারোপণ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী করিতে হইবে। 'কমিশনের' অভিমত হইল, উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও উহার রূপায়নে যে সম্পদ-উৎসের প্রয়োজন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের আর্থ-ব্যবস্থার সর্ব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সেই প্রকার কর-ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যে প্রকার ব্যবস্থায়,—(ক) সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ-সম্পদ (resources for investment) বর্ধিত হয়, অথচ তদ্দরুন

বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ খুব কমই কমিয়া যায়; এবং (খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের ভোগ-পরিমাণ (consumption) যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ হয়। 'বেশী আয়ের' লোকদের ভোগ-পরিমাণ 'কম আয়ের' লোকদের ভোগ-পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর সীমাবদ্ধ হইতে হইবে।

'কমিশন' মনে করেন, ভারতের কর-ব্যবস্থা যে কাঠামো ও কর-হারের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদনুযায়ী উহা দেশের করযোগ্য (taxable) সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ রহিয়াছে।

'কমিশন' মন্তব্য করিয়াছেন, উচ্চতর হারে করারোপণ করা হইলে উচ্চতর আয়-স্তরের লোকদের কাজ করিবার প্রবৃত্তি (will to work) অনুৎসাহিত হইবে বলিয়া যে বলা হয়, উহা অতিরঞ্জিত। 'কমিশন' মনে করেন, বর্তমান ভোগ-স্তরে (consumption levels) যে বৈষম্য রহিয়াছে, উহাই শ্রমিক-গোষ্ঠীর নৈতিক চরিত্রের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—সুতরাং, কর প্রদানের পর আয়ের এক ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে এই আয় দেশের প্রতি পরিবারের গড়পড়তা আয়ের প্রায় ৩০ গুণের বেশী না হইতে পারে; উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আয়-কর ব্যবস্থায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে প্রধানতঃ শিল্পের প্রসারণের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বর্ধিত হয়।

'কমিশন' বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত অবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রের উন্নতি-সাধনের প্রয়োজনে অধিকতর অর্থ-সংস্থান হইতে পারে:—বর্ধিত আয়-কর হারের মাধ্যমে; আবকারী শুল্ক-হার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া; যথাযোগ্য মূল্য-নির্ধারণ নীতি-গ্রহণের মাধ্যমে কর-লব্ধ রাজস্ব ব্যতীত অন্য প্রকার রাজস্ব বর্ধিত করিয়া; ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া; কৃষি-আয়ের (agricultural income) উপর আয়-করের হার বর্ধিত করিয়া এবং এই প্রকার আয়-করের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিয়া; সম্পত্তি-করের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক করিয়া; স্থানীয় পর্ষদগুলির সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর উচ্চতর হারে কর ধার্য করিয়া; এবং বিক্রয়-করের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিয়া ও সময়মত উহার হার বর্ধিত করিয়া।

'কমিশন' মন্তব্য করিয়াছেন, অতিরিক্ত 'মুনাফা-কর' (excess profits

tax) হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব কর-ব্যবস্থার স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত নয়—অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির সময় উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

'কমিশন' একটি সর্বভারতীয় কর-পরিষদ (All India Tax Council) স্থাপনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন—এই পরিষদের কার্য হইবে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কর-নীতি ও কর-সম্পর্কীয় পরিচালন-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করা।

(চ) কর ব্যতীত অন্যান্য প্রকার রাজস্ব (Non-Tax Revenues) :— শিল্পীয় ও অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের এবং তৎসঙ্গে রেলপথ সংক্রান্ত উন্নতি-বিধানের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাযোগ্য রেলের মাশুল ধার্য করার জন্য একটি 'কমিটি' নিয়োগ করার জন্য 'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন।

ভ্রমণের উপর কর ধার্য করার ব্যাপারে 'কমিশনের' কোন নীতিগত আপত্তি নাই।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘকাল পরে উদ্বৃত্তের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ নীতি অবলম্বিত করা হয়, তবে সে নীতির বিরুদ্ধে 'কমিশনের' কোন আপত্তি নাই।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে নিম্নতম পরিমাণ আয় আয়-করের আরোপণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে, উহার কোন পরিবর্তনের জন্য 'কমিশন' সুপারিশ করেন নাই।

(ছ) কর-যোগ্য আয় (Taxable income) :—'ইজারা'-সংক্রান্ত 'কিস্তির' টাকা (premium on leases), 'পেটেণ্ট'-স্বত্বের (Patent rights—সরকারী প্রদত্ত সনন্দের বলে পণ্য প্রস্তুতের বা বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার) বিক্রয়-লব্ধ অর্থ, 'ম্যানেজিং এজেন্সি' চলিয়া যাওয়ার দরুন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ, চাকুরি যাওয়ার জন্য চুক্তি-অনুযায়ী-ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ প্রভৃতি ধরনের আয় করযোগ্য করার জন্য 'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন।

'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, কয়েক শ্রেণীর লোকের আকস্মিক ভাবে অর্জিত আয়ের,—যেমন 'ক্রশ-ওয়ার্ড' ধাঁধার (cross-word puzzle—শব্দ-বিন্যাসের ধাঁধা) উত্তর প্রদান, 'লটারি' (lottery—ভাগ্য পরীক্ষার খেলা) প্রভৃতির জন্য লব্ধ অর্থ,—উপর একটি ভিন্ন কর 'অপরিবর্তিত হারে' (flat rate)

ধার্য করা উচিত, কারণ এই প্রকার আয় স্পষ্টতঃ মানুষের অর্থ-প্রদানের ক্ষমতা (**ability to pay**) বাড়াইয়া দেয়।

'কমিশন' আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, কৃষি-আয় ও অকৃষি-আয়ের (agricultural and non-agricultural) মধ্যে কর-ব্যবস্থায় যে তারতম্য করা হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া উহাদিগকে করযোগ্য আয়ের একই পর্যায়ে ফেলা উচিত।

'কমিশন' অভিমত দিয়াছেন, কর-ব্যবস্থায় বর্তমানে ক্ষতির 'জের-টানার' (carrying forward) সময় যে ৬ বৎসরের জন্য সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, উহা অনির্দিষ্ট কালের জন্য (indefinitely) করা উচিত।

'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আদি ব্যয়ের (original cost) উপর যে শতকরা ২০ ভাগ প্রাথমিক গুণক্ষয়-জনিত 'রেয়াত' (initial depreciation allowance) দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা শতকরা ২৫ ভাগ করা উচিত এবং উক্ত শতকরা ২৫ ভাগ গুণক্ষয়-জনিত 'রেয়াতের' ভিত্তিতে যন্ত্রপাতির 'লোপ-প্রাপ্ত মূল্য' (written down value) নির্ধারণ করিতে হইবে।

'কমিশন' ব্যক্তিগত আয়-করের হার বর্ধিত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়া উন্নয়নমূলক ও উৎপাদকীয় উদ্যোগে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

(ক) বর্তমানে কম্পানিগুলিকে উহাদের 'অ-বিলিকৃত' (undistributed) 'মুনাফার' উপর যে টাকা প্রতি ১ আনা 'ছাড়' (Rebate—'রিবেট্') দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা 'বহাল' থাকিবে ; (খ) উপরোক্ত 'ছাড়' ব্যতীতও কতকগুলি মনোনীত শিল্পের জন্য 'উন্নয়ন-ছাড়ের' (development rebate) ব্যবস্থা করিতে হইবে—এই 'ছাড়' বর্তমান ও নূতন, উভয় শিল্পের প্রতিস্থাপন (replacement) বা প্রসারণের (expansion) প্রয়োজনে নূতন স্থায়ী সম্পদ (fixed assets) স্থাপনের দরুন প্রতিষ্ঠাপন বৎসরে (in the year of installation) যে ব্যয় হইবে, উহার শতকরা ২৫ ভাগ হইবে। (গ) উক্ত 'উন্নয়ন-ছাড়' প্রাথমিক গুণক্ষয়-জনিত বর্তমান 'রেয়াতের' পরিবর্তে দেওয়া হইবে এবং অতিরিক্ত গুণক্ষয়-জনিত 'রেয়াত' (additional depreciation allowance) দেওয়ার যে ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে, উহা 'বহাল' থাকিবে। (ঘ) জাতীয় গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে

শিল্পগুলির গুরুত্ব-অনুসারে উক্ত 'উন্নয়ন-ছাড়' দেওয়া হইবে। এবং (ঙ) মনোনীত শিল্পগুলির মধ্যে যে সব নূতন শিল্প (new concerns) জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 'কর-মুক্ত' (tax-free) করিতে হইবে।

'কমিশন' মনে করেন, প্রভেদাত্মক কর-হারের অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আয়-কর ও অধিকর (super-tax—উপরি-কর) কাঠামোতে অধিকতর সংখ্যক স্তরের (slabs) সৃষ্টি করিতে হইবে। 'কমিশন' মনে করেন, যখন 'কমিশন' অপ্রত্যক্ষ কর (indirect tax) বৃদ্ধি করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, তখন 'নিম্নতম আয়স্তরের' লোকদের উপর প্রত্যক্ষ করের বোঝা বাড়ান অসঙ্গত হইবে, কিন্তু দেশের 'মাথা-পিছু' আয়ের (*per capita* income) পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিমাণ আয় করমুক্ত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট করা রহিয়াছে, উহা ৩০০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস করা যাইতে পারে। 'পর্বীয়-রীতির' কর-ব্যবস্থায় (slab system) উচ্চস্তরের আয়ের উপর কর বৃদ্ধি করিবার ততটা অবকাশ নাই, যতটা মধ্যস্তরের উপরিভাগের (upper-middle) স্তরে অবস্থিত আয়ের কর বৃদ্ধি করিবার অবকাশ রহিয়াছে—এজন্য 'কমিশনের' অভিমত হইল যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে **সর্বাধিক** টাকা প্রতি ১৩½ আনা, অথবা ১½ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত হারে আয়-কর ধার্য করা যাইতে পারে।

'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, পারিবারিক আয়ের 'ছাড়' দিবার নিয়মিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে—বিবাহিত লোকদের ক্ষেত্রে ১৫০০ টাকা পরিমাণ আয়ের করমুক্তির যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা ২০০০ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করিতে হইবে এবং অবিবাহিত লোকদের বেলায় উক্ত 'কর-মুক্ত' আয়ের পরিমাণ ১০০০ টাকায় হ্রাস করিতে হইবে। কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের—ধরা যাউক ২৪০০০ টাকা—কমের ক্ষেত্রেই কেবল অর্জিত আয়ের 'রেয়াত' (allowance) দেওয়া হইবে এবং যাহাতে কোন প্রকার অন্যায় না হয়, সেজন্য 'প্রান্তিক সমন্বয়নের' (marginal adjustment) ব্যবস্থা থাকিবে। পারিবারিক আয়ের 'ছাড়' দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ও স্ত্রীর, এমন কি প্রতি পরিবারের সমস্ত লোকদের আয়ের সমষ্টি করা প্রয়োজন ও ন্যায়সঙ্গত।

'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, বীমার কিস্তির টাকার এবং 'ভবিষ্য-

নিধিতে (Providend fund) যে টাকা প্রদান করা হইবে, উহার সম্পর্কে যে করযোগ্য আয়ের পরিমাণের 'ছাড়' (abatement) দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা মোট আয়ের ⅙ অংশ পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত 'ছাড়ের' পরিমাণ হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে ১৬০০০ টাকার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৮০০০ টাকার বেশী হইতে পারিবে না।

'উচ্চতর আয় স্তরের' লোকদের ব্যয়-যোগ্য আয়ের (disposal income) পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে 'কমিশন' বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ কর বর্ধিত করা ছাড়াও যাহাদের আয় ২৫০০০ টাকার ঊর্ধ্বে, তাহাদের আয়ের উপর একটি 'অধিভার' আরোপণ সহ তাহাদের বাধ্যতামূলক আমানত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

'কমিশনের' মতে, 'শেয়ার' বাবদ যে 'অধিবৃত্তি', অর্থাৎ 'বোনাস্' (bonus) দেওয়া হয়, উহা আয়-কর ব্যবস্থায় আয় হিসাবে কোন প্রকারেই ধরা চলে না। 'ডিভিডেণ্ডের' (Dividend—লভ্যাংশ) আয় হইতে 'বোনাস্'-ঋণপত্রগুলির (bonus debentures—অধিবৃত্তি প্রদানের রীতিতে ঋণপত্র) আয় বাদ দেওয়ার কোন সমর্থনযোগ্য কারণ নাই বলিয়া 'কমিশন' মন্তব্য করিয়াছেন। 'কমিশনের' মতে বর্তমান কর-ব্যবস্থায় ছোট নূতন ভারতীয় কম্পানিগুলিকে যে 'রেয়াত' দিবার রীতি রহিয়াছে, উহা 'পর্বীয় ভিত্তিতে' (slab basis) সকল কম্পানির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

কর-ফাঁকি দেওয়ার (tax-evasion) সমস্যার প্রতিকারকল্পে কর-নির্বহণের (enforcement of taxes) যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহার উন্নতি-সাধনের এবং উহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য 'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, কারণ 'কমিশনের' মতে কর-ফাঁকি দেওয়া বন্ধ না হইলে রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং সৎ কর-প্রদানকারীদের (tax-payers) উপর অসঙ্গত বোঝা পড়িবে। মহাধর্মাধিকরণের একজন বিচারকের (High Court Judge) সভাপতিত্বে আয়-কর অনুসন্ধান 'কমিশনের' (Income-tax Investigation Commission) ন্যায় এক 'অতি-বিভাগীয়' (extra-departmental) পরিষদ স্থাপন করার জন্য 'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন—এই 'কমিশনের' কার্য হইবে কর-ফাঁকি দেওয়ার বৃহৎ ঘটনাবলীর অনুসন্ধান ও মীমাংসা করা।

(জ) সম্পত্তি কর (Estate Duty) :— সম্পত্তি-কর সম্বন্ধে বর্তমান

ব্যবস্থায় যে পরিমাণ আয়ের 'ছাড়' দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, করারোপণের প্রয়োজনে উহার আয়তন কমাইয়া দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকারকে বিবেচনা করিতে কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ—বিক্রয়-কর ও আবগারী শুল্ক সম্বন্ধে এই কমিশনের সুপারিশগুলির কথা উক্ত বিষয়গুলির প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে)।

Q. Discuss the merits of Sales Taxes. Examine the justification of levying such taxes in India.

(C. U. B. Com 1950.)

বিক্রয়-কর হইল একপ্রকার অপ্রত্যক্ষ কর (indirect tax)। ১৯৩৮ সালে মধ্যপ্রদেশে সর্বপ্রথম মোটর তৈল ও পিচ্ছিলকারক দ্রব্যাদির (motor spirit and lubricants) খুচরা বিক্রয়ের উপর বিক্রয়-কর ধার্য করা হয়—উহার পর মাদ্রাজ, বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার ও বোম্বাইতে বিক্রয়-কর ধার্য করা হয়। বর্তমানে সকল রাজ্যেই বিক্রয়-কর ধার্য হইয়াছে।

উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের জন্য সকল রাজ্য-সরকারই এখন বিক্রয়-করের উপর নির্ভর করিতেছেন—বিক্রয়-কর বর্তমানে রাজস্বের একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ স্থিতিস্থাপক (elastic) উৎসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বিক্রয়-কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব আয়-কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিশীল। যথাযোগ্যভাবে বিক্রয়-করের হার বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন সীমাবদ্ধ হয় এবং তদ্দরুন মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা নিরোধিত হয়। আয়-করের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর লোকদের হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না, কিন্তু বিক্রয়-কর ধার্য হইলে সকল শ্রেণীর লোককেই সরকারের রাজস্ব-ভাণ্ডারে কিছু না কিছু প্রদান করিতে হয়—ইহাতে জনসাধারণের পৌর-চেতনা (civic conscionsness) বৃদ্ধি পায়।

বিক্রয়-করের প্রধান ত্রুটিগুলি হইল যে, ইহার 'পশ্চাদ-ভার' (incidence-চাপ) ব্যবহারকদের উপর পড়ে। ভারতে অধিকাংশ লোকই হইল দরিদ্র—তাহারা স্ফীতাবস্থার (inflation) দরুন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে; বিক্রয়-কর দ্রব্যমূল্য বর্ধিত করিয়া তাহাদের দুর্দশা বাড়াইয়া দিবে। বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়-কর বিভিন্ন প্রকার। বিক্রয়-কর অতিশয় 'অধোগতিমূলক' (regressive-ক্রমহ্রাসমান) এবং ন্যায় ও সুবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রয়-

করকে সমর্থন করা যায় না ; সুতরাং বিক্রয়-করের প্রতি জনসাধারণ অতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন।

ভারতে যে বিক্রয়-কর আরোপিত হয়, উহা দুই প্রকারের—(১) নানা-'ক্ষেপের' বিক্রয়-কর (multipoint sales tax) ও (২) এক-ক্ষেপের বিক্রয় কর (single-point sales tax)। মাদ্রাজে নানা-ক্ষেপের বিক্রয়-কর ধার্য করা হয়, অর্থাৎ একটি দ্রব্য যতবার বিক্রয় করা হইবে, ততবারই উহার উপর বিক্রয়-কর আদায় করা হয়। পশ্চিম বাংলায় এক-ক্ষেপের বিক্রয়-কর আরোপিত হয়, অর্থাৎ শেষ ব্যবহারকের নিকট খুচরা বিক্রয়ের সময় একবার মাত্র বিক্রয়-কর আদায় করা হয়। সকল রাজ্যগুলি, হয় মাদ্রাজের করা-রোপণ পদ্ধতি অথবা পশ্চিম বাংলার করারোপণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। মধ্যভারতে খুচরা-বিক্রেতার নিকট হইতে বিক্রয়-কর আদায় করা যায় না—উৎপাদক বা আমদানিকারক হইতে এই বিক্রয়-কর আদায় করা হয়। বোম্বাই রাজ্যে দুই-ক্ষেপের বিক্রয়-কর (two-point sales tax) ধার্য করা হয়—অর্থাৎ প্রথম ও শেষ বিক্রয়ের সময়, উহাদের মধ্যবর্তী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন বিক্রয়-কর আদায় করা হয় না। পশ্চিম বাংলায় প্রতি টাকায় ৩ পয়সা হারে বিক্রয়-কর আদায় করা হইয়া থাকে। ভারতের বিক্রয়-করের একটি বৈশিষ্ট্য হইল, বিক্রয়-কর সকল রাজ্যে একরূপ নয় এবং বিক্রয়-কর ব্যবস্থায় কর-মুক্তি (exemptions) দিবার নীতিও একরূপ নয়—মাদ্রাজ রাজ্যে কর-মুক্ত দ্রব্যগুলির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম, আর পশ্চিম বাংলায় উহাদের সংখ্যা সর্বাধিক। যে সব দ্রব্য কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ (Parliament) কর্তৃক 'জীবনীয়' (necessaries) বলিয়া ঘোষিত হয়, সেই সব দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর ধার্য করা যায় না।

বিক্রয়-কর সম্বন্ধে কর-তদন্ত 'কমিশন' (Taxation Enquiry Commission) বহু প্রকার সুপারিশ দাখিল করিয়াছেন। 'কমিশন' মনে করেন, উপযুক্ত অথচ অযথা পীড়াদায়ক নয়, এরূপ বিক্রয়-করের বোঝা স্বল্প আয়-স্তরের' লোকদের উপর পড়া অতি বাঞ্ছনীয়—সুতরাং বিক্রয়-করের হার খুব কম হওয়া উচিত এবং বিক্রয়-কর নানা-ক্ষেপের বিক্রয়-কর (multipoint tax) হওয়া উচিত। 'মধ্যম ও উচ্চতর আয়-স্তরের' লোকদের জন্য এবং যে সব ব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের পরিমাণ 'উচ্চস্তরে' থাকে, সে সব ব্যবসায়ীদের জন্য নানা-ক্ষেপের বিক্রয়-করের আরোপণ ব্যবস্থা ও

এক-ক্ষেপের বিক্রয়-কর ধার্যের ব্যবস্থা, দুই ব্যবস্থাই এক সঙ্গে থাকিবে যে সব ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়-মূল্যের পরিমাণ ৫০০০ টাকার অধিক, তাহাদিগকে উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী দুই প্রকার কর ব্যবস্থার মধ্যে নানা-ক্ষেপের বিক্রয়-কর প্রদান করিতে হইবে— এই করের হার শতকরা ২ টাকার অধিক হওয়া উচিত নয়। এক-ক্ষেপের বিক্রয়-কর আরোপণের ক্ষেত্রে বিক্রয়-মূল্য বার্ষিক অন্ততঃ ৩০,০০০ টাকা হইতে হইবে।

'কমিশনের' অভিমত হইল, আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়-ভুক্ত হওয়া উচিত এবং আন্তঃ-রাজ্য ব্যবসা ও বিক্রয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার করারোপণ ও নিয়ন্ত্রণের এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, যাহাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একই কার্য দুইবার করা না হয় এবং যাহাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোজন (co-ordination) উৎসাহিত হয়।

বিক্রয়-কর আরোপণে সহযোজন ও একরূপতা সৃষ্টি করা সম্পর্কে 'কমিশন' নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন—

প্রস্তাবিত আন্তঃ-রাজ্য কর পরিষদের (Proposed Inter-State Taxation Council) তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়-কর বিভাগের 'প্রধানগণ' (heads) বৎসরে অন্ততঃ একবার মিলিত হইবেন, যাহাতে বিক্রয়-কর সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের আইন প্রবর্তন, নিয়ন্ত্রণ, এবং আকার ও পদ্ধতি নিরূপণ যতদূর সম্ভব অভিন্ন হয়।

১৫৯৬ সালের কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কর আইন (The Central Sales Tax Act. 1956):—১৯৫৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর উক্ত আইন প্রবর্তন করা হয়। সংবিধানের (Constitution) ২৮৬ ধারায় বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা অন্তঃরাজ্য বাণিজ্য সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ক্রয়-কর ও বিক্রয়-কর ধার্য করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, যে সব দ্রব্য 'জীবনীয়' (necessaries) বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, উহাদের ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর কোন প্রকার কর ধার্য করিবার রাজ্যসরকারের ক্ষমতাও উক্ত ধারায় সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। মহাধিকরণের (Supreme Court) রায়ের দরুন আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কর ধার্য করিতে না পারায় বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের রাজস্ব হ্রাস পাইতেছিল। মহাধিকরণের আর একটি রায়ে (Judgment) বলা হয় যে, যে সকল রাজ্যে ব্যবহারের জন্য দ্রব্য পাঠান হয়, কেবল সেই সকল রাজ্যেই এই প্রকার আন্তঃ-রাজ্য

বাণিজ্য ব্যাপারে ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করিতে পারিবে—এই রায়ের বলে কতক রাজ্যসরকার অন্য রাজ্যের ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্য করেন ; এই কর কেবল নিবন্ধভুক্ত (registered) ব্যবসায়ীদের উপর ধার্য করা চলে, সুতরাং অনিবন্ধভুক্ত ব্যবসায়ীরা এই কর প্রদান না করিয়া ব্যবসা করিতে পারে ; অধিকন্তু, কর-আদায় বিভিন্ন রাজ্যের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। মহাধিকরণের আর এক পরবর্তী রায়ে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ কর্তৃক রাজ্যসরকারকে এইরূপ কর ধার্য করার ক্ষমতা প্রদান করিয়া আইন প্রণীত না হইলে কোন রাজ্যসরকারই এইরূপ কর ধার্য করিতে পারেন না যে সব রপ্তানিকারী রাজ্যে নানা-ক্ষেপের কর-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রহিয়াছে ও যে সব রপ্তানিকারী রাজ্যে এক-ক্ষেপের কর-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে সংবিধানে কোন তারতম্য করা হয় নাই।

মহাধর্মাধিকরণের রায় এবং আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্য সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থার দরুন যে সব অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে, উহাদের নিবারণ কল্পে ১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কর আইন প্রবর্তিত হয়। এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে মাল চলাচলকেই আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সমস্ত ব্যবসায়িগণকে কর প্রদানের জন্য নিবন্ধভুক্ত হইতে হইবে এবং এই নিবন্ধভুক্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্তঃ-বাণিজ্যের দরুন বিক্রয়ের শতকরা এক ভাগ বাণিজ্য কর প্রদান করিতে হইবে, যদি না রাজ্যসরকার মাল বিক্রয়ের উপর কোন কর ধার্য না করিয়া থাকে, অথবা উক্ত হার হইতে কম হারে কর ধার্য করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে রাজ্য-সরকারকে কর আদায় করিতে হইবে। আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া কর-লব্ধ রাজস্ব বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যে (Union Territories) কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃরাজ্য বিক্রয়-করের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, অথবা কতকগুলি দ্রব্য কর-মুক্ত করিতে পারিবেন। এই আইনে নিম্নলিখিত কতকগুলি দ্রব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং এই দ্রব্যগুলির উপর রাজ্যসরকারের করারোপণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে—

কয়লা, কাঁচা তুলা (unmanufactured cotton), চামড়া ও ত্বক, লৌহ ও ইস্পাত, পাট, এবং তৈলবীজ।

দ্রব্যগুলির উপর শতকরা ২ টাকার অধিক বিক্রয়-কর ধার্য করা যাইবে না এবং একবারের বেশীও কর ধার্য করা যাইবে না। এই আইন প্রবর্তিত না হইলে, রাজ্যগুলির পক্ষে ১১২ কোটি টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া সম্ভবপর হইত না—রাজ্যসরকার-সমূহের উক্ত পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া পরিকল্পনা 'কমিশনের' লক্ষ্যের অন্তর্গত ছিল।

Q. What are death duties? Discuss the arguments for and against the imposition in India.

(C. U. B. Com. 1946, '53, '54, B. A. 1952, '53, '54)

Q. Give the main features of the Estate duty Act of 1953.

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির উপর এবং তাহার উত্তরাধিকারীদের অংশে যে সম্পত্তি পড়ে, উহার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহাই হইল মৃত্যু-কর (Death duties)—উক্ত অবস্থায় সমস্ত সম্পত্তির উপর যে কর আরোপিত হয়, উহাকে সম্পত্তি কর (Estate duty) বলা হয় এবং প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশে যে সম্পত্তি পড়ে, উহার উপর যে কর ধার্য করা হয়, সেই করকে উত্তরাধিকারী-কর (Succession duty) বলা হয়। সুতরাং সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকারী-কর হইল মৃত্যু-করের বিভিন্ন অবস্থার নামান্তর। এই করের হার 'ক্রম-বর্ধমান' (Progressive)—মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার উত্তরাধিকারীর সম্পর্ক (relationship) যত ঘনিষ্ঠ কর-হার তত কম এবং এই সম্পর্ক যত দূরবর্তী, কর-হার তত বেশী।

ভারতে মৃত্যু-করের প্রয়োজনীয়তা (Case for death duties in India):—

ভারতের কর-ব্যবস্থায় একটি বড় 'ফাঁক' (lacuna—ছিদ্র) ছিল যে, ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কোন প্রকার মৃত্যু-করের স্থান কর-ব্যবস্থায় ছিল না। পৃথিবীর বহু অগ্রসর দেশের কর-ব্যবস্থায় মৃত্যু-কর স্থান পাইয়াছে; সুতরাং, ভারতের কর-ব্যবস্থার এই ত্রুটি বহুদিন পূর্বেই দূর করা উচিত ছিল—বহু পূর্বেই ১৯২৪-২৫ সালের কর-অনুসন্ধান 'কমিটি' (Txation Enquiry Committee) মৃত্যু-কর আরোপণের সুপারিশ করিয়াছিলেন।

ভারতের কর-ব্যবস্থার আর একটি বৃহৎ ত্রুটি হইল, অপ্রত্যক্ষ করের

(indirect taxes) প্রাধান্য। অপ্রত্যক্ষ কর 'অধোগতিমূলক' কর (Regressive tax—'ক্রমহ্রাসমান' কর ;- ইহার 'পশ্চাদ্‌ভার' শেষের চাপ—incidence) গরীব লোকদের উপর পড়ে। মৃত্যু-কর হইল প্রত্যক্ষ কর (direct tax), যাহার 'পশ্চাদ্‌ভার' ধনীদের বহন করিতে হয়—ধনীরা এই কর প্রদান করিতে সমর্থ। সুতরাং, মৃত্যু-কর প্রদানের সামর্থ্যের সূত্র (canon) অনুযায়ী কর-প্রথা।

ভারতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অতিশয় আয়-বৈষম্য রহিয়াছে—মৃত্যু-কর আরোপিত হইলে এই আয়-বৈষম্য অনেক কমিয়া যাইবে। লর্ড কীন্‌সের (Lord Keynes) মতে মৃত্যু-কর সম্পদের সম-বণ্টন করিয়া ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি করিবে —ফলে, বিনিয়োগের সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হইবে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইল উত্তরাধিকারীদের এমন আয়, যাহা তাহাদের অসলতার প্রবণতা সৃষ্টি করে—মৃত্যু-করের আরোপণ তাহাদের এই প্রবণতা কমাইয়া দিবে।

অধিকন্তু, ভারত অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যাহাতে জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নীত হয়—উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব প্রয়োজন। মৃত্যুকরের মাধ্যমে রাজ্যগুলির রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে।

মৃত্যু-কর আরোপণের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Death duties) :—মৃত্যু-কর আরোপণের বিপক্ষে যে সব প্রধান যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে, উহারা হইল :—

(১) মৃত্যু-কর সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধন-গঠনের (capital formation) প্রতিবন্ধক হইবে; (২) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির 'ভাগাভাগি' হওয়ার বিপদের উদ্ভব হইবে—ফলে, দক্ষতা নষ্ট হইতে পারে; অর্থনৈতিক উন্নতির আশু প্রয়োজনে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। (৩) কর-নির্ধারণ ও কর-আদায় সম্পর্কে যে বহুপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হইবে, উহাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইবে; (৪) মৃত্যুকরের দরুন যৌথ-পরিবার প্রথা আরও নষ্ট হইয়া যাইবে।

মন্তব্য (Conclusion) :—মৃত্যু-কর সঞ্চয়ের (saving) উপর কিছুটা প্রতিকূল স্বভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু এই প্রতিকূল স্বভাব ব্যক্তিগত আয়-করের প্রভাব অপেক্ষা অনেক কম হইবে। বিদেশে দেখা যায় যে,

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর মৃত্যু-কর খুব কমই প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যে সব উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় প্রণোদিত হয়, উহাদের উপর মৃত্যু-কর কোনই প্রভাব বিস্তার করে না।

কর-অনুসন্ধান 'কমিটির' মতে রাজস্বের দিক হইতে এবং ধন-বৈষম্য হ্রাস করিবার 'যন্ত্র' হিসাবে মৃত্যু-কর হইল কর-ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রী সি. ডি. দেশমুখের (Sri C. D. Deshmukh) অভিমত হইল, মৃত্যু-করের দরুন হয়ত রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত হইবে না, কিন্তু দূর-ভবিষ্যতে ইহার দরুন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সৃষ্টি হইবে, উহা মৃত্যুকরের আর্থিক ফলাফল অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) হইল, মুষ্টিমেয় লোকের নিকট অত্যধিক ধনসম্পদের সমাহরণ (concentration) প্রতিনিবৃত্ত করা -মৃত্যু-করের আরোপণ উক্ত নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৫৩ সালের সম্পত্তিকর আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি (Main features of the Estate Duty Act of 1953):—উক্ত আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) ১৯৫৩ সালের ১৫ই অক্টোবর বা উহার পর হইতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর **সম্পত্তি-কর** আরোপিত হইবে ; (খ) মৃতব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে সেই সম্পত্তি, যাহা মৃত ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে হস্তান্তর করিতে পারিত এবং সেই সম্পত্তি যাহাতে মৃত অথবা অন্য ব্যক্তির স্বার্থজড়িত ছিল কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার দরুন উহা আর তাহাদের থাকে না ; (গ) মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার সম্পদই (সামান্য ব্যতিক্রম সহ) একটি সম্পত্তি বলিয়া ধরা হইবে ; (ঘ) ভারতে মৃত ব্যক্তির যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে, সে সকল সম্পত্তি করযোগ্য হইবে (ঙ) মৃত ব্যক্তিটি যদি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা, (domiciled) হয়, তবে তাহার বিদেশস্থ অস্থাবর সম্পত্তির উপর সম্পত্তি-কর ধার্য করা যাইবে ; (চ) মৃত ব্যক্তির যে সব দান মৃত্যুর আশঙ্কায় করা হইয়াছে, মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে যে সব দান জনহিতকর কার্যের জন্য করা হইয়াছে, এবং মৃত্যু হইবার ২ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত যে সব দান অন্য উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে—এই সমস্ত দানই মৃত্যুর পর মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া ধরা হইবে এবং উহাদের উপর কর ধার্য করা হইবে, কিন্তু ২৫০০ টাকা

পর্যন্ত কোন জনহিতকর কার্যের জন্য দানের উপর এবং ১৫০০ টাকা পর্যন্ত অন্য কোন প্রকার দানের উপর সম্পত্তি-কর আরোপিত হইবে না (ছ) যদি মৃত ব্যক্তি কোন 'নিয়ামক কম্পানিকে' (controller company) তাহার কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া থাকে ও সেজন্য কোন 'উপকার' (benefits) পাইয়া থাকে, তবে সেই 'কম্পানির' সম্পদের কতকাংশের উপর কর ধার্য করা যাইবে ; (জ) যে সব 'ক' ও 'খ' রাজ্য (Part 'A' and Part 'B' States) কেন্দ্রীয় আইনের 'আওতায়' আসিতে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সব রাজ্যে অবস্থিত কৃষি-ভূমি (agricultural land) সম্পত্তি হিসাবে ধরা হইবে ও উহাদের উপর কর ধার্য করা হইবে ; আর অন্য সব 'ক' ও 'খ' রাজ্যে অবস্থিত কৃষি-ভূমিগুলির ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পত্তির উপর কর-হার নির্ধারণের প্রয়োজনে উহাদের মূল্যও ধরা হইবে ; (ঝ) 'পর্বীয়' রীতি (*slab system*) অনুযায়ী সম্পত্তি-কর আরোপণ করা হইবে,—'মিতাক্ষরা', 'মরুমাক্কতায়ম্' অথবা 'অলিয়নশন্ত' বিধির নিয়ন্ত্রণাধীনের যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে যাহার অংশ রহিয়াছে, তাহার ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তি করমুক্ত হইবে এবং অন্যান্য প্রকার সম্পত্তির বেলায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি করমুক্ত হইবে ; (ঞ) উক্ত 'পর্বীয়' রীতিতে আরোপিত কর-হার নিম্নপ্রকার হইবে :—

যৌথ-পরিবারের সম্পত্তির মূল্য ৫০,০০০ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে কর-হার হইবে শতকরা ৫ ভাগ, ১ লক্ষ টাকার **ঊর্ধ্বের** প্রথম ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৭½ ভাগ এবং ৫০ লক্ষ টাকার মূল্যের ঊর্ধ্বের সম্পত্তির ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত।

এই আইনে নিম্নলিখিত 'রেয়াত' দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে :—(ক) জনহিতকর কার্যের জন্য ২৫০০ টাকা পর্যন্ত দান, যদি মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বে এই দান করা হয় ; (গ) ১৫০০ টাকা পর্যন্ত অন্যান্য প্রকার দান, যদি মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্বে এইরূপ দান করা হয় ; (গ) সম্পত্তি-কর প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জীবন-বীমা পত্রের আয় ; (ঘ) সম্পত্তি-কর প্রদানের জন্য সরকারের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখা হয়, তাহা ; কিন্তু উহার পরিমাণ 'রেয়াত' দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ টাকার বেশী হইতে পারিবে না ; (ঙ) যে টাকা অবিবাহিতা পোষ্যাদের বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়, উহা ; কিন্তু উহার পরিমাণ 'রেয়াত' দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতি পোষ্যার জন্য

৫০০০ টাকার অধিক গণনা করা হইবে না ; (চ) ৫০০০ টাকা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জীবন-বীমার টাকা ; (ছ) যদি ৫ বৎসরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর দরুন একই সম্পত্তি একবারের অধিক উত্তরাধিকার-সূত্রে হস্তান্তরিত হয়, তবে মৃত্যু-কর ধার্য করিবার সময় নিম্নলিখিত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইবে :—

দ্বিতীয় মৃত্যু (Second death)প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরের মধ্যে হইলে যথাক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ, ৪০ ভাগ, ৩০ ভাগ, ২০ ভাগ এবং ১০ ভাগ পরিমাণ সম্পত্তি ; (জ) যদি **দ্বিতীয়** মৃত্যু **প্রথম** মৃত্যুর ৩ মাসের মধ্যে ঘটে, তবেএকবার সম্পত্তি-কর প্রদান করা হইলে, দ্বিতীয়বার আর এই সম্পত্তির জন্য কোন কর দিতে হইবে না ; (ঝ) আদালত হইতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুপত্র (probate), মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার অধিকার-পত্র (letters of administration), অথবা উত্তরাধিকারীর প্রমাণ-পত্র (succession certificate) লইতে যে 'বিচার-দেয়ক' (কোর্ট-ফি'— court fee) প্রদান করিতে হইবে, উহার জন্য কোন সম্পত্তি-কর প্রদান করিতে হইবেনা।

আয়-কর বিভাগের (Income-tax department) আধিকারিকগণের (officers) উপর সম্পত্তি-কর ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব পরিষদের (Central Board of Revenue) নিকট 'উত্তর-বিচারের' (আপিলের—appeals) জন্য আবেদন করিতে হয় এবং এই পরিষদের বিচারের বিরুদ্ধে মহাধর্মাধিকরণ ও মহাধিকরণের (High Court and Supreme Court) নিকট 'আপিল' করিতে হয়।

এই আইনের লক্ষ্য হইল—(১) ধন-বণ্টনের বর্তমান বৈষম্য দূরীভূত করা এবং (২) রাজ্যসরকারসমূহকে উন্নয়ন-পরিকল্পনার রূপায়ণের অর্থ-সংগ্রহে সাহায্য করা। শ্রী সি. ডি. দেশমুখ (Sri C. D. Deshmukh) বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকর আরোপণের দরুন ধনবৈষম্যের 'সহচর' যে অত্যধিক বিলাসিতা, তাহা হ্রাস হইবে, রাজস্বের পরিমাণ হয়ত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে না, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে মৃত্যুকর যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনিবে, উহা হইল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সম্পত্তি-করের দরুন বৃহদাকার সম্পত্তিগুলি অখণ্ডাকারে থাকিবেনা বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে, উহার উত্তরে শ্রী দেশমুখ বলিয়াছেন, "ইহাতে আমি শঙ্কিত হই নাই। আমাদের অগ্রগতির প্রয়োজনে আমি ধনীদের

সকাশে মূলধন-সংগঠনের আশা করি না। আমি সেই প্রকার মূলধন-সংগঠন আশা করি, যে মূলধন-সংগঠনের প্রকৃত সারার্থ হইল, জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণের সঞ্চয়।"

Q. Describe the size and composition of India's public debt. Do you regard the debt-position as sound ? Give reasons for your answer.

(C. U. B. A. 1951, '55 ; B. Com. 1949, '48, '45, '43)

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির' (East India Company) সময়ে যে সরকারী ঋণ হইয়াছিল, উহার বোঝা ভারত সরকারকে লইতে হইয়াছিল ; 'সিপাহী বিদ্রোহ' (যাহা প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে) সংক্রান্ত সমস্ত খরচই ভারতের উপর চাপান হইয়াছিল—সুতরাং এই সমস্ত ঋণই হইল অনুৎপাদক (unproductive) ঋণ ; কিন্তু ১৮৬৭ সাল হইতে ভারত সরকার রেলপথ, সেচ প্রভৃতি কতকগুলি উৎপাদনক্ষম (productive) কার্যে প্রবৃত্ত হন—ফলে উৎপাদকীয় ঋণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯১৪-১৮. সালের বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সরকারী ঋণের অধিকাংশই ইংল্যাণ্ডে করা হইয়াছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে গ্রেট্ বৃটেন ও অন্যান্য মিত্র দেশগুলি (Allied countries) বহু মাল ক্রয় করে—ফলে ভারতের 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' হিসাবে প্রচুর 'স্টার্লি' (ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা—sterling) জমা হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই 'স্টার্লিং'-উদ্বৃত্তের (sterling balance) পরিমাণ ৫২ 'মিলিয়ন' (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) পাউণ্ড এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ১১৩৭ 'মিলিয়ন' পাউণ্ড হইয়াছিল। এই 'স্টার্লিং' উদ্বৃত্তের কতকাংশ ভারতের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যয় করা হইয়াছিল।

ভারতের সরকারী ঋণকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :—

(১) স্থায়ী ও অস্থায়ী ঋণ (funded and unfunded debts) ; (২) উৎপাদক (ফলোপধায়ী) ও অনুৎপাদক (নিষ্ফল) ঋণ (Productive and unproductive debts) ; এবং (৩) বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণ (External and internal debts)। (১) স্থায়ী ঋণ হইল সেই সকল

দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ, যাহার পরিশোধের কোন তারিখ নির্দিষ্ট করা নাই এবং সেই সব দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ, যাহা এক নির্দিষ্ট পর্যায়কালের অবসানে পরিশোধ করিতে হয়; অস্থায়ী ঋণ হইল, 'উপায়-উপকরণ আগাম' (Ways and Means Advances), পোস্টাফিসের 'সেভিং-ব্যাঙ্কে'র আমানত প্রভৃতি ধরনের স্বল্পমিয়াদী ঋণ। (২) যে সব ঋণ রেলপথ, সেচ প্রভৃতি ফলপ্রসূ কার্যের জন্য করা হয়, সে সব ঋণ হইল উৎপাদক ঋণ; যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির প্রয়োজনে যে ঋণ করা হয়, তাহা হইল অনুৎপাদক ঋণ। (৩) বিদেশে যে ঋণ করা হয়, তাহা হইল বৈদেশিক ঋণ, আর দেশের মধ্যে যে ঋণ করা হয়, তাহা হইল অভ্যন্তরীণ ঋণ।

ভারতের সরকারী ঋণের আকার ও গঠন (size and composition of India's public debts) :—১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের **অভ্যন্তরীণ** ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৭৩৭ কোটি টাকা—১৯৫৭-৫৮ সালে উহা ৪০৪৭'৯৮ কোটি টাকা হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের **বৈদেশিক** ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা—১৯৫৭-৫৮ সালে উহা কমিয়া ২৫০'০৭ কোটি টাকা হয়; এই ২৫০'০৭ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে ঋণের পরিমাণ হইল ২১'৬৩ কোটি টাকা, 'ডলার'-ঋণ হইল ১৮৯'১৮ কোটি টাকা, এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের পরিমাণ হইল ৩৯'২৬ কোটি টাকা—১৯৩৮-৩৯ সালে **সরকারী ঋণের মোট** পরিমাণ ছিল ১২০৬ কোটি টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা ৪২৯৮'০৫ কোটি টাকা হয়। **সুদ-প্রদায়ক সম্পদের** (interest-yielding assets) মোট পরিমাণ হইল ৩৪৮৪'৩৩ কোটি টাকা। সরকারী কোষের হিসাবে রক্ষিত নগদ টাকার ও ঋণ-পত্রের মূল্যের মোট পরিমাণ হইল ৫০'৩৮ কোটি টাকা; সরকারী ঋণের অবশিষ্ট (৪২৯৮'০৫—৩৪৮৪'৩৩—৫০'৩৮) ৭৬৩'৩৪ কোটি টাকার সংস্থানার্থে কোন সম্পদ নাই। ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের আনুমানিক হিসাবে যে সুদ-প্রদায়ক সম্পদ ও সুদ-প্রদেয় ঋণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে উপলব্ধি করা যাইবে :—

১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের আনুমানিক হিসাব
(Budget Estimate of 1957-58)

(কোটি টাকার হিসাবে)

সুদ-প্রদেয় দায় (Interest-bearing obligations)	সুদ-প্রদায়ক সম্পদ (Interest-yielding assets)
(১) অভ্যন্তরীণ দায়ের মোট পরিমাণ— ৪০৪৭·৯৮ টাকা	(১) সুদ-প্রদায়ক সম্পদের মোট পরিমাণ— ৩৪৮৪·৩৩ টাকা
(২) ইংল্যাণ্ডে ঋণের পরিমাণ— ২১·৬৩ টাকা	(২) সরকারী কোষে রক্ষিত নগদ টাকা ও ঋণ-পত্রের মূল্যের মোট পরিমাণ— ৫০·৩৮ টাকা
(৩) 'ডলার' অঞ্চলে ঋণের পরিমাণ— ১৮৯·১৮ টাকা	(৩) সরকারী সুদ-প্রদেয় অবশিষ্ট ঋণের মোট পরিমাণ, যাহার সংস্থানার্থে কোন সম্পদ রক্ষিত হয় নাই— ৭৬৩·৩৪ টাকা
(৪) সোভিয়েট্ যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ— ৩৯·২৬ টাকা	
মোট—৪২৯৮·০৫ কোটি টাকা	মোট—৪২৯৮·০৫ কোটি টাকা

সরকারী ঋণের-অবস্থা সন্তোষজনক কি ? (Is the public debt-position sound ?) ঃ—ভারতে সরকারী ঋণের ব্যবস্থা খুবই সন্তোষজনক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কোন ঋণ-ব্যবস্থা সন্তোষজনক কিনা, তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপরে—(১) অনুৎপাদক ঋণের অনুপাতে উৎপাদক ঋণের পরিমাণ, এবং (২) বৈদেশিক ঋণের ও ঐ ঋণের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ। উক্ত ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের (budget) হিসাবে দেখা যায় যে, মোট ৪০২৮·০৫ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৩৪৮৪·৩৩ কোটি টাকার সংস্থানার্থে সুদ-প্রদায়ক সম্পদ রহিয়াছে এবং ৫০·৩৮ কোটি টাকা হইল সরকারী কোষে রক্ষিত নগদ টাকার ও ঋণ-পত্রের মূল্য (Cash and Securities, held on Treasury account) ; ৭৬৩·৩৪ কোটি টাকার ঋণের সংস্থানার্থেকোন সম্পদ রক্ষিত হয় নাই—সুতরাং অধিকাংশ ঋণই হইল উৎপাদক ঋণ। অধিকন্তু, উক্ত মোট ঋণের বেশীর ভাগই হইল, অভ্যন্তরীণ ঋণ—মোট ৪২৯৮·০৫ কোটি ঋণের মধ্যে ৪০৪৭·৯৮ কোটি টাকা

হইল ভারতের অভ্যন্তরীণ ঋণ, আর ২৫০'০৭ কোটি টাকা হইল ভারতের বৈদেশিক ঋণ। বৈদেশিক ঋণের সুদের পরিমাণও যৎসামান্যই বলা চলে।

উক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভারতের সরকারী ঋণ-ব্যবস্থা খুবই সন্তোষজনক। ভারত উহার আর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাজার হইতে সরকারী ঋণের পরিমাণ ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ৭০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ বার্ষিক গড়পড়তা ১৪০ কোটি টাকা। কিন্তু, এজন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই, কারণ "পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থা (planned development) সরকারী ঋণ ও সরকারী বিনিয়োগ, উভয়ের মধ্যে এক 'সরাসরি' এবং 'অর্থপূর্ণ' যোগসূত্র (direct and meaningful link) রচনা করিয়াছে।"

Q. Point out the defects in the Indian tax system and suggest improvement.

(C. U. B. A. Hons. 1957)

Q. Comment on the existing tax structure in India. What change would you like to make in it with a view to (a) making it more progressive and (b) ensuring greater revenue for development purposes ? (C. U. B. A. Hons. 1953)

অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith) বলিয়াছেন, সুষ্ঠু কর-ব্যবস্থায় চারিটি সূত্রের শর্ত রক্ষিত হওয়া উচিত—(১) সামর্থ্যের সূত্র (Canon of ability), (২) ব্যয়-সংক্ষেপের সূত্র (Canon of economy) ; (৩) নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of certainty), এবং (৪) সুবিধার সূত্র (Canon of convenience)। আরও দুইটি সূত্র, যাহার শর্ত রক্ষিত হওয়া উচিত, হইল—(ক) স্থিতিস্থাপকতার সূত্র (Canon of elasticity) এবং (খ) ফলদায়কতার সূত্র (Canon of productivity)।

উক্ত সূত্রের শর্তানুযায়ী কর-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার প্রবর্তন করা প্রয়োজন :—

(১) সরকারের রাজস্ব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, অথচ মূলধনগঠন

ও বিনিয়োগে (capital formation and investment) প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে না; (২) কর-ভার ন্যায্যভাবে সকলের উপর বণ্টিত হইবে, অর্থাৎ যাহারা কর প্রদান করিতে সমর্থ, তাহাদের উপর পড়িবে; (৩) কর-ব্যবস্থা অধোগতিমূলক (ক্রমহ্রাসমান—regressive) না হইয়া ক্রম-বর্ধমান (progressive) হইবে; এবং (৪) প্রশাসনিক (পরিচালন সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থা অতিশয় দক্ষতাপূর্ণ হইবে।

ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় যে সকল প্রধান ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, উহাদের বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) কোন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ভারতীয় কর-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই—অবস্থার প্রয়োজনানুযায়ী কর আরোপিত হইয়াছে। (খ) অপ্রত্যক্ষ করের (indirect tax) প্রাধান্য ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় রহিয়াছে—কর-অনুসন্ধান কমিশনের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট কর-লব্ধ রাজস্বের মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগ হইল প্রত্যক্ষ করের (direct tax) রাজস্ব। (গ) ভারতের কর-ব্যবস্থা অধোগতিমূলক (ক্রমহ্রাসমান)—আবকারী শুল্ক, বিক্রয়-কর ইত্যাদির 'পশ্চাদ্ভার' (incidence—শেষের চাপ) ধনীদের অপেক্ষা দরিদ্রদের উপর বেশী পড়িয়া থাকে। পণ্যসামগ্রীর উপর শুল্ক ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর শুল্ক ভারতীয় কর-ব্যবস্থার মূল অঙ্গ—সমগ্র রাজস্বের শতকরা ৫৫ ভাগ উক্ত শুল্ক হইতে প্রাপ্ত। (ঘ) ভারতের খুব কম লোকেই আয়-কর (income-tax) প্রদান করিয়া থাকে—৩৫ কোটি লোকের মধ্যে ৬ লক্ষেরও কম লোক আয়-কর প্রদান করে। আয়-করের হার অতিশয় ক্রম-বর্ধমান (progressive), ইহার দরুন মূলধন-গঠন ও উৎপাদকীয় উদ্যম ব্যাহত হইয়াছে। শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের উপর আয়-করের চাপ সমান নয়—শহরাঞ্চলের 'অধিকতর-আয়স্তরের' লোকদের গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ 'আয়-স্তরের' লোকদের ও যাহারা 'প্রাথমিক' পণ্যগুলির মূল্য-বৃদ্ধির দরুন অত্যন্ত লাভবান হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা আয়-করের অধিকতর 'বোঝা' (burden) বহন করিতে হয়। (ঙ) অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় ভারতে জাতীয় আয়ের অনুপাতে কর-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ খুবই কম—শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। (চ) প্রভূত পরিমাণে 'কর-ফাঁকি' (tax-envasion) হইল ভারতীয় কর-ব্যবস্থার একটি বিশেষ ত্রুটি—'কর-ফাঁকি' না থাকিলে আয়-কর হইতে

বর্তমান রাজস্বের আরও শতকরা ৫০ ভাগ বেশী পাওয়া যাইত। (ছ) জন-কল্যাণমূলক কার্যে সরকারী ব্যয়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতের কর-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া ধরা যায়—করলব্ধ আয়ের বেশীর ভাগই দেশরক্ষামূলক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার দরুন (Defence and Security Services) ব্যয়িত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ব্যয়িত হয় এবং রাজ্যসরকারগণ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় উঁহাদের রাজস্বের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী ব্যয় করিয়া থাকেন। কর-লব্ধ রাজস্ব যদি সমাজের কল্যাণ-মূলক কার্যে ব্যয় করা হইত, তবে ভারতীয় কর-ব্যবস্থার বহু ত্রুটি বিদূরিত হইত। কর-অনুসন্ধান কমিশন (Taxation Enquiry Commission) বলিয়াছেন, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার বৈষম্য দূর করিবার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-ব্যবস্থা যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, উহা উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ জাতীয়-আয়ের অনুপাতে সরকারী ব্যয়ের মোট পরিমাণ খুবই কম এবং 'নিম্ন-আয়স্তরের' লোকদের আয়-বৃদ্ধি করিবার জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যে অথবা সরকারী সাহায্য (Subsidies) বাবদ সরকারী ব্যয় নগণ্য।

উন্নতি-সাধনের উপায় (Suggestions for improvement) :—

(১) ভারতীয় কর-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রধান ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত :—(ক) কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্রের প্রসারণ ও কর-হার বৃদ্ধির জন্য কর-অনুসন্ধান কমিশন যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, উহাদের অবিলম্বে প্রবর্তন করা উচিত এবং কর-বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এরূপ সুদৃঢ় করা উচিত, যাহাতে 'কর-ফাঁকি' কার্যকরীভাবে নিরুদ্ধ হয়। (খ) কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইলে বিক্রয়-কর, আবকারী শুল্ক প্রভৃতি, (যাহার 'বোঝা' ধনীদের চেয়ে গরীবদের বেশী বহন করিতে হয়) 'এড়ান' (পরিহার করা) যায় না; সুতরাং কর-ব্যবস্থার এই ত্রুটি নিবারণকল্পে সরকারী ব্যয়-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে জনকল্যাণমূলক কার্যে অধিকতর পরিমাণে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। (গ) কর-অনুসন্ধান কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, করারোপণ-পরিকল্পনায় থাকিবে নানারূপতা এবং যথেষ্ট পরিমাণে 'গভীরতা' ও ব্যাপকতা,

(a diversified scheme of taxation having an adequacy of both depth and range)। সুতরাং, বহুপ্রকার বিলাস-দ্রব্য ও বিলাসোপম (semi-luxury) দ্রব্যের উপর কর আরোপণ করা উচিত ও এই কর-হারও বেশী হওয়া উচিত—এই করারোপণ ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের উপর আরোপিত কর-হার অপেক্ষাকৃত কম করিতে হইবে। (ঘ) কর-অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'ইজারা'-সংক্রান্ত 'কিস্তির' টাকা (premium on lease), 'পেটেণ্ট'-স্বত্ব বিক্রয়ের টাকা, 'ম্যানেজিং এজেন্সি' -সংক্রান্ত চুক্তির মিয়াদ শেষ হওয়ার দরুন ক্ষতি-পূরণ টাকা, চাকুরি চলিয়া যাওয়ার দরুন চুক্তি-অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা প্রভৃতি ধরনের আয় করারোপণ-যোগ্য করা উচিত। (ঙ) আয়-কর ও অধিকর (Super-tax) ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, 'পর্বীয়' ধারায় নিম্নতর স্তরের কর প্রদানকারীর (assessees in the lower **slabs**) সংখ্যা খুব বেশী—সুতরাং কর-অনুসন্ধান কমিশন মনে করেন যে, 'পর্বীয় ধারায়' (slab system) অধিকতর স্তর থাকা প্রয়োজন, যাহাতে কর-প্রদানের প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা অধিকতর ন্যায্য হয়। কর-হার বর্ধিত করা উচিত, যদিও 'সর্বনিম্ন আয়-স্তরের' লোকদের উপর প্রত্যক্ষ করের অধিক 'বোঝা' চাপান সঙ্গত হইবে না। (চ) সম্পত্তি-কর ব্যবস্থায় (Estate Duty) সম্পত্তির যে পরিমাণ মূল্য কর-মুক্ত করা হইয়াছে, উহা কমাইয়া দিতে হইবে, আকস্মিকভাবে অর্জিত আয় (windfalls), 'মূলধন মুনাফা' (capital gains) প্রভৃতির উপর কর ধার্য করিতে হইবে এবং ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি-আয়ের (agricultural income) উপর করারোপণ প্রয়োজন। (ছ) উৎপাদকীয় বিনিয়োগ (productive investment) যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে হইবে। এই প্রয়োজনে কর-অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে :—

যন্ত্রপাতি ইত্যাদির গুণক্ষয়-জনিত 'রেয়াত' (depreciation allowance) দিবার বিশেষ ব্যবস্থা ; কতকগুলি মনোনীত শিল্পের জন্য 'উন্নয়ন-ছাড়ের' (Development rebate) ব্যবস্থা ; মনোনীত শিল্পগুলির মধ্যে যে সব নূতন শিল্প জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত করার ব্যবস্থা ইত্যাদি। (জ) ব্যাপক 'কর-ফাঁকি' বন্ধ করিবার

উদ্দেশ্যে কর-নির্বহন ব্যবস্থা (tax-enforcement machinery) উন্নত ও শক্তিশালী করিতে হইবে।

(২) **অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাব (Prof. Kaldor's Suggestions) :**—অধ্যাপক নিকলাস ক্যালডর হইলেন বৃটেন-অধিবাসী জগদ্বিখ্যাত কর-বিশেষজ্ঞ; তিনি ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং তিনি ভারতের কর-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনের বহু প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলির প্রধান প্রধান অংশ সংক্ষেপে নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) তাঁহার মতে বর্তমান কর-ব্যবস্থায় ১½ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের উপর যে টাকা প্রতি ১৩½ **আনা** কর আদায়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা উৎপাদনের প্রতিবন্ধক এবং উহার দরুন কর-ফাঁকি দেওয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মতে ২৫০০০ টাকার বেশী আয়ের উপর টাকা প্রতি ৭ **আনার** বেশী কর ধার্য করা উচিত নয়। তিনি বলেন, যে কর-পদ্ধতিতে অত্যধিক ক্রম-বর্ধমান হার আছে দেখা যায়, অথচ তদনুযায়ী কর-আদায়ের ব্যবস্থা কার্যকরী নয়, সে পদ্ধতি হইতে যে কর-পদ্ধতিতে কর-হার অপেক্ষাকৃত লঘু, অথচ কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নাই, সে পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। (ঘ) অধ্যাপক ক্যালডার **মূলধন-মুনফা-কর** (Capital Gains tax), সম্পদের উপর বার্ষিক কর (annual tax on wealth), ব্যক্তিগত ব্যয়-কর (personal expenditure tax) ও দান-কর (tax on gifts) প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, শুধু ২ বৎসরের মধ্যেই মূলধন-মুনাফা-কর প্রত্যাহৃত করা সঠিক হয় নাই; এই কর দুই কারণে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল—(১) এই কর হইতে যে এক কোটি পরিমাণ রাজস্ব পাওয়ার আশা করা গিয়াছিল, উহা নগণ্য এবং (২) এই করের দরুন ঋণ-পত্রের বিক্রয় হ্রাস পাইয়া বিনিয়োগ প্রতিহত হইয়াছিল। তাঁহার মতে, এই কর প্রত্যাহার করার উক্ত দুইটি কারণের কোনটিই সমর্থনযোগ্য নয়; তিনি বলেন, প্রথম দুই বৎসরে ৬ কোটি টাকা এই কর হইতে পাওয়া সত্ত্বেও কেমন করিয়া মাত্র ১ কোটি টাকা পরিমাণ রাজস্ব পাওয়ার হিসাব করা হইল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। একবার বলা হয় যে, এই কর হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে, উহা অত্যন্ত কম, আবার বলা হয় যে, এই কর বিনিয়োগের প্রতিবন্ধক হইবে—এই দুইটি উক্তি, তাঁহার মতে, পরস্পর-বিরোধী। তিনি মনে করেন যে, মূলধন-মুনাফা-করলব্ধ

রাজস্ব ক্রমশঃ অনেক বেশী হইত। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মূলধন-মুনাফা করের হার আয়-করের সমান হইবে, কিন্তু শতকরা ৪৫ টাকার বেশী হইবে না। (গ) অধ্যাপক ক্যালডর **সম্পদের উপর** বার্ষিক কর-হার নিম্নলিখিত ভাবে প্রবর্তন করার প্রস্তাব করিয়াছেন :—

১ লক্ষ টাকা হইতে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শতকরা ০·৩ টাকা; উক্ত হার ক্রমবর্ধমান হইয়া ১৫ লক্ষ টাকা সম্পত্তির মূল্যের অধিক হইলে শতকরা ১·৫ টাকা পর্যন্ত। তিনি স্বীকার করেন, এই কর উৎপাদনের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে, কিন্তু যদি আয়-কর হিসাবে উহার সমপরিমাণ কর আদায় করা হয়, তবে অধিকতর প্রতিকূল প্রভাবের উদ্ভব হইবে। (ঘ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ক্যালডর ব্যক্তিগত **ব্যয়ের উপর** কর-ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যয়-কর ধনীদের ব্যক্তিগত ব্যয়-সংক্ষেপের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ 'অস্ত্র'; এই ব্যয়-কর ধার্য হইলে আয়-কর ব্যবস্থার পরিচালনা অধিকতর কার্যকরী হইবে; করদাতাদের তাহাদের আয় ও ব্যয়, উভয়েরই বিবরণী 'দাখিল' করিতে হইবে এবং যদি তাহারা ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণ তাহাদের বিবরণীতে কম করিয়া দেখায়, তবে তৎক্ষণাৎ সন্দেহের সৃষ্টি হইবে —এই প্রকারে 'কর-ফাঁকির' (tax-evasion)ঘটনাগুলি সহজেই ধরা পড়িবে। অধ্যাপক ক্যালডর বলেন, "আয়-কর ও ব্যয়-করের মধ্যে মূলীভূত পার্থক্য হইল, ব্যয়ের পরিমাণ গোপন করা সম্ভবপর নয়, এবং যদি কেহ তাহার বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যয়-পরিমাণের অতিরিক্ত ব্যয় করে, তবে তাহার উপর সন্দেহ হইবেই।" তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত ব্যয়-করের হার ১০,০০০ টাকা ব্যয়ের অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ের আধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে শতকরা সর্বাধিক ৩০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য করিতে হইবে। (ঙ) অধ্যাপক ক্যালডর **দানের** উপরও কর-ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'ন্যায়ের' (equity) ক্ষেত্রে সম্পত্তি সাধারণভাবে দান করার ও সম্পত্তি 'উইল' করিয়া (ইচ্ছাপত্রের দ্বারা—bequest) দান করার অধিকারের মধ্যে তারতম্য করার কোন হেতুই নাই—সুতরাং সম্পত্তি-করের (Estate Duties) অনুপূরক হিসাবে জীবিত লোকদের মধ্যে (*inter vivos*) যে দান করা হয়, উহার উপর কর ধার্য করার যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

অধ্যাপক ক্যালডারের মতে, কৃষি ও তদ্রূপ আয় ব্যতীত যে পরিমাণ আয়ের উপর বর্তমানে কর ধার্য করা হয় নাই, উহা প্রায় ৫৭৬ কোটি টাকা হইবে; যদি সঠিকভাবে কর-নির্ধারণ করা হয়, তবে বার্ষিক ২০০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবের মূল্যানুমান (Evaluation of Prof. Kaldor's suggestion) :—তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া অধ্যাপক ক্যালডার কর-ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব 'দাখিল' করিয়াছেন—(১) ধন ও আয় বৈষম্য হ্রাস করা; (২) কর-লব্ধ রাজস্ব বৃদ্ধি করা; এবং (৩) 'কর-ফাঁকি' বন্ধ করা; প্রত্যক্ষ করারোপণ ব্যবস্থা (direct taxation) ক্রমবর্ধমান (progressive) ও কার্যকরী করার পর অপ্রত্যক্ষ করারোপণের (indirect taxation) কথা চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া অধ্যাপক ক্যালডারের যে উক্তি, তাহা যথার্থই হইয়াছে। তাঁহার প্রস্তাবিত ক্রমবর্ধমান হারে ব্যক্তিগত **ব্যয়-কর** প্রবর্তিত হইলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির উদ্ভব হইবে :—

ভারতের কর-ব্যবস্থায় কর-ফাঁকি কমিয়া যাইবে; ভারতের মত দরিদ্র দেশে, যেখানে 'সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, ধনীদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে; জনসাধারণের ভোগ-ক্ষেত্রে (Consumption) অধিকতর সমতার সৃষ্টি হইবে; এবং মূলধন সমাজের কল্যাণে দক্ষতার সহিত বিনিয়োজিত হইবে।

অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবিত বার্ষিক **সম্পদ-কর** (annual tax on wealth) উৎপাদকীয় উদ্যোগের উপর কিছু পরিমাণে যে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রতিকূল প্রভাব ততটা হইবে না, যতটা হইবে যদি সমপরিমাণ রাজস্ব আয়-কররূপে আদায় করা হয়।

অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতের প্রগতি ও উন্নতির ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমান উন্নতির মান ব্যাহত না করিয়া ভারতের মত দেশের পক্ষে **আয়ের ঊর্ধ্বতম সীমা 'নির্দিষ্ট'-করণের'** প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। তাঁহার মতে, উক্ত প্রস্তাব মনোজ্ঞ সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অর্থহীন। তিনি বলিয়াছেন, [সোভিয়েট রাশিয়াকেও অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে, দেশ সুসমৃদ্ধ না হইলে জনগণের আর্থিক

উন্নতির প্রেরণা প্রতিহত করিলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, —আমেরিকার মত সর্বাপেক্ষা ধনশালী দেশের পক্ষেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুসমৃদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই, ভারতের কথা ত ছাড়িয়া দিতেই হয়। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, ধন-বৈষম্য দূর করার প্রকৃষ্ট উপায় হইল, **কর-পদ্ধতি সম্প্রসারিত ও উহার প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকরী করা।** তিনি বলেন, ভারত অনগ্রসর দেশ বলিয়া উহার কর-ব্যবস্থাও অনুন্নত হওয়া উচিত, ইহা ভ্রমাত্মক যুক্তি (fallacy—**হেত্বাভাস**)।

অধ্যাপক ক্যালডর ঠিকই বলিয়াছেন যে, ২৫০০০ টাকার অধিক আয়ের উপর আয়-কর শতকরা ৪০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। ব্যবসায়ীরা ও শিল্পপতিগণ আয়-করের অতিশয় ক্রমবর্ধমান হার অনুৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন—সুতরাং, অধ্যাপক ক্যালডরের আয়-করের উর্ধ্বতম সীমা-হ্রাসের প্রস্তাব বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবে এবং ব্যাপক 'কর-ফাঁকির' নিরোধনে সাহায্য করিবে।

ভারতের রাজস্ব-কাঠামোতে অধ্যাপক ক্যালডরের সুদূর-প্রসারী প্রস্তাবের রূপায়ণের প্রকৃত সমস্যা হইল 'প্রশাসনিক সমস্যা' (administative problems)—সুতরাং উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী পরিবর্তন-ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে 'প্রশাসনিক সমস্যার' সমাধান প্রয়োজন।

(৩) সংযুক্ত বণিক সংঘের সুপারিশ—(Recommendation of the Associated Chamder of Commerce) :—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত বণিক-সংঘ দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার সময়োচিত পরিবর্তন করা সম্বন্ধে উহার সুপারিশগুলি সম্বলিত করিয়া সরকারের নিকট এক স্মারক-লিপি (Memorandum) 'দাখিল' করিয়াছেন। উক্ত বণিক্-সংঘ দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে উহার সুপারিশগুলি 'তৈয়ারি' করিয়াছেন—(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে জাতীয় আয় বর্ধিত হইবে, উহা দ্বারা যে সব শ্রেণীর লোক উপকৃত হইবে, তাহাদের সকলেরই রাষ্ট্রের বর্ধিত কর-ভার ন্যায়সঙ্গত অনুপাতে (fair proportion) বহন করিতে হইবে ; (২) কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের উপর কর-ভার এমন হওয়া উচিত নয়, যাহাতে উহাদের 'উৎপাদকীয় উদ্যোগ' (productive enterprise) ব্যাহত হয়—এই কর-ভার এমন-ভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, যাহাতে সঞ্চয় ও সুবিধাজনক উপায়ে সঞ্চয়ের বিনিয়োগ বর্ধিত হয়। উক্ত বণিক্-সংঘের মতে বর্তমান কর-ব্যবস্থার

প্রধান ত্রুটি হইল—(ক) বর্ধিত আয়ের খুব কম অংশের উপরই করারোপণ করা হইয়া থাকে এবং (খ) যে কর ধার্য করা হয়, তাহা অত্যধিক; সুতরাং উক্ত দুইটি প্রধান ত্রুটি নিবারণের জন্য কর-ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে সংযুক্ত বণিক্-সংঘের প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ১৯৫৩-৫৪ সালে ব্যক্তিগত কর-ভার যেরূপ ছিল, তদনুযায়ী সাধারণ কর-ভার হ্রাস করা উচিত; (২) উচ্চতর আয়স্তরের বেলায় উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের (earned and unearned income) মধ্যে যে তারতম্য ১৯৫৫ সালে 'বাতিল' করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে তারতম্য 'পুনর্বহাল' (পুনঃপ্রতিষ্ঠা) করিতে হইবে এবং উপার্জিত আয়ের 'করমুক্তির' পরিমাণ (income relief) বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে; (৩) এক বিধি-নির্দিষ্ট প্রামাণিক (standard) হারে'কম্পানি'-গুলির সকল মুনাফার উপর আয়-কর ধার্য করা উচিত; (৪) অধিকর (supertax) সকল প্রকার কম্পানির 'মুনাফার' উপর এক বিধি-নির্দিষ্ট হারে ধার্য করিতে হইবে এবং 'অবণ্টিত 'মুনাফার' (undistributed profits) ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে কর হ্রাস করিতে হইবে; (৫) নানাপর্যায়ের 'কর্পোরেশন'-কর (Multiple Corporation tax—ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর) প্রত্যাহার করিতে হইবে; (৬) ভারতীয় ও অ-ভারতীয় কম্পানিগুলির উপর কার্যকরী অধিকরের যে বিভিন্ন হার রহিয়াছে, তাহা 'বাতিল' করিয়া দিতে হইবে; (৭) কম্পানিগুলির উহাদের লাভের উপর কর-প্রদান করার দায় থাকা সত্ত্বেও অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশের (dividend) উপর প্রামাণিক হারে (standard rates) আয়-কর ধার্য করা উচিত; (৮) বর্তমান করারোপণ পদ্ধতিতে কম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর অধিকরের (Super-tax) 'ছাড়' (rebate) দেওয়া বন্ধ করিয়া যে করারোপণ করা হয়, তাহা রহিত করিতে হইবে এবং যদি এক বিধি-নির্দিষ্ট লভ্যাংশের হারের বেশী লভ্যাংশ দেওয়া হয়, তবে লভ্যাংশের উপর অতিরিক্ত অধিকর ধার্য করিতে হইবে; (৯) "অধিবৃত্তি-শেয়ারের" (**bonus** shares) উপর কর ধার্য করা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

আয়-কর বিভাগের **প্রশাসনিক ব্যবস্থার** উন্নতি-সাধনকল্পে বণিক-সংঘ নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান সুপারিশ 'পেশ' করিয়াছেন :—

(১) নূতন কোন কর-নির্ধারী (assessee—যাহার উপর কর ধার্য করা

যাইবে) আছে কিনা, তাহা খোঁজ করিবার জন্য আরও অধিক-সংখ্যক আধিকারিক (officers) নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে ; (২) বর্তমানে যাহারা মোট (gross) ৫০০০ টাকার উপর লভ্যাংশ পায়, কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই কম্পানিগুলিকে বিবরণ পাঠাইতে হয়—ইহার পরিবর্তে কম্পানিগুলিকে সকল প্রকৃত লভ্যাংশ-গ্রহীতার (recipients) সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাঠাইতে হইবে এবং উহাদের ক্ষেত্রে কর-নির্ধারণের কার্যাবলী আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে ; (৩) কর-ফাঁকি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে করারোপণ ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক মুনাফা (business profits) হইতে 'দূরকল্পনা-প্রসূত' (speculation-'ফট্‌কা-সংক্রান্ত') ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিবার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা উচিত ; (৪) আয়-কর আইনে শাস্তির ব্যবস্থা আরও 'জোরাল' করিতে হইবে—যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে, তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে হইবে এবং সম্ভবপর হইলেই মামলা দৃঢ়তার সহিত চালান উচিত ; (৫) আয়-কর আধিকারিকদের চাকুরি-সংক্রান্ত (মাহিনার ও অন্যান্য বিষয়ের) শর্তগুলি এমন হইবে, যাহাতে অধিসংখ্যক ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি আকৃষ্ট হয় ; (৬) কর-আদায়ের ব্যবস্থা ও আইন-প্রণালী যতদূর সম্ভব সরল হওয়া দরকার ; (৭) কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আয়-কর উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council) স্থাপনের ব্যবস্থা করা উচিত।

অপ্রত্যক্ষ (indirect) কর হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বণিক্‌-সংঘ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) আবকারী শুল্কের (অন্তঃশুল্কের—excise duties) উপর বেশী নির্ভর করা উচিত ; (২) লবণের উপর অন্তঃশুল্ক আরোপণের কথা পুনর্বিবেচনা করা উচিত ; (৩) করদাতাদের 'হয়রানি' (উত্ত্যক্তি) কমাইবার ও রাজ্য সরকারের শাসনিক ব্যবস্থার বোঝা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র-পরিচালিত একই প্রকার বিক্রয়-করের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া বিক্রয়-কর ন্যায়সম্মত করা উচিত ; (৪) রেলপথের যাত্রীদের ৫০ মাইলের অধিক পথের ভাড়ার উপর অধিভার (Surcharge) অচিরেই আরোপণ করা উচিত ; (৫) 'শেয়ার' হস্তান্তরের ক্ষেত্রে (share transfers) বর্তমান বিভিন্ন কর-হারের পরিবর্তে একবিধ হার (শতকরা ২ টাকা) প্রবর্তন করা কর্তব্য ; (৬) ১৯৪৪-৪৫ সালে

ডাক ও তার বিভাগকে যে পরিমাণ অর্থ সাধারণ রাজস্ব-ভাণ্ডারে প্রদান করিতে হইত, উহার পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 'পোস্টকার্ড' ও 'খামের' দাম বাড়াইয়া দিতে হইবে; (৭) অব্যবস্থিত (unorganised) কৃষি সংক্রান্ত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ও গ্রামাঞ্চলে কর-হার বর্ধিত করিতে হইবে—বিশেষতঃ যে সবক্ষেত্র উন্নয়ন-পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট; ১৯৩৯ সালের পূর্বে কৃষি-উৎপাদনের (output) 'মোট' (gross) মূল্যের শতকরা যে অনুপাতে জমির খাজনা (land revenue) আদায় করা হইত, উহার প্রায় সম-পরিমাণ জমির খাজনা ধার্য করিতে হইবে; (৮) সঞ্চয় উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় 'লটারির' (lotteries—ভাগ্য পরীক্ষার খেলা) প্রবর্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে—এই সব 'লটারির' পুরস্কার স্বরূপ পুরস্কার-'বণ্ড' (ঋণপত্র—Prize bonds) দেওয়া হইবে ও উক্ত 'বণ্ডগুলির' (ঋণ-পত্রগুলির) কোন সুদ দেওয়া হইবে না।

মূলধন মুনাফা-কর (Capital Gains tax) সম্বন্ধে উক্ত বণিক্-সংঘ বলিয়াছেন, বণিক্-সংঘ এই কর-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুঃখের সহিত, কারণ এই কর বিনিয়োগের উপর প্রতিবন্ধকতার প্রভাব বিস্তার করিবে। বণিক্-সংঘের অভিমত হইল, বার্ষিক **সম্পদ করের** প্রস্তাব (tax on annual wealth) 'বাতিল' করিয়া দিতে (অগ্রাহ্য করিতে) হইবে।

সংযুক্ত বণিক-সংঘের সুপারিশগুলির সমালোচনা বা মূল্যানুমান (Evaluation):—বহু বণিক-সংঘের চিরাচরিত রীতি হইল, কর-ব্যবস্থার প্রতি আক্রমণ চালান ও কর মুক্তির জন্য অবিরাম 'চিৎকার' করা—সংযুক্ত বণিক-সংঘের সুপারিশগুলিতে এই চিরাচরিত রীতির এক 'সুখদ' (welcome) পরিবর্তন দেখা যায়। এই বণিক-সংঘের সুপারিশগুলি সুপরিকল্পিত। যে সব ক্ষেত্রে কর-ব্যবস্থা উৎপাদকীয় উদ্যোগ প্রতিহত করে, সে সব ক্ষেত্রেই কেবল উক্ত বণিক-সংঘ কর সম্পর্কে 'রেয়াত' চাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সংঘ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার উপায় অবলম্বনেরও প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন—সুতরাং এই বণিক-সংঘ অন্যান্য সংঘের ন্যায় কেবল কর হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দাবি জানান নাই। সংযুক্ত বণিক-সংঘ কর-ফাঁকি বন্ধ করিবার জন্যও উৎকৃষ্ট প্রস্তাব 'দাখিল' করিয়াছেন। এই বণিক-সংঘের সুপারিশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—ইহাদের মনোযোগসহকারে বিবেচনা করা উচিত।

Q. "The Indian tax-system is regressive."—Examine the statement. (C. U. B. Com. 1957)

অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বলিয়াছেন, সুষ্ঠু কর-ব্যবস্থায় চারিটি সূত্রের শর্ত রক্ষিত হওয়া উচিত—(১) সামর্থ্যের সূত্র (canon of ability) (২) ব্যয়-সংক্ষেপের সূত্র (canon of economy), (৩) নিশ্চয়তার সূত্র (canon of certainty) এবং (৪) সুবিধার সূত্র (canon of convenience)।

উক্ত সূত্রগুলির শর্তানুযায়ী কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইলে, কর-ব্যবস্থা এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যে, মূলধন-সংগঠন ও বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করিয়া সরকারের রাজস্ব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কর-ভার সকলের উপর ন্যায্যভাবে বন্টিত হয়। কর-ভার ন্যায্যভাবে বণ্টন করিতে হইলে, যাহারা কর-ভার বহন করিতে সমর্থ, তাহাদের উপর এই ভার চাপাইতে হইবে, অর্থাৎ 'সামর্থ্যের সূত্রের' শর্তগুলি রক্ষা করিতে হইবে; সুতরাং কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি 'অধোগতিমূলক' (ক্রমহ্রাসমান—regressive) না হইয়া ক্রমবর্ধমান (progressive) হইতে হইবে। দরিদ্রদের নিকট অর্থের 'প্রান্তিক' উপযোগ (marginal utility of money) যতখানি, ধনীদের নিকট উহা অপেক্ষাকৃত অনেক কম—সুতরাং, দরিদ্রদের অপেক্ষা ধনীদের কর-প্রদানের ক্ষমতা অনেক বেশী। ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থা ন্যায় (equity) ও সুবিচারের নীতির ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, কারণ কর-ব্যবস্থা অতিশয় ক্রমবর্ধমান হইলে আয়-বৈষম্য ও ধন-বৈষম্য দূরীভূত হয়—এই আয় ও ধন-বৈষম্য আধুনিক **ধনতান্ত্রিক** সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ভারতের কর-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ করই 'অধোগতিমূলক' (ক্রমহ্রাসমান), অর্থাৎ করের 'পশ্চাদ্‌ভার'' (incidence—শেষের চাপ) ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের উপর বেশী পড়ে। অপ্রত্যক্ষ কর (indirect taxes) হইল 'অধোগতিমূলক' কর এবং এই কর ভারতের কর-ব্যবস্থায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—কর অনুসন্ধান কমিশনের (Taxation Enquiry Commission) আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী কর-লব্ধ মোট রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর (direct tax) হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র; আবগারী শুল্ক (excise duties), বিলাস-দ্রব্য ব্যতীত পণ্য-কর, ভূমির খাজনা, বিক্রয়-কর প্রভৃতির 'পশ্চাদ্‌-ভার' ধনীদের অপেক্ষা দরিদ্রদের উপর বেশী পরিমাণে পড়ে। উৎপাদকগণ

আবগারী শুল্কের 'পশ্চাদ্-ভার' ব্যবহারকদের উপর চাপাইয়া দেয়, কারণ সাধারণতঃ যে সব পণ্যের দাহিদা অপেক্ষাকৃত 'অস্থিতিস্থাপক' (inelastic) যে সব দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক (অন্তঃশুল্ক—excise duties) আরোপিত হয়। রাজস্বের ফলদায়ক উৎস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ আবগারী শুল্কের উপর বেশী নির্ভর করিতেছেন—চিনি, দিয়াশলাই, সূতীর কাপড় ও অন্যান্য 'জীবনীয়ের' (অত্যাবশ্যক দ্রব্যের) উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, যাহার ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের ('বাজেট'—budget) প্রস্তাবে উক্ত অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলির উপর আবকারী শুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে এবং অনেক নূতন অত্যাবশ্যক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক আরোপণ করা হইয়াছে। 'জীবনীয়ের' উপর আরোপিত **বহিঃশুল্কের** (Custom duties—বাণিজ্য-শুল্ক) 'পশ্চাদ্-ভারও' ধনীদের অপেক্ষা দরিদ্রদের উপর বেশী পরিমাণে পড়ে। **বিক্রয়-কর** (Sales Tax) হইল "অধোগতি-মূলক" কর—ইহার 'শেষের চাপ' ব্যবহারকদের (consumers) উপর পতিত হয়। ভারতের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র এবং তাহারা মুদ্রাস্ফীতির (inflation) দরুন কষ্ট ভোগ করিতেছে—এমতাবস্থায় বিক্রয়-কর পণ্যমূল্য বর্ধিত করিয়া তাহাদিগকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে; সুতরাং ন্যায় ও সুবিচারের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এরূপ অতিশয় অধোগতি-মূলক করারোপণ কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। **জমির খাজনা** (land revenue) অত্যন্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ—যে সব 'জোত' লাভজনক নয়, উহাদের জন্যও খাজনা দিতে হয়; জমির খাজনা-নির্ধারণে 'অনুপাতের' (graduation) ব্যবস্থাও নাই। **আয়-করের** হার ক্রমবর্ধমান সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যাপক 'কর-ফাঁকির' অবস্থা বর্তমান থাকায় এই ক্রমবর্ধমানতার মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে—অধ্যাপক ক্যালডরের (Prof. Kaldor) আনুমানিক হিসাবে এই আয়-কর ফাঁকির পরিমাণ ২০০ শত হইতে ৩০০ কোটি টাকা। ১৯৫৪ সালে যে **সম্পত্তি-কর** (Estate Duties) প্রবর্তিত হইয়াছিল, উহাতে যে পরিমাণ সম্পত্তি-মূল্য কর-মুক্ত করা হইয়াছে, উহার দরুন আয়-বৈষম্য ও ধনবণ্টন-বৈষম্য বিশেষ হ্রাস পায় নাই।

জনসাধারণের কল্যাণমূলক কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে **সরকারী ব্যয়ের** (public expenditure) বিচার করিলে ভারতের কর-ব্যবস্থাকে অধোগতি-

মূলক' (regressive) বলিতে হয়। কর-লব্ধ রাজস্বের বেশীর ভাগই দেশ-রক্ষামূলক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Defence and Security Service) অবলম্বনে ব্যয়িত হয়,—দেশরক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় হয়, আর রাজ্যসরকারগণ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় উঁহাদের রাজস্বের শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় করিয়া থাকেন। অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলিতে দরিদ্রগণ প্রভূত পরিমাণে 'ত্রাণ-অনুদান' (relief grants) পাইয়া থাকে এবং জনসাধারণ শিক্ষা ও চিকিৎসার অনেক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করিয়া থাকে ; এই সব দেশে পীড়িতাবস্থার, বেকার-অবস্থার ও বৃদ্ধ বয়সে উত্তর-বেতনের (pension) বীমার ব্যবস্থা রহিয়াছে—এই সব কল্যাণ-জনক পরিকল্পনার ফলে 'অধোগতিমূলক' (ক্রমহ্রাসমান)কর-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূরীভূত হয়। কিন্তু আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করিবার ব্যাপারে ভারতের সরকারী ব্যয় যে অংশ-গ্রহণ করিয়াছে, উহা নগণ্য—কর-অনুসন্ধান কমিশন উঁহার বিবরণীতে ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

উক্ত বিশ্লেষণের ফলে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, "ভারতে যাহারা আর্থিক ক্ষেত্রে 'দুর্বল' এবং যাহাদের কর-প্রদান করিবার সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত কম, তাহারাই অন্যায়রূপে সর্বাধিক করভার বহন করিয়া থাকে।" কিন্তু ভারতের কর-ব্যবস্থাকে **সম্পূর্ণ 'অধোগতিমূলক'** বলা চলে না। অধিকর (super-tax), বিলাস-দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক (import duties), কৃষি সংক্রান্ত আয়-কর, অতিরিক্ত মুনাফা-কর (Excess profits tax) প্রভৃতির পশ্চাদ্-ভার' (শেষের চাপ—incidence) ধনীদের অত্যধিক পরিমাণে বহন করিতে হয়। **সম্পত্তিকর** (Estate duties) আয়-বৈষম্য ও ধনবণ্টন-বৈষম্য হ্রাস করিতে সাহায্য করিবে। অধ্যাপক ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার কতকগুলি নূতন ধরনের করও ধার্য করিয়াছেন, যথা **মূলধন মুনাফা কর** (Capital Gains Tax), **বার্ষিক সম্পদকর**(Annual tax on wealth),এবং **ব্যক্তিগত ব্যয়-কর**(Personal Expenditure Tax)—এই সব কর ধনীদেরই প্রদান করিতে হইবে—এই করগুলি এরূপ স্বয়ং-ক্রিয় যে কর ফাঁকি দেওয়া ও কর 'এড়ান (evasion and avoidance of taxes) অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, বর্ধিত করহার ও নূতন আবকারী শুল্ক (অন্তঃশুল্ক—Excise duties) ও নূতন বহিঃশুল্ক হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যয় করা হইবে।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

কয়েকটি নূতন কর

(Some New Taxes)

Q. Discuss the case for and against the imposition of capital gains Tax in India.

মূলধন 'মুনাফা' কর (Capital Gains Tax) ভারতে নূতন নয়—১৯৪৭ সালে অর্থমন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ (Mr. Liaquat Ali Khan) এই কর ভারতে প্রথম প্রবর্তন করেন, কিন্তু ১৯৪৯ সালে অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন্ মাথাই (Dr. John Mathai) উহার বিলোপ সাধন করেন ; ১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী (Mr. T. T. Krishnamachari) 'পরিপূরক' (Supplementary) আয় ব্যয়কে (Budget) এই করের পুনঃ-প্রবর্তন করেন। ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতেই এই কর-প্রস্তাব কার্যকরী হয়। এই মূলধন 'মুনাফা' করের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত 'মুনাফার' উপর কোন কর ধার্য করা হইবে না ; (২) নিম্নতর আয়-স্তরের লোকেদের 'রেয়াত' (concession) দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, মূলধন 'মুনাফা' সহ যদি উহাদের মোট আয় ১০,০০০ টাকার বেশী না হয়, তবে তাহাদিগকে কোন মূলধন 'মুনাফা' কর প্রদান করিতে হইবে না ; (৩) ব্যক্তিগত 'নির্ধারীর (assessee) করযোগ্য (taxable) অন্যান্য আয়ের পরিমাণের সঙ্গে কর নির্ধারণের বৎসরের মূলধন 'মুনাফার' $\frac{১}{২}$ অংশ যোগ করিয়া আয়ের যে পরিমাণ হইবে, উহার উপর প্রযোজ্য আয়-কর হার-অনুযায়ী মূলধন 'মুনাফা' করের হার হইবে ; (৪) 'কম্পানির বেলায় মূলধন 'মুনাফা' কর-হার আয়করের হার অনুযায়ী হইবে ; (৫) সম্পত্তির আদি ক্রয়-মূল্যের (original cost) ভিত্তিতে অথবা ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারি সম্পত্তির যে মূল্য, উহার ভিত্তিতে 'নির্ধারীকে' (কর প্রদানকারীকে—assessee) তাহার মূলধন 'মুনাফা' নির্ধারণ করিবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে।

মূলধন 'মুনাফা' করের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Capital Gains Tax) :—অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারী কর্তৃক মূলধন 'মুনাফা' করের পুনঃ-প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বহু আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। যে সব কারণে ডাঃ জন্ মাথাই মূলধন 'মুনাফা কর প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, উহারা হইল—(ক) এই কর-লব্ধ আয় অতি সামান্য ছিল—প্রায় ১ কোটি টাকা মাত্র, (খ) বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে এই কর ক্ষতিকর মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় (Psychological) প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং (গ) 'মূলধন-বাজারে' (capital market) শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজনে ঋণ-পত্রগুলির যে অবাধ চলাচল আবশ্যক, তাহা এই করারোপণের দরুন ব্যাহত হইয়াছিল। কর-তদন্ত কমিশনও (Taxation Enquiry Commission) বলিয়াছেন, "বর্তমানে মূলধন 'মুনাফা' কর প্রবর্তিত করিতে হইলে, মূলধন 'মুনাফার' সাময়িক ও অনিয়মিত বৈশিষ্ট্যের দরুন, কর-হার সাধারণ আয়-কর ও অধিকরের (super tax) হার অপেক্ষা কম রাখিতেই হইবে—ইহার ফলে যে সব আয় আয়কর আরোপণের অন্তর্গত, যে সব আয়কে মূলধন 'মুনাফা' বলিয়া চালাইয়া দিয়া লোকেরা কর ফাঁকি দিতে উৎসাহিত হইবে।

মূলধন 'মুনাফা' করের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for Capital Gains Tax) :—ব্যক্তিগত করারোপণ ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সম্পর্কে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যালডর্ (Prof. Nicholas Kaldor) যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন, উহারই সরাসরি পরিণতি হইল এই মূলধন 'মুনাফা' করের পুনঃ প্রবর্তন। অধ্যাপক ক্যালডরের অভিমত হইল, সকল প্রকার অর্জিত আয়ের প্রতি সমানরূপে 'আচরণ' করাই হইল আয় সম্পর্কে নিরপেক্ষ ধারণা—ইহার অর্থ হইল মূলধন 'মুনাফা' আয়ের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক ক্যালডর বলেন, মূলধন 'মুনাফা' কর বিলোপসাধনের যে যুক্তি ডাঃ জন্ মাথাই উত্থাপন করিয়াছেন, উহার কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ :—(ক) ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ সালের আর্থিক বৎসরে এই কর হইতে যে প্রকৃত আয় হইয়াছিল, উহার পরিমাণ ৬ কোটি টাকার অধিক (এক কোটি টাকা নয়) (খ) যে কোন প্রকার নূতন জটিল কর আরোপিত হইলে, প্রথম প্রথম উহা হইতে লব্ধ আয়ের পরিমাণ শেষের দিকের আয়ের পরিমাণের চেয়ে কম হইতে বাধ্য, (গ) এই কর যে বিনিয়োগের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না এবং (ঘ) একবার বলা হইয়াছে

যে, এই কর হইতে লব্ধ আয়ের পরিমাণ ছিল নগণ্য, আবার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই করের প্রতিক্রিয়া অনমুকূল ছিল—এইরূপ পরস্পর-বিরোধী উক্তি ন্যায়শাস্ত্রসম্মত নয়। অধ্যাপক ক্যালডরের অভিমত হইল, (ক) স্বল্পকালীন রাজস্বের পটভূমিকায় মূলধন 'মুনাফা' করের ফলপ্রসূতা বিচার করিলে এবং ভাবী অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে 'মুনাফা' কর হইতে অতি সত্বর লব্ধ আয়ের পরিমাণ কম বা বেশী হইলে উহার যথাক্রমে প্রত্যাহার বা প্রবর্তন করিলে মারাত্মক ভুল হইবে, (খ) ন্যায়ের (equity) ক্ষেত্রে এই করারোপণের মূলগত ও অতি-গুরুত্বপূর্ণ কারণ রহিয়াছে এবং (গ) মূলধন 'মুনাফা' করের ফলদায়কতা কেবল দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা সম্ভবপর। তিনি বলেন, ইহা সর্বজনবিদিত যে, 'অর্জিত' (realised) মূলধন 'মুনাফা' কয়েক বৎসর পর 'অনুপার্জিত' মুনাফায়' প্রতিফলিত হয়—সুতরাং মূলধন 'মুনাফা' কর হইতে সম্পূর্ণ কি পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহা করারোপণ ব্যবস্থা ১০।১২ বৎসর প্রচলিত থাকার পর বুঝা যাইবে। তাঁহার অভিমত হইল, 'অর্জিত 'মুনাফা'র উপর যেমন কর ধার্য করিতে হইবে, তেমন 'অনুপার্জিত 'মুনাফার' উপরও কর ধার্য করিতে হইবে—সাধারণ দানপত্র বা 'ইচ্ছাপত্র দ্বারা' (by bequest) দানের দরুন যে 'মুনাফা' লাভ করা যায়, উহা যদি 'করমুক্ত' (tax-free) হয়, তবে সম্পত্তির মালিকেরা উহাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে এমন 'কারসাজি' করিতে প্রলুব্ধ হইবে, যাহাতে 'অনুপার্জিত' 'মুনাফার' 'নীট্' পরিমাণ যতদূর সম্ভব অধিক হয়, কারণ মৃত্যুর পর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে সকল 'অনুপার্জিত' 'মুনাফাই' করমুক্ত হইবে। তিনি বলেন, "এই প্রকার (অনুপার্জিত) 'মুনাফার' করমুক্তির ব্যবস্থা থাকিলে এই কর হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব দীর্ঘদিন পরে পাওয়ার আশা করা যাইবে উহার ⅓ বা ¼ অংশ কমিয়া যাইবে—সুতরাং কোন ন্যায়ের নীতির ভিত্তিতে এই প্রকারে অনুপার্জিত 'মুনাফার' করমুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।" সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক ভাবে সম্পত্তি অধিকৃত হইলে সম্পত্তির মালিকের যে মূলধন-'মুনাফা' লাভ হয়, অধ্যাপক ক্যালডর উহা করমুক্ত করিবার পক্ষপাতী নহেন, কারণ, তিনি বলেন, যে সব ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পত্তির আর্থিক মূল্যের কম হয়, সে সব ক্ষেত্রেও করদাতারা সমপরিমাণে মূলধন 'মুনাফা' কর প্রদান হইতে স্বতঃই মুক্তি পায়। ক্যালডরের অভিমত

হইল, ব্যবসা-গত বা বৃত্তিগত মজুত-মাল করমুক্তি পাইবার যোগ্য, কারণ এই মজুত-মাল বাজারে ছাড়া হইলেই সাধারণ 'মুনাফা' হিসাবে উহার উপর কর আরোপিত হয়; কিন্তু অলঙ্কার জাতীয় ব্যক্তিগত দ্রব্যাদিকে করমুক্ত করার কোন প্রকৃত কারণ নাই, কারণ অলঙ্কার প্রভৃতির মূল্য এক নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক হইলে অলঙ্কার প্রভৃতি একপ্রকার বিনিয়োগের 'সামিল' হয়—সুতরাং, উহাদিগকে করযোগ্য দ্রব্যাদির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অধ্যাপক ক্যালডর বলেন, মূলধন 'মুনাফার' অধিকাংশই 'সাধারণ শেয়ার'-জাত (share—অংশ); যদি সুগঠিত বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বহু বৎসর ধরিয়া শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত হইতে থাকে, তবে 'শেয়ার'-মূলধন (share capital) বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন হার (rate) বার্ষিক শতকরা ১০ ভাগ ধরা যাইতে পারে; অধিকন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের দরুন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া স্ফীতির প্রভাব (inflationary tendencies) পুনরুজ্জীবিত হইবে এবং 'মুনাফার' পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে—সুতরাং 'মুনাফার' পরিমাণ দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা ১০ ভাগের কম হওয়া সম্ভবপর নয়।

উক্ত অবস্থাগুলি বিচার করিয়া অধ্যাপক ক্যালডর তাঁহার সুপারিশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব বা অধঃগতির অথবা করলব্ধ রাজস্বের পরিমাণের বিষয় বিবেচনা না করিয়া মূলধন 'মুনাফা'-করের যতশীঘ্র সম্ভব পুনঃ-প্রবর্তনের উপর 'জোর' দিয়াছেন।

Q. Discuss the desirability or otherwise of imposing an expenditure tax in India.

(C. U. B. A. Hons. 1957)

অধ্যাপক নিকলাস ক্যালডর (Prof. Nicholas Kaldor) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের পটভূমিকায় ভারতের কর-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন উপলক্ষে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিবার জন্য 'ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান' (Indian Statistical Institute) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের প্রচলিত কর-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রধান প্রধান প্রস্তাবের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর ক্রমবর্ধমান করারোপণের প্রস্তাব হইল অন্যতম।

অধ্যাপক ক্যালডর প্রস্তাব করিয়াছেন, ব্যয়-কর (Expenditure tax)

পারিবারিক ব্যয়ের উপর আরোপিত না হইয়া ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর ধার্য করা হইবে, এবং ব্যয়ের পরিমাণের অনুপাতে কর-হার পরিবর্তনশীল হইবে। এই করারোপণ পদ্ধতিকে **"ভাগফল-পদ্ধতি"** (**quotient system**) বলা হয়—এই পদ্ধতি ফ্রান্সে প্রচলিত আছে; এই পদ্ধতি-অনুসারে প্রথমে পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের সমষ্টি করা হয় এবং এই সমষ্টি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া গড়পড়তা আয় বা ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হয়। অধ্যাপক ক্যালডর এই ব্যয়-কর আরোপণের নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন :—

(ক) প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক (adult) ব্যক্তিদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় 'করমুক্ত' হইবে; (খ) ১০০০০ টাকা ব্যয়ের উপর 'পর্বীয়-পদ্ধতিতে' (**slab system**) কর ধার্য করিতে হইবে—উক্ত 'পর্বীয়-পদ্ধতিতে' কর-হার হইবে ১০,০০০ টাকা হইতে ১ ,৫০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের উপর শতকরা ২৫ টাকা এবং উক্ত কর-হার ক্রমবর্ধমান হইয়া ৫০,০০০ টাকার অধিক ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর সর্বোচ্চ শতকরা ৩০০ টাকা পর্যন্ত হইবে; (গ) ভারতের মত দরিদ্রদেশে ব্যক্তিগত ব্যয়ের অতিশয় নিবর্তক (strong deterrent) এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধিকারক ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কর-অব্যাহতির সীমা ৬০০০ টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে এবং শতকরা ৩০০ টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ কর-হার প্রত্যেক ব্যক্তির ৩ ,০০০ টাকা ব্যয়ের উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে—এই ব্যবস্থায় কর-প্রদানের দায়িত্ব জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত বেশী অংশের উপর অর্পণ করা যাইবে।

ব্যয়-কর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি হইল প্রধান :—

(ক) বর্তমান আয়-করের উপরে ব্যয়-কর প্রবর্তিত হইলে কর-ব্যবস্থার দরুন জনগণের অত্যন্ত দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে; (খ) যদি আয়-করের পরিবর্তে ব্যয়-কর ধার্য করা হয় (অধ্যাপক ক্যালডর প্রস্তাব করিয়াছেন যে আয়-করের ঊর্ধ্বতম হার টাকা প্রতি ১৪ আনা ৮ পাই-এর পরিবর্তে ৭ আনা করা উচিত), তবে সঞ্চয় (Savings) করমুক্ত হইবে এবং উহার ফলে মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে সম্পত্তি 'গাঢ়ীভূত' (concentrated) হইয়া পড়িবে —যদি এই 'গাঢ়ীভবন' নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি-কর (property tax) আরোপণ করা হয়, তবে ব্যয়-কর প্রবর্তিত হওয়ার দরুন সঞ্চয়ের যে

প্রবণতা সৃষ্ট হইবে, উহা নষ্ট হইয়া যাইবে ; (গ) ব্যয়-কর ব্যবস্থার পরিচালনা দুষ্কর ; (ঘ) কৃষিগত আয় (agricultural income) হইতে যে ব্যয় করা হইবে, উহাকে করমুক্ত করিতে হইবে বলিয়া লোকেরা তাহাদের কৃষিগত আয়ের হিসাবে তাহাদের খরচের সর্বোচ্চ পরিমাণ দেখাইতে (debit) উৎসাহিত হইবে।

উক্ত সকল যুক্তির বিরুদ্ধে ক্যালডর বলিয়াছেন, ন্যায়ের (equity) পরিপ্রেক্ষিতে আয়-কর অপেক্ষা ব্যয়-কর অধিকতর যুক্তি-সংগত, কারণ ব্যয়ই হইল আয়ের উৎকৃষ্টতর পরিচায়ক। অধিকন্তু, আয় অপেক্ষা ব্যয়ই সঠিকভাবে অধিকতর নির্ধারণযোগ্য। অপরপক্ষে, যদি আয় ও সম্পত্তির উপর অত্যধিক হারে কর আরোপিত হয় ও ব্যয়-কর ধার্য করা না হয়, তবে ধনিকগণ (পুঁজিপতিরা-capitalists) তাহাদের জীবন-ধারণের মান না কমাইয়া তাহাদের সম্পদ অপব্যয় করিয়া ফেলিবে—সুতরাং, যে ধনিক সম্প্রদায়ের (capitalists classes) আয় ও সঞ্চয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চহারে কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ ব্যয়াধিক্যের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে এবং করের 'পশ্চাদ্ ভার' (incidence-চাপ) 'মুনাফা'-অর্জনকারী সম্প্রদায়ের উপর না পড়িয়া অন্য সম্প্রদায়ের উপর পড়িবে। অধিকন্তু, যদি কর-ফাঁকির সকল দ্বার রুদ্ধ করা হয়, তবে আয়ের উপর উচ্চহারে করারোপণের দরুন সঞ্চয় অথবা বিনিয়োগের প্রবৃত্তির উপর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তারিত হইবে। সুতরাং, প্রকৃত ফলপ্রসূ ও নিরপেক্ষ ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থায় আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভিত্তিতে করারোপণ ব্যবস্থা অধিকতর শ্রেয়ঃ।

অধ্যাপক ক্যালডর বলেন, সম্পত্তি-কর ব্যতীত ব্যয়-কর ধার্য করা হইলে ব্যয়ের মাত্রা কমিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু অধিক মাত্রায় ঐশ্বর্য সমাহৃত (accumulated) হইবে, আবার ব্যয়-কর ব্যতীত সম্পত্তি-কর আরোপিত হইলে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে ও ঐশ্বর্য-সমাহরণ হ্রাস পাইবে—এমতাবস্থায় ব্যয়-কর ও সম্পত্তি-কর, উভয় প্রকার কর-ব্যবস্থা থাকিলে উহাদের প্রত্যেকটির সুফল পাওয়া সম্ভবপর হইবে এবং এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ধনীদের জীবন ধারণের মান কার্যকরীভাবে হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে ও ভবিষ্যতে সম্পত্তির অধিকতর সম-বণ্টনের কল্যাণসূচক উদ্দেশ্য সফল হইবে।

অধ্যাপক ক্যালডর স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যয় করের পরিচালনার

ব্যবস্থা আয়করের বর্তমান পরিচালন-ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর জটিল, কিন্তু ব্যাপক ও কার্যকরী আয়-কর ব্যবস্থার পরিচালনা অপেক্ষা ব্যয়-করের পরিচালনা কঠিন নয়। অধিকন্তু, ব্যয়-কর ব্যক্তিগত করারোপণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হইলে ব্যাপক কর-ফাঁকি (evasion of taxes) নিরুদ্ধ হইবে এবং কর-ব্যবস্থায় 'ছিদ্র' থাকিবে না।

অধ্যাপক ক্যালডরের অভিমত হইল যে, সংবিধানে (constitution) এমন কোন কিছু বলা হয় নাই, যাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিগত আয় হইতে ব্যয় করিলে, সেই ব্যয়ের উপর কর ধার্য করিতে পারিবেন না। তিনি বলেন, যে কোন প্রকার আয় হইতে ব্যয় করিলে, সেই ব্যয়ের উপর ব্যক্তিগত ব্যয়-কর ধার্য করা সংবিধান-সম্মত হইবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করিতে হইলে মোট ব্যয়ের মধ্যে অন্যান্য ব্যয়ের তুলনায় বিনিয়োগ (investment) খাতে ব্যয় প্রভূত পরিমাণে বেশী হওয়া উচিত। ইহার অর্থ হইল, জাতীয় আয়ের মধ্যে সঞ্চয়ের মাত্রা অধিকতর হওয়া উচিত। জনসাধারণের (the masses) অতিরিক্ত সঞ্চয় সম্ভবপর নয়, কারণ তাহারা অতি কষ্টে নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া থাকে ; সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার প্রয়োজনে ধনীদের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে—ব্যয়-করের মাধ্যমে ধনীদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে, কারণ ক্রমবর্ধমান ব্যয়-কর প্রবর্তিত হইলে ধনীদের ভোগ-প্রবণতা হ্রাস পাইবে ও তদ্দরুন তাহাদের বিলাসপূর্ণ 'চালচলন' অনেক কমিয়া যাইবে।

উপসংহার (Conclusion) :—ব্যয়-কর প্রবর্তনে প্রশাসনিক (পরিচালন) ও অন্যান্য ব্যাপারে ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবানুযায়ী ব্যয়-কর ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, সরকারকে আয়-কর ও অধি-করের (super-tax) সর্বোচ্চ হার টাকা প্রতি ৭ আনাতে হ্রাস করিতে হইবে—ইহার দরুন এরূপ ভয়ানক প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হইবে, যাহার জন্য সরকার বর্তমান সর্বোচ্চ হার কমাইতে সমর্থ হইবেন না ; এমতাবস্থায় ব্যয়-করের আরোপণে উচ্চতর আয়-স্তরের লোকদের (higher income groups) উপর কর-ভার অত্যধিক হইয়া পড়িবে—ইহাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

অধিকন্তু, অধ্যাপক ক্যালডর ঠিকই বলিয়াছেন যে, ব্যয়-করের অনুপূরক

হিসাবে দান-কর (tax on gifts) এবং সম্পদ-কর (tax on wealth) প্রবর্তিত করিতে হইবে—এই সব কর সঞ্চয়ের উপর যে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে, উহা সঞ্চয়ের উপর ব্যয়-করের অনুকূল প্রভাব তুল্যশক্তিতে প্রতিহত করিবে ব্যয়-করের দরুন সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা ধরিয়া লইলেও দেখা যাইবে যে, ব্যয়-করের প্রভাবে প্রচুর ঐশ্বর্যের সমাহরণ (accumulation) বৃদ্ধি পাইবে, যাহার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা (economic power) 'গাঢ়ীভূত' (concentrated) হইবে—এই অবস্থা ধন-বণ্টন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শের পরিপন্থী, যে আদর্শে পৌছা হইল, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের' (socialistic pattern of society) লক্ষ্য।

অধ্যাপক ক্যালডর যথার্থই বলিয়াছেন ব্যয়-কর আয়-কর অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এবং তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী যদি ব্যয়-কর 'মাথাপিছু' (**per capita**) ব্যয়ের ভিত্তিতে ধার্য করা হয়, তবে ব্যয়-কর আরও ন্যায়সঙ্গত হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার পরিবারভুক্ত নয়, এমন আত্মীয়ের জন্য ব্যয় করিতে হয়, তবে তাহার শুধু ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর নয়, এমন কি উক্ত আত্মীয়ের জন্য তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের উপর কর আরোপণ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হইতে থাকিলে, ব্যয়-করের বোঝার প্রাবল্য (severity) বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—এই অবস্থার উদ্ভব ভারতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক ব্যয়ের চাপে দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হইবে।

সুতরাং, ইংল্যাণ্ডের যশস্বী কর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবিত ক্রমবর্ধমান ব্যয়-কর আরোপণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে সরকারের উল্লিখিত অসুবিধাগুলি অতি যত্নসহকারে বিবেচনা করা কর্তব্য।

১৯৫৭-৫৮ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়কে ব্যয়-করের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি (Main features of the Expenditure Tax under the Budget Proposals of 1957-58) :—১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ব্যয়-করের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—

(১) যে সব ব্যক্তির এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের আয় আয়-কর ধার্যের ব্যাপারে ৬০ হাজার টাকার কম নয়, তাহাদের উপর ব্যয়-কর

প্রযোজ্য হইবে ; (২) ব্যয়-কর যে কোন প্রকার আয় হইতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের উপর ধার্য করা হইবে এবং ব্যয়-করের হার পরিবারের আয়তনের উপর নির্ভর করিবে ; (৩) পরিবারের ক্ষেত্রে 'নির্ধারী' (assessee—কর প্রদানকারী) ও তাহার স্ত্রীর পক্ষে ২৪ হাজার টাকা এবং প্রতি প্রতিপাল্য (dependent) সন্তানের পক্ষে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় কর-মুক্তি পাইবে, (৪) কর হার 'পর্বীয় রীতিতে' (*Slab* system) নির্ধারিত হইবে—যেমন, প্রথম ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের উপর শতকরা ১০ টাকা এবং উহার অধিক ব্যয়ের উপর 'পর্বীয় পদ্ধতিতে' কর-হার ক্রমবর্ধমান হইবে ; (৫) উক্তপ্রকার ক্রমবর্ধমান হার হইল :—

(ক) ১০ হাজার টাকার অধিক, কিন্তু ২০ হাজার টাকার অনধিক ব্যয়ের উপর শতকরা ২০ টাকা ; (খ) ২০ হাজার টাকার অধিক, কিন্তু ৩০ হাজার টাকার কম ব্যয়ের উপর শতকরা ৪০ টাকা ; (গ) ৩০ হাজার টাকার অধিক, কিন্তু ৪০ হাজার টাকার অনধিক ব্যয়ের উপর শতকরা ৬০ টাকা ; (ঘ) ৪০ হাজার টাকার অধিক, কিন্তু ৫০ হাজার টাকার অনধিক ব্যয়ের উপর শতকরা ৮০ টাকা ; এবং (ঙ) ৫০ হাজার টাকার অধিক যে কোন ব্যয়ের উপর শতকরা ১০০ টাকা।

(৬) নিম্নপ্রকার ব্যয়গুলি ব্যয়-কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে না :—

(ক) কর প্রদানকারীর সাধারণ ব্যবসাগত, পেশাগত ও বৃত্তিগত ব্যয়—এই ব্যয় মূলধন খাতে ব্যয়ই হউক অথবা চলতি ব্যয়ই হউক (capital or current) ; (খ) গৃহ ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা নির্মাণজনিত ব্যয় ; (গ) ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা, আমানত, ঋণ-প্রদান, 'শেয়ার' ও ঋণ-পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ জনিত ব্যয় ; (ঘ) অংশীদারী কারবারে অথবা কোন সংঘে মূলধন বিনিয়োগ জনিত ব্যয় ; (ঙ) ঋণ পরিশোধ জনিত ব্যয় ; (চ) দান ও চাঁদা-প্রদান জনিত ব্যয় ; (ছ) করপ্রদানকারী অথবা তাহার পোষ্যের জীবন, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য অথবা বিকলতা' (disability) বীমার কিস্তির টাকা (premium) প্রদান জনিত ব্যয় ; (জ) 'ভবিষ্যনিধিতে' (Providend Fund), মিতব্যয়িতা বা বার্ধক্য-নিধিতে (Thrift or Super-annuation Fund) চাঁদা প্রদান জনিত ব্যয় ; ও (ঝ) ভারতের নাগরিক নয়, এমন কোন নির্ধারীর (assessee—কর প্রদানকারী) বিদেশে উপার্জিত আয় হইতে বিদেশে ব্যয়।

ইহা অনুমান করা হইতেছে যে, উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী ৫৫০০ ব্যক্তি এবং ১০০০ অবিভক্ত হিন্দু পরিবার ব্যয়-করের 'আওতায়, পড়িবে।

ব্যয়-করের সমালোচনা করিয়া শ্রীরাজাগোপালাচারী মন্তব্য করিয়াছেন, "নির্ধারিত আয়-স্তরের উর্ধ্বস্থিত আয়-স্তরের প্রত্যেক নর নারীকে তাহার জীবনের সর্বক্ষণই সঠিক হিসাবে রাখিতে হইবে—এই হিসাব শুধু যে কতকগুলি বিশেষ খাতে ব্যয়ের হিসাব, এমন নয়—তাহাকে নিত্য প্রয়োজনীয় (routine) দ্রব্যের খাতে ব্যয়ের হিসাবও রাখিতে হইবে ; তাহাকে তাহার হিসাবের যথার্থতা ও সম্পূর্ণতার বিষয়ে প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে, নহিলে তাহাকে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া প্রভূত অর্থ-প্রদানের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার (ব্যয়-কর ব্যবস্থার প্রবর্তনের) ফলে সর্বত্রই এক উৎপীড়নের আবহাওয়া (oppressive atmosphere) সৃষ্ট হইবে—এইরূপ অবস্থা অপেক্ষা এক সরাসরি সাম্যবাদী রাষ্ট্র (communist State) অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

Q. Discuss the case for and against the imposition of an annual tax on wealth.

অধ্যাপক ক্যালডর (ইংরেজ কর-বিশেষজ্ঞ) ন্যায়ের (equity) ও প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় সম্পদের উপর বার্ষিক করারোপণ (annual tax on wealth) অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, যাহাতে কর-ব্যবস্থা ব্যাপ্তিশীল হয় হইবে। ক্যালডরের মতে নিম্নলিখিত সম্পদগুলি সম্পদ-করের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত :—

(ক) ব্যাঙ্কে রক্ষিত তহবিল এবং ৫০০০ টাকার মূল্যের অধিক অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য ; (খ) সকল প্রকার প্রকৃত 'জায়গীর' (Estates) ; (গ) বাজারে যে সব হস্তান্তরযোগ্য স্বত্বের ক্রয়-বিক্রয় হয়, সে সব স্বত্ব (assignable rights with a market value) ; (ঘ) 'পুঁজিপাটা' ('স্টক্'—stock) (ঙ) এক নির্ধারিত সীমার অধিক মূল্যের গৃহের অসবাব, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারের দ্রব্যাদি।

সম্পদের উপর বার্ষিক কর আরোপণের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of an Annual Tax on Wealth) :—

(১) ন্যায়ের (equity) পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ-কর সমর্থনযোগ্য, কারণ যাহাদের

আয় কর্মদ্বারা অর্জিত আর যাহাদের আয় সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত, তাহাদের মধ্যে এবং সম্পত্তির বিভিন্ন মালিকদের মধ্যে কাহার কতখানি কর প্রদান করিবার ক্ষমতা (taxable capacity), তাহা নিরূপণ করিবার উপযুক্ত মাপকাঠি (measure) কেবল আয় নয়। যদি কোন লোকের পরিসম্পৎ (assets) হিসাবে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি হইতে কোন আয় না হইলেও তাহার কর-প্রদান করিবার ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। যদি কেবল আয়ই কর প্রদান করিবার ক্ষমতার মাপকাঠি হইত, তবে ১০ লক্ষ টাকার হস্তান্তরযোগ্য অলঙ্কার ও স্বর্ণের মালিক এবং একজন ভিক্ষুক, উভয়েরই কর-প্রদান করিবার ক্ষমতা সমান (অর্থাৎ শূন্য) বলিয়া ধরিতে হয়; পুনরায় যে ব্যক্তির ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইতে ৫০,০০০ টাকার আয় হয়, আর যে ব্যক্তির ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইতে সমপরিমাণ আয় হয়, তাহাদের উভয়ের কর-প্রদান ক্ষমতা সমান বলিয়া ধরা সঙ্গত হইবে না, কারণ আয় সমান হইলেও অধিকতর মূল্যের সম্পত্তির মালিক নিশ্চয়ই অধিকতর সঙ্গতিপন্ন এবং তাহার কর-প্রদান করিবার ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত বেশী। আবার যদি সম্পত্তির মূল্যের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হয়, তবে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিককে ২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক অপেক্ষা ২½ গুণ বেশী কর প্রদান করিতে হইবে—ইহাও ন্যায়সঙ্গত নয়। আবার ধরা হউক যে, তিন ব্যক্তিই ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক, উহাদের মধ্যে একজনের উক্ত সম্পত্তির আয় হইল ১,২৫০০০ টাকা, অর্থাৎ অপর দুই মালিকের আয় অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী—এরূপ ক্ষেত্রে তিন জনেরই কর-প্রদান ক্ষমতা সমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া ন্যায়সম্মত হইবে না। সুতরাং দেখা যায় যে, শুধু আয় বা শুধু সম্পত্তির ভিত্তিতে কর-প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্ধারণ করা যায় না—কর প্রদান করিবার সমর্থ্যের নীতি-অনুযায়ী (principle of the **ability** to pay) কর ধার্য করিতে হইলে কর-প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্ধারণ করিবার সঠিক মাপকাঠি হইবে, আয়ের পরিমাণ ও সম্পত্তির মূল্য, দুই-এরই সংযোগ (combination)।

(২) "আয়-কর মূলধনের ঝুঁকিজনক বিনিয়োগের প্রতি যেরূপ প্রভেদাত্মক 'আচরণ' করে, সম্পদ-কর সেরূপ করে না।" একজন উৎপাদক সরকারী ঋণ-পত্রে তাহার অর্থ বিনিয়োগ করিয়া শতকরা ৩ হইতে ৩½ টাকার নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, অথবা সে উৎপাদকীয়

ঝুঁকিজনক উদ্যোগে শতকরা ১০ টাকা আয়ের আশা করিয়া তাহার অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে ; আয়-কর নিরাপদ বিনিয়োগ- জনিত উক্ত ৩ বা ৩½ টাকা আয়ের উপর যেভাবে আরোপিত হয়, ঠিক সেই ভাবে ঝুঁকি-গ্রহণ জনিত উক্ত ৭ বা ৬½ টাকা অতিরিক্ত আয়ের উপরও উহা ধার্য করা হয়—অর্থাৎ আয়-কর ব্যবস্থায় ঝুঁকির কোন মূল্য দেওয়া হয় না ; সম্পদ-করের বেলায় আয়ের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, একই মূল্যের সম্পদের উপর একই হারে কর ধার্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং, আয়-কর মূলধনের উৎপাদকীয় (ঝুঁকি লইয়া) বিনিয়োগের উপর যে প্রকার প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে, সম্পদ-কর সেরূপ করে না। অধিকন্তু, আয়-করের প্রভাবে লোকেরা স্বর্ণ, অলঙ্কার প্রভৃতিতে তাহাদের সম্পদ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হয়, কারণ এই প্রকার সম্পদের অনুৎপাদকীয় মজুতের উপর কোন প্রকার আয়-করই আরোপণ করা হয় না ; কিন্তু সম্পদ-করের বেলায় এইরূপ অনুৎপাদকীয় মজুতে লোকদের কোন সুবিধা (কর-মুক্তি বাবদ) হয় না।

(৩) যদিও সম্পদ মূল্য (property value) এবং বার্ষিক 'মুনাফা' বা আয় স্বতন্ত্র, তবুও উহাদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ (close relation) রহিয়াছে,—সকল প্রকার 'মুনাফা' ও সম্পত্তির আয় (বৃত্তিগত ও পেশাগত আয় ব্যতীত) কোন না কোন প্রকার বাস্তব সম্পদ হইতে উদ্ভূত এবং অধিকাংশ সম্পদই, যদিও সকল সম্পদ নয়, কোন না কোন প্রকার আয় বা 'মুনাফা' সৃষ্টি করে। সুতরাং যদি আয় ও সম্পত্তি, উভয়েরই উপর কর ধার্য করা হয়, তবে কর-ব্যবস্থায় প্রশাসনিক দক্ষতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে—ইহার কারণ হইল, "কোন সম্পত্তির মালিকানা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় মালিকের 'লুকায়িত' আয় সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং অনুরূপভাবে আয়ের উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় তাহার 'লুকায়িত' সম্পত্তির তথ্য প্রকাশ পাইবে। সুতরাং, আয় ও সম্পত্তি, উভয়েরই উপর কর ধার্য করা হইলে কর ফাঁকি দেওয়ার ও আয়-গোপন করার ব্যাপারে যতখানি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে, ততখানি শুধু আয়-কর বা শুধু সম্পদ-কর প্রবর্তন দ্বারা সম্ভবপর নয়।"

সম্পদের উপর বার্ষিক কর আরোপণের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against an Annual Tax on Wealth) :—(১) সম্পদের উপর করারোপণ ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা, কারণ সকল সম্পত্তি হইতে আয় হয় না এবং এজন্য কর প্রদান করিতে সম্পত্তির মালিককে তাহার সম্পত্তি বিক্রয়

করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই যুক্তি 'আয়' (income) সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তি-মূলক ধারণায় বশবর্তী হইয়া উত্থাপন করা হইয়াছে। 'হাত-বদলের' অযোগ্য সম্পত্তির (যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার মালিকের কোন অধিকার নাই-**entailed**) ছাড়া সকল সম্পত্তি হইতেই মালিক কিছু না কিছু উপকার পাইয়া থাকে, অন্ততঃ অন্য সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সে যে উপকার পাইত, উহার সমান উপকার সে পাইয়া থাকে, নহিলে সে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কিছুর সহিত বিনিময় করিয়া ফেলিত। সুতরাং, মালিকের সম্পত্তি হইতে সত্বর কোন আয় না হইলেও সে সেই সম্পত্তি যে ধরিয়া রাখে, উহার কারণ হইল, হয় মালিক মনে করে যে, অন্য সম্পত্তির আয় হইতে অন্য মালিকগণ যতখানি উপকৃত হয়, এই সম্পত্তি থাকার দরুন মনস্তত্ত্বের পটভূমিকায় সে ততখানি উপকার লাভ করিতেছে, অথবা মালিক আশা করে যে, তাহার সম্পত্তির মূল্য ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে, যাহার জন্য তাহার সম্পত্তি অন্যান্য আয়-প্রদায়ক সম্পদের ন্যায় তাহার নিকট এত লোভনীয়। সুতরাং, কর-ব্যবস্থায় যে সব সম্পত্তিতে আর্থিক আয় হয়, শুধু সে সব সম্পত্তির উপর কর ধার্য হইলে উহা ন্যায়-বিরুদ্ধ হইবে।

(২) সম্পদ-করের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে, সম্পদের উপর বার্ষিক কর ধার্যের দরুন উৎপাদকীয় উদ্যোগ (productive enterprise) ব্যাহত হইবে ; আরও বলা হইয়াছে যে, সম্পত্তি-কর (Estate Duty) ও মূলধন 'মুনাফা' কর (Capital Gains Tax) থাকার দরুন সম্পদ-করের প্রবর্তন অনাবশ্যক ও অবিচারমূলক। এই সম্পদ-কর লাভ-'লোকসান' নির্বিশেষে নূতন 'কম্পানিগুলিকে' দিতে হইবে বলিয়া উহা যৌথ-উদ্যোগের (corporate enterprise) প্রতিবন্ধক হইবে। এই করের 'পশ্চাদ্‌-ভার' (incidence-চাপ) কর-প্রদানকারীর উপর না পড়িয়া শেষ ব্যবহারকের উপর পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সম্পদ-কর উৎপাদকীয় উদ্যোগের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে পারা যায় যে, এই প্রতিকূল প্রভাব আয়-করের প্রতিকূল প্রভাবের ন্যায় তত বেশী হইবে না। অধিকন্তু, আয়-কর ব্যবস্থায় মূলধনের আয়ের উপর আয়-কর ধার্য করা হয়, কিন্তু সম্পদ-কর মূলধনের বিনিয়োগ-সংক্রান্ত আয়ের উপর নির্ভর করেনা ; এমতবস্থায়, আয়-কর ব্যবস্থায় কর-প্রদানকারীর পক্ষে কর-ভার অন্যের উপর চাপান যতটা সম্ভবপর, সম্পদ-করে সে সম্ভাবনা অনেক কম।

(৩) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গোলযোগ উপস্থিত হইবে বলিয়াও সম্পদ-করের বিরুদ্ধে এক যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সম্পদের প্রকৃত মালিক খুঁজিয়া বাহির করা এবং সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা—এই দুইটি ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি আয় ও সম্পদ, উভয়েরই উপর কর আরোপিত হয়, তবে কর ফাঁকি দেওয়া এবং আয় গোপন করা শক্ত হইয়া পড়িবে, কারণ "কোন সম্পদের মালিকানা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় মালিকের 'লুক্কায়িত' আয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং অনুরূপভাবে আয়ের উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় তাহার 'লুক্কায়িত' সম্পদের তথ্য প্রকাশ পাইবে।" "যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলির, যেমন বৎসরের প্রথমে ও বৎসরের শেষে তাহার পরিসম্পৎ, উহার বৃদ্ধির মোট পরিমাণ এবং তাহা হইতে তাহার ব্যক্তিগত ব্যয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে তথ্যাদির, একটি বিস্তারিত হিসাব দাখিল করিতে বলা হয়, তবে কোন তথ্য গোপন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে, কারণ এরূপ গোপন করিবার চেষ্টায় তাহাকে ধারাবাহিকরূপে মিথ্যা হিসাব দাখিল করিতে হইবে"। ইহা অনস্বীকার্য যে, এই সম্পদ-করের দক্ষতাপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে ভারতের সম্পদগুলির মালিকানা সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (methods of registration and control) যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির ন্যায় অতিশয় কঠোর করিতে হইবে।

সম্পদের মূল্য-নির্ধারণ সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাব হইল, হিসাব রাখার সাধারণ নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া বিক্রীত না হওয়া পর্যন্ত সম্পদের প্রতি দফার (item) মূল্য 'পুস্ত-মূল্য' (পুস্তকে লিখিত মূল্য—book value) অনুসারে ধরিয়া লইতে হইবে। অধ্যাপক ক্যালডর বলিয়াছেন, সম্পদের প্রাথমিক মূল্য-নির্ধারণের দায়িত্ব করপ্রদানকারীর উপর ন্যস্ত করিতে হইবে—করপ্রদানকারীকে তাহার সম্পদের সকল দফার মূল্য 'চল্‌তি' বাজার-দর (current market rate) অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে; করপ্রদানকারীর নির্ধারিত মূল্য সম্বন্ধে যদি রাজস্ব বিভাগের (Revenue Department) কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে রাজস্ব বিভাগ কর-প্রদানকারীকে তাহার সম্পদের ন্যূনতম বিক্রয়-দর (Reserve price) উল্লেখ করিতে বলিবে। যদি রাজস্ব বিভাগের ধারণা হয় যে, উক্ত ন্যূনতম বিক্রয়-দরও প্রকৃত 'চল্‌তি' বাজার-দর অপেক্ষা কম, তবে রাজস্ব বিভাগ

কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগকে (Central P. W. D.) উল্লিখিত সম্পদ উক্ত ন্যূনতম বিক্রয়-দরে অধিকার করিয়া লইতে (acquire) পরামর্শ প্রদান করিবে। সুতরাং, সরকার সম্পদ অধিকার করিয়া লইলে তাহার ক্ষতির সম্ভাবনা—এই ভয়ে মালিক তাহার সম্পদের মূল্য প্রকৃত বাজার-মূল্য অপেক্ষা কম করিয়া বলিতে বহুবার বিবেচনা করিবে। অধ্যাপক ক্যালডর আরও প্রস্তাব করিয়াছেন, করপ্রদানকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় মূল্য-নির্ধারণ বিভাগ (Central Valuation Department) খুলিতে হইবে এবং উহার আঞ্চলিক ও উপাঞ্চলিক (Sub-regional) শাখা-দপ্তর (branch offices) থাকিবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, অধ্যাপক ক্যালডর সম্পদের উপর বার্ষিক কর ধার্য করার সুবিধাগুলি বিবেচনা করিয়াই এই প্রকার সম্পদ-করের প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন—সম্পদ-করের প্রবর্তন ছাড়া কোন ব্যাপক ও কর-ফাঁকি-নিবারক কর-ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়।

১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবে সম্পদের উপর বার্ষিক করারোপণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Main features of the Annual on Wealth under the Budget Proposals of 1957-58) ঃ—আয় কোন ব্যক্তির কর-প্রদান-ক্ষমতার সঠিক মাপকাঠি নয়—এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্যালডরের সহিত একমত হইয়া ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ভারতে বার্ষিক সম্পদ-কর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, —তাঁহার মতে এই কর অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এবং ইহার ফলে কর-ফাঁকি হ্রাস পাইবে।

এই কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(ক) সম্পদ-কর ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার ও কম্পানিকে প্রদান করিতে হইবে। **(খ)** প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা ও প্রত্যেক অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের জন্য ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ কর-মুক্ত হইবে। **(গ)** উক্ত মূল্যের অধিক সম্পত্তির উপর কর-হার হইবে, প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৮ আনা, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শতকরা ১ টাকা, এবং বাকী অংশের জন্য শতকরা ১ টাকা ৮ আনা—সুতরাং দেখা যায় যে, কর-হার ক্রমবর্ধমান হইবে। **(ঘ)** কম্পানির বেলায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্য পর্যন্ত সম্পত্তি কর-মুক্ত হইবে এবং উহার অধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর

শতকরা ৮ আনা অপরিবর্তনীয় হারে (flat rate) কর ধার্য করা হইবে। (ঙ) নিম্নলিখিত সম্পদগুলির উপর কোন সম্পদ-কর ধার্য করা হইবে না:—

কৃষি-সম্পত্তি; যে সব সম্পত্তি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অধিকারে রহিয়াছে; কলাবিদ্যা সংক্রান্ত সম্পদ (works of art); বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নহে, এমন সংগৃহীত প্রত্নতত্ত্বসংক্রান্ত সম্পদ (archaeological collections); অনুমোদিত 'ভবিষ্যনিধিতে' (Providend Fund) সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ; বীমাকারী বা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদত্ত হইবার পূর্বে অনুমোদিত বীমাপত্রের (Insurance Policy) উল্লিখিত অর্থ-সম্পদ; ২৫০০০ টাকার মূল্য পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ;—যেমন গৃহপালিত জন্তু, আসবাব-পত্র, মোটরগাড়ী, অলঙ্কার, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-সম্ভার (provisions) ও অন্যান্য দ্রব্য; ২৫০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত পেশাসংক্রান্ত যন্ত্রাদি; 'দশ বৎসর মিয়াদী' সরকারী কোষের সঞ্চয়মূলক আমানতের প্রমাণ-পত্র (Treasury Savings Deposit Certificates); ১৫ বৎসর মিয়াদী 'বার্ষিক-বৃত্তির' (**annuity**) প্রমাণপত্র; ডাকঘরের 'সেভিং ব্যাঙ্কের' (Post Office Saving Bank) আমানত; ডাকঘরের 'ক্যাশ' ও 'ন্যাশানাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট' (Cash and National Savings Certificates—নগদ টাকার ও জাতীয় সঞ্চয়মূলক প্রমাণ-পত্র); সাহসিকতার পুরস্কার (gallantry award) স্বরূপ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদ; এবং বিক্রয়ের জন্য নহে, এমন পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয়জনিত যে কোন আমানত কর-মুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু কর-প্রদানকারীর 'নীট্' (net) সম্পদের হিসাব করিবার সময় এই আমানতের মূল্য যোগ করিয়া লইতে হইবে। (চ) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মূল্য-নিধারণ পদ্ধতি সহজ ও সরল করিবার জন্য ব্যবসায়-সংক্রান্ত সম্পদগুলিকে মোটামুটি একটি সম্পদ বলিয়া গণনা করা হইবে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সম্পদগুলির মূল্য বাজার-দরে নির্ধারিত হইবে। (ছ) ব্যক্তিগত সম্পদের 'নীট' মূল্য-নির্ধারণ ব্যাপারে করপ্রদানকারীর নিম্নলিখিত সম্পদগুলির মূল্য ধরিয়া লইতে হইবে:—

(১) **সেই** সব সম্পদের মূল্য, যে সব সম্পদ মূল্য-নির্ধারণ তারিখে

(valuation date), (ক) করপ্রদানকারীর স্ত্রীর অধিকারে থাকিবে (এই সব সম্পদ অবশ্য স্বামী-স্ত্রী পৃথগ্‌ভাবে বসবাস করিবার সিদ্ধান্ত বা চুক্তির কারণ ব্যতীত করপ্রদানকারী কর্তৃক তাহার স্ত্রীকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত হইতে হইবে), (খ) করপ্রদানকারীর বিবাহিতা কন্যা ছাড়া অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সন্তানের অধিকারে থাকিবে (এই সব সম্পদ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের কারণ ছাড়া করপ্রদানকারী কর্তৃক তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে প্রদত্ত হইতে হইবে), (গে) কোন বিশেষ ব্যক্তির বা পরিমেলের (association) অধিকারে থাকিবে (এই সব সম্পদ করপ্রদানকারীর নিজের অথবা তাহার স্ত্রীর, অথবা তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের উপকার করিবার কারণ ব্যতীত করপ্রদানকারী কর্তৃক উক্ত ব্যক্তি বা পরিমেলকে প্রদত্ত হইতে হইবে), (ঘ) কোন বিশেষ ব্যক্তি বা পরিমেলের অধিকারভুক্ত সম্পদ, যাহা 'অপ্রত্যাহার্য হস্তান্তর চুক্তি'-অনুযায়ী (under irrevocable transfer) ব্যতীত করপ্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। (২) নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যীকৃত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বা পরিমেলের সেই সব সম্পদ, যে সব সম্পদে কর-প্রদানকারীর অংশীদার বা সভ্য হিসাবে স্বার্থ রহিয়াছে। (জ) মূল্য-নির্ধারণ তারিখে যে ব্যক্তি ভারতের নাগরিক নয়, অথবা মূল্য-নির্ধারণ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে, এই বৎসরে যে অবিভক্ত হিন্দু পরিবার ভারতে বসবাস করে নাই, বা যে 'কম্পানি' ভারতে অবস্থিত ছিল না, উহাদের 'নীট্' সম্পদ-মূল্য হিসাব করিবার সময় উহাদের বিদেশের দেনা এবং বিদেশস্থ সম্পদগুলি ধরা হইবে না।

উক্ত ব্যবস্থাগুলির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কম্পানিগুলিকেও এই সম্পদ-কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই, যদিও উহাদের ক্ষেত্রে কর-হার যতদূর সম্ভব কম রাখা হইয়াছে। সম্পদ-কর হইতে আলোচ্য বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

Q. Discuss the case for a General Gift Tax :—

অধ্যাপক ক্যালডর তাঁহার অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত সকল প্রকার দানের উপর এক সম্পূরিত (integrated) কর-আরোপণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই দান-কর বর্তমান সম্পত্তি-করের (Estate duty) পরিবর্তে আরোপণ করা হইবে, কারণ এই কর-ব্যবস্থায় ইচ্ছাপত্র দ্বারা (by a will) বা সাধারণ দানের মাধ্যমে হস্তান্তরিত-করা, সকল প্রকার সম্পত্তিই করযোগ্য

(taxable) হইবে। এই সাধারণ দান-করের (General Gift Tax) স্বপক্ষে যে সকল প্রধান যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, উহারা হইল :—

(১) ইহা স্বীকার করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অবিকল অবস্থায় তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিবার তাহার যে স্বাধীনতা রহিয়াছে, উহার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা সমাজের নৈতিক ও আইনগত অধিকার আছে—ঠিক এই ন্যায়ের নীতির ভিত্তিতে দানের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সম্পত্তির হস্তান্তরকরণের অধিকারের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ না করার কোন যুক্তিই নাই। ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তি ও দানের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্পত্তি, এই দুইয়ের তারতম্য করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

(২) দান-করের ব্যবস্থা না থাকিলে সম্পত্তি-কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মালিকগণ তাহাদের সম্পত্তি জীবিত লোকদের মধ্যে (*intervivos*) দানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে প্রলুব্ধ হইবে—সাধারণ দান-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলে, এরূপ অবস্থা নিরোধ করা সম্ভবপর হইবে। ইহা সত্য, সম্পত্তি-কর আইনে (Estate Duty Act) এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বের বদান্যতা-সংক্রান্ত দানগুলি এবং মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বের অন্যান্য দানগুলি কর-নির্ধারণযোগ্য হইবে, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যের সকল দানই যে সম্পত্তি-কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, এরূপ ধারণা করা ন্যায়সঙ্গত নয়। অধিকন্তু, দানকারী উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মরিয়া গেলে তাহার দানগুলি করযোগ্য (taxable) হইবে, উক্ত সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে দানগুলি করযোগ্য হইবে না—এরূপ অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে সম্পত্তি-কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

যখন সম্পত্তি-কর অতিশয় ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত হইবে, তখনই দানের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। দানের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া করপ্রদানকারী দ্বিবিধ সুবিধা ভোগ করিবে :—

(ক) দানের মাধ্যমে হস্তান্তরিত সম্পত্তির জন্য তাহাকে কোন কর প্রদান করিতে হইবে না, এবং (খ) অবশিষ্ট সম্পত্তির জন্য তাহাকে স্বল্প হারে কর প্রদান করিতে হইবে। এজন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশে মৃত্যু-করের অনুপূরক হিসাবে জীবিত

লোকদের মধ্যে (*intervivos*) দানের উপর পৃথক্ করারোপণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ন্যায়ের (equity) দিক দিয়া বিচার করিলেও একজন ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে একজনই পাউক বা বহু সংখ্যক লোকই পাউক, উহা বিবেচনা না করিয়া সেই ব্যক্তির সম্পত্তির উপর ক্রমবর্ধমান হারে করারোপণ ব্যবস্থা সমর্থনের অযোগ্য। সম্পত্তি-করের (Estate duty) স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, সম্পত্তি-কর কয়েকজন লোকের হস্তে আর্থিক ক্ষমতার 'গাঢ়ীভবন' (concentration of economic power) নিরস্ত করে এবং এই করের 'পশ্চাদ্-ভার' মৃত ব্যক্তির উপরই পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই করের 'পশ্চাদ্-ভার' মৃত ব্যক্তির উপর পড়ে না—পড়ে, তাহার উত্তরাধিকারীদের উপর এবং তজ্জন্য উত্তরাধিকারীদের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। এমতাবস্থায়, কর-হার ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারণ করিতে হইলে কর-হারের ক্রমবর্ধমানতার মাত্রা উত্তরাধিকারীদের লব্ধ সম্পত্তির পরিমাণানুসারে পরিবর্তিত করিতে হইবে। সুতরাং, ন্যায়ের ও অর্থনৈতিক উপযুক্তির (economic expediency) পটভূমিকায় বিচার করিলে "উত্তর-দানকরের' নীতি (principle of **legacy duty**—ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তির উপর করারোপণ নীতি) সম্পত্তি-করের নীতি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়ঃ, কারণ যখন একজন ধনশালী ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে দান করে, তখন সে নিজেই আর্থিক ক্ষমতার 'গাঢ়ীভবন' নিরস্ত করে; অধিকন্তু সম্পত্তি-করের হার অতিশয় ক্রমবর্ধমান হইলে, কর-প্রদান এড়াইবার জন্য সম্পত্তির মালিকদের সম্পত্তির অপব্যবহার করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু যদি সম্পত্তির মালিক তাহার সম্পত্তি অধিকসংখ্যক লোককে দান করিয়া তাহার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উপর যে পরিমাণ কর ধার্য হইবে, তাহা কমাইতে সক্ষম হয়, তবে তাহার সম্পত্তির অপব্যবহার করিবার প্রবণতা নিশ্চয়ই হ্রাস পাইবে।

বিংশতি অধ্যায়

১৯৫৭-৫৮ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ক

(Budget proposals for 1957-58)

Q. Discuss the new tax proposals in the Budget of 1957-58.

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়ব্যয়কে কতকগুলি সুদূর-প্রসারী নূতন করারোপণের দুঃসাহসিক প্রস্তাব আইন-পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে সব প্রধান, উহাদের বিষয় নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) শুল্ক (Duties) :—

(১) আমদানি-শুল্ক (Import duties) :—৯০টি দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক অল্প পরিমাণে বর্ধিত করা হইয়াছে ; আমদানির উপর 'কড়া' বাধানিষেধ থাকায় আমদানি-শুল্ক হইতে অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ বেশী হওয়া সম্ভবপর নয়—নূতন বর্ধিত শুল্ক হইতে প্রায় ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইবে।

(২) আবকারী শুল্ক (Excise duties) :—অর্থমন্ত্রী আবকারী শুল্ক-বৃদ্ধির কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, যাহার ফলে রাজস্বের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পাইবে ; অর্থমন্ত্রী দুইটি উদ্দেশ্য—ভোগের মাত্রা হ্রাস করা ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা—লইয়া নূতন কতকগুলি দ্রব্যের উপর আবকারী শুল্ক ধার্য করিয়াছেন এবং কতকগুলি দ্রব্যের উপর বর্তমান আবকারী শুল্কের হার বর্ধিত করিয়াছেন ; এইরূপ কতকগুলি দ্রব্যের উপর প্রস্তাবিত আবকারী শুল্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

'মোটর' তৈল (Motor Spirit—'পেট্রোল') :—এক গ্যালন 'পেট্রোলের, (petrol) উপর আবগারী শুল্কের বর্তমান হার ৯৮ 'নয়া' পয়সা হইতে ১২৫ 'নয়া' পয়সায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে—ইহার দরুন পূর্ণবৎসরে ৬·৬৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে।

পরিশোধিত 'ডিজেল' তৈল (Refined Diesel oil) :—এক

'গ্যালন' তৈলের উপর আবকারী-শুল্ক হার ২৫ 'নয়া' পয়সার স্থলে ৪০ 'নয়া' পয়সায় বর্ধিত করা হইয়াছে।

অন্যান্য শ্রেণীর 'ডিজেল' তৈল (Diesel oil not otherwise specified) :—এই প্রকার তৈলের আবকারী শুল্কের হার প্রতি টনে ৩০ টাকা হইতে ৪০ টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে—ইহার দরুন ৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

'সিমেণ্ট' (Cement) :—প্রতি টনে আবগারী শুল্ক-হার ৫ টাকা হইতে ২০ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে—ইহার দরুন ৬'৭ কোটি টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

চিনি (Sugar) :—বর্তমান আবকারী শুল্ক-হার প্রতি পাউণ্ডে ৫ 'নয়া' পয়সা হইতে ১০ 'নয়া' পয়সায় বর্ধিত করা হইয়াছে—ইহার দরুন পূর্ণ বৎসরে ১৮'৫৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে।

ইস্পাত-পিণ্ড (Steel ingots) :—বর্তমান শুল্ক-হার হইল প্রতি টনে ৪ টাকা—এই হার ৪০ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে; ইহার দরুন বাৎসরিক ৫ ৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব লাভ করা যাইবে।

অত্যাবশ্যক নয়, এরূপ উদ্ভিজ্জ তৈল (Vegetable non-essential oils) :—আবকারী শুল্ক প্রতি টনে ৭০ টাকা হইতে ১১২ টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে—ফলে বৎসরে ৩'১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে।

চা (Tea) :—বর্ধিত হার হইল—(১) 'খোলা' চায়ের (loose tea) প্রতি পাউণ্ডে ৮'২৫ 'নয়া' পয়সা হইতে ১০ 'নয়া' পয়সা ; (২) যে শ্রেণীর 'খোলা' চা'র আবকারী শুল্ক প্রদান করিয়া উহাদের 'প্যাক্-বন্দী' (packed) করা হইয়াছে, সে সব শ্রেণীর চা'র প্রতি পাউণ্ডে ১৮'৭৫ 'নয়া' পয়সা হইতে ৩৫ 'নয়া' পয়সা ; (৩) 'প্যাক্-বন্দী' চা'র প্রতি পাউণ্ডে ২৮ 'নয়া' পয়সা হইতে ৪৫ 'নয়া' পয়সা। ইহার দরুন বৎসরে অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ হইবে ২'৪৫ কোটি টাকা। (**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—চা'র উপর উক্ত বর্ধিত শুল্ক-হার পরে প্রত্যাহার করা হইয়াছে।)

কফি (Coffee) :—প্রতি পাউণ্ডে ১৮'৭৫ 'নয়া' পয়সা হইতে ৩৫ 'নয়া' পয়সায় বর্ধিত করা হইয়াছে—বৎসরে ৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। (**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—'কফির' উপর উক্ত বর্ধিত শুল্কহার প্রত্যাহার করা হইয়াছে।)

কাঁচা তামাক (**Unmanufactured tobacco**) :—বহু শ্রেণীর কাঁচা তামাকের উপর আবকারী শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে—পূর্ণবৎসরে ৬·১৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

দিয়াশলাই (**Matches**) :—বর্তমান আবকারী শুল্ক এমন পরিমাণে বর্ধিত করা হইয়াছে, যাহাতে '৬০-কাঠির' ও '৪০-কাঠির' প্রতি দিয়াশলাই বাক্স যথাক্রমে ৬ ও ৪ 'নয়া' পয়সায় বিক্রীত হইতে পারে। দিয়াশলাই-এর ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি-কল্পে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি হইতে কয়েক শ্রেণীর দিয়াশলাই-এর উপর আবকারী শুল্ক-হার হ্রাস করা হইয়াছে।

কাগজ (**Paper**) :—বহু শ্রেণীর কাগজের উপর বর্তমান শুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে—ইহার দরুন বৎসরে মোট ২ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

উক্ত সকল প্রস্তাবানুযায়ী আবকারী শুল্ক-হার বর্ধিত করা হইলে কেন্দ্রীয় আবকারী শুল্কলব্ধ রাজস্বের পরিমাণ বৎসরে ৬০·৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

(খ) **আয়-কর** (**Income-tax**) **ও অধিকর** (**Super-tax— 'উপরিকর'**) :—ব্যক্তিগত আয়-কর ও অধিকরের হারের কতকগুলি পরিবর্তন করা হইয়াছে। **বর্তমান** আয়-কর ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিধান রহিয়াছে :—

(১) আয়-কর আরোপণযোগ্য কোন পরিমাণ আয়ই 'অধি-কর' (Super-tax) হইতে অব্যাহতি পায় না ; (২) অর্জিত আয় ২৫,০০০ টাকার বেশী না হইলে, আয়ের শতকরা ২০ টাকা আয়-কর হইতে অব্যাহতি পায়, কিন্তু এইরূপ কর-মুক্ত আয়ের পরিমাণ ৪০০০ টাকার অধিক হইতে পারে না ; (৩) উপার্জিত আয় যদি ২৫,০০০ টাকার বেশী হয়, তবে উক্ত প্রকার করমুক্ত আয়ের সীমা শতকরা ২০ টাকা কমিয়া যায়, অর্থাৎ উপার্জিত আয়ের পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা হইলে কোন পরিমাণ আয়ই আয়-কর হইতে অব্যাহতি পায় না।

নূতন করারোপন-ব্যবস্থায় উক্ত বিধানগুলির আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে—সকল উপার্জিত (earned) আয়ের উপর আয়-করের এক তালিকাভুক্ত বিধিনির্দিষ্ট হার প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং অনুপার্জিত (unearned) আয়ের উপর এক উচ্চতর 'অধি-ভার' (surcharge)

আরোপণ করা হইয়াছে। **নূতন** (১৯৫৭-৫৮ সালের প্রস্তাবানুযায়ী) আয়-কর ব্যবস্থার বিধানগুলি নিম্নরূপ :—

(১) উচ্চতম 'পর্বের' (স্তরের—slab) অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে আয়-কর, 'অধি-কর' (Super-tax) ও 'অধি-ভারের (Surcharge) মোট পরিমাণ শতকরা ৯১'৮ ভাগ হইতে শতকরা ৮৪ ভাগে কমান হইয়াছে এবং অনুরূপ উপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে উক্ত করগুলির মোট পরিমাণ শতকরা ৬৭ ভাগে কমান হইয়াছে ; (২) ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত বিধিনির্দিষ্ট হারে আরোপিত করের উপর শতকরা ৫ ভাগ 'অধি-ভার' সংযোজিত করা হইবে উপার্জিত আয় ১ লক্ষ টাকার অধিক হইলে শতকরা ১০ ভাগ 'অধি-ভার' স্থাপন করা হইবে, (৩) অনুপার্জিত আয়ের 'বেলায়' তালিকাভুক্ত বিধিনির্দিষ্ট হারে আরোপিত করের উপর সর্বক্ষেত্রেই শতকরা ২০ ভাগ 'অধি-কর (Surcharge) সংযোজিত হইবে ; (৪) যদি কোন ব্যক্তির আয় আংশিক উপার্জিত ও আংশিক অনুপার্জিত হয় (partly earned and partly unearned), তবে 'পর্বীয় রীতিতে' (slab system) করারোপণ ব্যবস্থায় অনুপার্জিত আয়ের 'পর্ব' (স্তর—slab) সেই 'স্তরে' অবস্থিত বলিয়া ধরা হইবে, যে 'স্তরে' উপার্জিত আয়ের শেষ মাত্রা রহিয়াছে ও প্রয়োজন হইলে উক্ত 'স্তরের' উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া ধরা হইবে (belonging to higher slabs where necessary) ; (৫) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কর-ভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ ৭৫০০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আয়ের উপর কোন প্রকার 'অধি-ভার' সংযোজিত হইবে না।

আয়-কর (Income-tax) :—**নূতন** আয়-করের প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ :—

(১) বর্তমান আয়-কর ব্যবস্থা অধিকতর সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনে করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে—(ক) করযোগ্য ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ ৪২০০ টাকা হইতে ৩০০০ টাকায় ও (খ) অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৮৪০০ টাকা হইতে ৬০০০ টাকায় কমান হইয়াছে ; (২) বিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে **বর্তমান** আয়-কর ব্যবস্থায় **অতিরিক্ত** ১০০০ টাকা করমুক্ত রাখার যে বিধান আছে, উহা ২০০০ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত

করা হইয়াছে ; (৩) বিবাহিত ব্যক্তিদের উক্ত (করমুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধির) সুবিধা ছাড়াও উহাদের প্রত্যেক সন্তানের জন্য আরও ২০০ টাকা 'করমুক্ত' করা হইবে—কিন্তু এরূপ 'কর-মুক্তির' পরিমাণ ৬০০ টাকার অধিক হইতে পারিবে না ; (৪) যে সব বিবাহিত ব্যক্তিদের আয় ২০,০০০ টাকা অথবা উহার অধিক, তাহাদের আয়ের (২) 'নম্বরে' বর্ণিত ২০০০ টাকা পরিমাণ করমুক্তির সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের সন্তানদের জন্যও কোন অতিরিক্ত আয় 'করমুক্ত' করা হইবে না।

করযোগ্য ব্যক্তিগত আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ (taxable minimum) হ্রাস করিয়া অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে সব লোকের আয় ৩০০০ টাকার অধিক, যৎসামান্য হইলেও সরকারী কোষে তাহাদেরও কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করা কর্তব্য।

(গ) **কম্পানিগুলির উপর করারোপণ (Companies' taxation) :** -কম্পানিগুলির প্রদেয় আয়-করের হার টাকা প্রতি ৪ আনা হইতে শতকরা ৩০ টাকা করা হইয়াছে এবং 'ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান'-করের (Corporation Tax) হার টাকা প্রতি ২ আনা ৯ পাই হইতে শতকরা ২০ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে।

'অতিরিক্ত লভ্যাংশ' করের (Excess Dividend Tax) হার নিম্নলিখিত ভাবে হ্রাস করা হইয়াছে।

(১) শতকরা ৬ হইতে ১০ ভাগের মধ্যে বণ্টিত 'লভ্যাংশের' (dividend) উপর শতকরা ১০ টাকা, (২) শতকরা ১০ হইতে ১৮ ভাগের মধ্যে বণ্টিত 'লভ্যাংশের' উপর শতকরা ২০ টাকা, ও (৩) বাকী 'লভ্যাংশের' উপর শতকরা ৩০ টাকা।

বিলিকৃত 'বোনাসের' (Bonus—অধিবৃত্তি) উপর কর-হার শতকরা ১২½ টাকা হইতে ৩০ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে।

(ঘ) **'আন্তঃ-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের' উপর 'উপরি-কর' বা 'অধিকর' (Inter-Corporate Super-Tax) :**—(১) ভারতস্থ সাহায্যকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান' (Indian subsidiaries) হইতে ভারতীয় ও বৈদেশিক কম্পানি, উভয় কর্তৃক লব্ধ লভ্যাংশের উপর উক্ত 'অধিকরের' (Super-Tax-'উপরি-কর') হার কমাইয়া শতকরা ১০ টাকা করা হইয়াছে। (২) বৈদেশিক কম্পানিগুলির বেলায় উহাদের শাখা-প্রতিষ্ঠান হইতে লব্ধ

অন্যান্য প্রকার (লভ্যাংশ ব্যতীত) আয়ের উপর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-কর (Corporation tax) শতকরা ৩৬ টাকা হইতে কমাইয়া ৩০ টাকা করা হইয়াছে। (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে কম্পানিগুলির অবণ্টিত 'মুনাফার' (undistributed profits) উপর কর-হার হ্রাস করা হইয়াছে।

(ঙ) **সম্পদ-কর** (Tax on wealth):—অধ্যাপক ক্যালডরের Prof. Kaldar) সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থমন্ত্রী সম্পদ-কর আরোপণের নিম্নরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন:---

(১) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ২লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পদ ও অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পদ এই কর হইতে মুক্তি পাইবে; (২) উক্ত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যের সম্পদের উপর প্রথম ১০ লক্ষ টাকা মূল্য পর্যন্ত শতকরা ½ ভাগ, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা মূল্য পর্যন্ত শতকরা ১ ভাগ এবং উহার ঊর্ধ্বে যে কোন মূল্যের উপর শতকরা ১½ ভাগ সম্পদ-কর প্রদান করিতে হইবে; (৩) কৃষি-সম্পদ করমুক্ত হইবে; (৪) ৫ লক্ষ টাকা মূল্য পর্যন্ত কম্পানির সম্পদ কর-মুক্ত হইবে, কিন্তু উহার অধিক মূল্যের সম্পদের উপর শতকরা ½ টাকা কর ধার্য করা হইবে; (৫) নিম্নলিখিত সম্পদগুলি করমুক্ত হইবে:—

কলাবিদ্যা সংক্রান্ত সম্পদ (works of art); ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ; বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নহে, এমন সংগৃহীত প্রত্নতত্ত্ব-সংক্রান্ত সম্পদ (archaelogical collections); অনুমোদিত 'ভবিষ্য-নিধিতে' (Providend Fund) সঞ্চিত সম্পদ; বীমাকারীদের বীমা-পত্রে উল্লিখিত সম্পদ; ২৫০০ টাকার মূল্য পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ, যেমন আসবাব-পত্র, মোটর গাড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি; বিক্রয়ের জন্য নহে, এমন পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি। এই সম্পদ-কর হইতে ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

(চ) **ব্যয়-কর** (Tax on Expenditure):—সে সব ব্যক্তির বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের আয় বার্ষিক আয় ৬০,০০০ টাকার অধিক তাহাদের ব্যয়ের উপর এক ব্যয়-কর ধার্য হইয়াছে—এই কর অবশ্য ১৯৫৮-৫৯ সালের আর্থিক বৎসরের জন্য প্রযুজ্য হইবে।

(ছ) **'রেলপথ-ভাড়ার' উপর কর** (Railway Fare Tax)—যাত্রীর ভাড়ার উপর এক কর ধার্য করা হইয়াছে—১৫ হইতে ৩০ মাইল

পর্যন্ত দূরত্বের ভাড়ার উপর শতকরা ৫ ভাগ (পর্যায়কালীন 'টিকিটের'—Season tickets—ভাড়া করমুক্ত হইবে), ৩১ হইতে ৫০০ মাইল পর্যন্ত দূরত্বের ভাড়ার উপর শতকরা ১৫ ভাগ, এবং উহার অতিরিক্ত দূরত্বের ভাড়ার উপর শতকরা ১০ ভাগ কর ধার্য করা হইবে। এই করারোপণের দরুন ১৪ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে।

(জ) ডাকঘরের 'খামের' এবং 'তারের' মাশুল অন্তর্দেশীয় (Envelope Rates and Inland Telegrams) :—প্রথম ১½ তোলার ওজনের 'খামের' মাশুল ১৩ 'নয়া' পয়সা হইতে ১৫ 'নয়া' পয়সায় বর্ধিত করা হইয়াছে এবং পরবর্তী প্রত্যেক ১½ তোলার বেশী ওজনের 'খামের' মাশুল ১০ 'নয়া' পয়সা ধার্য করা হইয়াছে।

অন্তর্দেশীয় তারবার্তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ধিত হার প্রবর্তন করা হইয়াছে :—

প্রত্যেক সাধারণ তারবার্তায় (ordinary telegrams) প্রথম ৮টি শব্দের অধিক প্রতি শব্দের জন্য মাশুল ৭ 'নয়া' পয়সা হইতে ৮ 'নয়া' পয়সায় এবং জরুরী তারবার্তার (Express telegrams) ক্ষেত্রে উক্ত প্রকার মাশুল ১৪ 'নয়া' পয়সা হইতে ১৬ 'নয়া' পয়সা করা হইয়াছে।

উক্ত অতিরিক্ত মাশুল হইতে বর্তমান বৎসর ৮৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে।

উক্ত সকল কর প্রস্তাবের 'ভালর' দিক হইল, এই সকল কর ধার্যের দরুন যে অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে, উহা হইতে ২৫ কোটি টাকার একটি 'খাদ্য-সাহায্য-ভাণ্ডার (food subsidy fund) সৃষ্টি করা হইবে, যাহার ফলে জনগণ ন্যায্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে।

উক্ত সকল প্রস্তাবিত করারোপণের দরুন কেন্দ্রীয় রাজস্বের 'নীট্' পরিমাণ ৭৭·৮৫ কোটি টাকা বর্ধিত হইবে, এবং আয়-ব্যয়কের রাজস্ব গণিতকে (Revenue Account) ৪৪·৭৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত (Surplus) হইবে—১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

আয়-ব্যয়কের (Budget) চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব (Estimate)
(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

রাজস্ব	৭১২·৮২ (নূতন কর প্রস্তাব লইয়া)
ব্যয়	৬৬৮·০৯

উদ্বৃত্ত = ৪৪·৭৩ কোটি টাকা

উক্ত যে রাজস্বগণিতক দেওয়া হইল, তাহাতে প্রথম কররোপণ প্রস্তাবানুযায়ী অনুমিত রাজস্ব ধরা হইয়াছে, কিন্তু পরে নিম্নলিখিত দ্রব্যের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছে ঃ—

চা ও কফির (Coffee) উপর বর্ধিত হারে শুল্ক ; 'পোস্ট-কার্ডের' (Post card) উপর প্রস্তাবিত উচ্চতর মাশুল ; ১৫ মাইল পর্যন্ত দূরত্বের রেল-ভাড়ার উপর কর।

উক্ত এই করগুলির প্রত্যাহারের দরুন উক্ত আনুমানিক হিসাব হইতে রাজস্বের পরিমাণ ৫·৭৮ কোটি টাকা কম হইবে।

আয়-ব্যয়কে প্রস্তাবিত করারোপণ ব্যবস্থার মূল্যাবধারণ (Evaluation of the Budget proposals) ঃ—ভারতের আয়-ব্যয়কে ইতিহাস কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে এরূপ ব্যাপক প্রস্তাব আর কখনও উত্থাপিত হয় নাই—এই প্রস্তাবে চিরাচরিত প্রথা বিসর্জন দিয়া কর-কাঠামোতে এবং কর-নীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করা হইয়াছে—৯০টি দ্রব্যের উপর নূতন আমদানি-কর ধার্য করা হইয়াছে ; চিনি, চা, দিয়াশলাই প্রভৃতি ১৩টি দ্রব্যের উপর আবকারী শুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে ; কর-মুক্তির আয় ৪২০০ টাকা হইতে ৩০০০ টাকায় হ্রাস করা হইয়াছে ; ডাকঘরের 'খামের' মাশুল বর্ধিত করা হইয়াছে ; তিনটি নূতন কর, সম্পদ-কর, ব্যয়-কর ও রেলপথের ভাড়ার উপর কর, ধার্য করা হইয়াছে ; কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী অভিপ্রায় ও লক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে, অর্থাৎ কতকগুলি প্রস্তাবিত কর সক্রিয়তা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবে, আবার কতকগুলি উৎপাদন-ক্ষম উদ্যোগের (Productive enterprise) ও মূলধন-গঠনের (Capital formation) উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং, অর্থমন্ত্রী যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, লোকসভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্বে সাহস সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এক চুমুক জল পান করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত

হইবার কোন কারণ নাই। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এরূপ আমূল-পরিবর্তনকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অর্থমন্ত্রী তাঁহার অতিশয় সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার প্রস্তাবে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের উপর করারোপণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রস্তাব তিনি এমন সময়ে উত্থাপন করিয়াছেন, যখন ভারতের ৮টি রাজ্যে খাদ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ রহিয়াছে, যখন মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি চলিতেছে, এবং যখন বেকার-সমস্যা অতিশয় প্রবলাকারে দেখা দিয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবিত 'আয়-ব্যয়ককে 'প্রত্যেকের উপর কর-ধার্যের আয়-ব্যয়ক' (Taxes for ·everybody'-budget) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—এই আয়-ব্যয়কের করারোপণ ব্যবস্থার স্বরূপ হইল, "ডাইনে কর ও বাঁয়ে কর, সম্মুখে কর ও পশ্চাতে কর।" সুতরাং এই করকে যে প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা স্বাভাবিক। (ক) এইরূপ করারোপণ ব্যবস্থা সমাজের সকল শ্রেণীকে আঘাত করিবে, এবং সাধারণ লোকদের উপরই এই করের প্রচণ্ডতম আঘাত পড়িবে। (খ) এই প্রস্তাবিত কর-ধার্যের ব্যবস্থায় বে-সরকারী ক্ষেত্রে (Private Sector) উদ্দীপনা বিনষ্ট হইবে, ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রতিহত হইবে, এবং সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির অস্তিত্ব লোপ পাইবে। (গ) চিনি, দিয়াশলাই ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির উপর আবকারী শুল্কের বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত ও অসাময়িক (কালোপযোগী নয়) হইয়াছে, কারণ এই প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখন সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন এরূপ আবকারী শুল্কের প্রবর্তন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ত্বরান্বিত করিবে--ইহার ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা হইবে, "এক কুটার ভারও আর সহে না" (last straw on the camel's back)। অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আবকারী শুল্কের পরিমাণ হইবে প্রাক্-যুদ্ধকালীন (pre-war) মূল্যের সমান—ইহাতেই বুঝা যায়, অনেক দ্রব্যের বর্তমান উচ্চমূল্য এই সব আবকারী শুল্কের দরুনই হইয়াছে। (ঘ) নূতন করারোপণ প্রস্তাবের সর্বাপেক্ষা বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা হইল, বেশীর ভাগ অপ্রত্যক্ষ করের (indirect taxation) মাধ্যমে রাজস্বের পরিমাণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা। (ঙ) ইস্পাত পিণ্ড (steel ingots), 'সিমেণ্ট', আমদানীকৃত দ্রব্য ইত্যাদির উপর যে

প্রকার কর-ধার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত লোকদের ভয়ানক অসুবিধা হইবে। (চ) 'রেল-ভাড়ার' উপর করারোপণের ফলে দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর বেশী চাপ পড়িবে, কারণ রেলপথের যাত্রীদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। (ছ) কর-মুক্ত আয়ের পরিমাণ ৪২০০ টাকা হইতে ৩০০০ টাকায় হ্রাস করার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (জ) অন্যান্য প্রস্তাব, যেমন 'লভ্যাংশের' উপর করারোপণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-কর (corporation tax) বৃদ্ধি, সম্পদ-কর, 'অধিবৃত্তি'-কর (bonus tax) প্রভৃতি বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধনের নূতন বিনিয়োগ প্রতিহত করিবে—মনে হয়, সকল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল, সরকারী ঋণ-পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। (ঝ) শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী (Sri C. Rajagopalachari) এই করারোপণ প্রস্তাবের কঠোরতম সমালোচনা করিয়াছেন--এই প্রস্তাব সম্পর্কে, বিশেষতঃ সম্পদ-কর ও ব্যায়-কর সম্পর্কে, তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, অর্থমন্ত্রীর "জাতীয় সমাজতন্ত্রের 'পরখের (experiment in national Socialism) 'নীট্' ফল হইবে, "ভীষণ অত্যাচার, নিরতিশয় দুর্দশা, ও ব্যাপক নীতিভ্রষ্টতা (demoralisation); উৎপীড়নের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, যাহা অপেক্ষা সোজাসুজি সাম্যবাদী রাষ্ট্র (Communist State) অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

উক্ত করারোপণ-প্রস্তাবের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি সরকারের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা অর্থমন্ত্রী (শ্রীকৃষ্ণমাচারী), প্রধান মন্ত্রী (শ্রীনেহেরু) ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর (শ্রীগুলজারিলাল নন্দ) মন্তব্যে প্রতিভাত হইয়াছে। অর্থমন্ত্রী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের অতিগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করিয়াছেন, "পরিকল্পনার রূপায়ণে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব সর্বাধিক সম্পদ আহরণ করিতে হইবে। উহা করা সত্ত্বেও আমাদের 'আওতার' বর্হিভূত অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে; কিন্তু এখনই উপযুক্ত সময়, যখন ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, সকল শ্রেণীর লোককেই তাহাদের সর্বাধিক দান করিতে হইবে—কেবল তাহা হইলেই ভারত এবং আমরা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিব। এই করারোপণ ব্যবস্থায় জনগণের উপর অত্যধিক 'চাপ' পড়িবে, ইহা উপলব্ধি করিয়া অর্থমন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে, "অবস্থাগতিকে ইহা ব্যতীত আর

কোন উপায় নাই ; পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রয়োজনে এই প্রকার করারোপণই হইল ন্যূনতম উপায়।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগ ব্যতীত সমাজতন্ত্র (Socialism) প্রতিষ্ঠা করা যায় না।”

প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, “ভারতের সমস্ত ভবিষ্যতই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। ‘ভারী’ শিল্প (heavy industry) স্থাপন করিতে হইলে যতদিন পর্যন্ত ‘ভারী’ শিল্প হইতে উৎপাদন না হয়, ততদিন পর্যন্ত দেশকে কোন উপকার না পাইয়াই গুরুতর ‘বোঝা’ বহন করিতে হয়। তিন, চার অথবা সাত বৎসর পর্যন্ত আমরা সহস্র সহস্র কোটি টাকা খরচ করি, কিন্তু উহার জন্য কোন উপকার পাই না, কিন্তু তাহার পর উহার ফলে সম্পদের সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রথম কয়েক বৎসর প্রত্যেক দেশকেই, ভারতই হউক, চীনদেশ অথবা অন্য কোন এশিয়ার বা ইউরোপের দেশই হউক, এইরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আমাদিগকে শিল্পায়নের ও উন্নয়নের জন্য ‘মূল্য’ প্রদান করিতেই হইবে।” জনগণের উপর অত্যধিক ‘চাপকে’ সাময়িক ‘চাপ’ বলিয়া মন্তব্য করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, “দেশ বর্তমানে উহার নিশ্চল ও স্থিরাবস্থার অতীত (past) হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে এবং ‘গতীয়’ (dynamic), প্রগতিশীল (progressive) ও স্বয়ং-প্রবর্তনকারী (Self-motivating) অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে—সুতরাং, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এই অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইলে, আমাদিগকে খুবই অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহা হইল, নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার ন্যায়, কিন্তু ভবিষ্যতের স্বার্থের জন্য আমাদিগকে এ পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। বর্তমানে আমাদিগকে বোঝা বহন করিতে হইলেও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ আমরা জনগণের ভবিষ্যৎকে কম ‘ভারাক্রান্ত’ (কষ্টদায়ক) করিতে চাই। বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে আমরা ‘বোঝা’ বহন করিতে ‘রাজি’ না হইলে ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকিবে না, অথবা ভবিষ্যৎ হইবে বর্তমানের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত।”

পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের অভিমত হইল, দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার যে সব লক্ষ্য, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন এবং বেকার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনে, সে সব হইল সর্ব-নিম্ন লক্ষ্য—এই

লক্ষ্যের 'দাবি' চতুর্দিক হইতেই মিটাইতে হইবে। তিনি বলেন, "যদি এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পরিকল্পনার উপর 'ছুরি' চালাই, তবে আমরা দেশের দারিদ্র্য ও বেকার অবস্থার আন্ফাল বাড়াইয়া দিব। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের দেশে বহু-সংখ্যক লোকের পানীয় জলের অভাব, বহু অঞ্চলে রাস্তা বা অন্য কোন প্রকার পরিবহনের যানবাহন নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'বোঝা' বহন করিবার সঙ্কল্প দুর্বলতর করিয়া আমরা আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে দারিদ্র্য ও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে দিতে পারি না। আমরা জনগণের দারিদ্র্য ও বেকারাবস্থা দূরীভূত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আমরা এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে পারি না।"

উপরি-উক্ত উক্তিগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই করারোপণের প্রস্তাবগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের পরি-প্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া উত্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইল, একটি 'উচ্চাশ' (ambitious) পরিকল্পনা—ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা, মূল ও ভারী (basic and heavy) শিল্পের বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়া দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা, কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করা এবং আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হইলে, ভারত শিল্পোযোজিত দেশে পরিণত হইবে। দেশের অর্থনৈতিক নিশ্চলাবস্থা দূর করিতে পরিকল্পনা 'উচ্চাশ' হওয়ার এবং উহার দ্রুত রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—সুতরাং পরিকল্পনার 'কাট-ছাঁট' করা অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মন্থর গতির ব্যবস্থা করা অর্থহীন। অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন, ত্যাগ, সাময়িক দুর্ভোগ যাহাই উপস্থিত হউক না কেন, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে হইবে—কোন দেশেই জনগণের ত্যাগ-স্বীকার ছাড়া উন্নত হইতে পারে না। অর্থমন্ত্রীর সহিত একমত হইয়া বলিতে পারা যায় যে, বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বা বিশেষতঃ 'ঘাটতি' আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করা অপেক্ষা দেশের অভ্যন্তরে কর-ধার্য, বাজার-ঋণ (market loans), এবং স্বল্প-সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা খুবই শ্রেয়ঃ—'ঘাটতি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থায় (deficit financing) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, জনগণের উপর অপ্রকাশ্য ও অসঙ্গতভাবে কর ধার্য করা

হয়, এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার স্থিরতা নষ্ট হয়। জনগণের উপর অতিরিক্ত 'বোঝা' চাপাইয়া অর্থমন্ত্রীকে এক অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত কার্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে—ইহাতে তাঁহার বিবেক অক্ষত ছিল, কারণ তিনি জনগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই এই অতিরিক্ত 'বোঝা' চাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকার যদি উহার ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংকোচ-সাধনের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তবেই জনগণ ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে—কিন্তু সরকার যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, তাহা শাসন-ব্যবস্থায় অপব্যয় ও দুর্নীতি, সরকারী ব্যয়-ক্ষেত্রে অমিত-ব্যয়িতা এবং সরকারী আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিরুদ্ধে আচার্য কৃপালনীর সমালোচনাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আর্থিক 'চাপ' ও আঘাতের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে তাহারা কোন প্রকার উপকৃত হয় নাই; নূতন কর-ব্যবস্থায় তাহাদের উপর 'আঘাত' হইবে সর্বাধিক—এমতাবস্থায় উহাদের দুর্দশা উপশমের জন্য অর্থমন্ত্রীর চেষ্টা করা কর্তব্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর ধার্য না করিয়া অর্থমন্ত্রীর উচিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের অন্য উপায় আবিষ্কার করা—ইহাতে জনগণ, অনাহার ও অবিরাম অর্থ-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। জনগণ বর্তমানে টিকিয়া থাকিতে পারিলেই, উহাদের 'ভবিষ্যতে' সৃষ্টি হইবে।

অবশ্য কতকগুলি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষতঃ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; দ্রব্যমূল্যও এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে পশ্চিম বাংলায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন কিছুটা গণ-বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই সব পরিস্থিতির প্রতি সরকার যে সজাগ হইয়াছেন, তাহা সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের এবং দ্রব্যমূল্য ন্যায়সঙ্গত স্তরে রাখিবার চেষ্টা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়—অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারী আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৭ সাল) তারিখে বোম্বাইতে বলিয়াছেন, মজুত স্টার্লিং, বৈদেশিক পুঁজির (মূলধন) আমদানি ও বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে ভারত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'ঘাটতি' পূরণ করিতে ইচ্ছুক। ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৭ সাল) ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক কর্তৃক 'ব্যাঙ্ক-হার' (Bank rate) ৫ হইতে ৭ পাউণ্ড বৃদ্ধি করা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য

করেন যে, ভারত বৃটেনের নিকট হইতে কোন পুঁজির আশা করে না, সুতরাং এই 'ব্যাঙ্কের হার' বৃদ্ধির দরুন ভারতের কোন বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ আশঙ্কা করিতেছে যে, পাট ও চা'-র রপ্তানি বাণিজ্যের উপর ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক কর্তৃক 'ব্যাঙ্কের হার' বৃদ্ধি প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে—ইহাতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন ব্যাহত হইতে পারে। চৌদ্দজন সদস্য লইয়া গঠিত এক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ভারতের জন্য বৈদেশিক মূলধন ও নূতন বাজারের অনুসন্ধান করিতে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের ও মার্কিন সরকারের কর্মচারীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। এ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে এক কপর্দক না আসিলেই বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা সংকট উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবেন। অবস্থার পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করিয়া উহার রূপায়ণের কার্য-ক্রমে 'কাটছাঁট' হওয়ার আভাস পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়ক সম্পর্কে অধ্যাপক পি. সি. জৈনের বিশ্লেষণ (Prof. P C. Jain's analysis of the Budget ঃ—(ক) অধ্যাপক পি. সি. জৈনের অভিমত হইল, ১৯৫৭-৫৮ সালের করারোপণ-প্রস্তাব 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজপত্তনের' (Socialist pattern of Society) আদর্শের পরিপন্থী। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের' অর্থ হইল, দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি পাইবে, ধনী সম্প্রদায়ের আয় হ্রাস পাইবে এবং দেশে সকল প্রকার উৎপাদন বর্ধিত হইবে ; কিন্তু সরকারের করারোপণ ব্যবস্থা, এবং অর্থ-সংক্রান্ত ও অন্যান্য নীতির বাস্তব ফল দাঁড়াইয়াছে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ আরও দরিদ্র হইয়াছে এবং জমিদার, রাজা সম্প্রদায়, শিল্পপতি প্রভৃতি চিরপরিচিত ধনিগণের হয় অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, না হয় তাহারা অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে ; উহাদের স্থলে মন্ত্রী, সরকারের উচ্চ বেতনভুক কর্মচারী, 'কংগ্রেসের' 'হর্তাকর্তাগণ' এবং সরকারী 'ঠিকাদারগণের' (contractors) এক 'অভিজাত সম্প্রদায়' (aristocratic class) গড়িয়া উঠিয়াছে ; ইহার ফলে দরিদ্রগণ অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং ধনীব্যক্তিরা অধিকতর ধনশালী হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি 'লম্বা-চওড়া' কথা আজকাল শোনা যাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকের দুর্ভোগ ও দুর্দশা

অপ্রশমিত রহিয়াছে—তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। (খ) অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী যে বলিয়াছেন তাঁহার কর-প্রস্তাবের ফলে লোকের জীবনযাত্রার শুধু 'প্রান্তিক'-ব্যয় (marginal cost) বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অধ্যাপক জৈন স্বীকার করেন না। অধ্যাপক জৈন বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় এরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ 'শত চেষ্টা' করিয়াও সাধারণ ব্যয়ই মিটাইতে পারে না—সঞ্চয়ের কথা ত ছাড়িয়াই দিতে হয়। (গ) অধ্যাপক জৈনের অভিমত হইল, জনগণের স্বার্থের জন্য জনগণকে এই দুঃসহ কর-ভার বহন করিতে হইতেছেনা—জনগণের এই দুর্গতির কারণ হইল, পরিকল্পনার পরিচালন-ব্যবস্থায় সরকারের বিশৃঙ্খলতা এবং ভারতের জনগণের করপ্রদান ক্ষমতা সম্বন্ধে সরকারের ভুল ধারণা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান সম্পর্কে পরিকল্পনা 'কমিশন' (Planning Commission) আশা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান করারোপণ ব্যবস্থার দরুন ৩৫০ কোটি রাজস্ব পাওয়া যাইবে এবং বাকী ৪৫০ কোটি টাকা রাজস্বের জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে হইবে—অধ্যাপক জৈন বলেন, ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয়কে (budget) যে কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছিল, তাহাতেই অনায়াসে ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইত এবং নূতন অতিরিক্ত করারোপণের কোন আবশ্যক হইত না ; জনসাধারণের উপর এই দুর্বহ কর-ভার চাপাইয়া অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা 'কমিশনের' সুপারিশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন। (ঘ) অধ্যাপক জৈন বলেন, মূল্যবৃদ্ধির দরুন পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত কর-ভার চাপাইবার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই—যদি পরিকল্পনার কার্য-কাল ৫ হইতে ৮ বৎসর করা হইত, তবে জনসাধারণ এই দুর্দশা হইতে মুক্তি পাইত। এ ব্যবস্থা পরিকল্পনার মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করিয়াই সহজেই অবলম্বন করা যাইত ; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্পের ও খনিসংক্রান্ত কাজের উন্নয়ন খাতে মোট ৬৫০ কোটি টাকা এবং ইস্পাত কারখানার বিনিয়োগ ৩০০ কোটি টাকার কিঞ্চিদধিক ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—অধ্যাপক জৈন বলেন, উক্ত ব্যয়ের কোন পরিবর্তন না করিয়া, অর্থাৎ পরিকল্পনার মূল কাঠামো 'বজায়' রাখিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'কাটছাঁট' করিলে কোনই ক্ষতি হইবে না। (ঙ) অধ্যাপক জৈন বলেন, সাধারণ লোকেরা করারোপণের

'আঁচড়' পাইলেই বুঝিতে পারিবে পরিকল্পনার জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন এবং এই 'আঁচড়ের' দরুন পরিকল্পনার সফলতায় তাহাদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে—সরকারের এরূপ পরবর্তী-কল্পনার (after-thought) কোন স্বার্থকতা নাই ; অধ্যাপক জৈন বলেন, ইহাতে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করা ত 'বহুদূরের' কথা, ইহাতে জনগণ নূতন-করারোপণের দরুন বিরক্ত বোধ করিবে। (চ) সাধারণ লোককে অনাহার ও অবিরাম আর্থিক দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিবার উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্রদের কোন কর-প্রদানের ক্ষমতা নাই ও মধ্যবিত্তদের বহুপূর্বেই কর-প্রদানের লোপ পাইয়াছে বলিয়া অধ্যাপক জৈন দিয়াশলাই, চিনি, কাপড়, তামাক, 'রেলভাড়া' প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিষয়ের উপর কর-হ্রাস অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া উহাদের উপর কর-হ্রাস করিবার জন্য সরকারের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। (ছ) অধ্যাপক জৈন বলেন, 'সাধারণ লোককে সর্বস্বান্ত করা এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ২ বৎসর বিলম্ব করা- -এই দুইয়ের মধ্যে যদি দেশকে একটি 'বাছাই' করিয়া লইতে বলা হয়, তবে জনগণের এবং যাহারা বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সক্ষম, তাহাদের সিদ্ধান্ত হইবে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত করা, যাহার ফলে জনগণের ক্ষমতার অতিরিক্ত অনাবশ্যক করভার বহনের দুর্দশা নিবারিত হইবে।"

Q. Discuss the tax proposals, as announced by the Finance Minister on November, 30, 1956.

১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারী কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করারোপণ-প্রস্তাবের যে দুইটি অর্থ-সংক্রান্ত আইনের 'খসড়া' (finance bills) উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **মূলধন মুনাফার উপর কর (Tax on Capital Gains) :—** বর্তমানে করমুক্তির যে ব্যক্তিগত 'মুনাফার' নিম্নতম পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা আছে, উহা কমাইয়া ৫০০০ টাকা করা হইবে--'নিম্নতর' আয়স্তরের লোকদের সুবিধা প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, মূলধন 'মুনাফা' সহ মোট আয় ১০,০০০ টাকার বেশী না হইলে কোন মূলধন-'মুনাফা' কর ধার্য করা হইবে না। মূলধন-'মুনাফা' করের হার হইবে :—

(ক) কর-প্রদানকারীর অন্য কর-যোগ্য আয়ের সহিত তাহার সংশ্লিষ্ট বৎসরের মূলধন 'মুনাফার' ⅓ অংশ যোগ করিয়া এই কর আয়-করের হার অনুযায়ী হইবে। (খ) কম্পানির ক্ষেত্রে আয়-করের হার অনুযায়ী মূলধন 'মুনাফা'-কর ধার্য করা হইবে। (২) **অধিকর বা উপরি-কর (Super-tax) :—** অধিকরের হার হইবে—শতকরা ৬ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশের (dividends) উপর প্রতি টাকায় ১ আনা, শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৮ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশের উপর প্রতি টাকায় ৪ আনা, এবং শতকরা ১৮ ভাগের অধিক লভ্যাংশের উপর টাকা প্রতি ৬ আনা। (৩) **অ-বিনিয়োগকারী কম্পানির উপর কর (Non-investment Co's) :**—আইনের 'খসড়ার' ২৩-এ (23-A) ধারায় উল্লিখিত অবিনিয়োগকারী কম্পানিগুলির ক্ষেত্রে অধিকরের হার ৪ আনা হইতে ৭ আনায় বর্ধিত করা হইয়াছে। (৪) **অত্যধিক মূল্যের 'মোটর' গাড়ী (Expensive types of Cars) :**- ভারতে অত্যধিক মূল্যের 'মোটর'-গাড়ীগুলির উপর ৩০০০ টাকা আবকারী শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। মালবাহী 'মোটর'-গাড়ী ('ট্রাক্'—Trucks) ও ছোট গাড়ীগুলি এই শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবে। (৫) **মদ ও সুরাসার (Wines and Spirits) :**- মদ ও সুরাসারের উপর বহিঃশুল্কের (custom duties) হার শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ করা হইয়াছে। (৬) **'মোটর-সাইকেল', ঘড়ি ও হাত বা টেঁক-ঘড়ি (Motor-cycles, clocks and watches) :**—এই সকল দ্রব্যের ('স্কুটার'-সহ) উপর বহিঃশুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে। (৭) **কৃত্রিম রেশম সূতা (Artificial silk yarn) :**--কৃত্রিম রেশম সূতার আমদানি-কর প্রতি পাউণ্ডে ৩ টায় বর্ধিত করা হইয়াছে, কিন্তু আশু প্রয়োজনে কার্যকরী হার প্রতি পাউণ্ডে ১ টাকা ৪ আনা হইতে ২ টাকা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইবে। দেশী কারুকার্যসম্পন্ন রেশম সূতার উপর আবকারী শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে (৮) **আবকারী শুল্কের সর্বোচ্চ হার (Excise Duty Ceiling rate) :**— প্রতি পাউণ্ডে কেন্দ্রীয় আবকারী শুল্কের সর্বোচ্চ হার ১ টাকা ৮ আনা করা হইয়াছে। (৯) **যন্ত্রপাতি ও আলকাতরা হইতে উৎপাদিত রঞ্জকদ্রব্য (Machinery & Coal-tar dyes) :**—ইহাদের উপর শুল্ক বর্ধিত করা হইয়াছে। (১০) **প্রধান তন্তু ও তন্তুনির্মিত সূতা (Staple Fibre and Fibre yarn) :**—এই সকল দ্রব্যের উপর প্রতি পাউণ্ডে

২ আনা আবকারী শুল্ক করা হইয়াছে। (১১) **'হুণ্ডি'-(Bills of Exchange) :**—'হুণ্ডির' উপর 'স্টাম্প-শুল্ক' (stamp duty) বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে—বিধিনির্দিষ্ট বর্ধিত হার হইল, এক-বৎসর-মিয়াদী ১০০০ টাকার 'হুণ্ডিগুলির' ক্ষেত্রে ১৫ আনা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত ; অধিকতর স্বল্পকাল-মিয়াদী 'হুণ্ডির' বেলায় উক্ত শুল্ক আনুপাতিক হারে কম হইবে ।

উক্ত প্রস্তাবিত নূতন করারোপণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২৬ কোটি টাকা বর্ধিত হইবে। এই নূতন করারোপণের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় অনুমিত হিসাব হইতে ৪০০ কি ৫০০ কোটি টাকা বেশী হইবে—সুতরাং দেশের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ কর-বৃদ্ধির অন্য একটি উদ্দেশ্য হইল, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিরোধ করা এবং আয় ও ধন-বৈষম্য কিছু পরিমাণে হ্রাস করা।

ইংরেজ 'কর-বিশেষজ্ঞ' (tax-expert) অধ্যাপক ক্যালডর (Prof. Kaldor) মূলধন 'মুনাফার' উপর কর ধার্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন—সুতরাং, করারোপণের নূতন প্রস্তাবগুলি একেবারে অপ্রত্যাশিত বলা চলে না।

উক্ত করারোপণের নূতন প্রস্তাবগুলিকে প্রভূত বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সমালোচনায় বলা হইয়াছে যে, বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশের উপর অত্যধিক হারে কর ধার্যের ফলে মূলধন-সংগঠন ব্যাহত হইবে এবং বহু ক্ষুদ্র ও 'মাঝারি' অংশীদারগণকে (share-holders) অত্যল্প লভ্যাংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। মূলধন 'মুনাফার' উপর কর ধার্যের এবং অধিকর-হার (Super-tax rates) বৃদ্ধি করার ফলে 'শেয়ার-বাজারের' ('স্টক্ এক্সচেঞ্জ'—Stock Exchange) বিনিয়োগকারী ও কার্যকারকদের (operators) কর্মতৎপরতা প্রতিহত হইবে। উক্ত প্রস্তাবগুলিকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে যে, এই প্রস্তাবগুলি সামাজিক সাম্যের ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের দিকে অগ্রসর হইবার একটি নমুনা।

একবিংশতি অধ্যায়

অর্থনীতিক পরিকল্পনা

(Economic Planning)

অবতারণা (**Introduction**) ঃ—কি কি দ্রব্য ও উহাদের কি পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইবে এবং কাহাদের উপর উৎপাদনের ভার দিতে হইবে, সামগ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্ধরণ-ক্ষম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহাদের সম্পর্কে যে সুবিচেনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ, তাহাকে অর্থনীতিক (অর্থনৈতিক) পরিকল্পনা বলা হয়। ভারতের মত দরিদ্রদেশে, যেখানে বেশীর ভাগ লোকেই নিদারুণ দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, রোগ ও অজ্ঞতার মধ্যে বাস করে, সেখানে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব কতখানি, তাহা সুস্পষ্ট। কোন গণতান্ত্রিক সরকারই দেশের লোকদের এরূপ মানবোচিত জীবনযাপনের অযোগ্য পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করিতে দিতে পারেন না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য-পরিবেশ ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভারত অন্যান্য দেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। "যে দেশ জন-শক্তি ও প্রকৃতির দানে 'ভরপুর', সে দেশে এরূপ ব্যাপক দারিদ্র্য ও দুর্দশা কূটাভাসস্বরূপ (Paradox) ও লজ্জাকর—লোকদের এরূপ দুর্দশার সৃষ্টি হওয়ার দরুন আমাদের মনে লজ্জা, ক্রোধ ও এই ভীষণ অন্যায়ের প্রতিকার করিবার দৃঢ় সংকল্প জাগ্রত হওয়া উচিত। যতই বাধা বিঘ্ন, সন্দেহ, বিপর্যয় উপস্থিত হউক না কেন, আমাদের কর্তব্য হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় —বরং আমাদের অধিকতর সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।" ভারতের মত অনগ্রসর দেশে অর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, জনগণের জীবন-ধারণের মান উন্নীত করা ও উহাদিগকে সমৃদ্ধতর ও বৈচিত্র্যময় (varied) জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। "সুতরাং, পরিকল্পনার লক্ষ্য হইবে, দেশের জনসম্পদ ও দ্রব্যসম্পদের অধিকতর সদ্ব্যবহার করিয়া পণ্যোৎপাদন ও 'সেবামূলক কার্য' বর্ধিত করা এবং আয়, ধন ও সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য হ্রাস করা।" "অনগ্রসরতার (back-wardness) সহিত পরিকল্পনার নিবিড়

সম্পর্ক রহিয়াছে—অনগ্রসর অঞ্চল, অনগ্রসর জাতি, অনগ্রসর মানবশ্রেণী হইল পরিকল্পনার বিষয়ভুক্ত।"

অর্থনীতিক পরিকল্পনার বর্তমান ধারণা প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট্ ইউনিয়নের (রুশিয়া--Soviet Union) সমাজতান্ত্রিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি হইতে উদ্ভূত। অন্যান্য দেশগুলিও, বিশেষতঃ আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইতালী, অর্থনীতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঐ সব দেশে পরিকল্পনা জনগণকে 'আকর্ষণ' করিতে সক্ষম হয় নাই—ইহার কারণ হইল, ঐ সকল দেশের ধনতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে (capitalistic structure of society) পরিকল্পনার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা (inherent limitation)। ঐ সকল ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত 'মালিকানা', অনুপার্জিত আয়ের উপভোগ, অত্যধিক ধন-বৈষম্যের বিদ্যমানতা, উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য 'মুনাফা-অর্জন', সামাজিক প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথোচিত মূল্যাবধারণের অভাব ইত্যাদি অকল্যাণকর অবস্থা বর্তমান থাকায় অর্থনীতিক পরিকল্পনা জনপ্রিয় ও ফলোপধায়ী হইতে পারে নাই ; স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যেসব নীতির উপর ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে সব নীতির সহিত অর্থনীতিক পরিকল্পনা কখনই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। "নিখুঁত" (অবিমিশ্র) ধনতন্ত্রে পরিকল্পনার কোন স্থান নাই, কারণ ব্যবহারকদের আধিপত্য, মূল্য-ব্যবস্থার 'নিষ্ঠুরতা' (tyranny) ও 'মুনাফা'-লাভের অনুসরণ—ধনতন্ত্রের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য (অর্থনীতিক) পরিকল্পনায় কোন বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে না।" সুতরাং, ধনতান্ত্রিক দেশের পরিকল্পনা পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'সোভিয়েট্ ইউনিয়ন্' (Soviet Union) হইল একমাত্র দেশ, যেখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনের ও সর্বাধিক জন-কল্যাণের জন্য পরিকল্পনার ব্যাপক ও রীতিসম্মত চেষ্টা হইয়াছে—সোভিয়েট্ ইউনিয়ানই' একমাত্র দেশ, যেখানে সামাজিক 'মালিকানার' (Community Ownership) ভিত্তিতে জনকল্যাণ-মূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার সাধু প্রচেষ্টার জন্যই উক্ত দেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্চর্যজনক উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছে—পরিকল্পনার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই দেশের অদ্ভুত ও বিরাট সফল রূপান্তর দেখা গিয়াছে। এই সব কারণে পৃথিবীর সাধারণ লোক যে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ও

অন্যান্য সক্রিয়তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে উপদেশ ও অনুপ্রেরণার জন্য রুশিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ -সুতরাং, পরিকল্পনার সুফল রুশিয়ার মত দ্রুত ও ব্যাপক হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। "সর্বশক্তিমান অখণ্ড রাষ্ট্রে (Totalitarian State) পরিকল্পনার ভার সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে --ইহার দরুন পরিকল্পনার রূপায়ণ সহজ ও সরল হয় এবং উহা হইতে ফলও অপেক্ষাকৃত শীঘ্র লাভ করা যায়।" কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনাকে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়--"গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জটিলতা-পূর্ণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরস্পর-বিরোধী উদ্যমের দরুন বিরোধের সৃষ্টি হয় ও ইহার ফলে পরিবর্তনের গতি মন্থর হইয়া পড়ে।" জনগণের স্বেচ্ছামূলক ত্যাগ-স্বীকার ও সক্রিয় সহযোগিতার উপর 'গণতান্ত্রিক-পরিকল্পনার (democratic planning) সাফল্য নির্ভর করে।

Q. Give an outline of the main features and programmes of the Second Five Year Plan.

উদ্দেশ্য (objectives): নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়,--(১)--দেশের অধিবাসীদের জীবন ধারণের মান উন্নীত করিবার প্রয়োজনে জাতীয় আয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, (২) মূল ও ভারী (basic and heavy) শিল্পের উন্নতি-সাধনের প্রাধান্য দিয়া দেশকে দ্রুত শিল্পযোজিত করা, (৩) প্রভূত পরিমাণে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা, এবং (৪) আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস করা ও আর্থিক-ক্ষমতার (economic power) অধিকতর সম-বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

পরিকল্পনার ব্যয় ও ব্যয়-বিভাজন (Plan outlay and Allocations):-- কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কর্তৃক মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিষয়ের উন্নয়নকল্পে যে পরিমাণ ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহা 'পরের পৃষ্ঠায়' দেখান হইল:--

প্রধান বিষয় বা ক্ষেত্র	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়		দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়	
	মোট টাকা	মোট খরচের শতাংশ	মোট টাকা	মোট খরচের শতাংশ
(১) কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন (Agriculture and Community Development)	৩৫৭ কোটি	১৫·১	৫৬৮ কোটি	১১·৮
(২) সেচ ও শক্তি (Irrigation and Power)	৬৬১ কোটি	২৮·১	৯১৩ কোটি	১৯·০
(৩) শিল্প ও খনির কাজ (Industry and mining)	১৭৯ কোটি	৭·৬	৮৯০ কোটি	১৮·৫
(৪) পরিবহণ ও যোগাযোগ (Transport & Communications)	৫২৭ কোটি	২৩·৬	১৩৮৫ কোটি	২৮·৯
(৫) সমাজ সেবামূলক কার্য (Social Services)	৫৩৩ কোটি	২২·৬	৯৪৫ কোটি	১৯·৭
(৬) বিবিধ (Miscellaneous)	৬৯ কোটি	৩·০	৯৯ কোটি	২·১
মোট (Total)	২৩৫৬ কোটি টাকা	১০০·০	৪৮০০ কোটি	১০০·০

উক্ত মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগ বাবদ ৩৮০০ কোটি টাকা ও চল্‌তি উন্নয়ন 'খাতে' ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আনুমানিক হিসাবে ধরা হইয়াছে। উক্ত ৩৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ 'খাতে' ব্যয় ছাড়াও পরিকল্পনার কার্যকালে বেসরকারী ক্ষেত্রে (Private Sector) ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ-'খাতে' ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে—বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ-'খাতে' নিম্নপ্রকার ব্যয় হইবে :—

		(কোটি টাকার)
(১)	স্থায়ী শিল্প ও খনির কাজে বিনিয়োগের পরিমাণ—	৫৭৫
(২)	আবাদ, বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত কাজ, ও রেলপথ ব্যতীত অন্যান্য পরিবহণে বিনিয়োগের পরিমাণ—	১২৫
(৩)	নির্মাণ-কার্যে (construction) বিনিয়োগের পরিমাণ—	১০০০
(৪)	কৃষি এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ—	৩০০
(৫)	উন্নয়ন-কল্পে মজুত মাল (stocks) বাবদ বিনিয়োগের পরিমাণ —	৪০০
		মোট ২৪০০ কোটি টাকা

উৎপাদনের ও উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Targets of Production and Development) :—কৃষি-উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বাড়িবে (১৯৫৫-৫৬ সালের ৬·৫ কোটি টন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৭.৫ কোটি টন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে) ; তুলার উৎপাদন শতকরা ৩১ ভাগ বর্ধিত হইবে (৪২ লক্ষ টন গাঁট হইতে ৫৫ লক্ষ টন গাঁটে-bales-বৃদ্ধি পাইবে) ; ইক্ষু (sugar-cane) উৎপাদন শতকরা ২১ ভাগ বাড়িবে (৫৮ লক্ষ টন হইতে ৭১ লক্ষ টন) ; তৈলবীজের (oil-seeds) উৎপাদন শতকরা ২৭ ভাগ বর্ধিত হইবে (৫৫ লক্ষ টন হইতে ৭০ টন লক্ষ) ; পাটের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ (৪০ লক্ষ গাঁট হইতে ৫০ লক্ষ গাঁট) বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সেচ-ব্যবস্থার (irrigation) প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—অতিরিক্ত ২·১ কোটি একর জমিতে সেচ-কার্যের

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় সমবায়-প্রথা (Co-operation) কৃষিজাত পণ্যের বিপণন-ব্যবস্থা (marketing) ও পণ্যাগারের (warehouses) উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আশা করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষাশেষি দেশের সমস্ত অঞ্চলই সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যবস্থার (Community Development and National Extension Service) কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই পরিকল্পনায় 'গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির' (**Village Panchayets**) উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা করাও হইয়াছে, যাহাতে গ্রামাঞ্চলে মিলিত জীবন-যাপন (corporate life) উৎসাহিত হয় এবং গ্রামবাসীরা গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কার্য-ক্রমের প্রতি অনুরাগী হয়।

সেচ ও শক্তি (Irrigation and Power):—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে ২১ কোটি 'একর' (acre) জমিতে জলসেচের (irrigation) ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১.২ কোটি 'একর' জমিতে বৃহৎ ও 'মাঝারি' কার্য-সূচীর মাধ্যমে এবং ৯০ লক্ষ 'একর' জমিতে 'ছোটখাট' কার্য-সূচীর মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা-অনুযায়ী বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালের ৩৪ লক্ষ 'কিলো-ওয়াট্' (Kilowatt) হইতে বর্ধিত হইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৬৯ লক্ষ 'কিলো-ওয়াট্' হইবে (অর্থাৎ উৎপাদন ৩৫ লক্ষ 'কিলো-ওয়াট্' বৃদ্ধি পাইবে)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে—ইহার জন্য বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে যে সব শহরে লোক-সংখ্যা ২ লক্ষ অথবা উহার অধিক, সে সব শহরের শতকরা ৯০-টিতে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যবস্থা অনুযায়ী যে সব শহরের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ বা উহার অধিক, সে সব শহরগুলিতে এবং যে সব শহরে লোক-সংখ্যা ৫০০০ হইতে ১ লক্ষ, সে সব শহরের শতকরা ৮৫-টিতে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হইবে। এই বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারী ক্ষেত্র (public sector) প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে।

শিল্প ও খনিজ-সম্পদ উন্নয়ন (**Industrial and Mineral Development**):—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের

অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ-সম্পদ উন্নয়নের অগ্রাধিকার (priority) দেওয়া হইয়াছে এবং এই 'খাতে' সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ১৯ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে ৮৯০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৬৯০ কোটি টাকা বৃহদায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য ও ২০০ কোটি টাকা গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, কৃষি-সার (fertilisers), ভারী 'ইঞ্জিনিয়ারিং' (Engineering—নির্মাণকার্য-সংক্রান্ত) যন্ত্রপাতি, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল-শিল্পগুলি পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং উক্ত ৬৯০ কোটি টাকার সমস্তটাই এই শিল্পগুলির উন্নয়নে ব্যয়িত হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য-কালে খনিজ সম্পদের উৎপাদন শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে (Private Sector) যন্ত্রপাতির উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রধান হইল, বয়ন-শিল্পে, পাট-শিল্পে, শর্করা-শিল্পে, কাগজ-শিল্পে, 'সিমেণ্ট'-শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং রাস্তা-নির্মাণের ও কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ (Transport and Communication):—পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ-'খাতে' মোট ১৩৮৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ২৯ ভাগ) ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত শতকরা ২৯ ভাগের মধ্যে রেলপথ-সংক্রান্ত উন্নয়ন-কার্যে ১৯ ভাগ ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথ সংক্রান্ত কাজকর্মের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যয়-বরাদ্দও করা হইয়াছে :—

রাস্তার ও রাস্তা-সংক্রান্ত পরিবহণের উন্নয়নে ২৬৩ কোটি টাকা ; জাহাজ, বন্দর, পোতাশ্রয় (harbour), ও অভ্যন্তরীণ জলযানের (inland water transport) উন্নতি-সাধনকল্পে ৯৬ কোটি টাকা ; অসামরিক বিমান (civil

air transport) চলাচলের জন্য ৪৩ কোটি টাকা ; বেতার-প্রচার (broadcasting—সম্প্রচার), ডাক ও তার এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 'খাতে' ৭৬ কোটি টাকা।

সমাজসেবা কার্যাবলী (Social Services) পরিকল্পনায় সমাজসেবা কার্যাবলীর জন্য মোট ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—এই টাকার পরিমাণ পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দের প্রায় দ্বিগুণ (approximately twice) । এই পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শতকরা ৬৩ জনের জন্য এবং ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শতকরা ২২.৫ জনের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানের (compulsory primary education) ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাতীয় আয়, 'ভোগ', ও কর্মসংস্থান (**National Income, Consumption and Employment**) :- দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম রূপায়িত হইলে যদি দ্রব্য-মূল্য স্থিরাবস্থায় থাকে, তবে জাতীয় আয় ১৯৫৫-৫৬ সালের ১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে, বলিয়া আশা করা যায়, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৬০-৬১ সালে দেশে 'সঞ্চয়ের' (domestic saving) পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে—বর্তমান পরিমাণ হইল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। উক্ত অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'ভোগ-ব্যয়ের' মোট পরিমাণ (total consumption expenditure) শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সংগঠন ও উন্নয়নের দরুন বহুলোকের পূর্ণ সময়ের জন্য কাজের সুযোগ উপস্থিত হইবে ; অধিকন্তু, কৃষি-উৎপাদন এবং কৃষি-ব্যতীত অন্য প্রকার কর্ম-সংস্থানের সুযোগ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-বেকার অবস্থা (under-employment) অনেক কমিয়া যাইবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (**Other features**) ঃ—(ক) গ্রামাঞ্চলের সম্পদ-বৃদ্ধির ও নেতৃত্বের (leadership) দায়িত্ব-গ্রহণ ও প্রেরণা-সঞ্চার সম্পর্কে

গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। (খ) গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ব্যাপারে সমবায়-প্রথা (Co-operation) প্রয়োগের ভিত্তি স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু কার্যবিধি রহিয়াছে—এই সব কার্যবিধির মধ্যে রহিয়াছে, 'জোতগুলির একত্রীকরণ (Consolidation of holdings), ভূমি-পরিচালনায় উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন, সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-প্রথার প্রবর্তন, সমবায় পদ্ধতিতে গ্রাম পরিচালনা। (গ) গ্রামাঞ্চলের লোকদের কর্ম-সংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করিতে, তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে, তাহাদের জীবনধারণের মান উন্নীত করিতে এবং গ্রামাঞ্চলে সুষম ও সম্পূরিত (balanced and integrated) আর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ভূমিকা গ্রহণের উপর এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ভোগ্যপণ্যের বর্ধমান চাহিদা মিটাইতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রসারণের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। (ঘ) 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' লক্ষ্যের এবং ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নূতন শিল্পনীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ভারী ও মূল শিল্পগুলির উন্নতি-সাধনের প্রধান ভার সরকারী ক্ষেত্রের উপর আরোপিত হইয়াছে। (ঙ) পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি'-ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে উৎপাদন যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে বর্ধিত করা যায়।

Q. Discuss the main criticisms against the Second Five Year Plan.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ত্রুটি (Defects of the Second Five Year Plan):—বিশ্বব্যাঙ্কের 'কমিশন' ও পরিকল্পনা 'কমিশনের' অন্যতম সদস্য শ্রী কে সি. নিয়োগী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কতগুলি সুস্থ ও সুবিবেচিত সমালোচনা—বিশ্বব্যাঙ্কের 'কমিশন' ও শ্রী কে. সি নিয়োগী, উভয়েই বলিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনা অনেকটা 'উচ্চাশ' (ambitious) পরিকল্পনা। বিশ্বব্যাঙ্কের 'কমিশনের' অভিমত হইল, জন-সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য পরিকল্পনার আয়তন ব্যাপক হওয়া দরকার সত্য, কিন্তু উহার লক্ষ্যগুলি বাস্তবতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত. যাহাতে লক্ষ্যানুযায়ী বেশীদূর অগ্রসর হইতে না পারিলে জনগণের মনস্তত্ত্বে

প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারিত না হয়—এই 'কমিশনের' মত হইল, প্রশাসনিক ও আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে পরিকল্পনাকে অত্যধিক 'উচ্চাশ' বলা যায়। শ্রীনিয়োগীও পরিকল্পনার ব্যাপক উন্নয়ন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপই এরূপ সর্বব্যাপী অর্থ-সংস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়।

বিশ্বব্যাঙ্কের 'কমিশন' অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রশাসনিক (পরিচালনা-সংক্রান্ত—administration), কারিগরী, ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত না হইলে পরিকল্পনার লক্ষ্যে (targets) পৌঁছান দুরূহ হইবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের ত্রুটি হইল, পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যয়ের 'উপাত্তগুলি' (data) বহু বৎসর পূর্বে গৃহীত—আধুনিক প্রগতির বিবরণ (progress reports) না পাইলে উন্নয়ন সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতাগুলির পূর্বাভাস পাওয়া, উহাদের দূরীভূত করা এবং সকল ক্ষেত্রে প্রগতির সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভবপর নয়।

ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে অর্থ-ব্যবস্থায় 'নমনীয়তার' আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া বিশ্বব্যাঙ্কের 'কমিশন' বলিয়াছেন, পরিকল্পনার কার্যক্রমে 'অসাম্য' (imbalance) ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি না করিয়া যে প্রকার পরিবর্তনের সৃষ্টি করা সম্ভবপর, সে প্রকার পরিবর্তনের পরিকল্পনার প্রতি পূর্ব হইতেই বিশেষ ও অবিরাম মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। পরিবর্তনের পূর্ব-পরিকল্পনায় দুইটি অবস্থার কথা পৃথগ্‌ভাবে চিন্তা করা দরকার—(১) বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাটতি' পড়িলে কিরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে, এবং (২) অভ্যন্তরীণ সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত না হইলে কিরূপ পরিবর্তনের আবশ্যক হইবে।

বিশ্ব-ব্যাঙ্কের 'কমিশন' মনে করেন, প্রসারণশীল আর্থ-ব্যবস্থার (expanding economy) 'ঘাটতি' ব্যয় কতক পরিমাণে আবশ্যক, কিন্তু পরিকল্পনায় যে পরিমাণে 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাতে অর্থের যোগান এত প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, যাহা অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইবে। সুতরাং, 'কমিশন' অর্থ-সংস্থান ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অধিক মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন:—

(ক) 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে; (খ) সরকার জনগণের জন্য যে সেবামূলক ও কল্যাণকর কার্য করিবেন, উহার সঠিক মূল্য জনগণ হইতে আদায় করিয়া

রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিতে হইবে; (গ) অতিরিক্ত করারোপণ সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যেন উহার দরুন বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুৎসাহের সঞ্চার না হয় ও উহার সম্পদ-উৎসের ক্ষতি না হয়। 'কমিশন' মনে করেন যে, রেলপথের যাত্রীদের ভাড়া, জল ও 'শক্তি'-কর (water and power charges) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'বন্দর-কর' (Port charges) বৃদ্ধি করিয়া সরকারী আয় বৃদ্ধি করার এখনও যথেষ্ট 'অবকাশ' (ফাঁক) রহিয়াছে। 'কমিশন' প্রস্তাব করিয়াছেন, বৃদ্ধি-প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের অধিকাংশ পুনঃ-বিনিয়োগ করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া কতকগুলি (বিশেষতঃ শক্তি; সেচ ও পরিবহণ) ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ থাকা উচিত, যাহাতে সরকারের উদ্বৃত্ত আয় বেশী পরিমাণে হয়। 'কমিশনের' অভিমত হইল. সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যক্ষ করারোপণ সম্প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা পরিহার করিবেন— কারণ প্রত্যক্ষ করারোপণ-সম্প্রসারণের ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রে অনুৎসাহের সৃষ্টি হইবে এবং উহার সম্পদ-উৎস প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শ্রী কে. সি. নিয়োগীও বলেন, পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে ন্যূনপক্ষে ১২০০ কোটি টাকা 'ঘাটতি' ব্যয়ের আশ্রয় লইতে হইবে এবং তদ্দরুন দেশে স্ফীতাবস্থার উদ্ভব হইবে। তাঁহার মতে এই 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থার দরুন একবার স্ফীতাবস্থার উদ্ভব হইলে পরিকল্পনার আর্থিক ব্যয়ের সকল হিসাব বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে, পরিকল্পনাগুলির ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, এবং বাস্তবক্ষেত্রে পরিকল্পনার রূপায়ণ ব্যাহত হইবে; এমতাবস্থায় 'নির্দিষ্ট আয়-স্তরের' শ্রেণীর (fixed income groups) ৫০ লক্ষের অধিক লোক সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত হইবে— এই লোকদের মধ্যে পড়িবে সর্বশ্রেণীর সরকারী 'চাকুরিয়া', শিক্ষক ও অন্যান্য বেসরকারী কর্মীরা। শ্রী নিয়োগী আরও বলেন, অনিবার্য স্ফীতি (infla-tion), ক্রমবর্ধমান উচ্চ কর-হার এবং নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার (rigidity of control) দরুন সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবনতি ও দুর্নীতির আবির্ভাব হইবে।

শ্রীনিয়োগী বলেন, অপরিমিত 'ঘাটতি' ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য যন্ত্রপাতি (সাজসরঞ্জাম) ও অভিজ্ঞ পরিচালকের নিশ্চয়ই অভাব রহিয়াছে; তিনি বলেন, পরিচালকগোষ্ঠী সংগ্রহ করার

সমস্যাও কম নয় এবং যতদিন পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত নিপুণ কারিগরের অভাবে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ সীমাবদ্ধ থাকিবে।

বিশ্ব-ব্যাঙ্কের 'কমিশন' দেশের পরিবহণ-অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। 'কমিশন' স্বীকার করিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথের পরিবহণ-'খাতে' যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু 'কমিশন' সরকারকে রেলপথ, 'সড়ক', উপকূলীয় জাহাজ, অভ্যন্তরীণ জলযানের সর্বাধিক উন্নতিসাধনের প্রয়োজনের উহার পরিবহণ-নীতি ও পরিবহণ-কার্যক্রমের পুনর্বিবেচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীনিয়োগীও উৎপাদন-ব্যবস্থা ও পরিবহণ-ব্যবস্থার মধ্যে সহযোজনের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, এই সহযোজনের অভাব শিল্প--সংক্রান্ত ও অন্যান্য উন্নয়ন-ক্ষেত্রে রেলপথের পরিবহণ ব্যবস্থায় সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। তিনি আশঙ্কা করেন যে, রেলপথের পরিবহণ-ক্ষমতার সহিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; তিনি বলেন, ভারতের আর্থ-ব্যবস্থায় জাহাজ-পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অত্যুক্তি করা সম্ভবপর নয়, অথচ এই পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।

'কমিশন' মনে করেন যে, পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি হইতে যে পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তাহা অতিরিক্ত অনুমান (over-estimate) বলা যাইতে পারে। 'কমিশন' বলেন, স্ফীতি নিরোধ করিতে হইলে অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা উচিত, কিন্তু এই সকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব বেশীর ভাগই গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর অর্পণ করিয়া সরকার সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। 'কমিশন' মনে করেন, বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কে 'মিলের' ও হস্তচলিত তাঁত-শিল্পের (handloom) মধ্যে যে উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী হওয়া দুরূহ—ইহাতে দেশের বাজারে ন্যায্য-মূল্যে বস্ত্রের যোগান কমিয়া যাইবে, অথবা বস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ অনেক হ্রাস করিতে হইবে; রপ্তানি হইতে আয় পূর্বেই অনেক কমিয়া গিয়াছে।

'কমিশন' মনে করেন, রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই—'কমিশনের' অভিমত হইল, তুলাবস্ত্র, চা ও বাণিজ্যিক পণ্যের

(cash crops) রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য রপ্তানির সমস্ত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করিয়া আরও সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

'কমিশনের' অভিমত হইল, বে-সরকারী ক্ষেত্রের উপর উপযুক্ত পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই—বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি, মিঃ ব্ল্যাক্ (Mr. Black) ভারতের অর্থ-মন্ত্রীর নিকট এই মর্মে এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের অংশ-গ্রহণ সম্পর্কে ব্যবস্থা এমন ভিত্তির উপর প্রবর্তন করিতে হইবে, যে ভিত্তিতে ভারতের উন্নয়নে উভয়ই সর্বাধিক কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়– বে-সরকারী উদ্যমকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দিতে হইবে, যাহাতে বে-সরকারী ক্ষেত্র দেশের অর্থনৈতিক, বিশেষতঃ শিল্প-ক্ষেত্রের, উন্নয়নে সর্বাধিক সাহায্য করিতে পারে।

'কমিশন' বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থায় বৈদেশিক কারিগরী অভিজ্ঞতা, বৈদেশিক ব্যক্তিগত মূলধন ও পরিচালনার আবশ্যকতা রহিয়াছে ; কিন্তু ভারত সরকারের ও ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোভাব এরূপ যে, বৈদেশিকগণ ভারতের উন্নয়ন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হয় না ; 'কমিশন' প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এরূপ 'আবহাওয়ার' সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে নূতন নূতন উদ্যোগে বৈদেশিকগণ মূলধন বিনিয়োগে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে অধিকতর 'আকৃষ্ট' হয়।

বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ ব্ল্যাক্ (Mr. Black), ভারত সরকার কর্তৃক বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ভারত সরকার যে সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ভারতীয়দের ও বিদেশীদের যৌথ মালিকানার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকতর অভিলাষী, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাঙ্কের 'কমিশন' মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে এই অভিলাষের অত্যধিক বশবর্তী হইয়া এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা উচিত হইবে না, যাহাতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সক্রিয় অংশ-গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হয়, কারণ পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ গ্রহণ করিতে না পারিলে সে তাহার মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ঝুঁকি লইতে 'রাজী' হইতে চাহিবে না।

Q. Give a comparative estimate of the two successive Five Year Plans.

Q. Discuss the main features of the First Five Year Plan.

যে সময় দেশ যুদ্ধ এবং দেশ-বিভাগের ফলে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ও খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব বর্তমান ছিল, সে সময়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়—এজন্য কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পনায় অগ্রাধিকার পায়। পরিকল্পনার আয়তনও 'মাঝারি'-ধরনের ছিল—সরকারী ক্ষেত্রে ২৩৫৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়, এবং কৃষি, সেচ, 'শক্তি' ও পরিবহণের উন্নতি-সাধনে উক্ত পরিমাণ টাকার অধিকাংশই ব্যয়িত হয়। এই পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই—বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর শিল্পোন্নয়নের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী ক্ষেত্রের মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৭ ভাগ কৃষি, সমাজ-উন্নয়ন, সেচ ও 'শক্তি' খাতে বরাদ্দ করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইল অধিকতর উচ্চাশ পরিকল্পনা—সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির ও উহার সহায়ক ক্ষেত্রগুলির উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা করিয়া উন্নয়নের গতির যে প্রবর্তনা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইল, উহারই ধারাবাহ। সুতরাং, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন, বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং ভারী রসায়ন প্রভৃতি মূল শিল্পের উন্নয়ন, অগ্রাধিকারের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব ছিল বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর, কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের' নীতি গৃহীত হওয়ায় সরকারের শিল্পনীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে—তাই, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রকে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই দুইটি পরিকল্পনার নিম্নলিখিত ব্যয়ের হিসাব ও লক্ষ্য হইতে এই দুইটি পরিকল্পনার তারতম্যমূলক ব্যবস্থার অনেকটা ধারণা করা যাইতে পারে:—

(ক) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খনির কাজ (Minining) সহ 'বৃহদায়তন শিল্পের জন্য ৬৯০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—**প্রথম** পরিকল্পনায়

ছিল ১৭৯ কোটি টাকা ; (খ) **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়া ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—**প্রথম** পরিকল্পনায় ছিল ৩০ কোটি টাকা ; (গ) **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১৩৮৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—**প্রথম** পরিকল্পনায় ছিল ৫৫৭ কোটি টাকা ; (ঘ) **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় সমাজসেবামূলক কার্যে মোট ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে –ইহা **প্রথম** পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দের প্রায় দ্বিগুণ ; (ঙ) **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে যথাক্রমে যে ৩০৭ ও ২৪৭ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহা **প্রথম** পরিকল্পনার উক্ত খাতে ব্যয়-বরাদ্দের প্রায় দ্বিগুণ ; (চ) **দ্বিতীয়** পবিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ বর্ধিত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে—**প্রথম** পরিকল্পনায় শতকরা ১৫ ভাগ বর্ধিত করার ব্যবস্থা ছিল ; (ছ) **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি টন (অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ) বর্ধিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—**প্রথম** পরিকল্পনায় ১·১ কোটি টন (অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ) বর্ধিত করাব লক্ষ্য ছিল ;. (জ) **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে—**প্রথম** পরিকল্পনায় ১৮ ভাগ বর্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল ; (ঝ) **প্রথম** পরিকল্পনায় কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা বিশেষ করা হয় নাই—**দ্বিতীয়** পরিকল্পনা যত শীঘ্র. অন্ততঃ ১০ বৎসরের মধ্যে, বেকার-অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্য লইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে ; **দ্বিতীয়** পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, ১ হইতে ১·১ কোটি লোকের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ; এই জন্য **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় গৃহ-শিল্প (household industries) ও হস্ত-শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, কারণ এই ব্যবস্থায় কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে ; সুতরাং, **দ্বিতীয়** পরিকল্পনা হইল **কর্মসংস্থানের সুযোগ-সৃষ্টির পরিকল্পনা।**

ভারতের জনবল অপেক্ষাকৃত প্রচুর—**দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় মূল শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে খুব বেশী লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে না এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্য-উৎপাদনক্ষম বৃহদায়তন শিল্পগুলির উপর কোন গুরুত্ব

স্থাপন করা হয় নাই, কারণ ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা হইবেনা—সুতরাং, এই পরিকল্পনায় ভোগ্য-পণ্যের বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সম্প্রাসারণের উপর নির্ভর করা হইয়াছে ; ভারতে শিল্প-যোজনের (industrialisation) এমন এক সুষম ধাঁচ প্রয়োজন, যাহাতে শ্রম-নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া ভোগ্য-পণ্যের অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন-বৃদ্ধি এমনভাবে করা যায়, যাহাতে মূলধনের সাশ্রয় হয়। যে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, সে দেশে শ্রমিক-নিয়োগই পরিকল্পনার একটি বিশেষ লক্ষ্য হইতে পারে—সুতরাং, কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা, আয় বৃদ্ধি করা. জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা এবং গ্রামাঞ্চলের আর্থ-ব্যবস্থা অধিকতর সুষম ও সম্পূরিত (integrated) করার উদ্দেশ্যে **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি-বিধান ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় যে পরিমাণ 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় অনেক বেশী 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; সুতরাং, **প্রথম** পরিকল্পনা অপেক্ষা **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় স্ফীতাবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' নীতি গ্রহণের ফলে **দ্বিতীয়** পরিকল্পনার লক্ষ্যের অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন' বলিতে শুধু জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি বুঝায় না,—জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের অধিকতর সম-বণ্টনও বুঝায় ; সুতরাং, **দ্বিতীয়** পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের উদ্যমের উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, যাহাতে উন্নয়নের গতি ব্যক্তিগত 'মুনাফার' দিকে না হইয়া সামাজিক কল্যাণের দিকে হয়।

সুতরাং, **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** পরিকল্পনার বিষয়-বস্তুগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই দুইটি পরিকল্পনার বাহ্যিক আকৃতিকে কোন তারতম্য নাই—ইহা সত্ত্বেও 'আসলে' (in substance) এই দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য রহিয়াছে।

Q. Give a critical estimate of the progress of the First Five Year Plan. (C. U. 1955)

(N. B. For the discussion of the final progress of

the First Five Year Plan, as released by the Planning Commission, see next question).

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি (Progress of the First Plan) :—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৯৫৪-৫৫ সালের অগ্রগতি বিবরণীতে দেখা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে ; উহার পর উন্নয়ন-প্রচেষ্টা দৃঢ়তর করা হয়—সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ধিত হয় এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও গত দুই বৎসরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। মোটামুটি, পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে দেশের আর্থ-ব্যবস্থার শক্তিশালী ও 'উৎফুল্ল' অবস্থা (strength and buoyancy) দেখা যায়।

কৃষি-ক্ষেত্রে অগ্রগতি (Progress in the Agricultural Sector) :—পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের (১৯৫০-৫১) তুলনায় কৃষি-উৎপাদন শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গম ও শস্যের উৎপাদন আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বন্যায় অতিশয় ক্ষতি হওয়ায় চাউলের উৎপাদন কমিয়া যায়—ইহার ফলে ১৯৫৩-৫৪ সালের ৬'৮৪ কোটি টন খাদ্য-উৎপাদনের মোট পরিমাণ কমিয়া যাইয়া ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬'৫৬ কোটি টন হইয়াছিল ; কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সালের খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ ১'১৬ কোটি টন বেশী হইয়াছিল। অতিরিক্ত ১'০৩ কোটি 'একর' (acres) জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি (Progress in the Industrial Sector) :—শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষণীয়ভাবে হইয়াছিল—১৯৫৩-৫৪ সালে শিল্প-উৎপাদনের 'সূচক' (index) ছিল ১৩৭, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪৮ হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, নিম্নলিখিত ৫-টি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন কার্য শুরু করে—(১) রূপনারায়ণপুরের 'হিন্দুস্থান' 'কেবল' কারখানা (Hindusthan Cable Factory), (২) উত্তর প্রদেশ রাজ্যসরকারের 'সিমেন্ট' কারখানা, (৩) জলাহাল্লিতে (Jalahalli) হিন্দুস্থান 'মেসিন্ টুল' (কলের যন্ত্রপাতি—Machine tools) কারখানা, (৪) মধ্যপ্রদেশ রাজ্যসরকারের খবরের কাগজ কারখানা (Newsprint factory), এবং (৫) পিম্প্রির (Pimpri) 'পেনিসিলিন্' (Penicillin) কারখানা। ২-টি 'খনিজ তৈল শোধন' কারখানার

(Refinery)—'স্টানভ্যাক্' (Stanvac) খনিজ তৈল শোধনালয়ের ও 'বার্মাশেল' (Burma Shell) খনিজ তৈল শোধনালয়ের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় ও উহারা খনিজ তৈল শোধনের কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। রেলগাড়ী, ইঞ্জিন প্রভৃতির, 'সিমেণ্টের' ও 'এমনিয়াম সালফেটের' (Ammonium sulphate) উৎপাদন সম্পর্কে পরিকল্পনার যে লক্ষ্য ছিল, তাহা সফল হইয়াছে। 'মিল-জাত' বস্ত্র (mill cloth), লৌহ ও ইস্পাত, পাটজাত দ্রব্য, 'সিমেণ্ট' ও 'সাইকেল' (bicycles) উৎপাদনের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেলপথ ও অন্যান্য পরিবহন ক্ষেত্রে অগ্রগতি (Progress in Railways and Transport) :—রেলপথ পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মসূচীর রূপায়ণের ও রেলপথের 'লাইন' (লৌহবর্ত্ম) ও মালগাড়ীর উন্নতি-সাধনের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে অগ্রগতি দেখা গিয়াছিল। ৮০ মাইল নূতন লৌহবর্ত্ম নির্মিত হয় এবং ২৯৩ মাইল পরিত্যক্ত লৌহবর্ত্মের পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পাদিত হয়। রেলপথের মালগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও রেলপথের মাল-পরিবহনের চাহিদা মিটান সম্ভবপর হয় নাই।

জাতীয় 'সড়ক' (রাজপথ) নির্মাণ-কার্যে অনেকখানি উন্নতি দেখা যায়—১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪০ মাইল নূতন 'সড়ক' ও ৫-টি বৃহৎ পুলের (bridge) নির্মাণ-কার্য সম্পাদিত হয় এবং বর্তমান ১২০০ মাইল রাস্তার সংস্কার-সাধন সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্য প্রকার রাস্তা সম্পর্কেও উন্নয়ন-কার্যের সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা গিয়াছিল।

শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি (Progress in Education, Medical Services and Public health) :—পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার কার্যাবলীর অগ্রগতি (Progress in Community Development and Extension Programmes) :—পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল উক্ত দুইটি ব্যবস্থা এরূপভাবে সম্প্রসারিত করা, যাহাতে ভারতের মোট গ্রামবাসীর ⅓ অংশ উপকৃত হয়—ইহার অর্থ হইল, ১২০০ উন্নয়ন-'ব্লক' (Development

Blocks—'মণ্ডল') স্থাপন করা। পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরের শেষাশেষি ৮৩০০ গ্রামের (প্রায় ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ অধিবাসীদের) জন্য ৭২৬-টি উন্নয়ন-'ব্লক্' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে অগ্রগতি অনেকটা সন্তোষজনক হইয়াছে বলা চলে।

ব্যয়ের গতি (Progress of expenditure) ঃ—পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর ব্যয়ের পরিমাণ কম ছিল বলা যায়—এই তিন বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৭২ কোটি টাকা। চতুর্থ বৎসরে ব্যয়ের মাত্রা বিশেষ বৃদ্ধি পায়—১৯৫৪-৫৫ সালে সংশোধিত (revised) ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি টাকা (১৯৫৩-৫৪ সালে ৩৪০ কোটি টাকা, ১৯৫২-৫৩ সালে ২৭৩ কোটি টাকা ও ১৯৫১-৫২ সালে ২৫০ কোটি টাকা)।

দেশের উৎপাদন সমভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকায় দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক (economic and monetary) অবস্থার স্থিরতা দেখা গিয়াছিল। মূলধন বাজারের অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সরকারী ঋণগ্রহণ সম্পর্কে সক্রিয় সাড়া হইতেই বুঝিতে পারা যায়—পণ্যমূল্য ও সরকারী ঋণ-পত্রের শতকরা আয়ের হার স্থিরাবস্থায় ছিল।

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থায় অনেক উন্নতি দেখা গিয়াছিল ; পরিকল্পনার প্রথম বৎসর খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতে হইয়াছিল বলিয়া 'চলিত হিসাবে' (current account) ১৩৬ কোটি টাকা 'ঘাটতি' পড়িয়াছিল, কিন্তু দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত দ্রব্যগুলির আমদানি অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং ইহার ফলে পরবর্তী তিন বৎসর বহির্বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাবে নিম্নরূপ উদ্বৃত্ত (surplus) দেখা গিয়াছিল :—

১৯৫২-৫৩ সালে ৭৭ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৭৫ কোটি টাকা ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭ কোটি টাকা।

মোটামুটি জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বর্ধিত হইয়াছিল—পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি করা।

বিনিয়োগের পরিমাণ (Investment outlay) ঃ—সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত ব্যয় ক্রমশঃ বর্ধিত করা হয়, কিন্তু বে-সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ধারাবাহিকরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫৪-৫৫ সাল হইতে আবার বে-সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে

থাকে এবং পরিকল্পনার শেষ বৎসরেও বিনিয়োগের পরিমাণের ক্রম-বৃদ্ধি অপরিবর্তিত থাকে।

কর্ম-সংস্থান (Employment) ঃ—গ্রামাঞ্চলে কর্ম-সংস্থানের গতি সম্পর্কে কোন নির্ধারণযোগ্য তথ্য নাই ; শহরাঞ্চলে 'কর্ম-নিয়োগ কেন্দ্রের' (Employment Exchange) খাতা-পত্রে (register) দেখা যায় যে, বেকারের সংখ্যা ১৯৫৪ সালের ৫'২৬ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে ৫'৯৫ লক্ষে পরিণত হয়। অনুমান করা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার ৫ বৎসরে অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বেকার-সমস্যা, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলের শিক্ষিতদের মধ্যে, প্রবল আকারেই রহিয়াছে। সুতরাং, যদিও কর্ম-সংস্থানের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তবুও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অর্থ-সংস্থানের অবস্থা (Resources position) ঃ—প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে সরকারী ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা (borrowing programme) সন্তোষজনকভাবে কার্যকরী হইয়াছিল—পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল বাজারে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী ঋণ-পত্র বিক্রয় করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২০২ কোটি টাকা মূল্যের ঋণ-পত্র বিক্রীত হইয়াছিল ; কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত ৩৬ কোটি টাকা মূল্যের পরিবর্তে ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ঋণ-পত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং রাজ্যসরকারসমূহ ১৫২ কোটি টাকা মূল্যের ঋণ-পত্র বিক্রয় করিয়াছেন। প্রায় সকল রাজ্যসরকারই উহাদের নির্ধারিত মূল্যের ঋণ-পত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যের ঋণ-পত্র বিক্রয় করিয়াছেন।

পরিকল্পনায় ব্যবস্থা ছিল যে, পরিকল্পনার ৫ বৎসর কার্যকালে রাজ্য-সরকারসমূহ অতিরিক্ত করারোপণের মাধ্যমে প্রায় ২৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু প্রথম ৪ বৎসরে উঁহারা উঁহাদের রাজস্ব মোটামুটি ৫৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন—সুতরাং দেখা যায় যে, রাজ্যসরকার-সমূহ অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া পরিকল্পনানুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই, রাজ্যসরকারসমূহ যাহাতে নিজেদের কার্যক্রমানুযায়ী কার্য চালাইতে পারেন, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার উঁহাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে (অর্থ) সাহায্য করিতেছেন। পরিকল্পনার কার্যকালে রাজ্যসরকারসমূহকে উক্ত প্রকার সাহায্য করিবার দরুন কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংশোধিত ৩৬০

কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহা হইতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে ৪ বৎসরে ২২৮ কোটি টাকা রাজ্যসরকারসমূহকে সাহায্য করিয়াছেন।

অগ্রগতির সমালোচনা (**Critical estimate of the progress**) ঃ—প্রথম ৩ বৎসর পরিকল্পনার কার্যাবলীর অগ্রগতি মন্থর ছিল—এই তিন বৎসরে মোট ৮৭২ কোটি টাকা মাত্র ব্যয় করা হইয়াছিল। উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মচারীর অভাবেই প্রধানতঃ এই অগ্রগতি সন্তোষজনক হয় নাই। কিন্তু চতুর্থ বৎসরে যে অগ্রগতির 'ভরবেগ' (momentum) হইয়াছিল, তাহা ১৯৫৪-৫৫ সালের অগ্রগতির উক্ত বিশ্লেষণে বোঝা যায়। সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের মাত্রা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। কৃষি-উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হয় এবং শিল্পোৎপাদনও বৃদ্ধি পায়; বহির্বাণিজ্যের প্রসার হয় এবং বৈদেশিক দেনা-পাওনার সাম্যের 'চলতি' হিসাবে স্বল্প পরিমাণে উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন পরিকল্পনার কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখা যাওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয়ে উন্নতি-আশানুরূপ হয় নাই। লৌহ ও ইস্পাত এবং ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উৎপাদন খাতে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্যয়িত হয় নাই। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ও কতকগুলি কৃষির উন্নয়ন পরিকল্পনার খাতে ব্যয়ের মাত্রা আশানুরূপ হয় নাই—প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার আনুমানিক হিসাবের তুলনায় খুব কমই হইয়াছিল। সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ (Community projects and National Extension Service) ব্যবস্থার অগ্রগতিও আশানুরূপ হয় নাই—পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কার্যকালের মধ্যে ১২০০ 'ব্লক' (Block—মণ্ডল) স্থাপন করা, কিন্তু কেবল ৭২৫-টি 'ব্লকের' কার্য শুরু করা হইয়াছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মচারীর অভাবেও অন্যান্য ব্যাপারে উন্নয়নের আশানুরূপ গতি ব্যাহত হইয়াছে। উক্ত সব কারণে পরিকল্পনার ৫ বৎসরের মোট ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের পরিমাণের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ হইবে। পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী জাতীয় আয়-বৃদ্ধির অনুপাতে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে সরকারও সক্ষম হন নাই। সরকারের বিনিয়োগের প্রয়োজনে সরকারী সঞ্চয়ও আশানুরূপ হয় নাই।

Q. Discuss critically the final progress of the First Five Year Plan, as released by the Planning Commission

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানতঃ কৃষি, শক্তি ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রচিত হইয়াছিল—উক্ত পরিকল্পনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মোট ব্যয়-বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি টাকা করা হইয়াছিল, কিন্তু কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য উক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হয়। পরিবর্তিত ব্যয়-বরাদ্দ ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্র সরকার প্রায় ১১১৬ ও রাজ্য সরকার প্রায় ৮৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন প্রধান প্রধান খাতে প্রথম চারি বৎসরের ব্যয়ের চূড়ান্ত ও ১৯৫৫-৫৬ সালের সংশোধিত আনুমানিক হিসাব অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যয়-বরাদ্দ ও বাস্তব ব্যয়ের যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ :—

বিষয়	ব্যয় বরাদ্দ কোটি টাকা	বাস্তব ব্যয় কোটি টাকা
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন (Agriculture, Community Development)	৩৫৪	২৯৯
সেচ ও শক্তি (Irrigation and Power)	৬৪৭	৫৮৫
শিল্প ও খনিজ কাজ (Industries & mining)	১৮৮	১০০
পরিবহণ ও যোগাযোগ (Transport & Communications)	৫৭১	৫৩২
সমাজ সেবা (Social Services)	৫৩২	৪২৩
বিবিধ (Miscellaneous)	৮৬	৭৪
মোট	২৩৭৮	২০১৩

উক্ত বিবরণীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, **সরকারী ক্ষেত্রের** ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হইতে ৪৬৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা প্রায় ১৫.৪ ভাগ) **কম** ব্যয় করা হইয়াছে—প্রত্যেক 'খাতেই' কম ব্যয় করা হইয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা কম ব্যয় করা হইয়াছে 'সমাজ-সেবা' খাতে (১০৯ কোটি টাকা কম)। ১৯৫৫-৫৬ সালের সংশোধিত প্রাক্কলনে (revised-estimate) ব্যয়ের নিম্নগতির দরুন অনুমান করা যাইতেছে যে, প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকার বেশী হইবে না।

(১) পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের উৎস (Resources of the Plan) ঃ—উক্ত বিবরণীতে পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের হিসাব নিম্নরূপ দেওয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ—

(ক) অতিরিক্ত কর-ধার্যের ও রেলপথ-বিভাগের উদ্বৃত্তের দরুন ৭৫২ কোটি টাকা (অর্থাৎ ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ৩৮ ভাগ) ; **(খ)** বাজার হইতে ঋণ-গ্রহণ বাবদ ২০৫ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ১০ ভাগ) ; **(গ)** ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও স্বল্পকালীন ঋণ (small Savings and unfunded debts) বাবদ ৩০৪ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ১৩ ভাগ) ; **(ঘ)** অন্যান্য মূলধন জাতীয় জমা (capital receipts) হইতে ৯১ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ৫ ভাগ) ; **(ঙ)** বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ১৮৮ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ৯.৬ ভাগ) ; এবং **(চ)** 'ঘাটুতি' ব্যয়-ব্যবস্থার দরুন ৪২০ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ২১ ভাগ)।

পরিকল্পনার কার্যকালে মোট ২৯৬ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল—উহা হইতে ১৮৮ কোটি টাকা লওয়া হইয়াছে এবং বাকী ১০৮ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কারণ প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম নির্ধারণে বিলম্ব, কর্মী ও সরঞ্জামের অভাব, এবং জাহাজ ও ইস্পাতের দুষ্প্রাপ্যতা সংক্রান্ত (shipping and availability of steel) অসুবিধার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় নাই।

পরিকল্পনার কার্যকালের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের (small savings) পরিমাণ বৃদ্ধি—পরিকল্পনার হিসাবানুযায়ী এই সঞ্চয় হইতে ২২৫ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল, পাওয়া গিয়াছে ২৩৭ কোটি টাকা। বিবরণীতে সঠিকই বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান

সমস্যা হইল, জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ সরকারী কোষে পাওয়া এবং এই ব্যাপারে পরিকল্পনার কার্যকালের শেষ পর্য্যন্ত সামান্য প্রারম্ভিক কার্য ছাড়া বেশী কিছু করা হইয়াছে বলা চলে না।

(২) **জাতীয় আয় (National Income)** :—পরিকল্পনার ৫ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১৭'৫ বর্ধিত হইয়াছে—১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৮৭০ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার পরিমাণ ১০৪২০ কোটি টাকা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় সমপরিমাণে বর্ধিত হয় নাই—১৯৫৩-৫৪ সালে ও ১৯৫৪-৫৫ সালে কৃষি-উৎপাদন বর্ধিত হওয়ার দরুণ জাতীয় আয় উক্ত দুই বৎসরে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তী ২ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়া যায়, ১৯৫৫-৫৬ সালে এই বৃদ্ধির পরিমাণ 'নাম-মাত্র ছিল। "মাথা-পিছু" আয়ের (*Per capita* income) পরিমাণ শতকরা মাত্র ১০ ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল (২৪৬'৩ টাকা হইতে ২৭১'১ টাকা)—লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই "মাথা-পিছু" আয় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিবরণীতে বলা হইয়াছে, পরিকল্পনার কার্যকালের শেষভাগে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া সত্তেও জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধির গতি হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহাতে বুঝা যায় যে, পরিকল্পনার কার্যকালে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন আকস্মিক কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিবরণীতে বলা হইয়াছে, যে আর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি-উৎপাদনের বেশীর ভাগই মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে, সে আর্থ-ব্যবস্থায় প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের পরিমাণের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক এবং বিনিয়োগের পরিমাণের সহিত উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

(৩) **কৃষি-উৎপাদন (Agricultural Production)** :—পরিকল্পনার কার্যকালে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল—পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পূর্ব বৎসরের উৎপাদন হইতে শতকরা ১৯ ভাগ অধিক হইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬'৪৮ কোটি টন হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালের উৎপাদন হইতে ১'১ কোটি টন বেশী হইয়াছিল—অবশ্য ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হইয়াছিল; অর্থাৎ ৬৮৮ কোটি টন। উক্ত বিবরণীতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য যে ৭৬ লক্ষ টন ধরা হইয়াছে, উহা

মোট উৎপাদনের পরিমাণ নয়—উহা হইল, পরিকল্পনার বৃহদাকার ও ক্ষুদ্রাকার সেচ-কার্য, উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ, ভূমি-সংস্কার প্রভৃতির ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনীয়তার হিসাব ; এই হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতেও দেখা যায় যে, কৃষি-উৎপাদন ৬০ লক্ষ টন কম হইয়াছিল।

(৪) **সেচ ও শক্তি** ('Irrigation and Power) :—(ক) পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, ৮৫ লক্ষ 'একর' (acre) জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা—৬৩ লক্ষ 'একর' জমিতে বৃহদাকার ও মাঝারি-ধরনের সেচ-কার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় ৪০ লক্ষ 'একর' জমিতে সেচ-ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, কার্যক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থার লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভবপর হয় নাই। ১ কোটি 'একর' জমি ক্ষুদ্রাকার সেচ-কার্যের সুবিধা লাভ করিয়াছিল। (খ) পরিকল্পনায় 'শক্তি' উৎপাদনের যে লক্ষ্য ছিল, তাহাতেও পৌঁছান সম্ভবপর হয় নাই—পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, দেশে 'শক্তি'-উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬ লক্ষ 'কিলো-ওয়াটে' (kilo-watt) বর্ধিত করা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ২৩ লক্ষ 'কিলো-ওয়াট' হইতে ৩৪ লক্ষ 'কিলো-ওয়াটে' বর্ধিত করা হইয়াছিল।

(৫) **শিল্পোৎপাদন** (**Industrial output**) :—পরিকল্পনার কার্যকালে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের স্থায়ী (fixed) বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ২৯৩ কোটি টাকা—উহার মধ্যে বে-সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ হইল, ২৩৩ কোটি টাকা। মূল-পণ্যের (capital goods) উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; মাধ্যমিক দ্রব্যগুলির (Intermediate goods), প্রধানতঃ শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচামালের, এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, প্রত্যেক উৎপাদনই শতকরা ৩৪ ভাগ বর্ধিত হইয়াছিল ; অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন সম্বন্ধে নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) **মিলজাত বস্ত্র** :—১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৭১ ৮ কোটি গজ—১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৫১০ ২ কোটি গজ। পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে এই পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি গজ বেশী। (খ) **চিনি, সেলাই-এর কল, কাগজ ও জমান মোটা কাগজ** (**paper-board**), **'সাইকেল'** :—ইহাদের উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী হইয়াছিল, কোন কোন পণ্যে লক্ষ্যের অতিরিক্তও হইয়াছিল। (গ) **'সিমেণ্ট', নির্মাণ-কার্যের সাধারণ শিল্পদ্রব্য, ভারী ও**

অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য:—১৯৫৫-৫৬ সালে 'সিমেণ্টের' উৎপাদন হইয়াছিল ৪৬ লক্ষ টন—১৯৫০-৫১ সালে উহার উৎপাদন ছিল ২৭ লক্ষ টন। উপরে লিখিত অন্যান্য পণ্যগুলির উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত হইয়াছিল। (ঘ) **কতকগুলি নূতন দ্রব্য ও শিল্প**:—'টাইপরাইটার, 'অল্টারনেটার' (alternator—পরিবর্তী বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র), 'পেনি-সিলিন' প্রভৃতি বহু নূতন দ্রব্য দেশে সর্বপ্রথম উৎপাদিত হয়। বহু নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন খনিজ তৈল পরিশোধন শিল্প (Petroleum Refinery), জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, বিমান-পোত নির্মাণ শিল্প রেলের মালগাড়ী নির্মাণ শিল্প, 'পেনিসিলিন' শিল্প, 'এমনিয়াম্ ক্লোরাইড্' শিল্প, 'ডি ডি টি'. (D. D. T.) শিল্প। (ঙ) **সরকারী ক্ষেত্রে** বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে সন্তোষজনক উন্নতি দেখা গিয়াছিল—যেমন, সিন্দ্রী কৃত্রিম সার উৎপাদনের কারখানা, চিত্তরঞ্জন 'এঞ্জিন' নির্মাণ কারখানা, ভারতীয় 'টেলিফোন' শিল্প, অখণ্ড রেল-কামরা নির্মাণের কারখানা (Integral Coach Factory)।

অপরপক্ষে, প্রস্তাবিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানা স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই—ইহার কারণ হইল, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া কার্যের বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। 'মেসিন টুল' (কলকব্জার সাধনি বা কর্মযন্ত্র) নির্মাণ কারখানা, নেপার (Nepa) খবরের কাগজ প্রস্তুতের কারখানা ও বিহারের 'সুপার-ফস্ফেট্ (Super-phosphate) কারখানার কাজও লক্ষ্যানুযায়ী হয় নাই।

কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও শিল্প-ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে, উহা খুবই সন্তোষজনক।

(চ) **বে-সরকারী ক্ষেত্রের** অংশ-গ্রহণ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বিনিয়োগের পরিমাণ পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী হইয়াছিল, বর্তমান সম্পদ-উৎসের ব্যাপক সদ্ব্যবহার করিয়া 'এলুমিনিয়াম্', লৌহ ও 'ইস্পাত' এবং যবক্ষার জাতীয় সার (nitrogenous fertilisers) উৎপাদন ব্যতীত সকল উৎপাদনই পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী মোটামুটি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৬) **রেলপথ (Railway), 'সড়ক' (Road)**:—রেলপথ সংক্রান্ত ব্যাপারে আশ্চর্যজনক উন্নতি দেখা গিয়াছিল। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল,

১০৩০-টি 'এঞ্জিন', ৫৬৭৩-টি রেলের কামরা (coaches) এবং ৪৯১৪৩-টি মালগাড়ী নির্মাণ—পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল, ১৫৮৬-টি 'এঞ্জিন', ৪৭৫৪-টি রেলের কামরা, এবং ৬১২৫৪-টি মালগাড়ী।

রাস্তা-নির্মাণ ও সড়ক-পরিবহণ ব্যবস্থার যে কার্যক্রম পরিকল্পনায় ছিল, তাহা প্রায় সম্পূর্ণই সম্পাদিত হইয়াছিল।

(৭) **কর্ম-সংস্থান** (Employment) :—শ্রমিক দলের সংখ্যার অনুপাতে পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। পরিকল্পনার কার্যকালে বেকার ও অর্ধবেকার (unemployment and under-employment) অবস্থার বিশেষ হ্রাস-প্রাপ্তি হয় নাই।

(৮) **দেনাপাওনার সাম্যাবস্থা** (**Balance of payment position**) :—পরিকল্পনার কার্যকালে মোট ৩০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' হইয়াছিল—পরিকল্পনার হিসাবে ধরা হইয়াছিল প্রতি বৎসর গড়পড়তা ১৮০ হইতে ২০০ কোটি টাকা 'ঘাটতি' হইবে। সুতরাং দেখা যায়, পরিকল্পনায় 'ঘাটতির' পরিমাণের আনুমানিক হিসাব অপেক্ষা 'ঘাটতির' পরিমাণ অনেক কম হইয়াছিল।

(৯) **মন্তব্য (Remarks)** :—উক্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি উৎসাহজনক হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন-স্তরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিবরণীতে ঠিকই বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা বহু কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পরিবর্তনের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহা যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করিয়া দেশের দ্রুত উন্নয়নের নব ও নির্বন্ধাতিশয় (insistent) দাবির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

Q. Discuss the scheme of financing the Second Five Year Plan. (C. U. B. A. Hons. 1957)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে।

(ক) **সরকারী ক্ষেত্রে** অর্থ-সংস্থানের যে আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছে তাহা পরের পৃষ্ঠায় দেখান হইল :—

		কোটি টাকা
(১) **চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত (Surplus from current Revenues)**	... ...	৮০০
(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের প্রচলিত কর-হারে ...৩৫০ (at existing 1955-56 rates of taxation) (খ) অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ...৪৫০ (Additional taxation)	=৮০০	
(২) **জনগণের নিকট হইতে ঋণ-গ্রহণ (Borrowings from the public)**	... ...	১২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণ (Market loans) ৭০০ (খ) স্বল্প সঞ্চয় (Small savings) ...৫০০	=১২০০	
(৩) **অন্যান্য আয়-ব্যয়ক সংক্রান্ত উৎস হইতে (Other budgetary resources)**	.. ...	৪০০
(ক) উন্নয়ন কার্যক্রমের দরুন রেলপথ-বিভাগের দান ...১৫০ (Railwaay's contribution to the development programme) (খ) 'ভবিষ্য-নিধি' ও অন্যান্য আমানত ...২৫০ (Providend funds and other deposit heads)	=৪০০	
(৪) **বৈদেশিক সাহায্য (Resources to be raised externally)**	... ...	৮০০
(৫) **'ঘাটতি' আয় ব্যয়কের ব্যবস্থা (Deficit financing)**	.. ...	১২০০
(৬) **অর্থসংস্থানের উপায় অনির্দিষ্ট রহিয়াছে—অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দেশের মধ্যে সংগ্রহ করিতে হইবে—Gap to be covered by additional measures to raise domestic resources.**	...	৪০০
	মোট ...	৪৮০০

(১) উক্ত 'চলতি' রাজস্বের ৮০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নিম্নরূপ হিসাব করিয়াছেন :—

(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের কর-হার অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার

মোট ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব পাইবেন—এই রাজস্ব হইতে দেশরক্ষা ও শাসন-ব্যবস্থা খাতে এবং সমাজ-সেবা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যে প্রায় ৪৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; অবশিষ্ট ৩৫০ কোটি টাকা পরিকল্পনার ব্যয়ের জন্য পাওয়া যাইবে। (খ) কর-অনুসন্ধান কমিশনের (Taxation Enquiry Commission) সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে—এই ৪৫০ কোটি টাকার মধ্যে রাজ্যসরকারসমূহ ২৫০ কোটি টাকার রাজস্ব অতিরিক্ত করারোপণের মাধ্যমে বৃদ্ধি করিবেন এবং বাকী ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্বের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করিবেন।

(২) জনগণের নিকট হইতে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ-গ্রহণ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য হইল নিম্নরূপ :—

(ক) পরিকল্পনার কার্যকাল ৫ বৎসরের মধ্যে ৭০০ কোটি টাকার ঋণ জনগণ হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলির (Social security schemes) প্রসারণের দরুন শুধু যে কর্মীদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার (fair deal) করা হইবে, এমন নয়—ইহার দ্বারা অতিরিক্ত সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে, জীবন-বীমা 'রাষ্ট্রীয়করণের' দরুন জনগণের বীমা করার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে ও তাহাতে সরকারের ঋণ-গ্রহণের সুবিধা হইবে। (খ) পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকার ঋণ স্বল্প-সঞ্চয়ের মাধ্যমে পাওয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন, স্বল্প-সঞ্চয় আন্দোলনের দেশব্যাপী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে জাতীয় পুনর্গঠনের প্রয়োজনে যত অল্পই হউক কিছু দান করিতে প্ররোচিত করা যাইবে; এই ভাবে প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকা করিয়া জনগণের স্বল্প সঞ্চয় হইতে ঋণ পাওয়া সম্ভবপর হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে স্বল্প-সঞ্চয় (small savings) হইতে ৬৫ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছিল।

(৩) অন্যান্য আয়-ব্যয়ক সংক্রান্ত উৎস হইতে ৪০০ কোটি টাকা পাওয়া সম্বন্ধে নিম্নপ্রকার হিসাব দেওয়া হইয়াছে :-

(ক) পরিকল্পনায় রেলপথ-বিভাগ সংক্রান্ত ৯০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ বাবদ রেলপথ-বিভাগ ১৫০ কোটি টাকা দান করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে রেলপথ-

বিভাগ ১১৫ কোটি টাকা দান করিয়াছিল। (খ) 'ভবিষ্য-নিধি' (Providend fund) ও অন্যান্য আমানত হইতে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা 'ভবিষ্য-নিধিতে' জমা বাবদ পাওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট ১০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায় করিয়া ও বিবিধ 'মূলধন জাতীয় আয়' (capital receipts) হইতে পাওয়া যাইবে।

(৪) ৮০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

(৫) 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতি deficit financing) অবলম্বন করিয়া ১২০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

(৬) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ৪৪০০ কোটি টাকার সংস্থানের হিসাব দেওয়া হইয়াছে—অবশিষ্ট থাকিবে ৪০০ কোটি টাকা, যাহার সংস্থানের উপায় অনির্দিষ্ট রহিয়াছে; অতিরিক্ত ব্যবস্থা (additonal measures) অবলম্বন করিয়া ৪০০ কোটি টাকা দেশের মধ্যেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

(খ) বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-ব্যবস্থা (Finance for investment in the Private sector):—পরিকল্পনায় হিসাব করা হইয়াছে যে, বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। বে-সরকারী ক্ষেত্রের কৃষি, ব্যবসা, নির্মাণকার্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিনিয়োগের বেশীর ভাগই বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় অথবা তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সঞ্চয় হইতে সংগৃহীত। যে সব সুসংগঠিত ক্ষেত্রের (Organised sector) অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হইয়া থাকে, সে সব ক্ষেত্রে জাতীয় ।শল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান National Industrial Development Corporation) ও বে-সরকারী ক্ষেত্র কর্তৃক যে উন্নয়নের কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ৭২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে—এই উন্নয়নের কার্যক্রমে খনির কাজ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ, রোপণ-কাজ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী ধরা হয় নাই। উক্ত ৭২০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ৫৭০ কোটি টাকা নূতন বিনিয়োগে এবং ১৫০ কোটি টাকা যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 'প্রতিস্থাপনে' (replacement) ও 'আধুনিকী-

কারণে' (modernisation) প্রয়োজন হইবে ; জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর দরুন ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। নিম্নলিখিত উৎস হইতে বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৬২০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে :—

	কোটি টাকা
(ক) শিল্পীয় মূলধন সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, শিল্পীয় ঋণদান ও বিনিযোগ প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য সরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ বাবদ (Loans from I. F. C., I. C. I. C. and S. F. C.)	৪০
(খ) সরাসরি ঋণগ্রহণ, সমীকরণের তহবিল হইতে অপ্রত্যক্ষ ঋণ-গ্রহণ, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের 'শেয়ারের' মূলধনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক অংশগ্রহণ বাবদ (Direct loans, indirect loans from equalisation fund, and participation by the Central and the State Government in the share capital of private undertakings)	২০
(গ) বৈদেশিক মূলধন (সরবরাহকারীর ধারে-বিক্রয় সহ)	১০০
(ঘ) নূতন বিলিকৃত মূলধনের 'শেয়ার' (New issues)	৮০
(ঙ) বিনিয়োগের প্রয়োজনে দেশের মধ্যে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, উহার পরিমাণ (Internal resources available for investment)	৩০০
(চ) অন্যান্য উৎস হইতে, যেমন 'ম্যানেজিং এজেন্টদের' আগাম, অতিরিক্ত মূলধন 'মুনাফা'-করের প্রত্যর্পণ ইত্যাদি (Other sourcces such as advances from Managing Agents, Excess Profit Tax Refunds etc.)	৮০
মোট	৬২০

পরিকল্পনা কমিশনের মতে বে-সরকারী ক্ষেত্রের অর্থ-সংস্থান ব্যাপারে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।

মূল্যাবধারণ (**Evaluation**):- পরিকল্পনা কমিশন যে সব উৎস হইতে পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান হইবে বলিয়া আশা পোষণ করিয়াছেন, সে সব উৎস হইতে আশানুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে কিনা সন্দেহ। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৭৮০০ কোটি টাকা—অতিরিক্ত কর ধায করিয়া ৮৫০ কোটি টাকা আদায় করা হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে এবং যে ৪০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' রহিয়াছে, তাহাও করারোপণ দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

অতিরিক্ত কর-ধার্যের 'মারফতে' ৮৫০ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভবপর হইবে না, কারণ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই হইল দরিদ্র ও উহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। ভারতে আয়-করের হার অতিশয় ক্রমবর্ধমান, ধনীদের উপর অধিক করারোপণ করিয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও সীমাবদ্ধ। পরিকল্পনা কমিশন সম্পদ-কর, ব্যয়-কর, দান-কর, মূলধন 'মুনাফা-কর প্রভৃতি বিবিধ করের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—এই সকল করারোপণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহার দরুন বে-সরকারী বিনিয়োগ ব্যাহত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বাজার হইতে ৭০০ কোটি টাকা ঋণ পাওয়াও সরকারের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িবে।

পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে ৮০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের নিরপেক্ষতার নীতি-গ্রহণ (Policy of neutrality) ও দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অংশ-গ্রহণ, এই দুইটিই ভারতের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী ধনিকগণ (Capitalists) ভারতে বিনিয়োগের 'আবহাওয়া' সুস্থ বলিয়া মনে করেন না।

ইহার উপর, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের সমস্যা রহিয়াছে। বিনিয়োগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করার ও শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ার জন্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের উপর অত্যন্ত চাপ পড়িবে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ অনবরত হ্রাস পাইতে থাকার দরুন লৌহ ও ইস্পাত, পরিবহণ, কয়লা ও "সাহায্যকারী শক্তি" (ancillary power) সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক

কার্যক্রম ব্যতীত অন্যান্য নূতন বৈদেশিক-মুদ্রা-ব্যয়ের' কার্যক্রম বাতিল করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'কাটছাঁট' করা হইতেছে। পরিকল্পনার ৫ বৎসরের 'ঘাট্তির' মোট পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা হইবে। রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া এই 'ঘাট্তির' বিশেষ পূরণ করা সম্ভবপর হইবে না, কারণ ভারতের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য হইল, চা, পাটজাত দ্রব্য ও তুলাবস্ত্র—বৈদেশিক বাজারে এই দ্রব্যগুলিকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযেগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভারত সরকারের 'বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থায়' (Deferred payment scheme) বৈদেশিক শিল্পপতিদের নিকট হইতে কতখানি 'সাড়া' পাওয়া যাইবে, তাহা বলা কঠিন। আমদানির পরিমাণ অত্যধিক হ্রাস করা সত্ত্বেও অনুমান করা হইয়াছে. যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, উহা অপেক্ষা আরও ৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং, বৈদেশিক সাহায্য পাইবার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।

কম করিয়া ধরিলেও ১২০০ কোটি টাকার 'ঘাট্তি' আয়-ব্যয়কের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—ইহাতে দেশে স্ফীতির উদ্ভব হইবে। বিশ্বব্যাঙ্কের কমিশনের মত হইল, আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা অত্যন্ত 'বৃহদাকার' হইয়াছে। শ্রী কে. সি. নিয়োগী বলেন, ১২০০ কোটি টাকা 'ঘাট্তি' ব্যয়-নীতির দরুন একবার স্ফীতাবস্থার উদ্ভব হইলে, পরিকল্পনার আর্থিক ব্যয়ের সকল হিসাব বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে, পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, এবং পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ব্যাহত হইবে। শ্রী নিয়োগী পরিকল্পনার ব্যাপক উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপই এরূপ সবব্যাপী অর্থ-সংস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়।

পরিকল্পনা কমিশন অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং স্বীকার করেন যে, পরিকল্পনানুযায়ী কার্য সম্পাদন করা সহজ হইবে না। পরিকল্পনা কমিশন বলেন, ইহা সুস্পষ্ট যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের অর্থ-ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপের সৃষ্টি করিবে ; কিন্তু সকল উন্নয়ন-পরিকল্পনায় এরূপ চাপের সৃষ্টি হয়, কারণ পরিকল্পনার অর্থই হইল সাধারণতঃ বিনিয়োগের প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অধিকতর

পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা—এজন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহে সর্বাধিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, উক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া অর্থের প্রয়োজন ক্রমাগত চলিতে থাকিবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সম্পদ-আহরণ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইবে। বিনিয়োগ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দেশের সঞ্চয় ক্রমাগত বর্ধিত করিতে হইবে।

Q. Describe Prof. Kaldor's proposals for financing the Second Plan.

খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক নিকলাস্ ক্যালডর (Prof Nicholas Kaldor) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ -সংস্থান ব্যাপারে অনেকগুলি মূল্যবান প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ১২০০ কোটি টাকা 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্যালডরের অভিমত হইল, ভারত বর্তমানে প্রতি বৎসর ১৫০ কোটি টাকার, অর্থাৎ ৫ বৎসরে আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকার, অধিক 'ঘাটতি' ব্যয়ের ভার সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে পরিকল্পনার হিসাবানুযায়ী ৪৫০ কোটি টাকার পরিবর্তে ১২৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া আদায় করিতে হইবে—১২৫০ কোটি টাকার হিসাব হইল নিম্নরূপ :—

		কোটি টাকা
(ক)	'ঘাটতি' ব্যয় ৮০০ কোটি টাকার বেশী করা যাইবে না বলিয়া 'ঘাটতি' ব্যয়ের হিসাব যে পরিমাণ বেশী ধরা হইয়াছে— (১২০০—৮০০)	৪০০
(খ)	পরিকল্পনার হিসাবানুযায়ী অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে—	৪৫০
(গ)	পরিকল্পনায় যে পরিমাণ অর্থ সংস্থানের উপায় অনির্দিষ্ট রহিয়াছে—	৪০০
	মোট	১২৫০ কোটি টাকা

অধ্যাপক ক্যালডর বলেন, কর-ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার-সাধনের মাধ্যমে

১২৫০ কোটি টাকা আদায় হইতে পারে। তাঁহার মতে ভারতের প্রত্যক্ষ করারোপণ ব্যবস্থা অকার্যকর ও বৈষম্যমূলক।

অধ্যাপক ক্যালডর প্রস্তাব করিয়াছেন, সম্পদের বার্ষিক কর, দান-কর, মূলধন 'মুনাফা'-কর, ও ব্যক্তিগত ব্যয়-কর পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া ভারতের কর-ব্যবস্থা ব্যাপ্তিশীল করিতে হইবে। তাঁহার প্রস্তাবে সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ ও অন্যান্য মূলধন-জাতীয় লেন-দেন সম্পর্কে ব্যাপক বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে কর ফাঁকি বন্ধ করার অবকাশ রহিয়াছে।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে)।

রাজস্বের উপর অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবের প্রভাব (Effects of Kaldor's Proposals on revenue):—অধ্যাপক ক্যালডর বলিয়াছেন যে, অধিকরের (Super-tax—উপরি কর) হার ৩ আনার অধিক কমাইলে রাজস্বের পরিমাণ ১৮·৩ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে।

তাঁহার হিসাবানুযায়ী সম্পদ কর, দীর্ঘকালীন মূলধন 'মুনাফা'-কর, ব্যক্তিগত ব্যয়-কর, ও দান-কর হইতে যথাক্রমে ১৭ হইতে ২৫ কোটি টাকা, ২৫ হইতে ৪০ কোটি টাকা, ১০ হইতে ১৫ কোটি টাকা, ও ৩০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

উক্ত হিসাবে কর-ফাঁকি বন্ধ করার দরুন যে অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহা ধরা হয় নাই। অধ্যাপক ক্যালডর মনে করেন, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে বৎসরে 'নীট্' অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ ৬০ হইতে ১০০ কোটি টাকা হইবে।

অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবগুলিতে ভারতের প্রচলিত কর-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার সুপারিশ রহিয়াছে। প্রস্তাবগুলি অধিকতর উচ্চাঙ্গ প্রস্তাব, বিশেষতঃ ভারতের মত অনগ্রসর দেশের পক্ষে; কিন্তু অধ্যাপক ক্যালডর বলেন, ভারত অনগ্রসর দেশ বলিয়া উহার কর-ব্যবস্থাও অনুন্নত হওয়া উচিত বলিয়া যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা ভ্রমাত্মক (fallacious)।

Q. What is meant by 'Deficit' financing? Do you think that the policy of deficit financing adopted by the Government for implementing the Second Plan justified?

পরিকল্পনা কমিশন 'ঘাটতি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থার ('ঘাটতি' ব্যয়-নীতি—

Deficit financing) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

কর, সরকারী উদ্যোগ (State-enterprise), জনগণ হইতে ঋণ-গ্রহণ, আমানত, নিধি (funds), ও অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থের অধিক যদি সরকার ব্যয় করেন, তবে সরকার কর্তৃক 'ঘাট্তি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। 'ঘাট্তি' সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইলে শুধু রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিলে চলিবে না—'ঘাট্তি' সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, উভয়েরই রাজস্ব ও মূলধন সংক্রান্ত সকল লেন-দেনের হিসাব করিতে হইবে।

সুতরাং, যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা হয়, তাহাকেই 'ঘাট্তি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থা বলা হয় ; এজন্য নগদ তহবিল (cash balance) কম পড়িলে অথবা স্বল্পকালীন ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে, অর্থের যোগান বৃদ্ধি করিতে হয় বলিয়া, উক্ত দুইটি ঘটনা 'ঘাট্তি' আয়-ব্যয়কের অঙ্গ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত দুইটি অবস্থায় যদি বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে পরিমাণ মুদ্রা প্রতিগ্রহণ (withdrawal) করিয়া অর্থের যোগান বৃদ্ধি করা হয়, তবে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—ইহার জন্য নিম্নরূপ অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

প্রচলিত কর-হারে রাজস্বের উদ্বৃত্ত—৩৫০ কোটি টাকা ; অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া—৪৫০ কোটি টাকা ; অন্যান্য আয়-ব্যয়ক সংক্রান্ত উৎস (রেলপথ, ভবিষ্যনিধি ইত্যাদি) হইতে—৪০০ কোটি টাকা ; জনগণ হইতে ঋণ-গ্রহণ—১২০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্য—৮০০ কোটি টাকা ; 'ঘাট্তি' ব্যয়-নীতি—১২০০ কোটি টাকা ; অতিরিক্ত অনির্দেশিত ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা—৪০০ কোটি টাকা।

সুতরাং, দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকার 'ঘাট্তি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—ইহা হইতে 'স্টার্লিং'-এর উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার হইতে প্রতিগ্রহণ করার দরুন ২০০ কোটি টাকা বাদ দিতে হইবে। অতএব সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের জন্য বাকী ১০০০ কোটি টাকা পরিমাণ মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

'ঘাট্তি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি (Case for Deficit

financing):—পরিকল্পনা কমিশনের মতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ-উৎস হইতে কেবল ৩৬০০ কোটি পাওয়া যাইবে বলিয়া 'ঘাট্‌তি' ব্যয়-নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে ; বাকী টাকার 'ঘাট্‌তি' পূরণ করিবার জন্য 'নোট' ছাপাইতে হইবে। 'ঘাট্‌তি' ব্যয়নীতির স্বপক্ষে বলা চলে যে, ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে 'ঘাট্‌তি' ব্যয়-নীতি অব্যবহৃত এবং স্বল্প-ব্যবহৃত সম্পদগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া অধিকতর বিনিয়োগ ও উচ্চতর আয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আর্থ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ও তজ্জন্য অর্থের যোগান স্বভাবতঃই বাড়িয়া যায়—অর্থযোজিত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ হইতে থাকিলেই অর্থের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

'ঘাট্‌তি' ব্যয়-নীতির পরিবর্তে যে সব উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, উহারা হইল (ক) করারোপণ, (খ) জনগণ হইতে ঋণ-গ্রহণ; এবং (গ) বৈদেশিক সাহায্য। (ক) ভারতের মত অনগ্রসর দেশে অধিকাংশ লোকই 'অর্থ-যোজিত ক্ষেত্রের' বহির্ভূত গ্রামাঞ্চলে অতি দুরবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে ও তাহাদের 'মাত্র-প্রাণ-ধারণের' উপযোগী সংস্থানও নাই—এমতাবস্থায় অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া যে ৪৫০ কোটি টাকা সংস্থানের ব্যবস্থা পরিকল্পনায় করা হইয়াছে, উহার অধিক রাজস্ব করা-রোপণের মাধ্যমে পাওয়া দুরূহ। অধিকন্তু, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ করারোপণে দেশে অসন্তোষের উদ্ভব হয় এবং গণতান্ত্রিক দেশে সরকার জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া পড়ে। উচ্চতর আয়-স্তরের লোকদের উপর যে হারে কর ধার্য করা হইয়াছে, তাহা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে, এবং তজ্জন্য উৎপাদন-ক্ষেত্রে কিছুটা অনুৎসাহেরও সৃষ্টি হইয়াছে। (খ) বাজারে ও জনগণের স্বল্প-সঞ্চয় হইতে ঋণ-গ্রহণ করিয়া সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজনে ১২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে উক্ত ঋণের ৪৩০ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। সুতরাং, এই পরিমাণ টাকা যোগ করিয়া ঋণের পরিমাণ হইবে ১৬৩০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা সহজ হইবে না। (গ) ৮০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য (external assistance) পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে ; অর্থনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত বহুপ্রকার জটিল অবস্থার উপর বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া নির্ভর করে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক

(World Bank) ভারতের শিল্পনীতির প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষেত্রের যে ক্রমবর্ধমান অংশ-গ্রহণ দেখা যাইতেছে, তাহা বৈদেশিক সাহায্য-লাভের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়।

সুতরাং, স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, বর্তমান অধিকৃত প্রকৃত সম্পদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পরিকল্পনার কার্যক্রম-নির্ধারণ করা উচিত, না, দেশের জনগণকে নিশ্চল অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি হইতে নিষ্কৃতি দিবার উদ্দেশ্যে উচ্চাঙ্গ পরিকল্পনার কার্যক্রমের রূপায়ণের মাধ্যমে দেশের দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। যদি প্রথমোক্ত ব্যবস্থা অধিকতর শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি হইবে অতিশয় মন্থর ও বিরক্তিকর এবং উহার ফলে জীবনধারণের মান নিম্নস্তরেই থাকিয়া যাইবে, উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইবে না ও বেকার-অবস্থার কোন প্রতিকার করা যাইবে না; সুতরাং, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া উন্নয়ন কার্যক্রম হ্রাস করা বাঞ্ছনীয় হইবে না এবং এই ব্যবস্থা সুবিবেচিত বলিয়াও পরিগণিত হইবে না। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ জনগণের 'মাথা-পিছু' (*per capita*) আয় বৃদ্ধি করিবার ও বেকারাবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সাহসিক ও উচ্চাশ কার্যক্রম গ্রহণ করাই হইবে অধিকতর যুক্তি-সম্মত ও বাঞ্ছনীয়—এইরূপ পরিকল্পনার কার্যক্রমের রূপায়ণে সরকারকে অবশ্যই আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয় এবং এই প্রকার ব্যয়ের জন্য 'ঘাটতি' আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থা ছাড়া, অর্থাৎ 'ঘাটতি' পূরণের জন্য নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করা (নোট ছাপান) ছাড়া, আর কোন উপায় থাকে না।

'ঘাটতি'-ব্যয় নীতির বিপদ (Dangers of Deficit financing) :—প্রচলিত কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ও আমানতী মুদ্রার পরিমাণের অনুপাত (ratio) অপরিবর্তিত থাকিবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনার কার্যকালে শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রতিবৎসর ২০০ কোটি টাকা পরিমাণ 'ঘাটতি' ব্যয়ের নীতি অবলম্বন করা নিরাপদ হইবে।

কিন্তু পরিকল্পনার ব্যয়-ব্যবস্থার উক্ত পরিমাণ 'ঘাটতি' অত্যধিক

হইয়াছে। নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত 'ঘাটতি' ব্যয়ের দরুন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দেশে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরিকল্পনার 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থার দরুন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং তৎসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-দান সম্প্রসারিত হইবে—এইরূপ অবস্থায় যদি অর্থের যোগান-বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির সাহায্যে ভোগ্যপণ্যের যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা না হয়, তবে নিশ্চয়ই 'স্ফীতির' (inflation) উদ্ভব হইবে। অধুনা, দুইজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ পর্যালোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরিকল্পনার 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থায় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষাশেষি দ্রব্যমূল্য শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং বর্তমানে যে টাকার মূল্য যুদ্ধের প্রাক্‌কালীন মূল্যের $\frac{1}{3}$ বা $\frac{1}{4}$ ভাগ হইয়াছে, তাহা শতকরা আরও ৩০ ভাগ কমিয়া যাইবে। একবার স্ফীতির উদ্ভব হইলে, দেশের পরিমিত সঞ্চয় অপচয়মূলক অথবা সমাজের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে— দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ 'বিলাস-দ্রব্য' (luxury goods) উৎপাদনে ব্যবহৃত হইবে, কারণ স্ফীতিজনিত আয় বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত প্রকার 'বিলাস-দ্রব্যের' চাহিদা বর্ধিত হইবে। সুতরাং, পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রয়োজনে সম্পদ-উৎস কমিয়া যাইবে এবং তজ্জন্য উন্নয়ন কার্য-ক্রমের অনুষ্ঠান ব্যাহত হইবে। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা (purchasing power of money) কমিয়া যাওয়ার দরুন জনগণ অতিশয় দুর্দশাপন্ন হইয়াছিল—এই অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা আরও হ্রাস পাইলে তাহাদের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না। 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতি সম্বন্ধে মিঃ বি. টি. ঠাকুর (Mr. B. T. Thakur) যে প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইল, "ঘাটতি" ব্যয়-নীতি **আলাদীনের প্রদীপও** (Alladin's Lamp)-নয়, অথবা আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যুর **'চিচিং ফাঁক'**-ও (**'open sesame'**) নয়। উৎপাদন-ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত সংযম, ভোগ্যপণ্যের যোগান, এবং বিনিয়োগে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে ভোগ-ব্যয় স্থগিত রাখার তৎপরতা না থাকিলে 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতিতে দ্রব্যমূল্য অতি সত্বর বৃদ্ধি পায়। 'ঘাটতি' ব্যয়ের নীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে অনবরত অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদের সৃষ্টি হয়।" "'ঘাটতি ব্যয়-ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হয় এবং জনগণের উপর লুক্কায়িতভাবে ও অন্যায়রূপে কর ধার্য করা হয় ; ইহাতে অর্থনীতিক ও

আর্থিক 'স্থিরতা' নষ্ট হয়। 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থা এমন একটি 'ঔষধ', যাহা অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়—ইহা একটি খাদ্য নয় যে ইহা দ্বারা পুষ্টি-সাধন হইবে।" সুতরাং, স্ফীতি একবার আরম্ভ হইলে উহার 'ভরবেগ' (momentum) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তদ্দরুন জনগণের অশেষ দুর্দশা উপস্থিত হয়। যাঁহারা 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতির বিরোধী, তাঁহাদের মতে স্ফীতি নিরোধনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল, যে পরিমাণ প্রকৃত সম্পদ সংগ্রহ করা যাইবে, সে পরিমাণের মধ্যে বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ করা।

মন্তব্য বা উপসংহার (Conclusion)—'ঘাটতি' ব্যয়-নীতির ফলাফল সকল সময়েই যে অবাঞ্ছিত হয়, এমন কথা নয়—ইহার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল, ইহার ফলে স্ফীতির উদ্ভব হয় এবং এই স্ফীতি দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়। ভারতের মত অনুন্নত দেশে অর্থের যোগান-বৃদ্ধির ও ঋণ-দান সম্প্রসারণের দরুন অর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্ফীতির উদ্ভব হওয়ার ঝোঁক স্বাভাবিক, কারণ, ভারতে যন্ত্রপাতি, সুদক্ষ পরিচালক এবং কারিগরী শিক্ষণ-প্রাপ্ত লোকের অভাববশতঃ পণ্যের, বিশেষতঃ ভোগ্যপণ্যের, উৎপাদন উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। প্রথম অবস্থায় ভারতের মত অনগ্রসর দেশে 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতির প্রভাবে কতক পরিমাণে স্ফীতির উদ্ভব হইবেই—শিল্পোন্নত দেশগুলিতে 'ঘাটতি আয়-ব্যয়ক ব্যবস্থায় উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত হয় এবং ভোগ্যপণের উৎপাদন অতি সত্বরই বাড়ান যায় ; সুতরাং শিল্পোন্নত দেশগুলিতে 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতির দরুন ততটা স্ফীতির উদ্ভব হয় না।

কিন্তু ভারতের একটি 'মস্ত' সুবিধা হইল, ভারতে কাঁচা মালের যোগান ও জনবল প্রচুর—সুতরাং যদিও প্রাথমিক অবস্থায় 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থার দরুন স্ফীতির উদ্ভব হইবে, তবুও উহা ক্ষণকাল-স্থায়ী হইবে, কারণ উক্ত ব্যয়-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর ফলে অবশেষে ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। দেশের দ্রুত শিল্প-সংক্রান্ত ও অর্থনীতিক উন্নতির জন্য জনগণকে সাময়িক স্ফীতি-জাত দুঃখ-দুর্দশা ভোগের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু, 'ঘাটতি' ব্যয়নীতি অবলম্বনের দরুন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইবে ও গ্রামাঞ্চলগুলিতে এই অর্থের যোগান উহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত করিয়া উহাদিগকে 'অর্থ-যোজিত অঞ্চলে' (monetised sector) পরিণত

করিবে—ইহার ফলে বাজারগুলি যথোচিভাবে সম্প্রসারিত হইবে, যাহা বহুল উৎপাদনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

উপযুক্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বন দ্বারা স্ফীতির প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস করা যায়। ঋণ-দানের গুণগত ও পরিমাণগত (qualitative and quantitative) নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'সংরক্ষণ-হার' (**Reserve ratio**) পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্ফীতি অনেক পরিমাণে নিরোধ করা যাইবে—উক্ত ব্যবস্থার ফলে ফাটকা কারবারে ঋণকৃত অর্থের বিনিয়োগও প্রতিরুদ্ধ হইবে। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন,—ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও বস্ত্র সমস্যাই হইল সর্বপ্রধান সমস্যা, যাহার সহিত অন্যান্য সকল সমস্যা জড়িত; সুতরাং, খাদ্যশস্য ও বস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত করার দিকে অর্থনীতিকে পরিচালিত করাই হইল দ্রব্যমূল্যের দ্রুত বৃদ্ধির প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ভারতে কৃষির উপরই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করে—ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কৃষি নির্ভর করে না; এজন্য খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের যোগান বেশী মাত্রায় 'স্থিতিস্থাপক' করিতে পারিলে অত্যধিক স্ফীতির বিপদ সহজেই 'এড়ান' যায়। মিসেস্ জোয়ান রবিন্সন (Mrs. Joan Robinson) বলেন, যে কোন দীর্ঘকালীন বৃহৎ বিনিয়োগ-পরিকল্পনায় (investment scheme) সাফল্য লাভ করিতে হইলে উহার সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রুত-উৎপাদনীয় (quick-yielding) বিনিয়োগ থাকা অত্যাবশ্যক, যাহাতে ভোগ্যপণ্যের (খাদ্য সহ) সকল চাহিদা মিটান যায়—যদি পরিকল্পনার দরুন স্ফীতির আশঙ্কার উদ্ভব হয়, তবে উহার অর্থ এই নয় যে, পরিকল্পনাটি অতিশয় বৃহদাকার; ইহার অর্থ হইল পরিকল্পনাটি সুষম (balanced) নয়। 'ঘাটতি' ব্যয়-ব্যবস্থার দরুন যদি স্বল্প মাত্রায় স্ফীতির উদ্ভব হয়, তবে সঠিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বিত থাকিলে উহা অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয়, কারণ মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বাভিমুখী ধীর-গতি কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন-বৃদ্ধি উৎসাহিত করে। সুতরাং, "'ঘাটতি' ব্যয়-নীতি সকল অবস্থায় বিপজ্জনক হয় না; 'ঘাটতি' ব্যয়ের সময়োপযোগিতা ও পরিমাণই হইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতিক পরিস্থিতিতে স্ফীতির চাপ বর্তমান থাকিলে 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় এবং 'ঘাটতি' ব্যয়ের এমন পরিমাণ হওয়া উচিত নয়, যাহার দরুন স্ফীতির প্রভাব দ্রুত দেখা দেয়।"

Q. Give an estimate of the progress of the Second Five Year Plan.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে অগ্রগতি (Progress of the Second Five Year Plan during the first Year) :—পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের প্রগতির পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিকল্পনার অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক হইয়াছিল, যদিও ১৯৫৬-৫৭ সালের (পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের) সাধারণ পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল ছিল না।

(ক) **কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রগতি (Progress in Agricultural Sector)** :—কৃষি-উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে—১৯৫৫-৫৬ সালে মোট খাদ্য উৎপাদন ৬·৪৮ কোটি টন হইয়াছিল, সে স্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬·৬২ কোটি টন হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের উৎপাদনের তুলনায় **চাউল ও গমের** উৎপাদন যথাক্রমে ১৩ লক্ষ টন ও ৩ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে, **মোটা শস্যের** (coarse grains) উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই এবং **ডাইলের** (pulses) উৎপাদন ২ লক্ষ টন কম হইয়াছে।

বাণিজ্যিক শস্যের (commercial crops) উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কিছুটা ভাল হইয়াছে—নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে উক্ত শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ উপলব্ধি করা যাইবে :—

পণ্য	১৯৫৫-৫৬ সাল	১৯৫৬-৫৭ সাল	বৃদ্ধির পরিমাণ
	উৎপাদনের পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	(১৯৫৬-৫৭ সালে)
তৈলবীজ	৫৬·৬ লক্ষ টন	৫৮·৯ লক্ষ টন	+ ২·৩ লক্ষ টন
তুলা	৪০ লক্ষ গাঁট	৪৮ লক্ষ গাঁট	+ ৮ লক্ষ গাঁট
ইক্ষু (গুড়)	৫৯ লক্ষ টন	৬৩ লক্ষ টন	+ ৪ লক্ষ টন
পাট	৪১·৯৭ লক্ষ গাঁট	৪২·২১ লক্ষ গাঁট	+ ০·২৪ লক্ষ গাঁট

(খ) সেচ ও 'শক্তি' সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রগতি (Progress in Irrigation and Power) :—১৯৫৬-৫৭ সালে বৃহৎ ও মাঝারি ধরনের সেচ-সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিয়া ১৫ লক্ষ 'একর' অতিরিক্ত জমি সিঞ্চিত (irrigated) করা হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র সেচ-সংক্রান্ত কার্যাবলীর ফলে আরও ১৬ লক্ষ 'একর' জমিতে সেচ-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বৎসরেই প্রায় ৯০-টি বৃহৎ ও মাঝারি ধরনের সেচ-পরিকল্পনার কার্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল।

১৯৫৬-৫৭ সালের লক্ষ্য ছিল ৩০৮৫০০ 'কিলো-ওয়াট' (K. W.) 'শক্তি' (বিদ্যুৎ শক্তি) উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বসান, কিন্তু উক্ত সালে ২৬০,০০০ 'কিলো-ওয়াট্' পরিমাণ অধিকতর 'শক্তি' উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বসান হয়—ফলে ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষাশেষি ভারতে মোট ৬৬·৬ লক্ষ 'কিলো-ওয়াট্' 'শক্তি' উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ-সরবরাহের পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ২০০০ শহরে ও গ্রামে বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত করিবার আশা করা গিয়াছিল, যাহাতে বৎসরের শেষে ভারতের মোট ৯৪০০টি গ্রামে ও শহরে বিদ্যুৎ সরাবরাহ করা যায়।

(গ) শিল্প ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের অগ্রগতি (Progress in Industry and Minerals) :—'এলুমিনিয়াম' (aluminium) ও 'বনস্পতি' (**Vanaspati**) শিল্প ব্যতীত সকল সুসংগঠিত শিল্পে ১৯৫৫ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়—শিল্পোৎপাদনের 'সূচক' (index) ১২২·১ হইতে ১৩২·৭-এ বৃদ্ধি পায়।

সর্বপ্রথম যে সকল দ্রব্য ভারতে উৎপাদন করা হয়, উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল,—হাল্‌কা বৈদ্যুতিক 'তুরপুন' (Portable Electric drills) ; বিমানের অবতরণজনিত ধাক্কা নিবারক স্থিতিস্থাপক যন্ত্র (Shock absorbers) ; সংলেপনীয় চক্রবলয় (Clutch Discs) ; গতি-নিয়ামক যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ আবরণী (Brake lining) ; "হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড্" (Hydrogen Peroxide) ; নঙ্গর তুলিবার যন্ত্রের ½" কুঁদ (Capstan lathes ½" capacity) ; "স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicyllic Acid) ; হরিৎ রঞ্জক (Jade- green vat dyes) ; বৈদ্যুতিক প্রথায় নিষ্কাশিত

"ফেরো ম্যাঙ্গানিজ" (Ferro-manganese) এবং "শুষ্ক ব্যাটারির" প্রয়োজনীয় দস্তার 'ফালি' (Zinc strips for dry batteries)।

কয়লার উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালের ৩·৮২ কোটি টন হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩·৯৪ কোটি টনে বৃদ্ধি পায়—সুতরাং দেখা যায় যে, ২০ লক্ষ টন অধিক উৎপাদনের যে লক্ষ্য ছিল, সে স্থলে ১২ লক্ষ টন অধিক উৎপাদন হইয়াছে। নূতন নূতন অঞ্চলে কয়লার খনি অনুসন্ধানের যে কার্য চালান হইয়াছিল, তাহার ফলে মধ্যপ্রদেশের কোর্‌বায় (Korba) ৮·৬৪ কোটি টন, দক্ষিণ কোরানপুরায় (Southern Koranpura) ১০ কোটি টন এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৪ কোটি টন পরিমাণ কয়লা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। কোর্‌বা খনি-অঞ্চলের উন্নতি-সাধনের প্রাথমিক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। জয়সলমার (Jaisalmer), পঞ্জাব ও বোম্বাইতে নূতন তৈল ও প্রাকৃতিক 'গ্যাস' (Natural gas) প্রাপ্তি সম্পর্কে ভূতত্ত্বীয় ও পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত অনুসন্ধান-কার্য চালান হইয়াছিল।

(ঘ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অগ্রগতি (Progress in Small-scale Industries) :—ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে নিম্নের তালিকা হইতে ধারণা করা যাইবে :—

দ্রব্য	১৯৫৫-৫৬ সাল উৎপাদন	১৯৫৬-৫৭ সাল উৎপাদন	মন্তব্য
মিলের সূতার সাহায্যে হস্তচালিত তাঁত-নির্মিত বস্ত্র	১৪৭·৩ কোটি গজ	১৫৪·১ কোটি গজ	৫ বৎসরের উৎপাদনের লক্ষ্য ৭০ কোটি গজ
খাদি বস্ত্র	২·৫৪ কোটি গজ	৩·৫৪ কোটি গজ	৫ বৎসরের উৎপাদনের লক্ষ্য ৩০ কোটি গজ
নির্মিত ও ব্যবহৃত অম্বর চরকা	—	৬০,০০০	৫৬-৫৭ সালের লক্ষ্য ৭৫০০০

(ঙ) রেলপথ ও রাস্তা (সড়ক) (Railways' and Roads) :— ১৯৫৬-৫৭ সালে রেলপথের উন্নয়ন-পরিকল্পনার নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদিত বা আরম্ভ করা হইয়াছিল :—

৮৭ মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হইয়াছিল ; ৫২৪ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণের কাজ চলিতেছিল ; প্রায় ৭০০ মাইল এক 'রেলপথের' রাস্তায় (Single line) দুই 'লাইনের' নির্মাণকার্য চলিতেছিল ; ২৮০০ মাইল রেলপথ নির্মাণের জরিপ-কার্য সম্পাদন করার অনুমোদিত কার্যক্রমের ২০০০ মাইল রেলপথ নির্মাণের জরিপ-কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল।

১-ক নং জাতীয় রাজপথের (National Highway No. 1-A) জম্মু-শ্রীনগর শাখায় যে নূতন বানিহাল সুড়ঙ্গ (Banihal Tunnel) নির্মিত হইয়াছে, উহার পশ্চিমাংশে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সীমাবদ্ধ পরিযাণের (traffic) জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়—ইহার দরুন কাশ্মীর উপত্যকা ও ভারতের অন্যাংশের মধ্যে বৎসরের সর্বসময়ে পথের চলাচল-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম সম্ভবপর হইয়াছে।

(চ) শিক্ষণ ও গবেষণা-ব্যবস্থার প্রগতি (Progress in Training and Research) :—শিল্প-নিপুণ কর্মীর আশু ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইবার প্রতি ১৯৫৬-৫৭ সালে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয় এবং 'ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মী' সংক্রান্ত কমিটির (Engineering personnel Committee) শিক্ষণ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তিনটি ইস্পাত-কারখানার প্রয়োজনে কারিগরদের শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়।

১৯৫৬-৫৭ সালের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইল, ভারতের সর্বপ্রথম আণবিক "সুইমিং পুল রিয়্যাক্টারের" (Atomic Reactor of the Swimming Pool type) স্থাপন। কানাডা সরকার (Canadian Government) হইতে প্রাপ্ত উচ্চ-শক্তিযুক্ত "রিয়্যাক্টারের" কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছিল। পরিকল্পনা কমিশনকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার কার্যক্রম এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের ব্যাপারে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে বিজ্ঞানীদের এক 'নামসূচী (Panel) গঠিত হয়। এই বিজ্ঞানীদের প্রথম বৈঠকে যে সুপারিশ করা হইয়াছিল, তদনুসারে কার্যারম্ভ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছিল।

(ছ) ব্যয় ও অর্থ-সংস্থানের গতি (Outlay and Resources) : —১৯৫৬-৫৭ সালে পরিকল্পনার রূপায়ণে ৮৩০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল—উহা সংশোধন করিয়া আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ৭৬১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে (কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার ব্যয় ৩৭০ কোটি টাকা এবং রাজ্যসরকারসমূহের পরিকল্পনার ব্যয় ৩৯১ কোটি টাকা)। উক্ত ৭৬১ কোটি টাকা নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(১) কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন—৯৩ কোটি টাকা ; (২) সেচ ও 'শক্তি' (বিদ্যুৎ)—১৭৯ কোটি টাকা ; (৩) শিল্প ও খনির কাজ—১১১ কোটি টাকা ; (৪) পরিবহণ ও যোগাযোগ—২৩৩ কোটি টাকা ; (৫) সমাজ সেবা (Social services)—১২৩ কোটি টাকা ; ও (৬) বিবিধ—২২ কোটি টাকা।

উক্ত ৭৬১ কোটি টাকার সংস্থান নিম্নলিখিত উপায়ে করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে :—

(১)	দেশের আয়-ব্যয়ক হইতে প্রাপ্ত—	৫২৭.২
(২)	বৈদেশিক সাহায্য—	৬৩.১
(৩)	ঘাট্তি—	২৭০.৭
	মোট—	৭৬১.০

কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য চল্‌তি রাজস্ব হইতে প্রায় ১৪৪ কোটি টাকা সাহায্য করিবেন—এই ১৪৪ কোটি টাকার মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালের অতিরিক্ত করারোপণের মাধ্যমে ৫৩ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং রেলপথ-বিভাগ ৪২ কোটি টাকার সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ-গ্রহণ (Central Government borrowings) :—কেন্দ্রীয় সরকারকে বাজার হইতে প্রায় ৭৮.১ কোটি টাকা ঋণ-গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে ; স্বল্প সঞ্চয় হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৫.৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবেন। মোট সংগ্রহের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৬৩.৬ কোটি টাকা—ইহা পূর্ব বৎসরের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হইতে ১.০৫ কোটি টাকা কম।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৩৭০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যসরকারসমূহের পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্ত প্রায় ২৩৫.৫ কোটি টাকা সাহায্য দান করিতে হইবে। এই মোট ৬০৫.৫ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৯০ কোটি টাকা পাইবেন বলিয়া ধরা হইয়াছে—সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের 'ঘাটতি' ২১৫.৫ কোটি টাকা হইবে (অবশ্য বৈদেশিক সাহায্য পরিকল্পনানুযায়ী ৬৩.১ কোটি টাকা পাওয়া গেলে)।

অগ্রগতির সমালোচনা (Critical estimate of the progress) : —পরিকল্পনার ১৯৫৬-৫৭ সালের অগ্রগতির পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন বিষয়ে অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছে। শিল্প ও খনির কাজ, রেলপথ ও সড়ক-সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে—উৎপাদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যগুলি হইল, হালকা বৈদ্যুতিক 'তুরপুন' (Portable Electric drills) বিমানের অবতরণজনিত ধাক্কা-নিবারক স্থিতিস্থাপক যন্ত্র (shock absorbers), সংলেপনীয় চক্রবলয় (clutch discs), 'হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড' (hydrogen peroxide), ইত্যাদি ; এই সব দ্রব্যের জন্ত এতকাল ভারতকে আমদানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। নূতন রেলপথ নির্মাণের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে।

মিলের নির্মিত সূতার সাহায্যে হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ খুব কমই হইয়াছে (৫ বৎসরে ৭০ কোটি গজ উৎপাদনের লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র ৬.৮ কোটি গজ উৎপাদন হইয়াছে)। খাদির উৎপাদনও আশানুযায়ী হয় নাই।

শিল্প-নিপুণ কর্মীর আশু ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইবার প্রতি যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষি-উৎপাদন মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই—খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ২৫ লক্ষ টন—উৎপাদন করা হইয়াছে ১৪ লক্ষ টন, ডাইলের উৎপাদন ২ লক্ষ টন কম হইয়াছে। বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনে কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়াছিল।

৮৩০ কোটি ব্যয়-বরাদ্দের পরিবর্তে ৭৬১ কোটি টাকা মোট ব্যয় হইয়াছে —অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থায় 'ঘাটতির' পরিমাণ ২৭৩.৭ কোটি টাকা দেখা যায়।

আলোচ্য বৎসরে সুয়েজখালের সঙ্কট, অভ্যন্তরীণ মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ইস্পাত ও 'সিমেণ্ট' জাতীয় কতকগুলি দ্রব্যের দারুন অনটন, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা প্রভৃতি অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে বলা চলে যে, পরিকল্পনার কার্য-সম্পাদন মোটামুটি সন্তোষজনক হইয়াছে।

Q. Write a short essay on a Socialist Pattern of Society.

'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন' (Socialist pattern of Society) বলিতে বুঝায়, উন্নয়নের ধাঁচ এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিস্থিতির কাঠামো এমন হইবে, যাহার দরুন জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থান পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং আয় ও ধন-বৈষম্য প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পায় ;— সুতরাং ইহাতে এই বুঝায় যে উন্নয়নের মানদণ্ড হইবে সমাজ-কল্যাণ, **'মুনাফা' নয়।** 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে' গঠিত সমাজে অর্থনীতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হইল, কেবল দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা নয়—ইহার আরও লক্ষ্য হইল, দেশে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করা, যাহাতে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তির বিকাশ ও প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং তদ্দরুন সামাজিক জীবন সামগ্রিকভাবে অধিকতর ধীসম্পন্ন ও মার্জিত হয়। ভারত সরকারের অর্থনীতিক লক্ষ্য হইল 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন,—ইহার ফলে পরিকল্পনায় নূতন পর্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে (Capitalist society) "শ্রমিকের ঊর্ধ্বতন সচলতার" **(vertical mobility of labour)** অভাব পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে বা 'জীবনের প্রাথমিক যাত্রা' সুবিধাজনক না হইলে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি অর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চতর আসন লাভ করিতে সমর্থ হয় না—অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে যে উপকার সাধিত হয়, তাহা বিশেষাধিকার প্রাপ্ত (privileged) শ্রেণীর লোকেরাই ভোগ করিয়া থাকে, অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা খুব কমই ভোগ করিতে পারে। জনগণের মধ্যে আয় ও সুযোগ-সুবিধার অতিশয় বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা (insecurity) ও দারিদ্র্য, এবং মালিক কর্তৃক অর্থনৈতিক ক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহারের জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ হইল দায়ী। মালিকেরা অর্থলোলুপতার বশবর্তী হইয়া যে

সব অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক কার্যে রত হয়, তদ্দরুন এমন সব অপকৃষ্টতার উদ্ভব হয়, যাহা সমাজের বিবেককে ভয়বিহ্বল করিয়া দেয়। আয়-বৈষম্যের জন্য সমাজের ঐক্যভাব বিনষ্ট হয় এবং 'অস্তিমান্' ও 'নাস্তিমান্', ('haves' and 'have-nots') এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়ে—ফলে, অবিরাম 'শ্রেণী-বিবাদ' (class-conflict) সৃষ্ট হয় এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক কাঠামোতে 'ভাঙন' ধরে।

গণতন্ত্রের আদর্শ হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করা—এরূপ জাজ্বল্যমান আয় ও ধনবণ্টন-বৈষম্য উক্ত আদর্শের বিরোধী।

যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' নীতি গৃহীত হইয়াছে, সে রাষ্ট্র আয়, ধন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে বহুদিন 'গাঢ়ীভূত' অবস্থায় থাকিতে দিতে পারে না—এরূপ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উক্ত প্রকার 'গাঢ়ীভবন' ক্রমশঃ নিরাকরণের জন্য এবং যাহাতে আর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নজনিত উপকার বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণীর লোক ছাড়াও অন্য শ্রেণীর লোকেরা উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য সতত চেষ্টিত থাকে ; সুতরাং, যাহাতে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা সুসংগঠিত উদ্যমের ফলে তাহাদের গুণাবলীর বিকাশের সুযোগ-সুবিধা পায় এবং তদ্দরুন তাহাদের জীবনধারণের মান উন্নীত করিয়া দেশের সমৃদ্ধি করিতে পারে, তাহার জন্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যাপারের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হয়—এই ব্যাপারগুলি 'মুনাফা'-লোলুপ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। উক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী বা বেসরকারী, উভয়প্রকার বিনিয়োগের ধাঁচ স্থির করার ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়। যে পর্যন্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অবাধ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত পরিচালনা সমাজের অকল্যাণকর না হয়, সে পর্যন্ত রাষ্ট্র উহাদের উপর হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার ন্যায়গত ও আইনগত অধিকার রহিয়াছে। জনগণের জীবনধারণের মান উন্নীত করা, সকলকে সমান সুবিধা দেওয়া, 'প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থিত' লোকদের উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে রাষ্ট্রোন্নতির অংশ-গ্রহণের মনোভাব সৃষ্টি করা হইল, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন'-নীতির প্রধান লক্ষ্য—এজন্য রাষ্ট্রের শিল্প-নীতিতে সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান প্রধান অংশ-

গ্রহণের ব্যবস্থা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে 'সমাজ-পত্তনের' নীতির সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণই হইয়াছে।

'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে 'সমাজ-পত্তনের' নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে যে, এই নীতিতে দক্ষতা বিনষ্ট হইবে, কারণ প্রগতির ভিত্তি সামাজিক কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, ব্যক্তিগত 'মুনাফার' উপর নয়—যে সব বিনিয়োগ দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে লাভজনক নয়, সে সব বিনিয়োগ সামাজিক কল্যাণের পটভূমিকায় খুবই সমুচিত বলিয়া গণ্য হয়; এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপজাতির কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য ব্যয় ন্যায়সঙ্গত—কর্মসংস্থানের অধিকতর অসুবিধা সৃষ্টি করে বলিয়া বৃহদায়তন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি-সাধন ও সম্প্রসারণ সমর্থন করা যায়, যদিও এই প্রকার ব্যবস্থায় দক্ষতা বিনষ্ট হয়। আবার বলা হয়, যে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের" নীতির লক্ষ্য হইল, আয়, ধন ও অর্থনীতিক ক্ষমতার "গাঢ়ীভবন" রদ করা, এই নীতিতে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে "গাঢ়ীভূত" (concentrated) হইবে—ফলে আমলাতান্ত্রিক (bureaucratic) পরিচালনার উদ্ভব হইবে এবং উহার সকল বিপদ ও ত্রুটি দেখা দিবে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' নীতির বিরুদ্ধে ইহাও বলা হয় যে, এই নীতিতে যে অতিশয় ক্রমবর্ধমান কর-হার, আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ (ceiling on income), ব্যক্তিগত সম্পদ-কর প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে, তদ্দরুন বেসরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগ ও উদ্দীপনা প্রতিহত হইবে—গণতান্ত্রিক সমাজে উদ্যোগের ব্যাপারে স্বাধীনতার যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্রুত লয়ও হইবে।

'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে 'সমাজ-পত্তনের' নীতির বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহার ঐকান্তিক অনুসরণ অত্যাবশ্যক। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Pre-amble of the Constitution) সকল নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচারের লক্ষ্যে পৌঁছিবার কথা বলা হইয়াছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive principles of State policy) বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের নীতি হইবে সকল নাগরিকদের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত উপায়ের ব্যবস্থা করা ও ধন ও উৎপাদন-উপকরণের 'গাঢ়ীভবন' জনগণের কল্যাণে নিরোধ করা—

'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন' উক্ত দুইটি নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণই হইয়াছে।

Q. Write a short essay on Public *Versus* Private Sector.

'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন' (Socialist Pattern of Society) অর্থনীতিক নীতিব লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকারের নূতন শিল্প-নীতি ঘোষিত হয়—ইহার ফলে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ লইয়া ভয়ানক বাক্-কলহের (তর্কাতর্কির) সৃষ্টি হয়। এই বাক্ কলহের ভিত্তি এত দৃঢ় হইয়াছে যে, এমন দিন যায় না, যে দিন সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের গুণ ও ত্রুটি সম্পর্কে কোন না উক্তি না শুনা যায়। বিমান-কম্পানিগুলি, ভারতের 'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক', এবং জীবনবীমা কম্পানি ও কোলারের (Kolar) স্বর্ণখনিগুলির সহসা 'রাষ্ট্রীয়করণের' (nationalisation—জাতীয়করণ) ফলে উক্ত তর্ক-বিতর্ক আরও প্রচণ্ডভাবে চলিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পুরাতন শিল্পনীতির ভিত্তিতে তৈয়ারি করা হইয়াছিল—**মিশ্র আর্থ-ব্যবস্থাই** (mixed economy) ছিল উক্ত নীতির লক্ষ্য। মিশ্র আর্থ-ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাদের দুই-এর মধ্যে উন্নয়নের সমগ্র দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং, পুরাতন শিল্প-নীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বেসরকারী ক্ষেত্র অতি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিল—বেসরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগে সরকার কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে বেসরকারী ক্ষেত্র সহযোগিতা করিয়াছিল এবং কাজকর্ম নির্বিবাদে চলিতেছিল। দেশের শিল্পোন্নতির প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; বেসরকারী ক্ষেত্রই সরকারের পুরানো শিল্পনীতি সানন্দে সমর্থন করিয়াছিল।

কিন্তু "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের" নীতি গৃহীত হওয়ার পর সরকারের শিল্পনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমশঃ প্রধান অংশ-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়—শিল্পনীতির এই পরিবর্তনের দরুন বিরোধের সূত্রপাত হয়। সরকারী

ক্ষেত্রের ক্রম-সম্প্রসারণে আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া বেসরকারী ক্ষেত্র সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করিতে ও তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে শুরু করিল।

সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অংশ-গ্রহণ গণতন্ত্রবিরোধী বলা হয়, কারণ গণতন্ত্রের অর্থনীতিক ব্যবস্থায় স্বাধীন উদ্যোগের (free enterprise) সুযোগ দেওয়া না হইলে গণতন্ত্র বিদ্রূপাত্মক হইয়া পড়ে ; ইহার অর্থ এই নয় যে, বেসরকারী উদ্যোগে সরকারের কোন নিয়মন (regulation) বা নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না ; কিন্তু সরকারের পক্ষে ব্যক্তিগত (বেসরকারী) উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনাহূতভাবে প্রবেশ করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, কেননা আর্থ-ব্যবস্থায় সরকারের নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা 'অনিয়ন্ত্রিত বাজারের' (free market) কার্যবিধি অধিকতর শ্রেয়ঃ। সরকারের হস্তক্ষেপের দরুন আর্থ-ব্যবস্থায় 'অবাধ বাজারের' কার্যবিধির কোনই উন্নতি হইবে না, বরং উহাতে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিবে এবং উহা বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন হইয়া অচল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, অথবা দুরভিসন্ধির 'সাক্ষীগোপাল' হইয়া পড়িবে। " 'অনিয়ন্ত্রিত বাজারের' কার্যধারা হইল জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে গঠিত শাসন ব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—রাজনৈতিক গণতন্ত্র ইহার তুলনায় তুচ্ছ। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণ কতক লোকের বা কতক নীতির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সময়ান্তরে মত প্রকাশ (vote) করিয়া থাকে, কিন্তু 'অনিয়ন্ত্রিত বাজারের' কার্যবিধিতে জনগণ অবিরত ও সহস্র সহস্র পণ্য বা উপকারের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করে, তাহাদের মত প্রকাশ 'হাঁ বা না'-তে নিবদ্ধ থাকে না—তাহাদের মত প্রকাশে তাহাদের সূক্ষ্ম পক্ষপাতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই পক্ষপাতের শুধু যে প্রতিদিন পরিবর্তন হয় তাহা নয়, প্রতি ঘণ্টায় উহার পরিবর্তন দেখা যায়।" সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ অনবরত হইতে থাকিলে 'স্বাধীন উদ্যোগের' স্থলে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা ধনতান্ত্রিক শাসন (আঢ্য-শাসন Plutocracy) হইতে নিকৃষ্টতর। 'অনিয়ন্ত্রিত আর্থ-ব্যবস্থায় "একাধিকার" (monopoly) অথবা "অল্পসংখ্যক বিক্রেতার একচেটিয়া অধিকারের" (oligopoly) উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার ফলে রাষ্ট্রে যে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের (centralised State bureaucracy) উদ্ভব হইবে, তাহা

অধিকতর বিপজ্জনক—'একচেটিয়া অধিকার' (monopoly) সবক্ষেত্রেই অবাঞ্ছনীয়, রাষ্ট্রেরই হউক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান (organisation) যদি সমস্ত কাজ করিবার অধিকার দাবি করে, তবে অবাধ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সূক্ষ্ম কার্যধারায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্র-মালিকানা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনের বিপদ যে কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমর্থকগণ মহাত্মা গান্ধীর নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন :—

"রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে আমি সর্বাধিক আতঙ্কগ্রস্ত হই, কারণ ইহাতে শোষণ হ্রাস করিয়া জনগণের কল্যাণসাধন করা হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, ইহা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য (individuality) বিনষ্ট করিয়া মানবজাতির সর্বাধিক অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকে—সমস্ত অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করি, উহা রাষ্ট্রের হস্তে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নয়, উহা হইল, রাষ্ট্র ন্যাস-রক্ষক (trustee), এই জ্ঞানের অধিকতর প্রসার—কারণ, আমার মতে ব্যক্তিগত মালিকানার অত্যাচার রাষ্ট্রের অত্যাচার (violence) অপেক্ষা কম অনিষ্টকর।" 'স্বাধীন উদ্যোগের' সমর্থকগণ বলেন, সুযোগ-সুবিধার, আয়ের ও বণ্টনের বৈষম্য, একচেটিয়া অধিকার-জনিত অপচয় ও অদক্ষতা, এবং আর্থ-ব্যবস্থার অস্থায়িত্বের দরুন বৃত্তিহীনতা ও স্ফীতি প্রভৃতি 'স্বাধীন উদ্যোগের, ত্রুটিগুলি রাষ্ট্র উহার নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা নিবারণ করিতে পারে। জগদ্বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ জন মাথাই-এর (Dr. John Mathai) অভিমত হইল, ভারতের শিল্পগুলির উন্নতিসাধন করিতে হইলে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উপর গুরুত্ব স্থাপনের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগের উপর গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত এবং 'স্বাধীন উদ্যোগ' (free entérprise) হইবে সাধারণ নিয়ম—ন্যায়সঙ্গত পারিতোষিক বণ্টন, আয়-বৈষম্যের আধিক্য দূরীকরণ এবং কর্ম-পরিবেশের সন্তোষজনক অবস্থার সৃষ্টির ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রবর্তনের জন্য উৎপাদনের উপকরণ-গুলির 'জাতীয়করণের' আবশ্যকতা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আর নাই, কারণ, এই সমস্ত উদ্দেশ্যই উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা সাধন করা যায়। ডাঃ জন মাথাই বলেন, ভারতের আইন-পরিষদ ('পার্লামেণ্ট') 'বয়স্ক-ভোটাধিকারের' (adult franchise) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং উহার

সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে—সুতরাং, ভারতে সমাজতন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে 'জাতীয়করণের' কোন স্থান নাই। 'স্বাধীন উদ্যোগের' দ্রুত ক্রমাবনতি দেখিয়া ডাঃ মাথাই অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিয়াছিলেন, কারণ 'স্বাধীন উদ্যোগই' হইল গণতান্ত্রিক সমাজের 'সর্বপ্রকার' স্বাধীনতার অন্যতম।

সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of the expansion of the Public Sector) :—ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার (Preamble of the Constitution) এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of the State Policy) সহিত সরকার কর্তৃক 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' নীতি-গ্রহণ সামঞ্জস্যপূর্ণই হইয়াছে—সংবিধানের ও উক্ত নির্দেশাত্মক নীতির লক্ষ্য হইল, নাগরিকদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা করা, সকল নাগরিকদের জীবিকা-নির্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, এবং জনগণের কল্যাণে ধন ও উৎপাদন-উপকরণের 'গাঢ়ীভবন' (concentration) নিরোধ করা। লক্ষ্যবদ্ধ (planned) সমাজতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থায় 'রাষ্ট্রীয়করণ' (nationalisation—জাতীয়করণ) অপরিহার্য। বর্তমানের অবশ্য-প্রয়োজনীয় হইল, ভারতের ক্ষীয়মাণ (decadent) আর্থ-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতিসাধন—বেসরকারী ক্ষেত্রের পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করা অসম্ভব, কারণ উহার প্রয়োজনীয় সম্পদও নাই, ইচ্ছাও নাই। বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত আর্থ-ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর লোকেরাই সুযোগ-সুবিধা পায়—ইহা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকারগুলি কেবল বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত (privileged) শ্রেণীর লোকেরাই ভোগ করিয়া থাকে, অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা খুব কমই ভোগ করিতে পারে। 'স্বাধীন উদ্যোগ' প্রকৃতপক্ষে সমাজের ধনতান্ত্রিক ধাঁচ বুঝায় এবং ইহার দরুন সুযোগ-সুবিধা ও আয়-বৈষম্য, দরিদ্রতা, সংকটাপন্ন অবস্থা, এবং মালিকগণ কর্তৃক অর্থনৈতিক ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহারের আতিশয্যের উদ্ভব হয়—বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত আর্থ-ব্যবস্থায় দেশে সাম্যাবস্থা অথবা অর্থনৈতিক স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হয় না; এই আর্থ-ব্যবস্থায় 'ধুম' (boom) ও 'মন্দা' (depression) অনবরতই দেখা দেয়, পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয় এবং উৎপাদন উচ্চতম 'শিখরে' পৌঁছা সত্ত্বেও ব্যাপক বৃত্তিহীনতার উদ্ভব হয়। মালিকেরা অর্থ-

লোলুপতার বশবর্তী হইয়া যে সব অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক কার্যে রত হয়, তদ্দরুন এমন অপকৃষ্টতার উদ্ভব হয়, যাহা সমাজের বিবেককে ভয়-স্তম্ভিত করে। আয়-বৈষম্যের দরুন সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়, এবং সমাজ 'অস্তিমান' ও 'নাস্তিমান' ('haves' and 'have-nots') এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে—ফলে অবিরাম 'শ্রেণী-বিরোধ' (class-conflict) দেখা দেয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এইরূপ আয় ও ধন-বণ্টন বৈষম্য গণতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী।

কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' নীতি গ্রহণ করিয়া আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বেশী দিন নিবদ্ধ থাকিতে দিতে পারে না—এইরূপ রাষ্ট্রকে দেখিতে হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকার সকল শ্রেণীর লোকই (কেবল বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণীর লোক নয়) যেন উপভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে 'গাঢ়ীভূত' না হয়। সুতরাং, উক্ত উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে জনগণের জীবনধারণের মান উন্নীত হয়, জনসাধারণের মধ্যে সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা পায়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উদ্যোগ বর্ধিত হয়, এবং সকল শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রের উন্নতি-সাধনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে; জনগণের জীবনধারণের মান উন্নীত করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রকেই উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যাপারের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়—ইহাতে রাষ্ট্রের ন্যায়গত ও আইনগত অধিকার রহিয়াছে। এই কারণে শিল্প-সংক্রান্ত ও অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্য দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

উপসংহার (Concluding Remarks):—সরকারী ক্ষেত্র ও বে-সরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে বাদানুবাদ বেশী দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রী জি. ডি. বিড়লা (Sri G. D. Birla) বলেন, সরকারী ক্ষেত্র ও বে-সরকারী ক্ষেত্র যে কেন বলা হয়, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারেন না, কারণ দুই ক্ষেত্রকেই জাতীয় ক্ষেত্রে (national sector) অংশ গ্রহণ করিতে হয়; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্র রহিয়াছে, কিন্তু কেহই উহাদের কথা লইয়া বাদানুবাদ করে না; 'স্বাধীন উদ্যোগের' ব্যবস্থা উন্নতি-প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং কেহই আজকাল 'স্বাধীন উদ্যোগে'

বিশ্বাস করেন না ; দেশের উন্নতি-সাধনই হইল আসল কথা—কোন্ ক্ষেত্র হইতে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি আরও বলেন, " 'স্বাধীন উদ্যোগের' কথা আমরা যেন ভুলিয়া যাই, আমাদের কাজ করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ হইয়াছে এবং উহা হইতে কেবল তিনটি ইস্পাত-কারখানা নির্মাণ করিতে ৬১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে—আমাদের (ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের) পক্ষে উক্ত কারখানা নির্মাণ করা অসম্ভব, সরকারই কেবল করিতে পারে। সরকার এমন কোন কার্য হাতে নেন নাই, যাহা আমরা সফলতার সহিত সম্পাদন করিতে পারি এবং যাহা সম্পাদন করিতে আমাদের সম্পদ-উৎস রহিয়াছে। সরকারী ক্ষেত্র ও বেসরকারী ক্ষেত্র, এই দুইটি নামই অতিশয় ঘৃণার্হ—মোটের উপর সরকারী ক্ষেত্র হইল আমাদেরই সরকারের ক্ষেত্র। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের অভিলাষানুযায়ী কার্য করা মন্ত্রীদেরও সাধ্যাতীত—তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রভুকে অর্থাৎ ভোটদাতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করা যায় না। কখনও কখনও আমরা সরকারের সহিত একমত হইতে পারি না, আবার কখনও কখনও একমত হইয়া থাকি, কিন্তু পরিশেষে আমাদিগকে একযোগে কাজ করিতে হয়, আমাদিগকে একযোগে পদবিক্ষেপ করিতে হয়—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইহাই আদর্শ হওয়া উচিত।" ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বে-সরকারী ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে—পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন,—'ভারতে ৩৫ কোটি সমস্যা রহিয়াছে, ভারতের মত দেশের পুনর্গঠনের 'বিশাল' সমস্যার সমাধান সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে সুস্থ ও সক্রিয় সহযোগ ছাড়া কখনই সম্ভবপর নয়'। একথা মনে রাখিতে হইবে 'অবাধ নীতির' **(laissez faire)** দিন আর নাই—রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে থাকিয়া উহার নাগরিকদিগকে দরিদ্র, অজ্ঞ, ক্ষুধার্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ও 'নোংরা' (squalor) অবস্থার মধ্যে বাস করিতে পারে না। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য, এই দুই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—'স্বাধীন উদ্যোগ' গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই মত সমর্থন করা যায় না। আমরা পৃথিবীতে যে গণতন্ত্র আজকাল দেখিতে পাই, উহা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র নয়, উহা গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে ধনতন্ত্র। অর্থনীতিক

সাম্যাবস্থা ব্যতীত রাজনৈতিক সাম্যাবস্থার কোন অর্থই হয় না—এজন্যই পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন, গণতন্ত্রের সহিত ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সমতুল্য জ্ঞান করার কল্পনা সমর্থনীয় নয়। লক্ষ্যবদ্ধ আর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ অনিবার্য—ইহাতে বে-সরকারী ক্ষেত্রের অযথা আশঙ্কাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ বর্তমান, এই ধারণা পরিহার করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যায়, বে-সরকারী ক্ষেত্রের গুরুত্ব লাঘব করা হয় নাই—সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয় ৩৮০০ কোটি টাকা ও বে-সরকারী ব্যয় ২৪০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। আমাদের আর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়ন-ব্যাপারে বে-সরকারী ক্ষেত্রের উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে হইলে এমন 'আবহাওয়ার' সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে বে-সরকারী ক্ষেত্রের উপর আস্থা স্থাপন করা যায়। কোন বিশেষ ধারণার বশবর্তী হইয়া সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্র সম্বন্ধে অসংযত কথাবার্তা চালান উচিত নয়—সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ ও 'বোঝা-পড়া' হওয়া কর্তব্য, যাহাতে দেশের সম্পদ-উৎসের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশের আর্থ-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি-সাধন করা যায়। 'স্বাধীন উদ্যোগেরও' উচিত পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলা—নূতন সামাজিক আদর্শকে এই স্বাধীন উদ্যোগের সমাদর করা উচিত। 'স্বাধীন উদ্যোগ' নিষ্কলুষ হইতে হইবে এবং উহার মধ্যে যে চিরাচরিত সুস্থ রীতি রহিয়াছে, তাহার বিকাশ-সাধনে ও পরিপোষণে সচেষ্ট হইতে হইবে।

Q. What would be the probable effects of the Reserve Bank's announcement of raising the rate of interest from $3\frac{1}{2}$ to 4 per cent on advances to Scheduled Banks against Government and other eligible Securities ?

১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে, তপসিলী (Scheduled) ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী ও অন্যান্য অনুমোদিত ঋণ-পত্রের জামিনে যে 'আগাম' (advance) দেওয়া হইবে, উহার সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকায় বর্ধিত করা হইল—'ব্যাঙ্কের হারের' (Bank-rate) কোন পরিবর্তন করা হইবে না। কিছু সময় হইতেই বাজারে

'উড়ো-খবর' শুনা যাইতেছিল যে, 'ব্যাঙ্কের হার' বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অর্থমন্ত্রী আইন-পরিষদে ঘোষণা করেন যে, উহা বর্ধিত করা হইবে না; সুতরাং, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উক্ত ঘোষণায় অনেকেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

'ব্যাঙ্কের হার' ও অনুমোদিত ঋণপত্রের জামিনে 'আগাম', এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে এই প্রথম তারতম্য করা হয়; কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে উক্ত ঘোষণার ফলে 'ব্যাঙ্কের হারও' শতকরা ½ টাকা বর্ধিত করার 'সামিল' হয়। গ্রেট্-বৃটেন ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সুদের যে নিম্নতম হারে উহাদের 'হুণ্ডিগুলি' ভাঙাইয়া দেয়, তাহাই হইল 'ব্যাঙ্কের হার'; কিন্তু ভারতে সুদের যে হারে সরকারী ও অন্যান্য অনুমোদিত ঋণ-পত্রের জামিনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে 'আগাম' দেয়, তাহাকেই বস্তুতঃ 'ব্যাঙ্কের হার' বলা হয়। ভারতে 'ব্যাঙ্কের হারের' ধারণা স্পষ্ট নয়; যদি 'ব্যাঙ্কের হার' বলিতে "হুণ্ডির-বাজার" পরিকল্পনায় (Bill market scheme) যে হারে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি "প্রথানুযায়ী ৯০-দিন মিয়াদী হুণ্ডির" জামিনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, সে হার বুঝায়, তবে 'ব্যাঙ্কের হার, অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলা চলে, কারণ 'হুণ্ডির-বাজার' পরিকল্পনায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে (Co-operative Banks) পণ্যাগারের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদ লইয়া ঋণ দিয়া থাকে, উহার হার শতকরা ৩½ টাকায় রহিয়াছে।

যে প্রকৃত কারণে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উক্ত প্রকার আগামের সুদ বর্ধিত করে, তাহা নিম্নে লেখা হইল:—

যদিও 'হুণ্ডির-বাজার' পরিকল্পনায় 'প্রথানুযায়ী ৯০-দিন মিয়াদী হুণ্ডির' সুদের হার শতকরা ৩½ টাকা ছিল, তবুও বাস্তবক্ষেত্রে উক্ত হার শতকরা ৪ টাকায় পরিণত হইয়াছিল—ইহার কারণ হইল, ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারিতে 'স্ট্যাম্প'-শুল্কের হার বর্ধিত করা হয় এবং এই শুল্ক ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদান করিতে হইত। এমতাবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি অনুমোদিত ঋণ-পত্রের জামিনে যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ করিত, উহা বাণিজ্য-সংক্রান্ত 'হুণ্ডির' **(trade bills)** জামিনে ঋণ-গ্রহণের সুদের হার অপেক্ষা শতকরা ½ টাকা কম হইত—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক উক্ত প্রকার 'আগামের' সুদের হার বর্ধিত না করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট প্রচুর পরিমাণ ঋণ-পত্র জমা হইত।

'ব্যাঙ্কের হার' অপরিবর্তিত রাখার ঘোষণায় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-

গুলিকে ব্যাঙ্কসমূহ যে 'আগাম' দিয়া থাকে, উহার সুদের হার বৃদ্ধি করা ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িবে—'ব্যাঙ্কের হার' বর্ধিত করা হইলে, ব্যাঙ্কগুলি অনায়াসেই উহাদের প্রদত্ত 'আগামের' সুদের হার বৃদ্ধি করিতে পারিত। ব্যাঙ্কগুলি অবশ্য উহাদের সুদের হার বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু তজ্জন্য উহাদিগকে উহাদের 'খরিদ্দারের' সহিত বহু আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের উক্ত প্রকার 'আগামের' (অনুমোদিত ঋণ-পত্রের জামিনে) সুদের হার বর্ধিত করার ফলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-দানও সংকুচিত হইবে। অধিকন্তু, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উক্ত ঘোষণার ফলে সরকারের ঋণ-গ্রহণের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে।

১৯৫১ সালের ১৫ই নভেম্বর 'ব্যাঙ্কের হার' শতকরা ৩৲ টাকা হইতে ৩½ টাকায় বর্ধিতকরণ এবং ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে উক্ত হার শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকায় বর্ধিতকরণ :—১৯৫১ সালে ঋণদান অতিশয় সম্প্রসারিত (credit expansion) হইয়াছিল—'হুণ্ডি' ও তপসিলী ব্যাঙ্কগুলির 'আগাম' ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪৪৫ কোটি টাকা হইতে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫৩৬ কোটি টাকা হইয়াছিল। এই ঋণ-দান সম্প্রসারণের দরুন যে স্ফীতির ঝোঁক দেখা গিয়াছিল, উহা রদ করিতে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে 'ব্যাঙ্কের হার' শতকরা ৩ টাকা হইতে ৩½ টাকায় বর্ধিত করে—'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের এই ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎই ফলপ্রসূ হয়, কারণ ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে দ্রব্যমূল্য, বিশেষতঃ মসলা, চিনি, তুলা, তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতির মূল্য, খুবই কমিয়া যায়। সোনা ও রূপার 'বাটের' (bullion) দামও দ্রুত হ্রাস পায়।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক তপসিলী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী ও অন্যান্য অনুমোদিত ঋণ-পত্রের জামিনে যে 'আগাম' দিবে, উহার সুদের হার ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকা বর্ধিত করা হয়—ইহাতে প্রকৃত-পক্ষে 'ব্যাঙ্কের হারই' শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকা বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক পুনরায় ঘোষণা করে যে, ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে হইতে 'ব্যাঙ্কের হারও' শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪ টাকায় বর্ধিত করা হইবে—অর্থ-মন্ত্রী কর্তৃক আইন-পরিষদে আয়-ব্যয়কের প্রস্তাব উত্থাপনের মাত্র ১ ঘণ্টা

পূর্বেই 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক এই ঘোষণা করে। 'ব্যাঙ্কের হার' বৃদ্ধি করার ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি দমিত হইবে, কারণ অর্থ সংগ্রহ করা ব্যয়বহুল হইয়া পড়িবে। 'ব্যাঙ্কের হার' বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হইল, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি সংযত করা—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়ন খাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দের দরুন যে অত্যধিক 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আবকারী শুল্ক ও বহিঃ-শুল্কের (Excise and Custom duties) হার যে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক।

'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক হইতে তপসিলী ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত ঋণের সুদের হার শতকরা ৩½ টাকা হইলেও, ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে বাস্তবিক পক্ষে উক্ত হার শতকরা ৪ টাকাই ছিল (ঐ তারিখে 'স্ট্যাম্প'-শুল্ক বর্ধিত করা হয়)। সুতরাং 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃক 'ব্যাঙ্কের হার' বৃদ্ধিকে কার্যতঃ যে হার ছিল, তাহারই স্বীকৃতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের ঋণ-দান নীতি এরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে, যাহাতে অর্থের চাহিদা খুব বেশী না হয়, অথচ তদ্দরুন উৎপাদনের অত্যাবশ্যক সক্রিয়তা ব্যাহত না হয়।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

বৃত্তিহীনতা (বেকার-ব্যবস্থা)

(Unemployment)

Q. Analyse the causes of growing unemployment of India. Suggest the remedies to tackle the same. (C. U, B. Com, 1954)

Q. How do you account for the present mounting middle-class un-employment in the country. Make some concrete suggestions for relieving it. (Delhi 1954)

বৃত্তিহীনতাকে (unemployment) সমাজের নিকৃষ্টতম অভিশাপ মনে করা হয়। বৃত্তিহীনতা যে শুধু উৎপাদনক্ষম সম্পদের (productive resources) অপচয় করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলে, তাহাই নয়—ইহা যে অগণিত বেকারদের মানসিক অবস্থার উপরেও অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই অধিকতর বেদনাদায়ক। বৃত্তিহীনতার দরুন মানুষের মন নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে,—ফলে, তাহার কর্মশক্তি ও কর্মপ্রবৃত্তি লোপ পায়; বেকারগণ উক্ত মনোভাব লইয়া প্রতিকারের আশায় সমাজ-বিরোধী লোকদের দলে যোগ দেয় ও নানাপ্রকার বে-আইনী কাজে লিপ্ত থাকিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, ইহাতে দেশে অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হয় এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং, দেশে যাহাতে পূর্ণ-নিয়োগ (Full employment) সম্ভবপর হয়, সকল অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। ভারতে বেকার সমস্যা এত ব্যাপক যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Year Plan) কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও বেকার-সমস্যার সমাধান হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিহীনতা (Types of unemployment in India) :—বৃত্তিহীনতা নানা প্রকারের হইয়া থাকে এবং উহাদের

উৎপত্তি বিভিন্ন কারণে হয়। ভারতে প্রধানতঃ যে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিহীনতা দেখা যায়, উহারা হইল নিম্নরূপ :—

(১) **স্বেচ্ছাকৃত বৃত্তিহীনতা (Voluntary unempoyment) :—** কর্মনিয়োগের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যখন মানুষ কাজ করিতে চায় না, তখন যে বেকার-অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাকে স্বেচ্ছাকৃত বৃত্তিহীনতা বলা হয়—এই প্রকার বেকারেরা সমাজের 'পরগাছা' (parasite); ভারতের যৌথ-পরিবার প্রথার (Joint family system) জন্যই এইরূপ বেকার অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের' (individualism) ও শিক্ষার প্রসারের ফলে এই যৌথ-পরিবার প্রথার ক্রম-অবলুপ্তি হইতেছে; কিন্তু এই প্রথার অবলুপ্তির দরুন বেকারদের সংখ্যাও আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যৌথ-পরিবার প্রথা ছিল বৃত্তিহীনতার প্রতিরোধমূলক প্রথা।

(২) **সাময়িক বা 'ঋতুগত' বুদ্ধিহীনতা (Seasonal unemployment) :—**ভারতের কৃষকেরা কৃষিকার্যে সাধারণতঃ বৎসরে ৪।৫ মাস নিযুক্ত থাকে, অবশিষ্ট সময়ে তাহারা বেকার থাকে বলিয়া এই প্রকার 'ঋতুগত' বৃত্তিহীনতার উদ্ভব হইয়াছে—কুটির-শিল্পগুলির অবনতির ফলে তাহাদের এই সময়ে কোন কর্ম করিবার সুযোগ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে অর্ধ-বেকার অবস্থা (উপনিয়োগ—under-employment) ব্যাপকভাবে বর্তমান। মিসেস্ রবিন্সন (Mrs. Robinson) এই অর্ধ-বেকার অবস্থাকে "প্রচ্ছন্ন বৃত্তিহীনতা" (disguised unemployment) আখ্যা দিয়াছেন; শ্রমিকদের বৃত্তিগত বণ্টনের (occupational distribution) ভারসাম্য না থাকায় এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়—আবার, মূল-সরঞ্জাম (capital equipment) ও নিপুণ কর্মীর অভাবের দরুন এই ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) **অর্থ-ব্যবস্থার গাঠনিক পরিবর্তন-জনিত বৃত্তিহীনতা (Structural unemployment) :—**ভারত বর্তমানে এক অর্থনৈতিক পরিবৃত্তির (economic transition) মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে—'পুরাতন' ব্যবস্থার স্থলে 'নূতন' ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইতেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোও পরিবর্তিত হইতেছে; গ্রামগুলির 'স্বয়ং-সম্পূর্ণতা' (self-sufficiency) আর নাই এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে গঠিত বৃহদায়তন শিল্পগুলি কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির স্থান অধিকার করিতেছে।

শিল্প-বিজ্ঞানের পরিবৃত্তির দরুন গ্রামবাসীদের মধ্যে বৃত্তিহীনতা ও অর্ধ-বেকার অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ; এই প্রকার বৃত্তিহীনতাই ভারতের প্রধান সমস্যা।

(৪) বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতির দরুন বৃত্তিহীনতা (Cyclical unemployment) :—যুদ্ধোত্তরকালীন 'মন্দার' (despression) জন্য প্রভূত পরিমাণে বৃত্তিহীনতার উদ্ভব হইয়াছে। যুদ্ধের পর সামরিক ও বে-সামরিক (military and civil) বিভাগের বহু কর্মচারী কর্মচ্যুত হইয়াছে।

(৫) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-অবস্থা (Middle-class unemployment) :—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বেকার-সমস্যা অতিশয় তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। এই ভয়াবহ ব্যাপক বেকার-অবস্থার প্রধান কারণ হইল :—শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি (এ ব্যবস্থায় তত্ত্বীয় জ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপণ করা হয়) ; আপিসের চাকুরি ছাড়া অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনিচ্ছা ; এবং সর্বোপরি দেশের শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা।

বৃত্তিহীনতার কারণ (Causes of unemployment) :—বেকার-অবস্থার ও উপনিয়োগের (অর্ধ-বেকার অবস্থার—under-employment) সমস্যা ভারতের কি গ্রামে, কি শহরে, ব্যাপকভাবে বর্তমান ; ইহার কারণ ভারতের জন-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে ও তৎসঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং ভারতে শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার এত প্রসার হয় নাই, যাহাতে এই ক্রম-বর্ধমান বেকারদের কর্ম-সংস্থান সম্ভবপর হয়।

গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে, কোন বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ নাই বলিয়া লোকেরা জমির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে ; আবার যে সব মরসুমে কৃষির কাজ থাকে না, তখন সে সময়ে করিবার মত কোন কাজ পায় না বলিয়া তাহারা অলসভাবে দিন কাটায়। কুটির (cottage) ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অবলুপ্তির জন্য এই প্রকার বৃত্তিহীনতার উদ্ভব হইয়াছে। চাষের মরসুমী প্রকৃতিও (Seasonal character) এই বেকার ও অর্ধ-বেকার অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী।

পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) মতে বৃত্তিহীনতার প্রাবল্যের কারণ হইল, দ্রুত জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, গ্রামাঞ্চলের শিল্পগুলির অবলোপ, শিল্পোন্নতির অনগ্রসরতা, এবং দেশ বিভাগের দরুন বহুলোকের

স্থানচ্যুতি। আদমসুমারি (census) অনুযায়ীও দেখা যায় যে, গত ২০ বছরে বহুলোক গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিয়াছে। ১৯৫২ সালের প্রথমভাগে বাণিজ্যচক্রের প্রতিনিবৃত্তি (recession), কতক সরকারী বিভাগ উঠাইয়া দেওয়ার দরুন "কর্মী-ছাঁটাই" এবং কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের "সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কারের" নীতি (policy of rationalisation) অনুসরণও বৃত্তিহীনতার ব্যাপকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

মধ্যবিত্ত জনগণের বৃত্তিহীনতা (Middle-class unemployment):—কলিকাতার মত বড় বড় শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে বেকার-সমস্যা যে প্রবল আকারে দেখা গিয়াছে, তাহা সত্যই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিরাবস্থার (stability) পক্ষে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৪টি মধ্যবিত্ত পরিবার এই বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে পরিকল্পনা কমিশনের "পর্যালোচক গোষ্ঠীর" (Study Group) মতে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরও ১৪.৫ লক্ষ শিক্ষিত লোকেরা কর্মপ্রার্থী হইবে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ৫.৫ লক্ষ বলিয়া "পর্যালোচক গোষ্ঠী" বিবরণ দিয়াছেন।

শিক্ষণ-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই শিক্ষিতদের মধ্যে এত অধিক-সংখ্যক বেকার দেখা যায়। শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে বেশীর ভাগই যুবকেরা কেবল অফিসে চাকুরি করিবার জন্য উপযুক্ত হয়; সুতরাং শিক্ষিত লোকেরা অন্য কাজ করিতে চাহে না—ফলে কোন কোন কর্মের জন্য অত্যধিক সংখ্যক প্রার্থী দেখা যায়। শিক্ষিতদের মধ্যে আঞ্চলিক পক্ষপাতও (regional preferance) তাহাদের বেকার-অবস্থার জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

পরিকল্পনা, শ্রম ও কর্ম-সংস্থান বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলিয়াছেন, "দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ অতিশয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যদি এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় কারিগরী শিক্ষার উপযুক্ত সংমিশ্রণ না হয়, তবে শিক্ষিত শ্রেণীর বেকার-সমস্যা প্রবলতর হইবে। বিদেশী শাসকেরা আমাদের দেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের লোকদিগের মনে শুভ্রপোশাক-পরিহিত চাকুরিয়া হইবার প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছে।" শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে শ্রীনন্দ বলিয়াছেন, "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে আমাদের ৫½ লক্ষ প্রবেশিকা

পরীক্ষোত্তীর্ণ' মধ্য পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি এবং স্নাতক (graduates) ছিল, যাহারা আয়প্রদায়ক কর্মে নিযুক্ত নয় ; ইতিমধ্যে এরূপ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আরও ৫০,০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

বৃত্তিহীনতার প্রতিকার (Remedies) :—সকল অনুন্নত দেশের ন্যায় ভারতের জনসংখ্যা খুব বেশী, কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের—বিশেষতঃ মূল-সরঞ্জামগুলির (Capital equipments)—অভাবহেতু এই 'বাড়তি' জনসংখ্যার নিয়োগে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে ; তাই বেকার-সমস্যার প্রকৃতি হইল গাঠনিক, এই অনিয়োজিত জন-শক্তিকে (idle man-power) কাজে লাগাইবার পথে শিল্পসম্বন্ধীয় বাধা বর্তমান।

(ক) **গ্রামাঞ্চলের বেকার-সমস্যা**—কুটির ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির (Small-scale industries) ক্রমোন্নতির ও প্রসারণের ব্যবস্থা করিলে গ্রামাঞ্চলের বেকার ও অর্ধ-বেকার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করিতে পারা যায়। ভারতের মত দেশে যেখানে শ্রমিক-সংখ্যা অগণিত, সেখানে কুটির ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রসার হইলে বহু লোক নিযুক্ত হইতে পারে—ফলে পল্লীঅঞ্চলের বৃত্তিহীনতা ও অর্ধ-বেকার অবস্থার সমস্যা প্রভূত পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। যে সব শিল্পে শ্রম-নিয়োগ বর্ধিত হয় (labour intensive), সে সব শিল্পের উন্নয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জমির উপর আত্যন্তিক নির্ভরশীলতা দেশের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর। প্রসারণশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থই হইল বেকার-অবস্থা দূরীভূত করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

(খ) **মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার-সমস্যা :**—এই বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শিক্ষিতদিগকে তাহাদের আঞ্চলিক পক্ষপাত ও কায়িক শ্রম-বিমুখতা দূর করিতে প্ররোচিত করিতে হইবে। স্কুল কলেজে তত্ত্বীয় (theoretical) শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক (practical) শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিয়োগ-সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৃত্তিগুলি (Vocations) বাছিয়া লইতে যুবকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। উৎপাদন ও বণ্টনক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'সবল' করিতে "পর্যালোচক গোষ্ঠী" (Study Group) পরামর্শ দিয়াছেন—তাঁহারা বলিয়াছেন, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়-ব্যবস্থা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে করিতে হইবে। শিক্ষিতদের নিয়োগ-ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা

দেওয়ার উদ্দেশ্যে "পর্যালোচক গোষ্ঠী" শিল্পগুলিকে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) যন্ত্রচালিত নির্মাণ-শিল্প (Manufacturing industries), যেমন হাতে কাজ করিবার জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য 'ছোটখাট' যন্ত্রপাতি নির্মাণ, খেলার সরঞ্জাম ও আসবাব-পত্র নির্মাণ ইত্যাদি ; (২) নির্মাণ-শিল্পের "সাহায্যকারী"-শিল্প (Feeder industries), যেমন ঢালাই কাজের কারখানা (founderies), কর্মকারশালা (Forge shops), ছোট ছোট যন্ত্র ও "গেজ" (gauge—পরিমাপযন্ত্র) তৈয়ারির কারখানা, মোটরগাড়ীর কারখানা, 'গিল্‌টি' ও ঝালাই করার কারখানা ইত্যাদি ; (৩) মেরামতী শিল্প (Servicing industries), যেমন মোটরগাড়ী, সাইকেল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেরামতের কারখানা ; 'পর্যালোচক গোষ্ঠী' (Study Group) উক্ত শিল্পগুলির সংস্থাপনের সুপারিশ করিয়া সমবায় মাল-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। "পর্যালোচক গোষ্ঠী" "দিক্‌-স্থিতি পরিচায়ক শিবির" (Orientation camps) স্থাপনের কথা বলিয়াছেন, যাহাতে শিক্ষিতদের কায়িকশ্রম-বিমুখতা বিদূরিত করা যায় এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের (Self-confidence) এবং সুস্থ আশার মনোভাব জাগ্রত করা সম্ভবপর হয়। কর্ম-সংস্থানের জন্য শিক্ষিত যুবকদের বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়—ইহার প্রতিকারের জন্য "পর্যালোচক গোষ্ঠী" যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তাহা হইল :—(ক) সরকারী চাকুরির বর্তমান নিয়োগ-পদ্ধতির উন্নততর ব্যবস্থা, 'হোটেল'-স্থাপনের ব্যবস্থা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-নিয়োগ কার্যালয় (employment bureaux) স্থাপন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তনই হইল শিক্ষিতদের বেকার-সমস্যা দীর্ঘকালস্থায়ী সমাধানের একমাত্র উপায়।

পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন, শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার এরূপ সম্প্রসারণ আবশ্যক, যাহাতে ভবিষ্যতের আর্থ-ব্যবস্থার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে এবং এই সম্প্রসারণের ধাঁচ এমন হওয়া উচিত নয়, যাহার দরুন শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ; বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিতে শিক্ষিত ও শিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ সম্পর্কে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া বৃত্তিগত ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানের কার্যক্রমের মাধ্যমে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিয়োগ-কেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে উহাদিগকে তথ্যসকল সরবরাহ করিতে হইবে ; গ্রামাঞ্চলে সমবায় পদ্ধতির এবং ক্ষুদ্রায়তন ও 'মাঝারি' শিল্পগুলির উন্নতি-সাধন করিলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের আয়-প্রদায়ক ও উৎপাদন-ক্ষম কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকতর সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইবে। সুতরাং সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি 'পথ-প্রদর্শক'-পরিকল্পনা (*Pilot scheme*) গ্রহণ করিয়াছেন —এই পরিকল্পনা অনুসারে দিল্লীর অন্তর্গত পুসায় (Pusa), উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে, পশ্চিম বাংলার কলিকাতায় ও কেরালার অন্তর্গত কালামাছারিতে (Kalamassery) ৪-টি "কর্ম ও দিক-স্থিতি-পরিচায়ক" (work cum orientation) কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে, যাহার লক্ষ্য হইবে শিক্ষিত বেকারদের চাকুরি ব্যতীত অন্য প্রকার কর্মে নিয়োজিত হইতে সাহায্য করা এবং উহাদের মনে শ্রম-মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার ভাব জাগ্রত করা; প্রত্যেকটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের প্রথম দলের সংখ্যা হইবে ২৫০ এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হইবে ; কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ততা, এবং বৃত্তিগত উপদেশের ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবের দরুন যুবকেরা যে অসুবিধা ভোগ করে, তাহা দূর করিবার জন্য এই শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলি সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবে—শিক্ষার্থীদের 'ভাতা'ও দেওয়া হইবে। উক্ত ব্যবস্থায় সমস্যার কিছুই সমাধান হইবে না—প্রয়োজন হইল, সামগ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার, যাহার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার উপযুক্ত সংমিশ্রণ সম্ভবপর হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম-সংস্থানের আয়োজন (Employment aspects of the Second Plan) :—বেকার সমস্যার সমাধান যতদূর সম্ভব করা যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Second Five Year Plan) গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সব শিল্পে শ্রম-নিয়োগ উদ্দীপিত হয়, সে সব শিল্পের প্রতি এই পরিকল্পনায় অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন,—নিয়োগ উদ্দীপিত করিতে যে সব শিল্পের প্রসার প্রয়োজন, সে সব শিল্পের প্রসারে উহাদের **প্রকার** ও **আকার** যদি অন্তরায় হয়, তবে সে অন্তরায় যতদূর সম্ভব উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে প্রায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে—এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সময় গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-বেকার অবস্থারও প্রতিকার হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লক্ষ বৃদ্ধি পায়। উক্ত হিসাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনার কার্যকালে **নূতন** শ্রমিকের সংখ্যা হইবে ১ কোটি—ইহার সহিত পূর্বেকার বেকারের সংখ্যা ৫৩ লক্ষ (২৫ লক্ষ শহরাঞ্চলের ও ২৮ লক্ষ গ্রামাঞ্চলের) যোগ করিলে পরিকল্পনার কার্যকালের শেষাশেষি বেকার-সংখ্যা হইবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ, কিন্তু পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—উহার মধ্যে ৩৮০০ কোটি বিনিয়োগ খাতে ব্যয় হইবে; বে-সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ২৪০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুযায়ী (ক) নির্মাণ-কার্য, (খ) সেচ ও শক্তি, (গ) অন্যান্য পরিবহণ ও যোগাযোগ, (ঘ) রেলপথ, (ঙ) শিল্প ও খনিজ দ্রব্য, (চ) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, (ছ) বন-আবাদ (forestery) (জ) মৎস্য-চাষ, (ঝ) জাতীয় সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সেবা-ব্যবস্থা, (ঞ) শিক্ষা, (ট) স্বাস্থ্য, (ঠ) অন্যান্য সমাজ-সেবা ব্যবস্থা, (ড) ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭৯.০৩ লক্ষ (প্রায় ৮০ লক্ষ) লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে, এবং উহার মধ্যে কেবল নির্মাণ-কার্যে (Construction) ২২ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে। উক্ত হিসাবে **কৃষি ব্যতীত** অন্যান্য কর্ম-সংস্থানের কথা বলা হইয়াছে। **কৃষি সম্পর্কে** পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন, অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থানের হিসাব কৃষি-কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত আয়ের (চাকুরির **নয়**) ভিত্তিতে করিতে হইবে—এই প্রকার হিসাবে বলা যায় অতিরিক্ত 'একর' পরিমাণ জমিতে যে সেচ-ব্যবস্থা করা হইবে, উহার দরুন কতক লোকের পূর্ণকালীন নিয়োগ সম্ভবপর হইবে এবং কতক লোকের অর্ধ-বেকার অবস্থার উপশম হইবে। সেচ-কার্য ও অন্যান্য সহায়ক পরিকল্পনা—যেমন কায়িক শ্রমের সাহায্যে পতিত জমির উদ্ধার-সাধন, কেন্দ্রীয় 'ট্রাক্টার'-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা ইত্যাদি—এবং আবাদ, লঙ্কার চাষ ও উদ্যান-কর্ষণ (horticulture) ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনার দরুন গ্রামাঞ্চলে ১৬ লক্ষ নবাগত শ্রমিকদের (new entrants) কর্ম-সংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়াও গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির কার্যক্রমের পরিকল্পনার ফলে পূর্ণকালীন নিয়োগের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইবে।

"সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তন" ভারতের অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—উক্ত লক্ষ্য এবং বেকার ও অর্ধ-বেকার অবস্থার অস্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী ; সুতরাং, পরিকল্পনা কমিশন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করার উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। পরিকল্পনার কার্যকালে বেকার-অবস্থার অবসান করিতে হইলে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান করিতে হইবে (পাঁচ বৎসরে নবাগত শ্রমিকের সংখ্যা হইল ১ কোটি ও পূর্বেকার বেকার শ্রমিকের সংখ্যা হইল ৫৩ লক্ষ); ইহা ছাড়াও শিল্পের "সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কার" (rationalisation) সংক্রান্ত পরিকল্পনার ফলে যে বহুলোক কর্মচ্যুত হইবে, তাহাদের এবং "পর্যালোচক গোষ্ঠীর" (Study Group) হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২০ লক্ষ 'শিক্ষিত-বেকারের চাকুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় কার্যকালে 'শিক্ষিত-বেকারদের' চাকুরির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপ :—

(১) কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের পরিকল্পনায় প্রায় ১০ লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির চাকুরি হইবে ; (২) কর্মচারীদের অবসর-গ্রহণের (retirement) ফলে পাঁচ বৎসরে প্রায় ২৪ লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তি চাকুরি পাইবে ; এবং (৩) বে-সরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ২ লক্ষ "শিক্ষিত-বেকারের" চাকুরি জুটিবে। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষেও 'শিক্ষিত-বেকারদের' সংখ্যা বিশেষ কমিবে না।

উক্ত বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পরিকল্পনার কার্যকালে বৃত্তিহীনতার অবসান হইবে না—পূর্বের ন্যায়ই থাকিবে। অধিকন্তু, অর্ধ-বেকার অবস্থার সমস্যাও রহিয়াছে। পরিকল্পনা-কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, অধিগত সম্পদগুলির সমাহরণ করিয়া উহাদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের একযোগে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বেকার ও অর্ধ-বেকারের যে সমস্যা, উহার সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইবে না।

ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পায়নের (industrialisation) প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আমাদের সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরস্পর-সম্পর্কিত উন্নয়নের সংপূরিত (integrated) কার্যক্রম (programme) দ্বারাই বেকার-সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর হইবে। কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত

করিতে হইবে ; বিনিয়োগের (investment) প্রতিকৃতিও (ধাঁচ) এ সমস্যা সমাধানের একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনসংখ্যা বিপদ সীমায় যাহাতে না পৌছে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত নীতির অবলম্বন সহ শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনাই হইল, এই বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। প্রয়োজনীয় নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবার কার্যক্রমের উপাদান হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে :—

"শিল্পীয় প্রতিকৃতির (ধাঁচের) বৈচিত্র্য-সাধন (diversification); শিল্পগুলির অবস্থান সম্বন্ধে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ ; কুটির ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সাহায্যার্থে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ; উচ্চপর্যায়ে অর্থনৈতিক অবিরাম সক্রিয়তার ব্যবস্থা-অবলম্বন ; উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থার সুযোগের সৃষ্টি ; এবং শ্রমিকদের বৃত্তীয় (occupational) ও ভৌগোলিক (Geographical) সচলতার (mobility) উন্নতিবিধায়ক ব্যবস্থার প্রবর্তন।"

আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার (I. L. O.) একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ভারত সরকার অধুনা যে এক "কর্ম-নিয়োগ বাজারের" (employment market) সংবাদ সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, সরকারী ও বে-সরকারী, উভয় ক্ষেত্রেরই নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা :—

বর্তমান শ্রমিক-সংখ্যা ; কর্ম-নিয়োগ স্তরের পরিবর্তিত অবস্থা ; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রমিক-সংক্রান্ত চাহিদা ; বিভিন্ন পদের জন্য কর্মচারীর অভাব ; এবং বিভিন্ন বৃত্তি ও শিল্পে শ্রমিকদের নিযুক্তির বিন্যাস (disposition)। উক্ত সকল তথ্য সংগৃহীত হইলে জনশক্তি সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণের, শিক্ষণ-ব্যবস্থার কার্যক্রম প্রস্তুত করিবার এবং কর্ম-নিয়োগের উপর উন্নয়ন-পরিকল্পনার প্রভাব পর্যবেক্ষণের অনেক সুবিধা হইবে। ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি দিল্লী-রাজ্যে যে "পথ-প্রদর্শক" পরিকল্পনার (pilot scheme) কাজ শুরু করা হইয়াছিল, তাহা সফল হইয়াছে ; সুতরাং, সরকার অন্যান্য রাজ্যেও উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

———

পরিশিষ্ট

(Appendix)

(ক) **পরিশিষ্ট :**—এই পরিশিষ্টে কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইল, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘটনাবলীর প্রগতির সঙ্গে যতদূর সম্ভব পরিচিত হইতে পারে—কোন্ অধ্যায়ের বা কোন্ প্রশ্নের সহিত এই বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট, তাহাও বিষয়গুলির উপরিভাগে দেখান হইল :—

(১) **বিশেষ দ্রষ্টব্য :**—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—প্রথম খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠার প্রশ্নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত)।

Report of the Indian Delegation, which visited China on Co-operative Farming :—

১৯৫৬-৫৭ সালে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে যে ভারতীয় প্রতিনিধি-দল শ্রী আর. কে. পাতিলের (Sri R. K. Patil) নেতৃত্বে চীনদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরিকল্পনা কমিশনের নিকট তাঁহাদের বিবরণী দাখিল করিয়াছেন। এই বিবরণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে শতকরা ৯২টি চীনা পরিবার ১০ লক্ষ জমি-সংক্রান্ত সমবায় সমিতিতে (agrarian co-operatives) যোগদান করিয়াছে,—উহার মধ্যে শতকরা ৩০টি পরিবার প্রাথমিক সমবায়-সমিতির এবং শতকরা ৬২-টি পরিবার উন্নত-ধরনের সমবায় সমিতির সভ্য ; প্রাথমিক সমিতির সভ্যগণের জমির 'মালিকানা' বজায় থাকে এবং তাহারা 'মালিকানা' ও শ্রম উভয়েরই দরুন পারিতোষিক পায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সমিতির সভ্যগণ সমিতির নিকট তাহাদের জমির 'মালিকানা' অর্পণ করে এবং তাঁহারা কেবল শ্রমের জন্য মজুরি পায়। প্রতিনিধিদল যে ১৯-টি সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন, উহার মধ্যে ১৮-টিই মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে—চীন দেশ মুক্তি-লাভের পূর্বে প্রভূত পরিমাণে তুলা আমদানি করিত এবং সে দেশে খাদ্যশস্যের 'ঘাটতি' ছিল, কিন্তু এখন চীন-দেশ তুলা সম্পর্কে 'স্বয়ং-সম্পূর্ণ' হইয়াছে এবং খাদ্যশস্যও রপ্তানি করিতেছে। এই সব সমিতির অত্যধিক সাফল্য জনগণের

ঐকান্তিক চেষ্টা ও সরকারের সহযোগিতার কারণেই হইয়াছে। সমিতিগুলির 'নেতৃত্ব' (leadership) অতীব প্রশংসনীয় এবং এই নেতৃত্ব করিতেছে ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবকযুবতীরা—প্রত্যেক সমিতির হয় সভাপতি, নয় সহ-সভাপতি একজন স্ত্রীলোক। সমিতির নেতাগণ জনগণের মনে প্রেরণা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিয়া ('জোরজুলুম' করিয়া নয়) সাফল্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কৃষাণদের অধিকাংশই স্বেচ্ছায় সমিতির সভ্য হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে এমন ভাব নাই যে তাহারা অসহায় বা তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা হইয়াছে; পক্ষান্তরে সভ্যগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। এই সকল সমিতি কৃষি-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের জন্য গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক সমবায় সমিতির লক্ষ্য হইল, প্রতিবৎসর উহার সভ্যগণের আয় শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি করা; (২) জাপানে কোন জমি-সংক্রান্ত সমবায় সমিতি নাই, কিন্তু সে দেশের সেবামূলক সমবায় সমিতি (service co-operatives) অতি উন্নত ধরনের। শতকরা ৯৫-টিরও অধিক গোলাবাড়ীর মালিক (Farm households—কৃষক পরিবার) এইরূপ সমিতির সভ্য—এই সমিতিগুলি মোট কৃষি-ঋণের শতকরা ৩৯ ভাগ সরবরাহ করে এবং গোলাবাড়ীর মালিকদের মোট সঞ্চয়ের শতকরা ৬৫ ভাগের অধিকারী। উদ্বৃত্ত চাউলের শতকরা ৯৬ ভাগ এবং উদ্বৃত্ত গম ও যবের শতকরা ৮৫ ভাগ এই সকল সমিতির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

প্রতিনিধিদল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন অদূর ভবিষ্যতে জমির উপর অত্যধিক 'চাপ' (pressure) কমান সম্ভবপর নয়, তখন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক—ইহার ফলে মূলধনজাতীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইবে, উৎপাদন-কমিবে, সঞ্চয়গুলির সমাহরণ সহজ হইবে, মূলধন-গঠন সম্ভবপর হইবে, কৃষির ব্যয় উন্নতি-সাধন ও আত্যন্তিক (intensive) চাষ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাইবে, উৎপাদন বর্ধিত হইবে, কর্ম-সংস্থানের নূতন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইবে, এবং জীবনধারণের মান উন্নীত হইবে। প্রতিনিধিদলের মতে জমি-সংক্রান্ত সমবায় সমিতিগুলি কেবল সমতা (equality) ও শোষণহীনতার (non-exploitation) 'আবহাওয়ায়' শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং ইহার জন্য ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন প্রয়োজন। প্রতিনিধিদল প্রস্তাব করিয়াছেন, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার যে নীতির ভিত্তিতে করিতে হইবে, তাহা হইল, জমির

চাষ কোন 'ভাড়াটে' শ্রমিক দ্বারা করা যাইবে না এবং যাহারা নিজেই চাষ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেই কেবল জমি দেওয়া হইবে—এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক পরিবার তত পরিমাণ জমি পাইবে, যত পরিমাণ জমিতে পরিবারটি শুধু পারিবারিক শ্রমের সাহায্যে চাষ করিতে সক্ষম এবং অবশিষ্ট পরিমাণ জমি একটি সমাহৃত জমির 'ভাণ্ডারে' (pool) লইয়া জমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের এবং যে সকল কৃষক তাহাদের জমি উক্ত জমির 'ভাণ্ডারে' প্রদান করিতে সম্মত, তাহাদের দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা হইবে।

প্রতিনিধিদল আগামী ৪ বৎসরেরর জন্য নিম্নলিখিত কার্য-ক্রমের সুপারিশ করিয়াছেন :—(১) সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-ব্যবস্থার সমিতি গঠনের একটি সুব্যবস্থিত প্রতিপাদনক্ষম কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার লক্ষ্য হইবে আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে প্রতি ৫০-টি গ্রামের জন্য অন্ততঃ একটি সমিতি থাকে—ইহার ফলে মোটামুটি প্রায় ১০,০০০ সমিতি গঠন করিতে হইবে ; এই সমিতির যে কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সমিতি ছাড়িয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু চাষের মরসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। (২) যদি সরকারের কোন বৃহদাকার কর্ষণযোগ্য জমি থাকে এবং সেই জমির মালিকানা কোন বিশেষ কৃষকের না হয়, তবে সে জমি সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করিবার জন্য জমি-হীন কৃষক-শ্রমিকদের (landless agricultural workers) সমবায় সমিতিকে 'পত্তন' দিতে হইবে ; জমির দরিদ্র মালিক ও 'রাইওতেরা (tenants) তাহাদের জমি সমিতিকে অর্পণ করিতে চাহিলে তাহাদিগকে সমিতির সভ্য করিতে হইবে। (৩) সমবায় পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থার সমিতিগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অংশ-গ্রহণের (State partnership) নীতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং বৃহদাকার ঋণ-দান সমিতি, বিপণন সমিতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্যাগার পর্ষৎ (National Co-operative Development and Ware-housing Board) যে সব সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে, সে সব সুযোগ-সুবিধা এই সমিতিগুলির ক্ষেত্রেও দিতে হইবে ; চীনদেশে জমি-সংক্রান্ত সমবায় সমিতি ও জাপানে সেবামূলক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে উক্ত দেশের রাজ্য-সরকার-সমূহ যে ক্রয়ের ও নিশ্চিত মূল্যের (guaranteed price) নীতি অনুসরণ করেন, ভারতেও সেই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে—যতদিন পর্যন্ত এই প্রকার নীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর না হয়, ততদিন পর্যন্ত সরকার সমবায়

পদ্ধতিতে চাষ-ব্যবস্থার সমিতিগুলির উৎপাদিত পণ্য নিম্নতম মূল্যে ক্রয় করিবেন এবং এই নিম্নতম মূল্য পূর্বেই উহাদিগকে জানাইতে হইবে। (৪) গ্রামাঞ্চলে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-ব্যবস্থার উপকারিতার বিষয় প্রচার করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে আগামী ৪ বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ যুবকের সংগঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বৎসর উহাদের শিক্ষণের পুনরাবৃত্তির (Refresher Course) ব্যবস্থা করিতে হইবে, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যবস্থার (National Extension Service) গ্রাম-সেবক ও অন্যান্য কর্মিদের সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষণ-প্রথার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) **বিশেষ দ্রষ্টব্য**ঃ—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা”—প্রথম খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠা দেখিতে হইবে)।

রাজ্য-সরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী (Working of the State Financial Corporation).ঃ—বর্তমানে ১১-টি রাজ্যে রাজ্য-সরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে—ইহাদের মূলধনের মোট পরিমাণ হইল ১২ কোটি টাকা এবং ইহাদের ঋণ-পত্র (debentures) ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত মূলধনের পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৫৭ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ১১˙৫০ কোটি টাকা **ঋণ মঞ্জুর** করিয়াছে এবং উহাদের **প্রদত্ত ঋণের** মোট পরিমাণ হইল, ৬˙৯৬ কোটি টাকা। এই ১১-টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মোট ৬˙৬৮ কোটি টাকা অপরিশোধিত রহিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ চিত্রাকর্ষক না হইলেও উহাদের স্বল্প কালের পরিপ্রেক্ষিতে উহা সন্তোষজনক হইয়াছে বলা চলে—অনেক প্রতিষ্ঠানই উহাদের সম্পদ ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী ঋণ-দান প্রতিষ্ঠানগুলির (Covernmental Credit Agencies) প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া কার্ভে কমিটি (Karve Committee) সুপারিশ করিয়াছেন যে, সমস্ত সরকারী সাঁহায্যই এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বিতীয় অধিবেশনে উহাদের প্রতিনিধিগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সরকারী ঋণ-দান বর্তমান ঋণ-দান প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণ-দানের পরিপূরক হওয়া উচিত এবং ঋণের দরখাস্ত, ঋণ-দান ও ঋণ আদায়ের ব্যাপারে

রাজ্য-সরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। উক্ত প্রতিনিধিদল আরও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের (State Bank) শাখা-দপ্তরগুলিকে, এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের প্রাপ্ত ঋণের আবেদন-পত্রগুলি প্রেরণ করিবার, প্রদত্ত ঋণের বিবরণী 'দাখিল' করিবার ও ঋণ-প্রদানের ও ঋণ-আদায়ের ব্যাপারে রাজ্যসরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সম্পর্কিত করিতে হইবে—এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য-ক্ষেত্রের পরিধি সম্প্রসারিত হইবে, বিভিন্ন ঋণ-দান প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোজনের (Co-ordination) দরুন কার্যাবলীর পরস্পর-মিশ্রণের (over-lapping—পরস্পর জড়িত) ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ-দান ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা দেশের পক্ষে অধিকতর হিতকর হইবে। কিন্তু, যতকাল রাজ্যসরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা-দপ্তর খোলা না হইবে এবং উহাদের প্রয়োজনানুযায়ী কর্মচারীর সংখ্যা না থাকিবে, ততকাল উক্ত প্রকার সহযোজন দুষ্কর হইবে, কারণ শাখা-দপ্তর ও অধিকসংখ্যক কর্মচারী ব্যতীত রাজ্যসরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বিক্ষিপ্তাকারে-অবস্থিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত 'সরাসরি' সংস্পর্শে আসা, ঋণের আবেদন-পত্রগুলির বিচার-বিবেচনা করা, এবং কার্যকরীভাবে ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত করা সম্ভবপর হইবে না।

(৩) (**বিশেষ দ্রষ্টব্য**:—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা" প্রথম খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট)।

পশ্চিম বাংলার 'শিল্পীয় সম্পত্তি' বা তালুক (Industrial Estate in West Bengal):—পশ্চিম বাংলা সরকার পশ্চিম বাংলায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ ৬টি 'শিল্পীয়-সম্পত্তি' (Industrial Estates) শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করিতে আয়োজন করিয়াছেন এবং এই সব সম্পত্তিতে বাসোপযোগী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার—যেমন রাস্তা-তৈয়ারি, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ নালী-নির্মাণ (Sewerage), জল-সরবরাহ ইত্যাদি—এবং গুদাম তৈয়ারি করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

উক্ত ৬-টি 'শিল্পীয় সম্পত্তি' কল্যাণীতে, বিল্‌টিকরীতে (হাওড়া) হাবরায়, (Habra), বারুইপুরে, শক্তিগড়ে এবং শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কল্যাণী, বিল্‌টিকরী, হাবরা ও শিলিগুড়িতে উক্ত সম্পত্তি হইবে প্রত্যেকটি

৭০০ 'একর' পরিমাণ জমি—বারুইপুর ও শক্তিগড়ের সম্পত্তি হইবে ক্ষুদ্রাকার।

দুর্গাপুরকে (Durgapur) উক্ত 'শিল্পীয় সম্পত্তির' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, কারণ দুর্গাপুরে বহু বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া উহা খড়্গপুর, আসানসোল ও বার্ণপুরের ন্যায় পূর্ণ শিল্প-শহর হিসাবে গড়িয়া উঠিবে।

যে সব শিল্পের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার বেশী নয়, যে সব 'শক্তি'-চালিত শিল্পে ৫০ জন কর্মী নিযুক্ত হইবে, এবং যে সব শিল্পে 'শক্তি' ব্যবহৃত হয় না ও ১০০ জন কর্মী থাকিবে, শুধু সে সব শিল্পকে এই সকল 'শিল্পীয় সম্পত্তিতে" প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে—এই সকল সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের 'সহায়ক অনুদানের' (grants-in-aid) সাহায্যে সৃষ্টি করা হইবে।

উত্তর বাংলার শিলিগুড়ি 'শিল্পীয় সম্পত্তিতে' চা-বাগিচার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কিনা, উহার উদ্দেশ্যে রাজ্য-সরকার ভারতীয় চা-সমিতি ও "চা-কর" (Planters) সমিতির সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

বিল্‌টিকরীতে 'শিল্পীয় সম্পত্তি' স্থাপনের নির্মাণ-কার্য অক্টোবর মাসে আরম্ভ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে—কল্যাণী ও বারুইপুরের কাজ উহার পূর্বেই আরম্ভ করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

(৩) (**বিশেষ দ্রষ্টব্য**ঃ—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—প্রথম খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠার প্রশ্ন দেখিতে হইবে)।

শিল্পীয় মূলধন প্রতিষ্ঠান (**The Industrial Finance Corporation**)ঃ—যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম কিনিবার জন্য পুরাতন ও নূতন উভয় প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ সরবরাহ করা শিল্পীয় মূলধন প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিল্পীয় মূলধন প্রতিষ্ঠান আইনের (Industrial Finance Corporation Act) একটি সংশোধনী 'বিল' (আইনের খসড়া—bill) পার্লামেণ্টের জুলাই মাসের (১৯৫৭ সাল) অধিবেশনে উত্থাপিত করা হইবে—যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান "বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থার" (*deferred payment system*) ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইবে, সে সব প্রতিষ্ঠানের মূল্য-প্রাপ্তি সম্পর্কে এই শিল্পীয় মূলধন প্রতিষ্ঠান জামিন হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রূপায়ণের জন্য ভারত সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশের বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত **ধারে** (on credit) যন্ত্রপাতি ও মূলধন-সরঞ্জাম আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন—ইহার কারণ হইল, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের সংকটাপন্ন অবস্থা। যাহাতে উক্ত প্রকারে আমদানি-কৃত পণ্যগুলির মূল্য ৭ বৎসরে পরিশোধ করা যায়, তাহার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান ৪ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করার ভিত্তিতে উক্ত প্রকার দ্রব্যগুলি সরবরাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এই 'বিলটি' (Bill—আইনের খসড়া) আইনে পরিণত হইলে শিল্পীয় মূলধন প্রতিষ্ঠান জামিন হইয়া বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির উক্ত পণ্যগুলির **ধারে** সরবরাহ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

(৫) **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা" প্রথম খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠার প্রশ্ন দেখিতে হইবে)।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী (Working of the National Industrial Development Corporation) :—কতক বিদেশী কারিগর-দলের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ভারী দ্রব্যের ঢালাই কারখানা (Heavy foundries), (খ) কর্মকারশালা (forge units), (গ) 'বাগাসী' (*Bagassi*) হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, রঞ্জন দ্রব্যের মাধ্যমিক কৃত্রিম দ্রব্যাদি, 'রবার', সঙ্কর ধাতু (alloy) ও ইস্পাতের 'সাধনি' (টুল—tools) প্রভৃতি নির্মাণ শিল্পের এবং 'এলুমিনিয়াম' উৎপাদনের নূতন কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনার কাজ শেষ করিয়াছে এবং সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলির কার্য শুরু করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির কার্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটির আলাপ-আলোচনা এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে।

পাটশিল্পে এই প্রতিষ্ঠানটির ঋণ-দান সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(ক) দুইটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে; (খ) আরও ১৪টি প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহণ সম্পর্কে আবেদন-পত্র বিবেচনাধীন রহিয়াছে; (গ) অধুনা আরও ৬-টি প্রতিষ্ঠানকে ১·৯৫ কোটি টাকা-প্রদান

অনুমোদিত হইয়াছে ; (ঘ) আরও ৩০-টি প্রতিষ্ঠানটির ঋণের আবেদনপত্র সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে' (ঙ) ঋণ ১৫-টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে এবং সুদের হার হইল শতকরা ৪½ টাকা।

ভারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারির প্রয়োজনে 'ভারী ঢালাই ও পেটাই করা অংশ' প্রস্তুত করার পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিষ্ঠানটি চারিটি বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে পাইয়াছে—১-টি যুক্ত রাজ্যের, ১-টি জেকোশ্লোভাকিয়ার, এবং ২-টি পশ্চিম জার্মানীর। শিল্পের প্রয়োজনে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার জন্য যে বিশেষ "সঙ্কর-ধাতুর" (special alloy) ও "লৌহমলশূন্য ইস্পাতের" (stainless steel) আবশ্যক হয়, তাহা উৎপাদন করিবার একটি পরিকল্পনার প্রাথমিক বিবরণী জেকোশ্লোভাকিয়া ; ফ্রান্স, ইতালি ও যুক্তরাজ্য হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি পাইয়াছে এবং উহার রূপায়ণের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। উত্তর প্রদেশের বেরেলীতে (Bareilly) একটি ১০,০০০ টনের 'এলুমিনিয়াম' ও একটি ২০,০০০ টনের কৃত্রিম রবার (synthetic rubber) প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের জন্যও এই প্রতিষ্ঠানটি আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছে। ইহা ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানটি আরও চারিটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কথাবার্তা চালাইয়াছে—এই চারিটি পরিকল্পনা হইল, (১) চলচ্চিত্রের পাত (film), রঞ্জনরশ্মির পাত (X'-ray films) ও 'ফটোগ্রাফ্' তুলিবার কাগজ নির্মাণ ; (২) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের শেখরনগরে 'বাগাসী' (*Bagassi*) হইতে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুতের ৩০,০০০ টন উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ; (৩) ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি কর্তন-যন্ত্র এবং খনি সংক্রান্ত যন্ত্র প্রস্তুতের জন্য 'টাংষ্টেন্ কার্বাইড্' (Tungstan carbide) উৎপাদন ; এবং (৪) ঔষধপত্রাদি, রঞ্জক-দ্রব্য (dyestuffs) ও 'প্লাস্টিক্' (Plastic) জাতীয় জৈব রাসায়নিক (organic chemical) শিল্পের প্রয়োজনীয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ মাধ্যমিক দ্রব্যাদি (intermediates) নির্মাণ।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান শিল্পগুলির পুনর্বাসন ও আধুনিকী-করণ অপেক্ষা নূতন শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় হইয়াছে।

(৬) **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—প্রথম খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠার প্রশ্নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত)।

মূলধন পুনঃ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Re-finance Corporation) :— মূলধন পুনঃসরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কে (budget) এই প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ কোটি টাকা ঋণ-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত সরকার ও আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র সরকারের মধ্যে কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে যে চুক্তি (Agricultural Commodities Agreement) হইয়াছিল, তাহাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রায় ২৬ কোটি টাকা পুনঃ ঋণ-দানের (re-lending) জন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল ; পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, উক্ত পরিমাণ টাকার তহবিল মূলধন পুনঃসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যয়িত হইবে এবং ব্যাঙ্ক-সমূহ যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণ-দান করিবে, সে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে এই প্রতিষ্ঠানটি ঋণ পুনঃ সরবরাহ করিবে।

১৯৫৬ সালের কম্পানি আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানটি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (Joint-stock Company) হিসাবে স্থাপিত হইবে এবং ইহার সাধারণ 'শেয়ারের' মূলধন হইবে ১২·৫ কোটি টাকা—এই মূলধন ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক, ভারতের রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক (State Bank), ভারতীয় জীবন-বীমা 'কর্পোরেশন', এবং প্রায় ১৪-টি বৃহৎ তপশিলী ব্যাঙ্ক কর্তৃক 'প্রতিশ্রুত' (subscribed) হইবে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ভারত সরকার হইতে উক্ত সংরক্ষিত তহবিল (প্রায় ২৬ কোটি টাকা) হইতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা ঋণ লইতে হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

(৭) (**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ের অতিরিক্ত বিষয়)।

শিল্পের সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কার (Rationalisation of Industries) :—শিল্পের সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কার সাধন ব্যাপারে শ্রমিকদের উপদেশ প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্ম-সংস্থানের মন্ত্রক (Union Ministry of Labour and Employment) একটি আদর্শ চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন ; এই চুক্তির খসড়ায় (draft agreement) যে সব ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) পারস্পরিক সহযোগিতা :—শিল্পের সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কারের ব্যাপারে পরিচালকগণ ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-

আলোচনা ও সহযোগিতার সুযোগ-সুবিধার জন্য খসড়ায় বলা হইয়াছে যে, শিল্পের উক্তপ্রকার সংস্কার-সাধনে যদি নিয়োজিত শ্রমিকদের মোট সংখ্যার হ্রাস হয়, তবে সংস্কার-সাধনের পূর্বে পরিচালকগণ সংস্কার-সাধনের ৩ সপ্তাহ হইতে ৩ মাস পূর্বে শ্রমিক-সংঘকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন—শিল্পের কি প্রকার পরিবর্তন সাধন করা হইবে; কোন তারিখ হইতে করা হইবে, কাজের কি পরিবর্তন করা হইবে ও উহাতে কি মজুরি দেওয়া হইবে, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ এই বিজ্ঞপ্তিতে থাকিবে। পরিচালকদের ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ উহার পর উক্ত প্রস্তাবের আলোচনার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হইবেন; আলাপ-আলোচনার পর ৭ দিনের মধ্যে শ্রমিক-সংঘ মালিকদিগকে উহার মতামত জানাইবে—যদি মালিক ও শ্রমিক-সংঘ, উভয়ই একমত হন, তবে মালিকগণ স্বীকৃত তারিখ হইতে শিল্পের উক্ত প্রকার সংস্কার সাধন করিতে পারিবেন।

(খ) **বিকল্প কর্ম-সংস্থান** ঃ—শিল্পের উক্তপ্রকার প্রয়োগ-কৌশলের পরিবর্তনের (technological change) জন্য কতক সংখ্যক শ্রমিক "বাড়তি" হওয়া সম্ভব—এমতাবস্থায় সম্ভবপর হইলে শিল্পের কলকজার সম্প্রসারিত করিয়া, অথবা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া উক্ত "বাড়তি" শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থান করিতে হইবে; যদি একই মালিকের অধীনে অথবা একই শিল্পে অন্য প্রকার কাজ খালি থাকে, যাহার বেতন "বাড়তি" শ্রমিকদের বেতনের অনুরূপ, তবে বিকল্প কাজে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে কোন শ্রমিককে 'ছাঁটাই' করা চলিবে না। মালিকেরাও এই প্রকার 'বাড়তি'-শ্রমিকদিগকে বিকল্প কাজের উপযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবেন।

(গ) **ক্ষতিপূরণ** ঃ—'ছাঁটাই' করিতে হইলে পরিচালকগণ শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিবে যে, যে সব শ্রমিক ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইন (Industrial Disputes Act) অনুসারে ক্ষতিপূরণ লইয়া স্বেচ্ছায় কর্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন পরিচালকগণকে জানায়। উক্ত আইনে যে সব শ্রমিককে "আশ্রিত শ্রমিক" (sheltered workmen) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সে সব শ্রমিকের বেলায় কর্মনিয়োগ কালের পূর্বানুবর্তিতা উপেক্ষা করিতে হইবে—উহাদিগকে 'ছাঁটাই' করা চলিবে না, অবশ্য যদি তাহাদের "চলন-সই" জ্ঞান, দক্ষতা, ও শারীরিক যোগ্যতা থাকে এবং যদি তাহারা তাহাদের কাজের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। নূতন

শ্রমিক নিয়োগ করিবার পূর্বে মালিকদিগকে 'ছাঁটাই'-শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে।

(ঘ) **সালিশী** :—যদি চুক্তির অন্তর্গত কোন ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তবে বিষয়টি সালিশীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে—এই উদ্দেশ্যে দুই পক্ষের গ্রহণযোগ্য সালিশদের (arbitrators) এক নামসূচী (panel) মালিকদিগকে রাখিতে হইবে।

(৮) (**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত)।

সরকারের নূতন আমদানি-নীতির বৈশিষ্ট্য (Features of the Government of India's *new* Import policy) :—দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম আমদানি করিতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন—ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে ; ভারতের 'স্টার্লিং'-সম্পদ বর্তমান বৎসরের প্রথমে ছিল, ৫৩০ কোটি টাকা, এখন ৪৬৭ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং, সরকার ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের ক্রম-হ্রাস রোধ করিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন **আমদানি-নীতি** ঘোষণা করেন। এই নীতি ১৯৫৭ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নরূপ :—

(ক) চিরপরিচিত আমদানিকারকগণকে সরকার আগামী ৩ মাসের জন্য আমদানির কোন অনুজ্ঞা-পত্র (license) প্রদান করিবেন না ; কারণ এই ৩ মাসে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ধাতু, কাঁচা মাল এবং অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি অত্যন্ত বেশী হইবে—উক্ত দ্রব্যগুলির প্রভূত পরিমাণে আমদানির যে সব অনুজ্ঞা-পত্র দেওয়া হইয়াছিল, সে সব অনুজ্ঞাপত্রের অন্তর্ভুক্ত আমদানিকৃত দ্রব্যগুলি আসিয়া পৌঁছে নাই। (খ) জুন মাসের ৩০ তারিখে যে অবাধ সাধারণ অনুজ্ঞা-পত্রের (open general license) মিয়াদ শেষ হইবে, উহার পর সরকার আর কোনও উক্ত প্রকার অনুজ্ঞা-পত্র প্রদান করিবেন না ; কিন্তু পাকিস্তান হইতে কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী, মাছ, তাজা তরকারী ও ডিম আমদানি করিবার অনুজ্ঞা-পত্র আরও তিন মাসের জন্য দেওয়া হইবে। যাহাদিগকে আমদানির অনুজ্ঞা-পত্র পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে, তাহারা অনুজ্ঞা-পত্রানুযায়ী মাল আমদানি না করিয়া থাকিলে ৬ মাসের জন্য অনুজ্ঞা-

পত্রের মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য আবেদন-পত্র দাখিল করিতে পারিবে, অথবা অপেক্ষাকৃত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানির জন্য উক্ত প্রকার অনুজ্ঞা-পত্রগুলির পরিবর্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে পারিবে। যন্ত্রপাতির আমদানিকারকেরা যন্ত্রপাতিগুলির অতিরিক্ত অংশের (spare parts) জন্য অনুজ্ঞা-পত্রের আবেদন-পত্র দাখিল করিতে পারিবে। (গ) শিল্পের জন্য কাঁচামালের 'ঘাট্‌তি' প্রতিরোধ করিবার এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির আমদানি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে অনুজ্ঞা-পত্রপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা যেন তদন্ত করার পর দস্তা, সীসা, টিন, তামা, নিকেল, এলুমিনিয়ম, গন্ধক, 'কাঁচা' পশম, এস্‌বেস্টস্‌ বই প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্যের আমদানির জন্য **"বিশেষ"** (*adhoc*) অথবা **'প্রকৃত ব্যবহারক'** (*actual user*) শ্রেণীর অনুজ্ঞা-পত্রের আবেদন মঞ্জুর করেন ; কিন্তু যে সব দ্রব্য দেশে পাওয়া যায়, সে সব দ্রব্যের **অথবা** যে সব দ্রব্যের আমদানির উদ্দেশ্য হইল উন্নততর শ্রেণীর দ্রব্য দেশে আনা, সে সব দ্রব্যের আমদানির জন্য অনুজ্ঞা-পত্র প্রদান করা হইবে না। প্রকৃত ব্যবহারকগণ যাহাতে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির ব্যবহারে সংকোচক নীতি অবলম্বন করে, তাহার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (ঘ) যথোপযুক্ত 'বিলম্বিত পরিশোধ-শর্তে' ((*deferred payment terms*) মূলপণ্যগুলির আমদানির অনুজ্ঞা-পত্র প্রদান করা হইবে। যে সব পরিকল্পনায় আমদানি হ্রাস করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়-সংক্ষেপের **অথবা** রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সে সর পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করিতে দেওয়া হইবে—রপ্তানি-দ্রব্য-উৎপাদক শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির আমদানির অনুজ্ঞা-পত্র প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারকদিগকে বলা হইয়াছে, তাঁহারা যেন অনুজ্ঞা-পত্র-প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের নাম নিবন্ধভুক্ত করেন, যাহাতে উক্ত কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী ও সময়ানুযায়ী তাঁহাদিগকে আমদানির অনুজ্ঞা-পত্র প্রদান করিতে সক্ষম হন। (ঙ) সরকার শিল্পপতিগণ ও বণিকসম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন উৎপাদন-কার্য চালাইয়া যান, বৈদেশিক মুদ্রাসম্পদ জনিত ব্যয় হ্রাস করেন এবং অধিকৃত সম্পদগুলি ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বণ্টন করেন।

সরকারের নূতন আমদানি নীতির মূল্যানুমান (Evaluation) ঃ— সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ দ্রুত কমিয়া যাইতে থাকার দরুন সরকারের আমদানি-নীতির পরিবর্তন বহুদিন হইতেই আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কিন্তু খুব কম লোকেই ভাবিয়াছিল যে, উহার পরিবর্তন এত সত্বর ও এত ব্যাপক হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, এতকাল সরকার বহু অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অপচয় হইতে দিতেছিলেন— আমদানির এত দ্রুত ও ব্যাপক সংকোচন ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব নিশ্চয়ই বিস্তার করিবে। ক্ষুরের পাত (razor blades), ঔষধপত্রাদি, প্রসাধন-দ্রব্য প্রভৃতির অবাধ সাধারণ অনুজ্ঞা'পত্র 'বাতিল' করিয়া দেওয়ার ফলে মজুতদারেরা (hoarders) উক্ত দ্রব্যের মজুতের পরিমাণ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই দ্রব্যগুলির মূল্য বর্ধিত করিবে—ব্যবহারকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সরকার অবশ্য পরে "শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন-অনুসারে (Industries Development and Regulation Act) দুইটি আদেশ জারি করিয়াছেন, যাহাতে যে সব অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানি প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সব দ্রব্যের মজুতকরণ ও 'চোরা কারবার' (hoarding and black-marketing) বন্ধ হয় ; কিন্তু ব্যবহারকগণের এ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে, সরকার এই সব আদেশের মান্যকরণ বিষয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন না—ফলে মজুতদারগণ ও 'কালা-বাজারের' ব্যবসায়িগণ অনায়াসে মুক্তি পায়। সুতরাং, যদি কঠোর ও সতর্ক দৃষ্টির ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবেই।

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলপ্রসূ রূপায়ণের জন্য বৈদেশিক সম্পদ রক্ষা করা অনিবার্য এবং তজ্জন্য আমদানির এরূপ কঠোর ও ব্যাপক সংকোচন-নীতি সরকারকে বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহাতে শিল্পায়নের কার্যক্রম ব্যাহত না হয় ও যাহাতে শিল্পোৎপাদন যতদূর সম্ভব উচ্চতম স্তরে রাখা যায়, তজ্জন্য অত্যাবশ্যক কাঁচা মাল ও মূল-পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে। নূতন আমদানি নীতির ফলে দেশীয় উৎপাদকগণ সবিশেষ উৎসাহিত হইবে (যাহা একান্ত প্রয়োজন), কারণ "আশ্রিত বাজারের" (sheltered market) পূর্ণ সুযোগ লইয়া তাহারা তাঁহাদের

উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বাজারে প্রচুর ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করিবে; কিন্তু দেশের প্রয়োজন মিটাইতে তাহাদিগকে যে প্রভূত পরিমাণে তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহাতে অনেক সময় লাগিবে—সুতরাং, যতদিন পর্যন্ত দেশীয় উৎপাদকগণ দেশের প্রয়োজনানুযায়ী তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন পর্যন্ত যে সব অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানি হ্রাস করা হইয়াছে, সে সব দ্রব্যের জন্য ব্যবহারকদিগকে উচ্চ মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

(৯) **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত)।

সরকারী ব্যয় (**Public Expenditure**) :—সরকারী ব্যয়ের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অধুনা সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে—১৮৯৯-১৯০০ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৮·০ কোটি টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে হইয়াছে ৬৬৮·০৯ কোটি টাকা। এই ব্যয়-বৃদ্ধির কারণগুলি নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) **দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থার খাতে ব্যয়** (**Defence expenditure**) :—দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থায় কেন্দ্রসরকারের রাজস্বের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ব্যয়িত হয় এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় (Security Services) রাজ্য সরকারের রাজস্বের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগেরও অধিক ব্যয় হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালের আয়ব্যয়কের হিসাবে ২০২·৯৫ কোটি টাকা দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থার খাতে ব্যয় হইয়াছে—১৯৫৭-৫৮ সালে আয়-ব্যয়কে উক্ত খাতে ২৫২·৭১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তানে যুদ্ধের 'হিড়িকের' (বিশেষতঃ কাশ্মীরের প্রশ্ন লইয়া) জন্য দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থার খাতে ব্যয় কমান যায় না।

(খ) **বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার খাতে ব্যয়** (**Expenditure for Civil Services**) :—উক্ত খাতে ব্যয় ২৪·৮ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৩৫·৯১ কোটি হইয়াছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সমস্ত সরকারী বিভাগ খোলা হইয়াছিল, উহারা এখনও রহিয়াছে, মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, বিভিন্ন দেশে দূতাবাস (embassies) খোলা হইয়াছে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনবরত প্রতিনিধি পাঠাইতে হইতেছে

এবং 'মহাকরণ' (Secretariat) সতত সম্প্রসারণশীল হইতেছে—এই সব কারণেই বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার খাতে ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(গ) **উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন খাতে ব্যয়** (**Expenditure for Rehabilitation of Refugees**) ঃ—পাকিস্তান হইতে অনবরত যে সব উদ্বাস্তু ভারতে আসিতেছে, তাহাদের সাহায্যদান ও পুনর্বাসন-ব্যবস্থার জন্য সরকারের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ) **ঋণ-পরিশোধ ব্যবস্থার (Debt Services) খাতে ব্যয়** ঃ—জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার যে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, উহার সুদ ও আসল পরিশোধের জন্য রাজস্ব হইতে যথেষ্ট ব্যয় করা হয়—১৯৫৭-৫৮ সালে উক্ত খাতে ব্যয় ৩৫ কোটি টাকা হইবে।

(ঙ) **দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার খাতে ব্যয়** (**Expenditure for Planning and Development of the country**) ঃ—(১) ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে, সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে,—সুতরাং, সরকারী ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) সরকার 'সমা তান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের' নীতি গ্রহণ করিয়াছেন—এজন্যও দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্য এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজসেবামূলক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। (৩) খাদ্য-সাহায্যের জন্যও সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। (৪) প্রাদেশিক সরকারসমূহকে উঁহাদের উন্নয়ন ও অন্যান্য পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করিতে হয়।

জাতিগঠনমূলক সক্রিয়তার ও সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য ১৯৫৬-৫৭সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২৭.১০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল—১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কে উক্ত খাতে ১৭৬.৯০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(চ) **রাজ্যসরকারের ব্যয়** (**Expenditure of the State Governments**) ঃ—রাজ্য-সরকারকে আইন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়; নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য রাজ্যসরকারের রাজস্বে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ব্যয় হয়। রাজ্যসরকারকে জাতি-গঠনমূলক ব্যবস্থার জন্য এবং জনগণের প্রয়োজন মিটাইতে ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে 'ক'-

রাজ্যসমূহের (Part 'A' States) রাজস্বের মোট আয় ছিল ৪২৬.০৮ কোটি টাকা এবং উহাদের মোট ব্যয় হইয়াছিল ৪৮৮.৯৩ কোটি টাকা।

সমালোচনা (**Critical Review**) ঃ—উপরের বিশ্লেষণে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থার খাতে ও রাজ্যসরকারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার খাতে রাজস্বের **যথাক্রমে** শতকরা ৫০ ও ৩০ ভাগ ব্যয় হয়। পাকিস্তানের মনোভাবের জন্যই দেশেরক্ষামূলক ব্যবস্থার খাতে এত ব্যয় করিতে হইতেছে, কিন্তু এই ব্যয়ের অর্থ হইল অনুন্নয়নমূলক কার্যে রাজস্বের প্রভূত অপচয়; রাজ্যসরকারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ের পরিমাণও সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থায় খরচ কমাইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে —প্রতি রাজকর্মচারীর বেতনের (ভাতা বা অন্য প্রকার সুযোগ-সুবিধার হিসাব বাদ দিয়া) গড়পড়তা পরিমাণই হইল মাসে ৩১০০ টাকা ; যুক্তরাজ্যে এই প্রকার বেতনের পরিমাণ হইল ১০০০ টাকা। মহাত্মা গান্ধী ভারতে সর্বোচ্চ বেতনের হার মাসিক ৫০০ টাকা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার পরিবর্তে দেখা যায় এত "চটক ও জাঁকজমক", যাহা ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে শোভা পায় না। "আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভারসাম্যের অভাব—'উপরতালার' (at the top) কর্মচারীরা অতিরিক্ত বেতন পায় ও তাহাদের মনোবৃত্তি গ্লানিমাগ্রস্ত ; 'নীচতালার' (at the bottom) কর্মচারীরা অত্যল্প বেতন পায় ও তাহাদের নৈতিক চরিত্র বিকৃত।"

দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অত্যধিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া খুব কমই রাজস্ব থাকে, যাহা জাতি-গঠনমূলক কার্যে ব্যয়িত হয়—রাজস্বের শতকরা ২০ ভাগেরও কম সমাজ-কল্যাণে ব্যয় করা হয় এবং শতকরা ২১ ভাগেরও কম অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক ও তৎসদৃশ কার্যে ব্যয়িত হয়। কর তদন্ত কমিশন (Taxation Enquiry Commission) বলিয়াছেন, সরকারী ব্যয় জনগণের আর্থিক অবস্থার বৈষম্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নগণ্য, কারণ মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় মোট সরকারী ব্যয় অত্যন্ত কম, এবং সমাজ-কল্যাণ ব্যবস্থায় ও 'অল্প আয়ের' লোকদের আয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সাহায্যমূলক ব্যবস্থায় যে সরকারী ব্যয়

হয়, তাহা অত্যল্প। দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থায়, প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, ঋণ-পরিশোধ ব্যবস্থায় ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় যে ব্যয় হয়, তাহা মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ—এইরূপ ব্যয়ে জনগণের কোন প্রত্যক্ষ উপকার সাধিত হয় না। "দরিদ্রদের সাহায্য-দান, দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি, বেকারী-বীমা (unemployment insurance) এবং বার্ধক্যা-বস্থার উত্তর-বেতনের (pension) ব্যবস্থা ভারতে নাই বলিলেই চলে।" স্যার ওয়াল্‌টার লেটন্ (Sir Walter Layton) বলিয়াছেন, "ভারত দেশ-রক্ষা বাবদ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে যে পরিমাণ ব্যয় করে, তাহা উহার সম্পদের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য দেশের ন্যায়ই অনেক বেশী ; কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, স্বাস্থ্য-বিধান প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক ব্যবস্থায় ভারত যে পরিমাণ ব্যয় করে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় নগণ্য, এমন কি কোন কোন বিষয়ে ভারত কোন ব্যয়ই করে না।"

(১০) **"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনার ঊনবিংশতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)**

সম্পদ-করের প্রস্তাবিত 'রেয়াত-ব্যবস্থা (Proposed Concessions in Wealth Tax)ঃ—সম্পদ-করের প্রস্তাবটি এক "প্রবর কমিটির" (Select Committee) নিকট বিবেচনার জন্য পাঠান হইয়াছে—এই কমিটির সভাপতি হইলেন ভারতের আইন-সচিব। প্রস্তাবিত সম্পদ-কর হইতে প্রায় ১৩ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। "প্রবর কমিটির" নিকট পাঠাইবার সময় ভারতের অর্থমন্ত্রী আভাস দিয়াছেন, যে সব অভারতীয় বিনিয়োগকারীর ভারতে সম্পত্তি রহিয়াছে, অথচ তাঁহারা ভারতে অবস্থান করেন না, তাঁহাদিগকে সম্পদ-করের শতকরা ৫০ ভাগ 'রেয়াত' দেওয়া হইবে—এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল, সম্পদ-করের দরুন বিদেশীয় বিনিয়োগকারীরা অনুৎসাহিত হইবে বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা বন্ধ করা।

অর্থ-মন্ত্রী আরও বলিয়াছেন, নূতন কম্পানিগুলিকে যে ৫ বৎসরের জন্য সম্পদ-কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ অব্যাহতি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের বেলায়ও প্রয়োগ করা উচিত কিনা, তাহা 'প্রবর কমিটি' বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অর্থ-মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন, মনি-মুক্তা ও অলঙ্কারাদি ব্যতীত সকল

প্রকার ব্যক্তিগত অস্থাবর দ্রব্যাদি সম্পদ-কর হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাইবে ; কিন্তু এ বিষয়েও 'প্রবর কমিটি' সিদ্ধান্ত করিবেন যে, গৃহপালিত পশুপক্ষী সহ ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তিগুলিকে সম্পদ-করের 'আওতায়' বহির্ভূত করা হইবে কিনা। অর্থ-মন্ত্রীর মতে, মনিমুক্তা ও অলঙ্কারাদি ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্গত নয়।

পূর্বের রাজাদের "খাস তহবিল" (Privy Purse) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, যাহাই সম্পদ-কর হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে না, তাহাই সম্পদ-করের 'আওতার' মধ্যে পড়িবে —সম্পদ-কর 'বিলে' (Bill-আইনের খসড়া) সম্পদ-কর হইতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়া বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই, এমন সকল শ্রেণীর লোকদের উপর সম্পদ-কর ধার্য করা হইবে।

(১১) (**"ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনার" ঊনবিংশতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য**)।

ব্যয়-করের পরিবর্তন সম্পর্কে প্রস্তাব (**Proposed changes in the Expenditure Tax**) :—সম্পদ-করের প্রস্তাবের ন্যায় ব্যয়-করের প্রস্তাবটিও একই 'প্রবর কমিটির' (Select committee) নিকট বিবেচনার জন্য পাঠান হইয়াছে। অর্থ-মন্ত্রী বলিয়াছেন, ব্যয়-করের পরিকল্পনার ভিত্তির কোন পরিবর্তন না করা হইলেও 'প্রবর কমিটি' ব্যয়-কর প্রস্তাবের উন্নতি-কল্পে উহার উপযুক্ত পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

অর্থ-মন্ত্রী বলিয়াছেন, যদি আয়কে (income) ব্যয়-কর ধার্য করার একমাত্র মানদণ্ড ধরা হয়, তবে যে সব ব্যয় সম্পদ বা সম্পত্তি হইতে করা হইবে, তাহা ব্যয়-করের 'আওতার' মধ্যে পড়িবে না—অর্থ-মন্ত্রীর এই কথা বলার কারণ হইল, যে সব লোকদের বাৎসরিক আয় ৬ , ০০ টাকার কম সে সব লোক আয়-কর (Income-tax) হইতে অব্যাহতি পাইলে উহাদের ব্যয়-কর দিতে হইবে না বলিয়া ব্যয়-করের প্রস্তাবে যে প্রসঙ্গটি (clause) রহিয়াছে, তাহা উঠাইয়া দিবার বিষয় 'প্রবর কমিটি' বিবেচনা করিতে পারিবেন ; অর্থমন্ত্রীর অভিমত হইল, উক্ত প্রসঙ্গটির পরিবর্তন বা অবলোপ প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী বলেন, যদি প্রসঙ্গটি তুলিয়া দেওয়া হয়, তবে ব্যয়-কর হইতে কয়েক প্রকার ব্যয়ের অব্যাহতি দিবার কথা বিবেচনা করিতে হইবে ; তাঁহার অভিমত হইল, কোন পরিবারের একজন লোক,

তাহার স্ত্রী ও একজন পোষ্য থাকিলে বা তাহার স্ত্রী ও পোষ্য না থাকিলেও, সেই পরিবারের ব্যয়-করের 'মুক্তির' সীমা ২৪,০০০ টাকা ব্যয়ের পরিবর্তে ৩০,০০০ টাকা করা হইলে এবং প্রত্যেক পোষ্যের জন্য ৫০০০ টাকা পরিমাণ ব্যয় ব্যয়-কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে ভাল হয়—পোষ্যদের জন্য ব্যয় মোট ৩৫০০০ টাকার উপরে হইলে কোন অব্যাহতি দেওয়া হইবে না। হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইবে।

(১২) **বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—("ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা"—প্রথম খণ্ডের ৭০ পৃষ্ঠার প্রশ্ন দেখিতে হইবে)।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা-ব্যবস্থার কার্যাবলীর বিবরণী (Report on the working of the Community Development and the National Extension Service) :— সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা-ব্যবস্থার কার্যাবলীর পঞ্চম বৎসরের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কার্যাবলীর যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চের বিবরণীতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিবেশন করা হইয়াছে :—

দেশে প্রায় ১৮১৪টি উন্নয়ন-'ব্লক' কাজ করিতেছে; এই সব উন্নয়ন-ব্লকে ২৩৪,৯১০-টি গ্রাম রহিয়াছে এবং গ্রামবাসীর সংখ্যা হইল ১৩ কোটি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের শেষাশেষি যাহাতে দেশের সমস্ত গ্রামগুলিতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী হয়, তাহার জন্য প্রারম্ভিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্য-বিধান ব্যবস্থার এবং কুটির-শিল্পগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যে সব অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে, সে সব অঞ্চলে প্রধানতঃ উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির অবলম্বনের ফলে প্রধান শস্যগুলির উৎপাদন শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ বর্ধিত হইয়াছে। বহু প্রকার পরিকল্পনার রূপায়ণে জনগণের বর্ধমান অংশ-গ্রহণ হইল একটি উৎসাহজনক বৈশিষ্ট্য—জনগণ স্বেচ্ছায় ৩৬·৩১ কোটি টাকার সাহায্য-দান করিয়াছে। গ্রাম-পঞ্চায়েত, বিকাশ-মণ্ডল, গ্রাম-পরিষদ (Village Councils) প্রভৃতি গ্রাম্য-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

অগ্রগতির মূল্যানুমান (Critical estimate of the progress) :— যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়;

কিন্তু কতগুলি ত্রুটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। পরীক্ষামূলকভাবে যে ৫০০ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-ব্যবস্থার সমিতি স্থাপনের কথা ছিল, তাহা করা হয় নাই। ফোর্ড প্রতিষ্ঠানের (Ford Foundation) পরামর্শদাতা ডাঃ, টেইলার বলিয়াছেন, ভারতে ভূমি-সংস্কারের উপযুক্ত 'আবহাওয়ার' অভাবের দরুন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা-ব্যবস্থার কার্যাবলী ব্যাহত হইতেছে। ভূমি-সংস্কারের রূপায়ণে রাজ্যসরকার সমূহের অযুক্তিযুক্ত বিলম্বের জন্য উন্নয়ন-পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে।

সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যবস্থার পরিকল্পনার সফলতা শুধু বাহ্যিক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে চলিবে না—এই পরিকল্পনায় জনগণের মনোভাব পরিবর্তন করিয়া তাহাদের মনে জীবন-ধারণের মান উন্নীত করিবার উচ্চাশা কতখানি জাগরিত হইয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতেও পরিকল্পনার সাফল্য বিচার করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন, "সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা-ব্যবস্থার লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলে শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্যোন্নতি, ও 'বিনোদনের' (recreation) ব্যবস্থা করা নয়।" সমস্যা হইল, "কি উপায়ে গ্রামের ১৭ কোটি পরিবারের মনোভাব পরিবর্তন করা যায়, তাহাদের মনে নূতন জ্ঞান-আহরণের ও নূতন জীবন-যাপনের উৎসাহ জাগ্রত করা যায়, এবং তাহাদের মধ্যে উন্নততর জীবন-যাপনের উচ্চাশা ও স্পৃহা সৃষ্টি করা যায়।" ইহা অনস্বীকার্য যে, গ্রামবাসীরা সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা-ব্যবস্থায় অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে গ্রামের লোকদের মনোভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করার যে লক্ষ্য, তাহা সফল হইয়াছে। যতকাল লোকেরা অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার পঙ্কে ডুবিয়া থাকিবে, যতকাল তাহাদের মধ্যে জাতি-ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান থাকিবে, ততকাল তাহাদের মনে নূতন জ্ঞান-আহরণের ও নূতন জীবন-যাপনের উৎসাহের সঞ্চার করা সম্ভবপর হইবে না। ডাঃ টেইলার (Dr. Taylor) স্থানীয় দল গঠনের ও স্থানীয় নেতৃত্বের উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করিয়াছেন। ডাঃ টেইলার বলিয়াছেন, "কি করিয়া সাহায্য করা যায়, কি করিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের কখনও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; গ্রামীণ নেতাদের সহিত একজোটে ও তাহাদের নেতৃত্বে কাজ করা সম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে, তাহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককেই নেতা বলিয়া 'জাহির' করে।" গ্রামীণ নেতৃত্বের কোনই উন্নতি সাধন করা হয় নাই—সুতরাং, গ্রামীণ-নেতৃত্বের উন্নতি-সাধন করা কর্তব্য, যাহাতে উন্নয়নের প্রারম্ভিক কার্যাবলীর দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের হাত হইতে সরিয়া জনগণের হাতে চলিয়া যায় এবং গ্রামের ১৭ কোটি লোকের মনে সমাজ-উন্নয়নেব আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়।

(১৩) (**বিশেষ দ্রষ্টব্য**ঃ—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠার প্রশ্ন দেখিতে হইবে):—

অধ্যাপক শ্রী এন্. জি. রঙ্গ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের বিখণ্ডিত জমিগুলির একত্রীকরণের প্রস্তাবের সমালোচনা (Prof. N. G. Ranga's criticisms against the proposal of the Planning Commission for the consolidation of the fragmented holdings) :—

ভারত কৃষাণ সম্মেলনের সভাপতি, 'পার্লামেণ্টের' সদস্য, অধ্যাপক শ্রী এন্. জি. রঙ্গ পরিকল্পনা কমিশনের খণ্ড খণ্ড জমি বাতিল করিয়া উহার স্থলে সম্মিলিত জোতের ও সমবায় খামারের ব্যবস্থা করার এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতদের হাতে জমির মালিকানা দেওয়ার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া মাদ্রাজে ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৭ সাল) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত প্রস্তাবকে "ভূমি সংস্কার বা প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা চলে না।" তিনি বলেন, যে সব কৃষাণ এই পরিপূরক কাজের (চাষের) অপর্যাপ্ত উৎসটি হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাদের জন্য বিকল্প কোন কাজের পথ দেখাইতে কমিশন সক্ষম হন নাই—এমতাবস্থায় ছোট ছোট জোতদারকে তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ কর্মসংস্থান হইতে বঞ্চিত করিয়া সমবায় 'খামারের' বা পঞ্চায়েতদের মালিকানা জমিতে কাজের জন্য প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রের অন্যান্য বেকার ও অর্ধবেকারের দলে যোগদান করিতে বলার অর্থ হইল, সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা—আর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও ইহা একটি অকার্যকরী ব্যবস্থা। তিনি বলেন, আবাদ সংক্রান্ত ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য পরিকল্পনা কমিশন শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ আবাদী জমি সম্মিলিত ও বৃহত্তর সমবায় জমিতে, সমবায় 'খামারে', ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের জমিতে পরিণত করার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু এই প্রস্তাবে কমিশন যে বাস্তব বিষয়টি উপেক্ষা করিয়াছেন, উহা হইল, 'সোভিয়েট' রাশিয়া ও চীনদেশও উঁহাদের

কৃষাণদিগকে দক্ষ উৎপাদনকারী দেখিয়া উহাদের ৫ একরের কম পরিমাণ জমিতে হাত দেয় নাই—গৃহস্থালী কাজের জন্য ছাঁড়িয়া দিয়াছে ; অনুরূপ কৃষাণের সংখ্যাই ভারতে শতকরা ৫১ হইতে ৬৭ ভাগ। সুতরাং, এই সব ছোট ছোট জোতদারকে বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাবকে ভূমি সংস্কার বা প্রগতির আভাস বলা চলে না। অধিকন্তু, পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন, আবাদ-সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাসের জন্য সম্মিলিত জমি-গঠন ও জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণের দ্বারা অধিকাংশ কৃষাণের সমস্যার সমাধান হইবে—ইহা যে কমিশনের ভ্রান্ত ধারণা, তাহা কমিশনের ১৯৫৩-৫৪ সালের সর্বভারতীয় জমির গণনার বিবরণীতেই প্রমাণিত হয়।

(১৪) (ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) :—

শ্রী ভি. এল. ডিসুজার (V. L. D.' Souza) সভাপতিত্বে যে, রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটি' (Export Promotion Committee) ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, উঁহার প্রকাশিত বিবরণীতে যে সব সুপারিশ করা হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনে মূল্য হ্রাস করা সর্বাধিক প্রয়োজন—এ প্রসঙ্গে **টাকার মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা ক্ষতিকর** বলিয়া উক্ত কমিটি বর্ণনা করিয়াছেন ; (খ) রপ্তানি বৃদ্ধি বজায় রাখিতে হইলে সকল প্রকার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, শিল্প, খনি ইত্যাদি, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, রপ্তানি-বাণিজ্যে নানারূপতার সৃষ্টি করিতে হইবে, এরং অভ্যন্তরীণ ভোগ-ব্যাপারে অসুবিধা করিয়াও রপ্তানি উৎসাহিত করিতে হইবে ; (গ) কমিটির মতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ৬১৫ কোটি টাকার স্থলে ৭০০ বা ৭৫০ কোটি টাকার রপ্তানি ভারতের পক্ষে "হাসিয়া খেলিয়া" করা সম্ভব ; (ঘ) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কতিপয় শ্রেণীর কর হ্রাস করা যুক্তিসঙ্গত ; (ঙ) সরকার কর্তৃক 'রপ্তানি ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করা অতিশয় যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, (চ) ভারতে এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত, যাহাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহাদের অধিকৃত 'হুণ্ডিগুলির' জামিনে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে সহজে ঋণ পাইতে পারে ; (ছ) 'হুণ্ডিগুলির' পুনর্বাটা করিবার হার 'ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) হইতে অপেক্ষাকৃত কম হওয়া উচিত ; (জ) বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যগুলির প্রচার সম্পর্কে অধিকতর সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ; (ঝ) যাহাতে দশ বৎসরের

মধ্যে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রব্যগুলির শতকরা ৫০ ভাগ **ভারতীয় জাহাজে** পাঠান যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত—এজন্য ভারতের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে; **(ঞ)** সাধারণ চা, তুলা প্রভৃতির উপর রপ্তানি-শুল্কের হার হ্রাস করা দরকার—অন্যান্য শ্রেণীর তুলার সহিত 'বাংলার' দেশী তুলা' (Bengal Deshi Cotton) প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১ লক্ষ 'গাঁট' রপ্তানি করিতে দেওয়া উচিত; **(ট)** ২৫ লক্ষ টন আকরিক লৌহ এবং ১৫ হইতে ২০ লক্ষ টন আকরিক 'ম্যাঙ্গানিজ' প্রতি বৎসর রপ্তানি করা দরকার; **(ঠ)** যে দ্রব্যগুলির রপ্তানি বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, উহারা হইল:—পাট-নির্মিত দ্রব্যাদি; চামড়া ও ত্বক; তামাক; পাত-গালা (shellac); অভ্র; 'কাঁচা' পশম; ছোবড়া; মাছ; চিনি; কফি; কয়লা; মিষ্ট দ্রব্যাদি; অরণ্য সম্পদ হইতে তৈয়ারী দ্রব্য; রবার ও "প্ল্যাস্টিক্"-দ্রব্যাদি; 'এলুমিনিয়ামের' বাসন; হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি; **(ড)** 'রেয়নের' (Rayon—কৃত্রিম রেশম) বোনা বস্ত্রাদি (১$\frac{১}{২}$ কোটি বা ২ কোটি গজ পর্যন্ত)।

সরকার উক্ত সুপারিশগুলি বিচার বিবেচনা করিতেছেন। সরকার তাঁহার বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন বৈদেশিক, মুদ্রা-সম্পদ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে 'কমিটির' গ্রহণযোগ্য সুপারিশগুলি শীঘ্রই কার্যে পরিণত করা হইবে, তবে যে সব সুপারিশ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার (শুল্ক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তির—GATT) বিরোধী, সে গুলি সরকার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

মন্তব্য (Remarks about the recommendations) ঃ—'কমিটি' রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রয়োজনে টাকার মূল্য হ্রাস করার পক্ষপাতী নহেন—ইহা ঠিক, কারণ এ ব্যবস্থা স্থায়ী হইবে না ও ভারতের আমদানি পণ্যের জন্য অধিক মূল্য দিতে হইবে। 'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন, (১) রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উপর 'মাশুল' এবং উৎপাদন-শুল্ক ও বিক্রয়-কর কমান উচিত, (২) রপ্তানিকারকদিগকে আয়-করের সুবিধা দিতে হইবে, (৩) কাঁচা মাল ও আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যগুলিকে সামুদ্রিক শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে—ইহাতে রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু সরকারের রাজস্ব কমিয়া যাইবে। সারা বিশ্বে 'মন্দার' ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—সুতরাং, সকল দেশই আমদানি হ্রাস করার ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইবে; এমতাবস্থায়

রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ইউরোপের বাজার গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছে—ইহার ফলে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রতি কিছুটা প্রতিকূল প্রভাব দেখা দিবে। ভারতের অর্থনীতিক সমস্যা কেবল রপ্তানি বৃদ্ধি বা আমদানি হ্রাসের সমস্যা নয়, যদিও বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষা করিতে উক্ত নীতির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু ভূমি-সমস্যার প্রকৃত সমাধান ও কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের সুবন্দোবস্ত এখনও না হওয়ায় উৎপাদন প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই ; উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যশস্যের আমদানি-জনিত বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার খরচের সাশ্রয় হইত এবং অন্যান্য সঙ্কটের সমাধান হইত। 'কমিটি' রপ্তানি-দ্রব্যের মান উন্নয়নের ও উৎপাদন-ব্যয় কমাইবার কথা বলিয়াছেন—এই ব্যবস্থা অবলম্বনের কতকগুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, যেমন উৎপাদন-ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইবে, যাহার জন্য পর্যাপ্ত, বৈদেশিক মুদ্রাসম্পদ পাওয়া দুষ্কর ; তুলাবস্ত্রের রপ্তানি-বাণিজ্যও জাপান ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, সুপারিশগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সরকার যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অববম্বনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনের কিছুটা সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১৫) (ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) :—

"রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (সংশোধন) অর্ডিনান্স ১৯৫৭ সাল :—১৯৫৭ সালের ৩১শে অক্টোবর ভারতীয় 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের আইন-সিদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার 'রিজার্ভের' পরিমাণ হ্রাস করিয়া রাষ্ট্রপতি এক 'অধ্যাদেশ' (ordinance) জারি করিয়াছেন। এই 'অধ্যাদেশে' বলা হইয়াছে যে, 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য 'কমপক্ষে' ২০০ কোটি টাকার 'রিজার্ভ' (সংরক্ষিত ভাণ্ডার) রাখিতে হইবে এবং তন্মধ্যে ১১৫ কোটি থাকিবে খাঁটি সোনায়—এই 'অধ্যাদেশের' পূর্বে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সর্বনিম্ন 'রিজার্ভের' পরিমাণ ছিল, বৈদেশিক ঋণ-পত্রে (Foreign securities) ৪০০ কোটি টাকা এবং খাঁটি সোনায় ১১৫ কোটি টাকা। এই

অধ্যাদেশের ফলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ককে বৈদেশিক ঋণ-পত্রে কমপক্ষে ৮৫ কোটি টাকার (২০০—১১৫) 'রিজার্ভ' রাখিতে থাকিবে, তবে ইচ্ছা করিলে উক্ত ২০০ কোটি টাকার সবটাই 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সোনায় রাখিতে পারিবে এবং ভারত সরকারের পূর্বানুমোদনের বলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক ৮৫ কোটি টাকার কম বৈদেশিক ঋণ-পত্র রাখিতে পারিবে।

দেশের সম্মুখে বৈদেশিক মুদ্রার যে সংকট ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা কাটাইয়া উঠার জন্য এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যাহাতে পালন করা সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য রাষ্ট্রপতি এই 'অধ্যাদেশে' 'জারি' করিয়াছেন। 'অধ্যাদেশ' জারির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ইহার পরও 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কে যে সর্বনিম্ন, 'রিজার্ভ' থাকিবে, তাহাতে দেশের তিন মাসের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটান যাইবে, অর্থাৎ সমগ্র 'স্টার্লিং'-অঞ্চলে যেখানে ৬ সপ্তাহের 'রিজার্ভ' থাকিতেছে, সেখানে ভারতে ৩ মাসের 'রিজার্ভ' রহিতেছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের 'সেক্রেটারী' শ্রী এইচ. এম্. প্যাটেল বলেন ২১শে অক্টোবর (১৯৫৭ সাল) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কে মোট বৈদেশিক সম্পদ ছিল ৩২৮ কোটি টাকা এবং যে হাবে সম্প্রতি উহা হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া হইতেছে, তাহাতে আইন-পরিষদের পুনঃ অধিবেশনের পূর্বেই (১১ই নভেম্বর) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'রিজার্ভের' পরিমাণ উক্ত পর্যায়ে নামিয়া আসিবে—এ জন্যই 'অধ্যাদেশ' জারি করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

বলা হইয়াছে যে, 'রিজার্ভের' পরিমাণ হ্রাসের ফলে ভারতের ঋণ-গ্রহণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না—ভারতের আইনে যে পরিমাণ 'রিজার্ভ' রাখার ব্যবস্থা আছে, অন্য কোন দেশে তত পরিমাণ 'রিজার্ভ' রাখার ব্যবস্থা নাই ; এজন্য দেশের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখার জন্য 'রিজার্ভের' পরিমাণ সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে ; এই সিদ্ধান্তে টাকার ক্রয়-ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হইবে না এবং অবাধ বাজারেও (free market) টাকার 'দুর্বলতা' পরিলক্ষিত হইবে না।

(১৬) **খাদ্য-শস্য তদন্ত (অনুসন্ধান) কমিটির বিবরণী (Report of the Food Grains Enquiry Committee.) :—**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ২৯২ পৃষ্ঠার (গ) এর পর]

১৯৫৭ সালের ২৪শে জুন শ্রীঅশোক মেহেতার সভাপতিত্বে যে খাদ্য-শস্য

তদন্ত 'কমিটি' নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে এই 'কমিটি' যে সব প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ও সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থায়িত্বকরণের নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে "মূল্য স্থায়িত্বকরণ পর্ষৎ" (Price Stabilisation Board) নামে একটি উচ্চক্ষমতা-বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ (authority) নিয়োগ করা উচিত।

(খ) উক্ত "মূল্য স্থায়িত্বকরণ পর্ষৎ" যে নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করিবেন, উহা—বিশেষতঃ খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে যে নীতি ও কর্মসূচী গৃহীত হইবে—কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে একটি উপযুক্ত সংস্থা (organisation) গঠন করা প্রয়োজন।

(গ) খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের (Ministry of Food and Agriculture) অধীনে বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র "খাদ্যশস্য স্থায়িত্বকরণ সংস্থা" (Food grains stabilisaton organisatiotan) নিয়োগ করা কর্তব্য।

(ঘ) 'কমিটির' মতে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক উন্নতির ক্ষেত্রে মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা সকল সময়েই থাকিবে, যদিও মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ কখনই একরূপ থাকিবে না। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে পণ্যমূল্য অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে—এ জন্য 'কমিটি' মনে করেন যে সরকার ইহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে উক্ত অসামঞ্জস্যের দরুন দেশে ক্ষতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, তদুদ্দেশ্যে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(ঙ) 'কমিটির' অভিমত হইল, ১৯৫৩ সালের পূর্বে দেশে যে পূর্ণ 'সংবিভাগ' অর্থাৎ 'রেশনিং' (Rationing) ব্যবস্থা এবং খাদ্য-সংগ্রহের (Procurement) ব্যাপারে যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, উহা দেশের বর্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয় নয়—শুধু যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ অথবা অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির চাপ (inflationary pressure) প্রভৃতি জরুরী ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আশ্রয় লওয়া উচিত। উক্ত কারণে 'কমিটি' মনে করেন পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য অথবা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে না— উক্ত দুইটি অন্তিম ব্যবস্থার মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়. পাওয়া যাইবে। 'কমিটির' অভিমত হইল, সরকারের উচিত

'নিয়মানুগ' নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (regulatory control) প্রবর্তন করা। যতটা সম্ভব খাদ্যশস্যের অন্যান্য আনুষঙ্গিক পণ্যের মূল্য স্থায়িত্বকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়া 'কমিটি' অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূল্য সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এই সম্পর্কে 'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন, যে সব খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী ১০০ মণের অধিক খাদ্যশস্য লইয়া ব্যবসা চালায় এবং মজুত রাখে (Stock), তাহাদের সকলকেই 'অনুজ্ঞা-পত্র' (licensc) লইতে হইবে।

(চ) 'কমিটির' হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের পরেও দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের 'ঘাটতি' হইবে—কারণ, খাদ্যশস্যের চাহিদা হইবে ৭.৯ কোটি টন ও উৎপাদনের পরিমাণ হইবে প্রায় ৭.৭ কোটি টন। যদি হঠাৎ মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দেখা দেয় অথবা যদি আবহাওয়া প্রতিকূল হয়, তবে 'ঘাট্তির' পরিমাণ আরও বেশী হইবে। সুতরাং, 'কমিটি' মনে করেন যে, খাদ্যশস্য আমদানি করিতেই হইবে—তজ্জন্য চাউল আমদানির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশের সহিত দীর্ঘ-মিয়াদী চুক্তি করা ভারতের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে গম ও কিছু পরিমাণে চাউল আমদানির প্রয়োজনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করাও আবশ্যক।

(ছ) 'কমিটি' মনে করেন, বর্তমানে যে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে উহা চাষীদের মজুত করার প্রবণতার দরুন বাজারে বিক্রয়ার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য না আসার জন্য যতটা হইয়াছে, উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্যের দরুন ততটা হয় নাই। সাধারণতঃ ফসল সংগ্রহের ২।৩ মাসের মধ্যেই উৎপাদনের শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ বাজারে বিক্রয়ার্থে আনা হয়, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে এই পরিমাণ ছিল শতকরা ৬০ ভাগেরও কম এবং কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ৫০ ভাগেরও কম।

খাদ্যশস্যের মূল্য স্থায়িত্বকরণ ব্যাপারে 'কমিটি' এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন। 'কমিটি' অতি জোরের সহিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় (wholesale trade) ক্রমশঃ ও সুপরিকল্পনা-অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত না করিলে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থায়িত্বকরণ সম্ভবপর হইবে না। 'কমিটি' বলেন; বাণিজ্যের এইরূপ রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব

অসাধারণ বা বিপ্লবাত্মক নয়, কারণ কানাডা ও অন্যান্য দেশে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সরকার অধিকতর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন।

(জ) 'কমিটি' মনে করেন, মজুত শস্যের পরিমাণ পূর্ণ রাখিতে ও দুর্দশাপন্ন জনসাধারণকে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য-শস্য সরবরাহ করিতে বাধ্যতামূলক শস্য-সংগ্রহ অত্যাবশ্যক। 'কমিটির' মতে এই বাধ্যতামূলক শস্য-সংগ্রহের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল, কয়েকটি অঞ্চলে—যেমন উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, অন্ধ্ররাজ্যের অববাহিকা অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় মহকুমা—খাদ্যশস্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা (Cordon off) এবং খাদ্যশস্যের স্থায়িত্বকরণ সংস্থাকে উক্ত সকল অঞ্চলের **একমাত্র** ক্রেতা করা। খাদ্য-শস্যের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইবে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করা ও সেই পরিমাণ বজায় রাখা—শুধু সাময়িক চাপ সামলাইবার জন্য শস্য মজুত করিলে (buffer stock) চলিবে না।

(ঝ) 'কমিটি'র অভিমত হইল, সরকারের কর্তব্য, কমপক্ষে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখা এবং যখনই মজুতের পরিমাণ ২০ লক্ষ টনের কম হইবে, তখনও উহা পূরণ করা।

(ঞ) 'কমিটি' বাস্তবতার ভিত্তিতে হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে দেশে ১ কোটি ৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদিত হইবে—এই পরিমাণ হইল পরিকল্পিত লক্ষ্য ১·৫৫ কোটি টনের প্রায় ⅔ ভাগ। খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'কমিটি' কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ :—

(১) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব **বৃহৎ** সেচ-পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, উহাদের অতিশয় কার্যকরী শক্তির বিষয় স্বীকার করিয়া 'কমিটি' মনে করেন যে, কৃষকেরা যাহাতে সেচ-ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে, তজ্জন্য প্রথম কয়েক বৎসরের জন্য সেচের প্রয়োজনে জল অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে উহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োগ ও উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদিগের নিকট ব্যাপক প্রচার-কার্য চালাইতে হইবে।

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-কার্যগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না—'কমিটির' এই অভিমত ; এ জন্য 'কমিটি' রাজ্য-সরকারদিগকে উক্ত বিষয়ে সত্বর মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন।

(৪) উন্নত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ সরবরাহ সম্পর্কে 'কমিটি' অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জমি সংগ্রহের জটিলতার দরুন নূতন বীজ তৈয়ারের জন্য 'খামার' (Seed-multiplication farms) স্থাপন করার অসুবিধা হইতেছে—এজন্য জমি সংগ্রহের পদ্ধতি (procedure) অতি সত্বর সহজ ও সরল করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে উক্ত প্রকার 'খামার' স্থাপনে বিলম্ব না হয়।

(৫) কৃত্রিম (রাসায়নিক) সার উৎপাদনের কারখানা (fertiliser factories) আরও অধিক সংখ্যায় স্থাপনের জন্য 'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন—এজন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের সহিত বা বে-সরকারী উদ্যোগের সহিত সহযোগিতা করিবার অনুমতি দিতে হইবে, অথবা বে-সরকারী উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানগুলিকে উহাদের নিজের কারখানা স্থাপন করিতে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) সমভূমিতে বন কম থাকার দরুন কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত হয় বলিয়া 'কমিটি' সমগ্র বনাঞ্চলের **আরও** শতকরা ২০ ভাগ বনীকরণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

(৭) কৃষি-শিল্প বিস্তারের জন্য 'কমিটি' বলিয়াছেন, প্রত্যেক 'তহসিলে' (*tehsil*) অন্ততঃ একটি করিয়া কৃষি-বিদ্যালয় থাকিবে এবং যতদূর সম্ভব সকল সাধারণ বিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় পরিষদ্ (All-India Council) মধ্যশিক্ষার জন্য কৃষিশিল্পের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে পাঠ্য-নির্ঘণ্ট (Syllabus) তৈয়ার করিয়াছেন, সেই পাঠ্য-নির্ঘণ্ট প্রবর্তন করিতে হইবে—কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের (agricultural college) সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৮) ভূমি-সংস্কারের অনিশ্চয়তার দরুন উৎপাদনের উদ্যম ব্যাহত হইতেছে বলিয়া 'কমিটি' মনে করেন যে, রাজ্যসরকারসমূহকে ত্বরায় আইন প্রণয়ন দ্বারা ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে ও উহাকে কার্যকরী করিতে হইবে।

(৯) পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, রাজস্থান প্রভৃতি দুর্গতি-প্রবণ অঞ্চলগুলির জন্য 'কমিটি' কতকগুলি বিশেষ সুপারিশ করিয়াছেন। 'কমিটি' বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের অধীনে বিশেষ শাখা-দপ্তর খুলিতে হইবে—এই দপ্তরগুলির কার্য হইবে বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুন খাদ্য সম্পর্কে সম্ভাব্য অসুবিধা-

গুলির পূর্বজ্ঞান লাভ করা, খাদ্যের ঘাট্‌তি অঞ্চলগুলির অবস্থান নির্ণয় করা এবং তজ্জন্য আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 'কমিটির' মতে 'ঘাট্‌তি' অঞ্চলগুলির দুর্গতি শুধু খাদ্যশস্যের অপ্রাচুর্যের জন্যই হয় না—জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অভাবেও হইয়া থাকে; সুতরাং, জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ সরকারী পূর্ত কার্যাবলীর (public works) অনুষ্ঠান করা উচিত।

(ঠ) অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(১) ন্যায্য মূল্যের বা আংশিক সংবিভাগের দোকান (fair-price and modified ration shops) হইতে প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ১২ আউন্স গম সরবরাহ করিতে হইবে, কিন্তু অঞ্চল অনুসারে ৪ হইতে ৮ আউন্স চাউল সরাবরাহ করিয়া ক্রেতাকে বাকী ১২ আউন্স গম লইতে সম্মত করাইতে হইবে—ইহাতে চাউলের ব্যবহারে মিতব্যয়িতাও হইবে এবং গমের ব্যবহার জনপ্রিয়ও করা যাইবে। প্রত্যেক ন্যায্য মূল্যের দোকানকে "সাহায্য-বরাদ্দ"-পত্র (Relief quota cards) দিতে হইবে, যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ দুর্দশাপন্ন শ্রেণী এই সব 'পত্রেব' মারফতে সাহায্য পাইতে পারে।

(২) মহানগরীসমূহের উচ্চ ক্রয়-ক্ষমতার চাপ যাহাতে সাধারণ খাদ্য সরবরাহের উপর না পড়ে এবং তদ্দরুন স্বাভাবিক আর্থ-ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি না করে, সেজন্য মহানগরীগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) খাদ্য-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে শুধু খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সর্বশক্তি নিয়োগ করিলে চলিবে না—উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে; এইজন্য সমাজসেবকদের, বিশেষতঃ নারী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, সমাজতন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ্‌, প্রশাসনিক আধিকারিক (administrative officers) ও রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিবার-নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন চালাইতে হইবে। 'কমিটি' বলিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক ও দলীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা না করিয়া জাতির সামগ্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

'কমিটির' সুপারিশগুলির 'মূল্যাবধারণ' (Evaluation of the recommendations): —

'মেহেতা-কমিটির' বিবরণীতে দেশের খাদ্য-সমস্যার বাস্তব রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। 'কমিটি' যে বলিয়াছেন জনসাধারণ পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরোধী এবং খাদ্য-সমস্যা সমাধানের উপায় পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য ও পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাইবে, উহা অনস্বীকার্য।

আইন-পরিষদের কয়েকজন সভ্য বিবরণীটির এই বলিয়া বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন যে ইহা সন্তোষজনক নয়, ইহা 'পুঁথিগত' (অকেজো) এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক—কিন্তু 'কমিটি' দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন, উহাদের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিরূপ সমালোচনাকে অনুদারতার পরিচায়কই বলিতে হয়। 'কমিটির' নিম্নলিখিত সুপারিশগুলিকে 'অকেজো' ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়া 'উড়াইয়া দেওয়া' (অগ্রাহ্য করা) চলে না:

'মূল্য স্থায়িত্বকরণ পর্ষৎ' নামে একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা; 'খাদ্যশস্য স্থায়িত্বকরণ সংস্থা, প্রতিষ্ঠা করা; খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় ক্রমশঃ ও পরিকল্পনা-অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত করা; বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা; মজুত শস্য-ভাণ্ডার সৃষ্টি করা ও ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা; 'খাদ্য-ঘাটতি' অঞ্চলগুলির অবস্থান নির্ণয় করিবার ও উক্ত অঞ্চলগুলিতে আশু প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিশেষ শাখা-দপ্তর খোলা; সেচ-কার্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া, রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়া, পতিত জমির উদ্ধার সাধন করিয়া এবং আইন প্রণয়ন দ্বারা আশু ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা; সারা দেশব্যাপী পরিবার নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন চালান ইত্যাদি।

'কমিটি' বলিয়াছেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে অতিরিক্ত ১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিলে বর্ধিত চাহিদা এবং বর্ধিত যোগানের একরূপ সামঞ্জস্য আনা যাইবে—'কমিটির' এই ধারণার সহিত হয়ত সকলে একমত নাও হইতে পারেন, কারণ বিনিয়োগ হইতে যে খরচের উদ্ভব হইবে, উহার ফলে যোগানের অনুপাতে চাহিদা অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা

রহিয়াছে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও 'কমিটির' বিবরণীকে এক অতি মূল্যবান 'দলিল'-হিসাবে গণ্য করা যায় এবং 'কমিটির' সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হইলে দেশের খাদ্য-সমস্যা সুচারুভাবে সমাধান করার পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে। খাদ্য-সমস্যার অতিশয় ক্লেশকর পরিস্থিতিতে 'কমিটি' আশার সঞ্চার করিয়াছেন—'কমিটি' বলিয়াছেন, আমাদের কৃষকগণ কর্মক্ষম, সরকারের নীতি সহানুভূতিশীল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সহায়ক হইলে তাহারা উৎপাদন-বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করিতে পারিবে।

(১৬-ক) ভারতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির গুরুত্ব ঃ—

Q. Examine the importance of increasing the production of food-grains in India

(C. U. B. Com. 1958)

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা **প্রথম খণ্ডের** ২৮০ পৃষ্ঠার প্রশ্নের (Explain the nature of the food problem with which India was confronted) উত্তর দেখিতে হইবে এবং **প্রথমে উক্ত উত্তরের প্রথম হইতে ২৮১ পৃষ্ঠার "এই খাদ্য-সমস্যা হইল, খাদ্য-সরবরাহের উপর সতত বর্ধমান জন-সংখ্যার চাপ" পর্যন্ত লিখিতে হইবে।**

নির্দেশ ঃ—উক্ত অংশ লেখার পর যাহা লিখিতে হইবে, তাহা নিম্নে লেখা হইল):—উপরের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভারতে খাদ্য-সমস্যা অতিশয় ভীতিজনকও দীর্ঘকালস্থায়ী—এমতাবস্থায় ভারতের মত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রগামী দেশের পক্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির যে চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, উহা নিশ্চিতরূপেই উপলব্ধি করা যায়।

এই খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার নানা দিক রহিয়াছে—উহাদের সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে ঃ—

(ক) **খাদ্যশস্যের পরিমাণের দিক (quantitative aspect) ঃ**—১৯৫৩ সাল পর্যন্ত **গড়ে** ভারতকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল এবং ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত খাদ্য-শস্য আমদানির দরুন ভারতের ৯৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল—ইহাতেই বুঝা যায় ভারত খাদ্য-শস্যের অত্যধিক 'ঘাটতির' সম্মুখীন হইয়াছে। যদি প্রত্যেক প্রাপ্ত-

বয়স্ক (adult) ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ১৪, ১৫ বা ১৬ আউন্স করা হয়, তবে দেশে যথাক্রমে ৮২, ১২০ এবং ১৫৮ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে।

অধিকন্তু, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইল প্রতি বৎসর ৪৫ লক্ষ—ইহা ব্যতীত পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু অনবরত অধিকতর সংখ্যায় ভারতে আসিতেছে। এমতাবস্থায়, বর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যশস্যের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।

(খ) খাদ্য-শস্যের গুণের দিক (qualitative aspect) :—পুষ্টিকর খাদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতের শতকরা ৩০ জন লোক উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পায়, শতকরা ৪১ জন উক্ত খাদ্য যৎসামান্য পায় এবং বাকী শতকরা ২৯ জনের খাদ্য একেবারেই পুষ্টিকর নয়। ভারতের শতকরা ৩০টি পরিবার প্রয়োজনীয় 'তাপ-সঞ্চারক' খাদ্য (Calories) গ্রহণ করে না এবং যদি কখনও তাহারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে, তবে তাহাদের খাদ্য প্রায়ই 'সুষম' (balanced) হয় না। সুতরাং, জন-স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে ও আয়ু-বৃদ্ধির প্রয়োজনে পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার আবশ্যকতাও রহিয়াছে।

(গ) অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক (Need for increasing the production of food-grains in any planning for economic development) :—প্রত্যেক লোকের মৌল প্রয়োজনই হইল খাদ্য—সুতরাং, সকল অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের উচ্চতম পর্যায়ে অগ্রাধিকার দিতেই হইবে, নহিলে পরিকল্পনা যতই উচ্চাঙ্গ হউক না কেন, খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে, (অর্থাৎ লোকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে) পরিকল্পনার কোন মূল্যই থাকে না। পরিকল্পনা 'কমিশন' যথার্থই বলিয়াছেন, যদি খাদ্য-শস্যের এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ধিত করা না যায়, তবে শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতির তাল রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, 'কমিশন' অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে আর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে এবং কৃষি-ক্ষেত্রে উপযুক্ত

পরিমাণ 'উদ্বৃত্তের' ব্যবস্থা করিতে হইবে ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বর্ধিত 'নিয়োগের' ব্যাপারে এই 'উদ্বৃত্ত' কাজে লাগাইতে হইবে।

(ঘ) খাদ্য-শস্যের আমদানির ও বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের দিক (Food imports and Foreign Exchange crisis) :—ভারতের আর্থ-ব্যবস্থার দুর্বলতম অঙ্গ হইল খাদ্যের 'ঘাটতি—এই 'ঘাটতি' (উৎপাদন অপেক্ষা প্রয়োজন বেশী) পূরণ করিবার জন্য ভারত প্রায় গড়পড়তা ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে **গড়ে** ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিয়াছে। 'ডলার-এলাকা' (Dollar area) হইতেই প্রধানতঃ খাদ্যশস্য আমদানি করা হয় এবং ভারতের বহু কোটি টাকা খরচ হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ধারণা করা গিয়াছিল যে, খাদ্য-সমস্যার সমাধান সংগ্রামে ভারত জয়ী হইয়াছে ; কিন্তু বর্তমানে ভারতে যে তীব্র খাদ্য-সংকট উপস্থিত হইয়াছে, উহার ফলে সে ধারণা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষার্ধ কালে খাদ্য-শস্যের যে উৎপাদন-বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, উহা ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর অনুকূল আবহাওয়ার ফলেই হইয়াছিল—পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য নয়। পরিকল্পনা 'কমিশন' মনে করিয়াছিলেন যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রথম পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ফলেই হইয়াছে ; সুতরাং, 'কমিশন' অনুমান করিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রতি বৎসর ৪৮ কোটি টাকার বেশী খাদ্যশস্য আমদানি করার প্রয়োজন হইবে না—কিন্তু, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই ১০২ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। **সুতরাং,** স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য-সমস্যার সমাধান সংগ্রামে ভারত **এখনও** জয়ী হয় নাই ; খাদ্য-শস্য তদন্ত 'কমিটি (Food-grains Enquiry Committee) হিসাব করিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষেও ২০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের 'ঘাটতি' থাকিবে।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, খাদ্য-শস্য আমদানি করিতে (প্রধানতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে) প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় হইয়াছে। ভারতে যখন বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট তীব্রাকারে দেখা দিয়াছে, তখন খাদ্যশস্যের আমদানিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ অতিশয় ব্যাহত হইয়াছে। খাদ্যশস্যের স্বয়ং-পর্যাপ্ততা লাভ করিতে পারিলে

বৈদেশিক মুদ্রার বহুল পরিমাণে সাশ্রয় হইবে এবং উহার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম আমদানি করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, উহাদের আমদানি করা সম্ভবপর হইবে।

(ঙ) **খাদ্যে দেশের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভের প্রয়োজনীয়তার দিক (Food and National Self-Sufficiency)** :—প্রত্যেক দেশেরই উচিত খাদ্য-শস্য উৎপাদন ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করা। খাদ্য-শস্যের যোগানের ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভর করার অর্থ হইল, যুদ্ধের সময় উহা আত্মহত্যার সামিল হইয়া পড়ে—তখন জাতির সামজিক জীবন বিপন্ন হয় ; যেমন গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছিল।

অধিকন্তু, পৃথিবীময় খাদ্য-শস্যের 'ঘাট্‌তি' রহিয়াছে ; এমতাবস্থায় খাদ্য-শস্যের আমদানি শুধু যে অত্যন্ত ব্যয়-বহুল, তাহা নয়—এই আমদানি অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(চ) **মূল্যস্তরের স্থিরতা রক্ষার দিক (Food and Price Stability)** :—সমুন্নত আর্থ-ব্যবস্থায় (developed economy) কৃষি হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের 'ক্রীড়নক', কিন্তু অনুন্নত আর্থ-ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য হইল কৃষির 'ক্রীড়নক'। সুতরাং, খাদ্যশস্যের মূল্য যদি স্থিরাবস্থায় থাকে, তবে স্ফীতির (inflation) আশঙ্কা দূরীভূত হইবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'ঘাট্‌তি ব্যয়ের' নীতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্য-ক্রমের অত্যধিক ব্যয় নির্বাহের দরুণ যে স্ফীতির প্রবণতা দেখা দিয়াছে, উহাও প্রতিহত করা যাইবে। সুতরাং, **খাদ্য-শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে** খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের স্থিরাবস্থা বজায় থাকবে, জনগণ চোরা-কারবারী, মজুতদার ও মুনাফা-খোরদের সমাজবিরুদ্ধ কার্যকলাপের কবল হইতে রক্ষা পাইবে এবং আর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রেও মূল্যস্তরের স্থিরতার উদ্ভব হইবে। **খাদ্য-শস্যের মূল্যস্তরে কোন গোলযোগ বা 'আলোড়ন' দেখা দিলেই** স্ফীতির 'চাপ' বৃদ্ধি পাইবে এবং তদ্দরুন পরিকল্পনার ব্যয়-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। এ জন্যই ভারতে চাউল ও গমের মূল্য দ্বারা অন্য সকল দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

খাদ্যশস্যের মূল্য আর্থ-ব্যবস্থার স্থিরতায় অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বলিয়া খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটি (Food Grains Enquiry Committee),

অর্থাৎ 'শ্রীমেহ্‌তা-কমিটি', দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থায়িত্বকরণের নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে 'মূল্য স্থায়িত্বকরণ পর্ষৎ' (Price Stabilisation Board) নামে এক উচ্চ-ক্ষমতাপন্ন কর্তৃপক্ষ (High-powered authority) নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন।

(ছ) **রাজনৈতিক দিক—(Food and Politics) :—**খাদ্যশস্যের অভাব হইলে এবং খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে জনগণের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়—স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের এই অসন্তোষের সুযোগ লইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। খাদ্যশস্যের মূল্য-বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে শ্রমিক বিক্ষোভ অনিবার্য হইবে—শ্রমিক বিক্ষোভের পরিণতি হইল, হয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, নয় মালিকেরা তাহাদের কারখানা বন্ধ করিয়া দেয়। এই ধর্মঘট বা বহিষ্করণের (lock-out) দরুন মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয় অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে—মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন উন্নয়ন-পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত করা যায় না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যে দেশ খাদ্যশস্যের যোগানের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়, সে দেশ কখনই সম্মানার্হ হয় না।

সুতরাং, ভারতের মত বিকাশোন্মুখ দেশের পক্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যুক্ত করা সম্ভবপর নয়। যদি খাদ্যশস্যের উৎপাদন এমন পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় যাহাতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানি-যোগ্য 'উদ্বৃত্তের' সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়, তবে ভারতের পক্ষে পর্যায়ক্রমিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভবপর হইবে। খাদ্যশস্য তদন্ত 'কমিটি' যথার্থই বলিয়াছেন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। "২১-৮-৫৮" তারিখে লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন, কৃষি-উৎপাদনের গুরুত্ব আজ তিনি যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, ২।১ বৎসর পূর্বে তিনি সেরূপ উপলব্ধি করেন নাই।

(১৭) 'নোট' 'জারি' করিবার পদ্ধতির পরিবর্তন (Changes in the Note-issue system).

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ;—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫পৃষ্ঠার (১৫)-র শেষাংশ)

১৯৫৬ সালের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন (Reserve Bank of India—Amendment-Act of 1956) অনুযায়ী 'নোট্' (কাগজী মুদ্রা) প্রচলন পদ্ধতিতে আনুপাতিক হারে স্বর্ণ-সংরক্ষণের ব্যবস্থার (Proporional Reserve system) আমূল পরিবর্তন করা করা—ফলে আনুপাতিক হারে স্বর্ণ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা ফলতঃ পরিত্যক্ত হইয়া সংরক্ষণ ভাণ্ডারে ন্যূনতম ৫১৫ কোটি টাকার (প্রয়োজন হইলে ৪১৫ কোটি টাকার) বৈদেশিক ঋণপত্র ও স্বর্ণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই প্রসঙ্গে উক্ত আইনের ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে লিখিতে হইবে—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে)।

আবার ১৯৫৭ সালে ৩১শে অক্টোবর "১৯৫৭ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (সংশোধন) অর্ডিন্যান্সের" ফলে 'নোট' প্রচলন পদ্ধতির বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন করা হয়।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এখানে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠার (১৫)-তে যাহা লেখা আছে, তাহা লিখিতে হইবে)।

উক্ত পরিবর্তনের ফলাফল ও মন্তব্য :—

(ক) **ফলাফল :**—এই অধ্যাদেশের (ordinance) আশু ফল হইবে, ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের অধিক যে পরিমাণ 'স্টার্লিং' ও বৈদেশিক ঋণ-পত্র সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে মজুত রহিয়াছে, সে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রয়োজনে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির মূল্য প্রদানের জন্য পাওয়া যাইবে।

কিন্তু, সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের মজুতের পরিমাণ কমাইয়া ফেলার দরুন টাকার উপর দেশের জনসাধারণের ও বৈদেশিকগণের আস্থা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার ফলে টাকার বিনিময়-হার (exchange rate) কমিয়া যাইতে পারে।

(খ) **মন্তব্য :**—দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট কাটাইয়া উঠাইবার জন্য সংরক্ষিত মুদ্রা-ভাণ্ডারের পরিমাণ হ্রাসের প্রয়োজন হইলেও, এই অধ্যাদেশ বর্তমান চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের পরিবর্তন সাধন করিয়া সংরক্ষ-ণ

ভাণ্ডারের মজুত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে ; সমগ্র 'স্টার্লিং' অঞ্চলে যেখানে সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত এমন রাখা হইয়াছে যাহাতে কেবল ২ মাসেরও কম বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটানো যায়, সেখানে ভারতে ৫ মাসের আমদানির প্রয়োজন মিটাইতে ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণ-পত্র সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে রাখা নিষ্প্রয়োজন। 'নোট'-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে 'নোটের' মোট অর্থমূল্যের কোন নির্দিষ্ট ন্যূনতম আনুপাতিক হারে স্বর্ণ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা অপচয়মূলক ছাড়া কিছুই নয়। বৈদেশিক ঋণ-পত্রও সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে অবরুদ্ধ (locked up) রাখার কোন অর্থই হয় না—এই সম্পদ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্য-ক্রমের রূপায়ণে ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়।

যদিও স্বীকার করিতে হয় যে, (১) নোট 'জারি' করার ব্যাপার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত স্বর্ণ ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত করার কোন অর্থ হয় না, এবং (২) প্রচলিত 'নোটের' মূল্যের এক সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া (যে পরিমাণ সরকারের পূর্বানুমোদন লইয়াই কেবল পরিবর্তন করা যাইবে) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 'নোট' 'জারি' করার অবাধ অধিকার দেওয়া উচিত, তবুও ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যের (balance of payment) সাময়িক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণ-পত্র সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে অবশ্যই জমা রাখিতে হইবে—এই প্রকার সংরক্ষণ-ভাণ্ডারকে আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ-ভাণ্ডার (International Reserve) বলা হয়। যে পরিমাণ স্বর্ণ ও মুদ্রাসম্পদ এই আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে মজুত রাখিতে হইবে, দেশকে যে পরিমাণ দেনা-পাওনার ঘাটতির সম্মুখীন হইতে হয়, সে পরিমাণের উপর উক্ত সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের পরিমাণ নির্ভর করে। মিঃ প্যাটেলের অভিমত হইল, বৈদেশিক ঋণ-পত্রে ৮৫ কোটি টাকার 'রিজার্ভ' রাখিলেই দৈনন্দিন দেনা-পাওনার হিসাব মিটান সম্ভবপর হইবে ; কিন্তু আগামী ৮ মাসে দেনা-পাওনার সাম্যের অতি সংকটাপন্ন অবস্থা হইবে, কারণ এই সময়ের মধ্যে যে সব বৃহৎ পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, সে সব পরিকল্পনা রূপায়িত হইতে থাকিবে। ভারতের দেনা-পাওনার সাম্য অতিশয় প্রতিকূল অবস্থায় রহিয়াছে এবং বর্তমানে ভারতের রপ্তানির অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার্জন (foreign exchange

earnings) দ্বারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটান অসম্ভব—আমাদের 'স্টার্লিং'-এর সংরক্ষিত তহবিলের আশ্রয় লইতে হইবে। সুতরাং, যদি বৈদেশিক ঋণ পাওয়া না যায় এবং যদি আমাদের "বিলম্বিত পরিশোধ" পদ্ধতিতে (deferred payment system) মূল-পণ্য (capital goods) ও অন্যান্য শিল্প-সরঞ্জাম কিনিবার প্রচেষ্টা সফল না হয়, তবে আমাদিগকে আন্তর্জাতিক দেনার দায়ে (international debt obligations) দারুণভাবে ঠেকিয়া পড়িতে হইবে। এমতাবস্থায়, যাহাতে ভারতের আন্তর্জাতিক দেনা পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর বৈদেশিকগণের আস্থা বজায় থাকে, উহার জন্য অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে—একবার এই আস্থার ভাঙ্গন ধরিতে আরম্ভ হইলে ভারতের মুদ্রা-মূল্যের ব্যাপারে সহসা এমন বহু দূরকল্পী তৎপরতা (speculative activities) সুরু হইবে, যাহার ফলে সরকার অবশেষে দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ত্রুটিহীনতার উপর বিদেশের সম্পূর্ণ আস্থা থাকা অত্যাবশ্যক—নহিলে আমাদের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিয়া অথবা 'বিলম্বিত পরিশোধ'-পদ্ধতিতে মূল-পণ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংকট কাটাইবার একান্ত প্রচেষ্টা সফল হইবে না।

(১৮) 'রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটির' সুপারিশ—Recommendations of the Export Promotion Committee.

(বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠার (১৪) নম্বরে লিখিত উক্ত 'কমিটির' সুপারিশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণের অতিরিক্ত অংশ)

(ক) 'কমিটির' মতে মূল্য, গুণোৎকর্ষতা (quality), মাল প্রদানের ('ডেলিভারির'-delivery) শর্ত, এবং বিক্রয়-কলা (Salesmanship) হইল রপ্তানিযোগ্যতার (exportability) অতি গুরুত্বপূর্ণ অবধারক (determinants)—সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার প্রথম ধাপ হইল আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া (মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া **নয়**), উপরাঙ্গিক ব্যয় (overhead costs) হ্রাস করিয়া এবং শ্রমিকদিগের উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত করিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমান। 'কমিটির' মতে রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রথম কার্যক্রম হইবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উহা উচ্চ-পর্যায়ে রক্ষা করা—এই প্রকার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির পক্ষেও

অত্যাবশ্যক, কারণ উক্ত দেশগুলির সাধারণ মূল্য-স্তর খাদ্যোৎপাদন ও অন্যান্য কৃষি-উৎপাদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) 'কমিটি' বলিয়াছেন, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের 'মাশুল' হ্রাস করিয়া এবং রাজপথের (road) পরিবহণ-ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি অপসারণ করিয়া রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলির পরিবহণ-ব্যয় কমান উচিত।

(গ) রপ্তানিকারকদিগকে উৎসাহিত করিতে 'কমিটি' নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) রপ্তানি-শুল্কের (export duties) হার নিম্নস্তরে রাখা এবং এই হার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন না করা ;

(২) রপ্তানিকারকদিগকে আয়-করের কিছু পরিমাণ 'রেয়াত' (relief) দেওয়া উচিত—রপ্তানিকারকদের রপ্তানির পরিমাণ কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহাদের বিক্রয় কি পরিমাণ হইয়াছে এবং উহাদের মোট আয়-কর কত দিতে হয়, তাহার উপর 'রেয়াতের' পরিমাণ নির্ভর করিবে ;

(৩) যে সব রপ্তানিকারক আমদানি-কৃত কাঁচা মাল অথবা আংশিক-ভাবে-নির্মিত মাল দ্বারা তাহাদের রপ্তানি-পণ্য উৎপাদন করে, তাহাদের ক্ষেত্রে 'ফিরতি রপ্তানি-শুল্কের' (draw-back of export duties—প্রত্যর্পণীয় শুল্কের) হার 'অপরিবর্তনীয়' (flat—বিভিন্ন নয়) হওয়া উচিত ;

(৪) যদি কোন রপ্তানিকারক তাহার গত তিন বৎসরের 'গড়পড়তা' রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে রপ্তানি করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহাকে বর্ধিত রপ্তানি-মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ মূল্যের দ্রব্য তাহার ইচ্ছানুযায়ী আমদানি করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত—অবশ্য এই অনুমতি বিভিন্ন সময়ের "আমদানি-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি" (Import Trade Control Policy) অনুযায়ী হইতে হইবে। তুলা-বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানি করিবার প্রয়োজনে উক্ত অতিরিক্ত রপ্তানি-মূল্যের শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ পর্যন্ত মূল্যের দ্রব্য আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত।

(ঘ) যাহাতে সমগ্র রপ্তানি-বরাদ্দের (export quotas) পরিপূর্ণ-ভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য 'কমিটি' বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন রপ্তানি-কারকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত বরাদ্দগুলির একটি সাধারণ 'ভাণ্ডার' সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছানুসারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া

লইতে পারে, উহার অনুমতি প্রদান করিতে হইবে। যদি বিদেশে ভারতীয় বিশেষ বিশেষ পণ্যের চাহিদা অধিক থাকে, তবে উক্ত পণ্যগুলির 'বদল-দ্রব্য' সস্তা দরে আমদানি করিয়া উক্ত পণ্যগুলির রপ্তানি উৎসাহিত করিতে হইবে।

(ঙ) 'কমিটি' মনে করেন, যদি কোন বিশেষ বিশেষ সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফতে সমগ্র রপ্তানির ব্যবস্থা করা হয়, তবে রপ্তানি বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এইরূপ বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়, তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। 'কমিটির' মতে ভারতের কোন কোন বন্দরে আমদানিকৃত দ্রব্যের অবিকল অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্য (পুনঃ-রপ্তানি—**Entrepot trade**) উৎসাহিত করিলে বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন বৃদ্ধি পাইবে।

(চ) ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে "ন্যাসের স্বীকৃতি-পত্র" (**ট্রাস্ট্ রসিদ-Trust Receipt**) ব্যবস্থানুসারে রপ্তানিকারকদিগকে আগাম (advance) দিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে "ট্রাস্ট্ রিসিটের" শর্ত লঙ্ঘনকারী রপ্তানিকারকদিগকে ফৌজদারি 'সোপর্দ' করা যাইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"ট্রাষ্ট্ রসিদ" হইল ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত "দলিলীদায় হুণ্ডির" (documentary bill) উপর হুণ্ডি-প্রদানকারীর লিখিত আদেশ যে, হুণ্ডিতে লিখিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত হুণ্ডি-প্রদানকারীর মাল ও মালের বিক্রয়মূল্যের উপর ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(ছ) 'কমিটির' মতে শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি (GATT) এমন হইবে, যাহাতে অল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে উহাদের তৈয়ারী মাল রপ্তানির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়।

(জ) 'কমিটি' মনে করেন, বিদেশে ভারতীয় পণ্যের বিশেষ প্রচার প্রয়োজন এবং পণ্যগুলির 'প্যাকিং' (মোড়ক—packing) ও 'লেবেল' (পরিচয়পত্র—label) ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। ভারতের রপ্তানিকারকগণের কোন অভিজ্ঞ সংগঠনের সাহায্যে বৈদেশিক বাজার অনুসন্ধান ও তৈয়ারি করা উচিত। উক্ত কার্যাবলীর সম্পাদন সময়-সাপেক্ষ বলিয়া বিজ্ঞাপনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, রপ্তানি-বৃদ্ধি পরিষদ (Export Promotion Councils), রপ্তানি-বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠান, বিদেশে

প্রেরিত বাণিজ্য প্রতিনিধি (Trade delegation), ভ্রাম্যমান বিক্রেতা Travelling salesmen) প্রভৃতির সাহায্য লইয়া বর্তমানে প্রচারের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

'কমিটি' আরও বলেন যে, ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা (journal) প্রকাশ করার আবশ্যকতা রহিয়াছে এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করিয়া ভারতীয় রপ্তানিকারকদের বিক্রয়োদ্দেশ্যে বিদেশ-ভ্রমণ উৎসাহিত করা উচিত।

(ঝ) 'কমিটি' রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যগুলির গুণোৎকর্ষের মান রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, সকল রপ্তানিকারককে নিবন্ধযুক্ত হইতে হইবে এবং অসদাচরণের জন্য নিবন্ধভুক্তির তালিকা (register) হইতে রপ্তানিকারকের নাম কাটিয়া ফেলিতে হইবে। 'কমিটির' মতে মাল জাহাজে চালান দিবার পূর্বে পরিদর্শনের (inspection) অপেক্ষাকৃত ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

(ঞ) বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পণ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থনীতির আলোচনায় ৩৫৭ পৃষ্ঠায় ১০, ১১, ১২ দফার যাহা লিখিত হইয়াছে, উহার অতিরিক্ত অংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন, (ক) সাধারণ চায়ের (Tea) রপ্তানি-শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে ১২ নয়া পয়সা কমান যাইতে পারে, (খ) রপ্তানির বস্ত্র নির্মাণের জন্য স্বয়ংক্রিয় তাঁতের (automatic looms) যোগান প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত করিতে হইবে, (গ) বুনা সূতা রপ্তানির জন্য অতিরিক্ত 'টাকু' (spindles) সরবরাহ করিতে হইবে এবং (ঘ) শুধু রপ্তানির প্রয়োজনে 'মিলগুলিকে' (mills) লুঙ্গি প্রভৃতি জাতীয় হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের সংরক্ষিত ক্ষেত্রের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিতে হইবে।

(ট) ভারতের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য 'কমিটি' প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরকারের উচিত জাহাজ নির্মাণের 'কম্পানিগুলিকে' উহাদের নূতন জাহাজ-নির্মাণের খরচ নির্বাহার্থে বিশেষ 'বিনিয়োগ-ভাতা' (investment allowance) দেওয়া, ভারতীয় জাহাজ সংক্রান্ত আহূত সভাগুলিতে বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করা, এবং সম্ভবপর হইলে ভারতীয় পণ্যের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া।

(ঠ) বৈদেশিক পর্যটকদের (ভ্রমণকারীদের) পরিযাণে (যাতায়াতে —Tourist traffic) বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া 'কমিটি' মনে করেন এবং সে জন্য 'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন, এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের থাকা খাওয়া প্রভৃতির পরিবেশ উত্তম হয়, এবং তাহারা নূতন দৃশ্য পরিদর্শন, ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা পায়—ইহার ফলে পর্যটকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

সুপারিশগুলি সম্পর্কে মন্তব্য (Remarks about the recommendations) :

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সুপারিশগুলি কার্যকরী করিতে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে সব অসুবিধার বিষয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

সুপারিশগুলির যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে মন্তব্য :—

(ক) বর্তমানে ভারতের সম্মুখে দারুণ বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতের মোট মুদ্রা-সম্পদ মাত্র ৩২৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে—এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'কমিটির' সুপারিশগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের প্রয়োজন, কিন্তু ভারতের 'দেনা-পাওনার' সাম্যের বর্তমান অবস্থা অতীব সংকটজনক—১৯৫৬-৫৭ সালে ৬০৩ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হইয়াছিল ও উহা আমদানি-মূল্য হইতে ২৩৭ কোটি কম ছিল। এমতাবস্থায়, রপ্তানির পরিমাণ ১০০, এমন কি ১৫০, কোটি টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য 'কমিটির' সুপারিশ খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

(গ) 'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন, রপ্তানি-বৃদ্ধির কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হইবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা—ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষি-উৎপাদন বর্ধিত না হইলে (১) রপ্তানি বৃদ্ধি করা যাইবে না, (২) ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের মূল্যস্তর নিম্নে রাখা যে অত্যাবশ্যক, তাহা সম্ভবপর হইবে না, এবং (৩) ভারতের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে।

(ঘ) 'কমিটি' যে বলিয়াছেন, রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রথম প্রয়োজন হইল

আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া (মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া নয়), উপবাস্থিক ব্যয় কমাইয়া এবং শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত করিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমান, উহা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ভারতের বর্তমান অর্থনীতিক পরিস্থিতিতে মুদ্রামূল্য হ্রাস করা অবিবেচনামূলক ব্যবস্থা—ইহার ফলে 'রোগ' অপেক্ষা 'রোগের' প্রতিকার ব্যবস্থা অধিকতর অপকারী হইবে। শুধু রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেও যে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন অত্যাবশ্যক, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।

(ঙ) রপ্তানিকারকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য রপ্তানি-শুল্ক কমান, উহাদিগকে আয়-করের কিছু পরিমাণ 'রেয়াত' দেওয়া, তাহাদের ঋণ-গ্রহণের পন্থা সুগম করা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 'কমিটি' যে সুপারিশ করিয়াছেন, উহার ফলে যে রপ্তানি-বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(চ) 'কমিটি' রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গুণোৎকর্ষ ও 'প্রমাণ' (standard) বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং রপ্তানির দ্রব্য-গুলির মাশুল কম করার কথা বলিয়াছেন—ইহা খুবই যুক্তি-সঙ্গত হইয়াছে।

(ছ) 'কমিটি' সুপারিশ করিয়াছেন, জাহাজ-নির্মাণ সম্বন্ধে সরকারের এমন এক উপযুক্ত ও 'গতীয়' (dynamic) নীতি অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের পণ্যগুলির শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজে পাঠান সম্ভবপর হয়—'কমিটির' এই সুপারিশ অতীব প্রশংসনীয়।

পরিশেষের মন্তব্য হইল, 'কমিটির' সুপারিশের সর্বপ্রধান ও অতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হইল, সুপারিশে বলা হইয়াছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারতের রপ্তানি অতি সহজেই ৭০০ বা ৭৫০ কোটি টাকায় বর্ধিত করা যাইবে—ইহা ভরসাহীন পরিস্থিতিতে আশার সঞ্চার করিয়াছে; সুতরাং, 'কমিটির' 'রিপোর্টটি' (Report—অনুসন্ধানের ফল সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ) অতি-গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রস্তাব এবং এই 'রিপোর্ট'-অনুযায়ী আমাদের রপ্তানি-নীতি পরিচালিত করা কর্তব্য।

(১৭) দ্বিতীয় 'ফিনান্স কমিশনের' (অর্থ-কমিশনের) চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ—(Final Re-commendations of the Second Finance Commission):

(বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত নূতন 'ফিনান্স কমিশনের' অন্তর্বর্তী-কালীন সুপারিশগুলির বিবরণের পর।)

মিঃ. কে. শান্তনমের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় 'ফিনান্স কমিশনের' চূড়ান্ত (final) সুপারিশগুলি ১৯৫৭ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে লোকসভায় উপস্থাপন করা হইয়াছিল—সরকার কর্তৃক উক্ত সুপারিশের সবগুলিই গৃহীত হইয়াছে।

'কমিশনের' প্রধান চূড়ান্ত সুপারিশগুলি নিম্নে লিখিত হইল:—

(ক) **আয়-কর হইতে লব্ধ অর্থের বণ্টন (Share of income-tax)**:—'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, আয়কর-লব্ধ অর্থের শতকরা ৫৫ ভাগের পরিবর্তে ৬০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। এই 'ফিনান্স কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, রাজ্যগুলির মধ্যে যে মোট পরিমাণ আয়কর-লব্ধ অর্থ বণ্টন করা হইবে, উহার (ক) শতকরা ১০ ভাগ আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে এবং (খ) বাকী ৯০ ভাগ জন-সংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা হইবে—**প্রথম** 'কমিশনের' সুপারিশ অনুসারে এই বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল যথাক্রমে (ক) শতকরা ২০ ভাগ এবং (খ) শতকরা ৮০ ভাগ। বণ্টনের এই নূতন সূত্র অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বণ্টনের মোট পরিমাণের শতকরা ১১·৩ ভাগের পরিবর্তে ১০·০৮ ভাগ পাইবে।

(খ) **কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক অন্তঃশুল্ক (Excise Duty)**:—**প্রথম** 'ফিনান্স কমিশন' সুপারিশ করিয়াছিলেন 'তামাক' 'দিয়াশলাই' ও 'বনস্পতির' উপর আরোপিত আবগারী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করিতে হইবে—**দ্বিতীয়** 'কমিশনের' সুপারিশ হইল উক্ত অর্থের শতকরা ২০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করিতে হইবে, তবে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি ছাড়াও কফি, চা, কাগজ চিনি ও অত্যাবশ্যক নয়, এমন শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ তৈলের (non-essantial vegetable oils) উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করিতে হইবে। 'কমিশন' আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, 'মিল-জাত' (mill-made) বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয়-করের পরিবর্তে যে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করার প্রস্তাব ধার্য করা হইয়াছে উহাতে যে 'নীট, অর্থ

পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে যে সব রাজ্য বিক্রয়-কর ধার্য করিবে, উহাদিগকে **প্রথমে** 'খেসারত' (compensation) দিয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে উহা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের শতকরা ৭'৫৯ ভাগ পাইবে।

(গ) **সম্পত্তি-কর** (Estate Duty) :—'কমিশন' প্রস্তাব করিয়াছেন যে সম্পত্তি-করের বর্তমানের সাময়িক বণ্টন-ব্যবস্থা ১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইনানুমোদিত করিতে হইবে। ভবিষ্যতে সম্পত্তি-করের বণ্টন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যগুলির (Union Territories) জন্য সম্পত্তি-কর হইতে লব্ধ অর্থের শতকরা ১ ভাগ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করিতে হইবে :—

সম্পত্তিকর হইতে প্রাপ্ত অর্থের অবশিষ্টাংশ প্রথমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে উহাদের মোট মূল্যের অনুপাতে **কাল্পনিকভাবে** ভাগ করিয়া লইতে হইবে; তাহার পর স্থাবর সম্পত্তির অংশ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজ্যগুলির স্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করিতে হইবে এবং বাকী টাকা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) **রেলপথের যাত্রীদের ভাড়ার উপর কর** (Railway Fare Tax) :—রেলপথের যাত্রীদের ভাড়ার উপর কর হইতে লব্ধ অর্থের শতকরা ১/৪ অংশ কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে :—

প্রত্যেক রাজ্যে অবস্থিত রেলপথের ১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন বৎসরের 'গড়পড়তা' আয়ের ভিত্তিতে মোটামুটি বণ্টন-ব্যবস্থা করিতে হইবে। রেলপথের প্রত্যেক আঞ্চলিক বিভাগ এবং রেলপথের প্রত্যেক প্রকার 'গেজের' (gauge) জন্য স্বতন্ত্রভাবে এই 'গড়পড়তা' আয় নির্ধারণ করিয়া রাজ্যগুলির অন্তর্গত রেলপথের দৈর্ঘ্যানুসারে উক্ত কর রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

(ঙ) **বিক্রয়-কর** (Sales Tax)—'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন, বিক্রয়-করের পরিবর্তে 'মিলজাত' বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর আরোপিত **অতিরিক্ত** আবগারী শুল্ক হইতে **প্রথমে** যে সব রাজ্য বিক্রয়-কর আরোপণ করিয়াছে, উহাদিগকে 'খেসারত' দিতে হইবে এবং যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে,

তবে উহা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কিছুটা জনসংখ্যার ও কিছুটা ব্যবহারের পরিমাণের ভিত্তিতে বণ্টন করিতে হইবে। উক্ত বণ্টন সম্পর্কে 'কমিশন' বলিয়াছেন যে, বণ্টনে পূর্বে উক্ত অতিরিক্ত আবগারী শুল্কের 'নীট্' (net) অর্থের শতকরা ১ ভাগ কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যসমূহের জন্য রাখিতে হইবে এবং ১$\frac{1}{8}$ অংশ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) **সহায়ক অনুদান বা অর্থ-সাহায্য** (Grants-in-aid) :— (১) পাট ও পাটজাত দ্রব্যগুলির রপ্তানিশুল্কের (export duty) অংশের পরিবর্তে প্রথম ও দ্বিতীয় 'ফিনান্স কমিশন' বাংলা, বিহার আসাম ও উড়িষ্যা রাজ্যকে যে পরিমাণ অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

রাজ্য	প্রথম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য	দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য	মন্তব্য
বাংলা	১৫০ লক্ষ	১৫২·৬৯ লক্ষ	বিহার রাজ্যের কতকাংশ পশ্চিম বাংলায় যাওয়ার দরুণ এই পরিবর্তন।
বিহার	৭৫ লক্ষ	৭২·৩১ লক্ষ	
আসাম	৭৫ লক্ষ	৭১ লক্ষ	
উড়িষ্যা	১ লক্ষ	১৫ লক্ষ	

সংবিধানের ২৭৩ ধারা অনুযায়ী ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উক্ত সাহায্য-দান 'বাতিল' হইয়া যাইবে।

(২) **প্রথম** 'কমিশন' প্রাথমিক শিক্ষা (primary education) প্রসারের জন্য বিহার, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, 'পেপসু' ও রাজস্থান রাজ্যের জন্য বিশেষ সহায়ক অনুদান সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু **দ্বিতীয়** 'কমিশন' এরূপ কোন শিক্ষা-সংক্রান্ত সহায়ক অনুদানের জন্য সুপারিশ করেন নাই।

(৩) দ্বিতীয় 'কমিশন' ১৪টি রাজ্যের মধ্যে ১০টি রাজ্যকে নিম্নলিখিত **বিশেষ** সহায়ক অর্থ-সাহায্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

অন্ধ্র—৪ কোটি টাকা; **আসাম**—৩·৭৫ কোটি টাকা; **বিহার**—৩·৫০ কোটি টাকা; **কেরল**—১·৭৫ কোটি টাকা; **মধ্যপ্রদেশ**—৩ কোটি টাকা; **মহীশূর**—৬ কোটি টাকা; **উড়িষ্যা**—৩·২৫ কোটি টাকা;

রাজস্থান—২·৫০ কোটি টাকা; **পশ্চিম বাংলা**—৩·২৫ কোটি টাকা; **কাশ্মীর**—৮ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় 'কমিশন' ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬১-৬২ সালের জন্য (অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিলের পর আরও ২ বৎসর) **আসামের** জন্য ৪·৫০ কোটি টাকা; **বিহারের** জন্য ৪·২৫ কোটি টাকা, **উড়িষ্যার** জন্য ৩·৫০ কোটি টাকা এবং **পশ্চিম বাংলার** জন্য ৪·৭৫ কোটি টাকা সহায়ক অনুদানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

(ছ) **রাজ্যগুলিকে ঋণদান** (Loans to States) :—'কমিশন' বলিয়াছেন, বিনা সুদে রাজ্যগুলিকে যে সব ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের সম্বন্ধে কোন পরিবর্তনের আবশ্যকতা নাই। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে সব ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের সম্বন্ধে 'কমিশন' বলিয়াছেন, ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রাজ্যসরকার উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে সুদ ও আসলের ('বকেয়া' টাকা সহ—with arrears) যে টাকা আদায় করিবেন, তাহা কেন্দ্রীয় সহরকারকে প্রদান করিতে হইবে। 'কমিশন' প্রস্তাব করিয়াছেন, বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা সুদের 'বকেয়া' মিয়াদী ঋণগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে—প্রথম শ্রেণীতে ১৫ এবং ২০ বৎসর মিয়াদী ঋণগুলি থাকিবে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে ৩০ বৎসর মিয়াদী ঋণগুলি।

সুপারিশগুলির সমালোচনা (Critical Estimate) :—ভারতীয় সংবিধানের ২৮০(১) ধারা অনুযায়ী প্রতি ৫ বৎসর অন্তর 'ফিনান্স কমিশন' নিযুক্ত করা হইয়া থাকে—প্রথম 'কমিশন শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে ১৯৫১ সালে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় 'কমিশন' মিঃ. কে. শান্তনমের সভাপতিত্বে নিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় 'কমিশন' ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ দাখিল করিয়া ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে চূড়ান্ত সুপারিশ দাখিল করেন। এই কমিশনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ দাখিল করার কথা বলা হইয়াছিল :—

আয়কর, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক (অন্তঃশুল্ক) প্রভৃতির রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন; সহায়ক অনুদানের নীতি ও পরিমাণ; সম্পত্তি-করের বণ্টন; রেলভাড়া করের বণ্টন; 'মিলজাত' বস্ত্র; চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয়-কর আরোপণের দরুন রাজ্যগুলির আয়ের পরিমাণ ও উক্ত বিক্রয়-করের

পরিবর্তে যে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক আরোপণ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহার বণ্টনীতি; ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারসমূহকে যে-সব ঋণ দিয়াছেন, উহাদের শর্তগুলি পুনরীক্ষণ (review) করিয়া উহাদের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত-প্রকাশ।

(ক) দ্বিতীয় 'ফিনান্স কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয়, রাজ্যসমূহ যে পরিমাণ উচ্চ আশা ও আস্থা এই 'কমিশনের' উপর স্থাপন করিয়াছিল, তাহা মোটেই পূর্ণ হয় নাই; 'কমিশনের' সুপারিশগুলির ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ :—

(১) সুপারিশগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির (federal principles) ভিত্তিতে করা হয় নাই, অর্থাৎ রাজস্ব ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। পরিবর্তনযোগ্য (কমান-বাড়ান যায় এমন) রাজস্বের উৎসগুলি সমস্তই কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে থাকায় রাজ্যসরকার-সমূহকে অর্থ-সাহায্য ব্যাপারে কেন্দ্রসরকারের পরাধীন (মুখাপেক্ষী) করিয়া রাখা হইয়াছে।

(২) প্রথম 'কমিশনের' সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে রাজ্যসরকার সমূহের অবিচারের দোহাই দিয়া যে সব আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, সে সকল আপত্তির এবং দেশ-বিভাগের ফলে কতগুলি রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বণ্টনযোগ্য করগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করা হয় নাই—সুতরাং এই 'কমিশনের' সুপারিশগুলিও অবিচারমূলক এবং সুপরিশগুলিতে কোন নূতন নীতি দেখা যায় না।

(৩) রাজ্যসমূহের আয়-ব্যয়কে যাহাতে 'ঘাটতি' কম হয়, সে জন্য উহা-দিগকে অধিক অর্থ-সাহায্য দান করাই ছিল 'কমিশনের' প্রধান উদ্দেশ্য—তাই (ক) সুপারিশগুলির ফলে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব হইতে রাজ্যসরকারসমূহ ৯৩ কোটি টাকার স্থলে ১৪০ কোটি টাকা পাইবে, (খ) আয়-করের শতকরা ৫৫ ভাগের পরিবর্তে ৬০ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে, (গ) বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক বণ্টন শতকরা ৪০ হইতে ২০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক চা, কফি, চিনি, কাগজ ও অত্যাবশ্যক নয়, এমন উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর ধার্য করার দরুন রাজ্যগুলির বেশী টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা, (ঘ) রেলভাড়ার কর রাজ্যগুলির মধ্যে রেলপথের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে

বণ্টিত হওয়ার দরুন রাজ্যসমূহ কিছু পরিমাণ অর্থ পাইবে এবং (ঙ) রাজ্যগুলির পক্ষে অধিকতর সহায়ক অনুদান পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে; কিন্তু এ সকল হিতকর পরিবর্তন সত্ত্বেও বলা চলে যে, এই অর্থ-সাহায্য মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং ইহার ফলে 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ খুব কমই কমিবে।

(৪) 'কমিশন' আয়কর-লব্ধ অর্থের বণ্টন ব্যাপারে শতকরা ১০ ভাগ অদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে এবং অবশিষ্ট ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করিবার সুপারিশ করিয়া বোম্বাই ও পশ্চিম বাংলা রাজ্যের প্রতি দারুণ অবিচার করিয়াছেন। বোম্বাই ও পশ্চিম বাংলার পক্ষে দ্বিতীয় 'কমিশনের' এই সুপারিশ প্রথম 'কমিশনের' সুপারিশ হইতেও অহিতকর। মোট আয়-করের শতকরা ৭৫ ভাগ বোম্বাই ও পশ্চিম বাংলা হইতে আদায় করা হয়, অথচ এই দুইটি রাজ্যের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম; সুতরাং, এই দুইটি রাজ্য আদায়ের ভিত্তিতে আয়-করের রাজস্ব বণ্টনের দাবি করিয়াছিল—প্রথম 'কমিশন' উহা মানেন নাই, দ্বিতীয় 'কমিশনই' সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টনের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন (৯০%)। পশ্চিম বাংলার রাজ্যসভার সকল সদস্যই এই অবিচারের কথা বলিয়াছেন—এমন কি, পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রীও এই অবিচারের উল্লেখ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই সুপারিশের ফলে পশ্চিম বাংলা আয়-কর-লব্ধ অর্থের শতকরা ১১·৩ ভাগের পরিবর্তে শতকরা মাত্র ১০·৮ ভাগ পাইবে। আয়-কর কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রাচীন উৎস এবং বোম্বাই ও পশ্চিম বাংলাকে উহাদের ন্যায্য দাবি হইতে বঞ্চিত করার দরুন স্বভাবতঃই উক্ত দুইটি রাজ্যে অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) দেশ-বিভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের 'অন্তঃপ্রবাহে' পশ্চিম বাংলার উপর যে 'চাপ' পড়িয়াছে, উহা 'কমিশন' উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে—তাই, 'কমিশনের' সুপারিশগুলিতে 'মানবতার' ও 'বাস্তবতার' অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৬) পাট-উৎপাদক রাজ্যগুলি (পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা) পাট ও পাট-জাত দ্রব্যগুলির 'রপ্তানিশুল্কের' পরিবর্তে প্রথম 'কমিশন' যে সহায়ক অনুদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত রাজ্যগুলি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—পশ্চিম বাংলা এই সাহায্যের পরিমাণ

বৃদ্ধির জন্য এবং যাহাতে এই সাহায্য চিরস্থায়ী হয়, উহার জন্য দাবি জানাইয়াছিল। দ্বিতীয় 'কমিশনও' উক্ত দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মোটের উপর বলিতে পারা যায়, 'কমিশনের' সুপারিশগুলি পশ্চিম বাংলার সরকার ও জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই—সরকার ও জনসাধারণের ধারণা সুপারিশগুলি পশ্চিম বাংলার প্রতি অবিচার করিয়াছে, উহারা 'মানবতা' ও 'বাস্তবতার' পরিপ্রেক্ষিতেও অসমর্থনীয়, তাই সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(২০) **বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Foreign Exchange Crisis and the Second Plan)** :— ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে, যাহার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যবস্থিত কার্যক্রমের রূপায়ণ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য শুরু হইবার পূর্বেই বিশ্ব-ব্যাঙ্কের 'কমিশন' এবং পরিকল্পনা 'কমিশনের' অন্যতম সদস্য শ্রী কে. সি নিয়োগী, উভয়ই বলিয়াছিলেন যে, এই পরিকল্পনা অনেক উচ্চাশ (ambitious) পরিকল্পনা। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের 'কমিশনের' অভিমত হইল, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য পরিকল্পনার আয়তন ব্যাপক হওয়া দরকার সত্য, কিন্তু উহার লক্ষ্যগুলি বাস্তবতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত, যাহাতে লক্ষ্যানুযায়ী বেশীদূর অগ্রসর হইতে না পারিলে জনসাধারণের মনস্তত্ত্বে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারিত না হয়—শ্রী নিয়োগীও পরিকল্পনার ব্যাপক উন্নয়ন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপই সর্বার্থসাধক অর্থ-সংস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া উভয়ই বলিয়াছিলেন, পরিকল্পনাটি অত্যধিক 'উচ্চাশ' হইয়াছে। তাঁহাদের মন্তব্যের সারবত্তা পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রথম বৎসরেই উপলব্ধ হয়—কারণ, প্রথম বৎসরে পরিকল্পনার কার্যক্রমের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ৭৬১ কোটি টাকা, কিন্তু মোট অর্থ-সংস্থান হয় ৪৯০·৩ কোটি টাকা (অভ্যন্তরীণ ৪২৭·২ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সাহায্য ৬৩·১ কোটি টাকা); ফলে ২৭০·৭ কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। সুতরাং, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর অতিশয় সংকটাপন্ন হইবে, কারণ 'ঘাটতির' পরিমাণ হইবে বিপজ্জনক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক

সরঞ্জাম এবং ভারী রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি মূল ও ভারী (basic and heavy) উৎপাদন-শিল্পের উন্নতি-সাধনকে উচ্চ পর্যায়ের অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, রেলপথের উন্নতি-বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রায় ৭২০ কোটি ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত সকল উন্নয়ন-কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা 'কমিশন' হিসাব করিয়াছেন যে, ১১২০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে—উক্ত টাকার বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার 'স্টার্লিং' ভারতের 'স্টার্লিং তহবিল' হইতে প্রতিগ্রহণ করিয়া পাওয়া যাইবে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয় নাই, তাহাও পাওয়া যাইবে; ফলে বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাটতি' ৮০০ কোটি টাকা হইবে ও এই পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পরিকল্পনাকালে পাওয়া যাইবে। কিন্তু, ইতিমধ্যে ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থা (balance of paymenta position) অতিশয় সংকটপূর্ণ হইয়া পড়ে এবং ১৯৫৬ সালে দেনা-পাওনার সাম্যে 'ঘাটতির' পরিমাণ ১৯০.১ কোটি টাকা হয়। দেনা-পাওনার সাম্যের এইরূপ নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার প্রধান কারণ হইল,—(১) মাসিক আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি—১৯৫৫ সালে মাসিক আমদানি দ্রব্যের মূল্য ছিল ৫১.৮১ কোটি টাকা, ১৯৫৬ সালে উহার পরিমাণ হয় ৬৫.৬৯ কোটি টাকা, (২) মাসিক রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস—১৯৫৫ মাসিক রপ্তানির মূল্য ছিল ৪৯.৬৫ কোটি টাকা, ১৯৫৬ সালে উহা হয় ৪৮.৬৪ কোটি টাকা, (৩) আমদানিকৃত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির দাম বর্ধিত হয় ও সুয়েজ খাল বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুন আমদানিকৃত মালের ভাড়া বাড়িয়া যায়, (৪) বে-সরকারী ক্ষেত্রে যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করার ব্যবস্থা ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আমদানি করা হয়, এবং (৫) উন্নয়নমূলক সক্রিয়তার গৌণ ফল, যেমন বিনিয়োগের সহিত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

উক্ত বিশ্লেষণ হইতে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অনটনের দরুন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতি সংকটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে—শুধু যে যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জামের (capital equipments) আমদানি-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নয়; বিহার, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে অনাবৃষ্টির দরুন খাদ্যসংকট উপস্থিত হওয়ায় খাদ্য-শস্যও আমদানি করিতে হইবে ও তদ্দরুন প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়

হইবে। কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজনে ১৪০ কোটি 'ডলারের' 'ঘাটতি' মিটাইতে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ কোটি 'ডলার' পাইতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মূল-অংশের কার্যক্রম সম্পাদন করিতেও বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যন্ত নির্ভর করিতে হইবে; এই বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার আশা—বিশেষতঃ সরকারী ক্ষেত্রের কার্যাবলীর জন্য—বিশেষ উজ্জ্বল নয়; বিদেশী ধনিকগণ (capitalists) ভারতে বিনিয়োগের 'আবহাওয়া' সুস্থ বলিয়া মনে করেন না—ইহার কারণ হইল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের নিরপেক্ষতার নীতি-গ্রহণ, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অংশ-গ্রহণ (যাহার দরুন রাষ্ট্রীয়করণের আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে) এবং কতগুলি নূতন করারোপণ। অর্থ-মন্ত্রী ও শ্রী জি. ডি. বিড়লার নেতৃত্বে শিল্প-প্রতিনিধিগণের বিদেশ পরিভ্রমণের ফলে কিছু পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়, কিন্তু এই সাহায্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকরই হইবে।

পরিকল্পনা 'কমিশনের' সংশ্লিষ্ট ধনবিজ্ঞানিগণের, অভিমত হইল, স্ফীতাবস্থার দরুন পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছিবার খরচ ৬০০০ কোটি টাকা হইবে—এমতা-বস্থায় ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে যে, বৈদেশিক সাহায্যলাভের এবং করারোপণ ও জাতীয় সঞ্চয় উৎসাহিত করিয়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ-বৃদ্ধির যতই চেষ্টা করা হউক না কেন এবং আমদানি যতই কমান হউক না কেন অথবা রাজস্ব, অর্থ ও ঋণ-দান সম্পর্কে যে কোন নীতিই অবলম্বন করা হউক না কেন, যতই বিনিয়োগের পরিমাণ বর্ধিত হইতে থাকিবে, ততই বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাটতি' ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে থাকিবে। ভারত সরকারের "বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থায়" (Deferred payment system) বৈদেশিক শিল্পপতিগণের কতখানি 'সাড়া' পাওয়া যাইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। উক্ত সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের লক্ষ্যগুলি অতি সত্বর বিশেষভাবে পুনরীক্ষণের এবং 'দৃশ্যমান' (in sight) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের মধ্যে উহাদিগকে সীমাবদ্ধ করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে।

পরিকল্পনা 'কমিশন' যে প্রাপ্তিযোগ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ সম্পর্কে অত্যধিক 'আঁচ' (over estimate) করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই--এইরূপ অবস্থায় পরিকল্পনার কিছু 'কাট-ছাঁট' করিতেই হইবে এবং সেজন্য পরিকল্পনা 'কমিশন' লক্ষ্যগুলির সংশোধনও 'পুনঃ-সজ্জনে' রত হইয়াছেন। অর্থ-সচিব লোকসভায় বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশোধিত ব্যবস্থানুসারে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট ব্যয় ৪৮০০ কোটি টাকা হইবে, কতগুলি শক্তি-উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং একটি কি দুইটি কৃত্রিম-সার উৎপাদনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইবে, পরিকল্পনার মূলাংশের রূপায়ণ অব্যাহত থাকিবে এবং পরিকল্পনার উন্নয়ন-বিধায়ক শক্তি যাহাতে বজায় থাকে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনার কার্যক্রম 'পুনঃ-সজ্জিত' করা হইবে। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, পরিকল্পনা 'কমিশন' যে নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা পুনরীক্ষণ ও সংশোধন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, উহা হইল, (১) পরিকল্পনার যে সব কার্যের অনেকখানি সম্পাদন করা হইয়াছে, উহাদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থ-সংস্থান করিতে হইবে, (২) পরিকল্পনার মূল কার্যক্রম এবং রেলপথ, প্রধান বন্দর, ইস্পাত, কয়লা ও সহায়ক 'শক্তি' (ancillary power) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হইবে, (৩) পরিকল্পনার মূল কার্যক্রমের বহির্ভূত যে সব কার্যের জন্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে না বা বৈদেশিক বিনিয়োগ হইবে না, বা 'বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থার' শর্তে পণ্যাদি পাওয়া যাইবে না, সে সব কার্য আরম্ভ করা হইবে না।

পরিকল্পনা 'কমিশনের' মতে সরকারী ক্ষেত্রে (public sector) সংশোধিত কার্যক্রমের ব্যয় ৪৮০০ কোটি হইবে—ফলে, ১২০০ কোটি টাকা পরিমাণ 'ঘাটতি'-ব্যয়ের নীতি (deficit financing) অবলম্বন করিয়াও অভ্যন্তরীণ সম্পদে ৪০০ কোটি টাকা 'ঘাটতি' পড়িবে ; অর্থমন্ত্রীর উক্তি অনুসারে যদি ৯০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' ব্যয়-নীতি অবলম্বিত হয়, তবে উক্ত 'ঘাটতির' পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা। অপরপক্ষে দেখা যায় যে, বৈদেশিক দেনা-পাওনার সাম্যে ১১০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' পড়িবে। সংশোধিত হিসাবানুযায়ী পরিকল্পনার রূপায়ণে ৭০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, এবং উহার অধিকাংশই আগামী ৮ মাসের মধ্যেই লাগিবে।

পরিকল্পনার রূপায়ণে খুব কম ধরিলেও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ-উৎসে যে ১৮০০ কোটি টাকা 'ঘাটতি' পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই—এই

'ঘাটতি' কি উপায়ে পূরণ করা যায়, তাহাই হইল সমস্যা। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, যে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হইয়াছে, উহাতে ৫ বৎসরে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এবং রাজ্যসরকারসমূহকেও রাজস্ব বৃদ্ধি করার 'তাগিদ' দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু করারোপণ পরিপৃক্ত অবস্থায় (saturation) পৌছিয়াছে এবং এমতাবস্থায় নূতন করারোপণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দেশে যে ভয়াবহ অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে, উহা 'সামলান' কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাধ্যাতীত হইবে। অর্থমন্ত্রী জনগণের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপরও নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে প্রচেষ্টা মোটেই সাফল্য লাভ করে নাই। অর্থমন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে, প্রথমে 'ঘাটতি ব্যয়-নীতির' ব্যবস্থায় ১২০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' ব্যয় ধরা হইয়াছিল, কিন্তু ৯০০ কোটি টাকার বেশী 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং উহা প্রচ্ছন্ন ও অন্যায় করারোপণ ব্যবস্থার 'সামিল' হইবে।

সুতরাং, পরিকল্পনার মূলাংশ রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থানের ব্যাপারে রপ্তানি-বৃদ্ধির কথা স্বতঃই মনে জাগে। রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার ও আমদানি হ্রাস করিবার যে আন্তরিক ও সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। ইহা স্বীকার করিতেই হয়, পূর্বে অত্যাবশ্যক নয়, এমন সব দ্রব্য, আমদানি করিয়া আমাদের অপ্রচুর বৈদেশিক সম্পদের অনেক অপচয় করা হইয়াছে ;—এমন কি, পরিকল্পনার সহিত সম্পর্কিত নয়, এমন মূল সরঞ্জামও আমদানি করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া বৈদেশিক সম্পদের যথেষ্ট পরিমাণ অপব্যবহার করা হইয়াছে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রমের রূপায়ণ যাহাতে ব্যাহত না হয়, উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য আরও যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, উহারা হইল :—(১) সরকার এবং ব্যবসায়িগণ ও শিল্পজাতিগণের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের প্রতিনিধিদের ঘন ঘন অধিবেশন হওয়া উচিত, (২) ভারতকে কেবল পাটজাত দ্রব্য, তুলাবস্ত্র ও চায়ের রপ্তানির উপর নির্ভর না করিয়া এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে অধিকসংখ্যক দেশের সহিত এবং নানাপ্রকার পণ্যের রপ্তানি-বাণিজ্য করা যায়, (৩) সরকারের উচিত বিদেশের সহিত এমন সব চুক্তি করা, যাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ না করিয়া অত্যাবশ্যক 'ভোগ্য-পণ্য' আমদানি করা যায়, (৪)

সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থায়' যাহাতে মূল-পণ্য (capital goods) আমদানি করা যায়, উহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, (৫) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানিকারকদের উচিত বিদেশে নূতন নূতন বাজার অনুসন্ধান করা ও ক্রেতাদের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা। সরকার কর্তৃক 'রপ্তানি-বৃদ্ধি-পরিষদ' (Export Promotion Councils) স্থাপন করা, রপ্তানি-শুল্কের হার হ্রাস করা, এবং 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান' বীমা (Export Risks Insurance Corporation) স্থাপন করিয়া 'রপ্তানি পাওনা পরিকল্পনা' (Export Credit Insurance Scheme) কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অতিশয় প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই—উক্ত ব্যবস্থাগুলি রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাইবে।

কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে (রপ্তানি-বৃদ্ধি) টাকার মূল্য হ্রাস করার প্রশ্ন তুলিয়াছেন—টাকার মূল্য হ্রাস করার স্বপক্ষে তাহারা এইরূপ যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, (১) টাকার মূল্য অত্যন্ত বেশী রহিয়াছে—সতত-বর্তমান অভ্যন্তরীণ স্ফীতাবস্থা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে ; (২) টাকার বিনিময়-হার যাহা হওয়া উচিত, টাকার বিনিময়-হার উহার বেশী রাখার দরুন আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য ব্যাহত হইয়াছে এবং (৩) ভারতের 'স্টার্লিং তহবিল' মাত্র ৩২৮ কোটি টাকায় পরিণত হওয়ায় টাকার মূল্য হ্রাস করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, বর্তমান অবস্থায় টাকার মূল্য হ্রাস করা, কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয় ; বর্তমানে যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম এবং খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে ; সুতরাং টাকার মূল্য হ্রাস করিলে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং জনগণ অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, বর্তমানে টাকার মূল্যের কোন পরিবর্তন করা হইলে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর পৃথিবীর আস্থা থাকিবে না, যদিও ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ়।

রাষ্ট্রপতির 'অধ্যাদেশ' (ordinance) অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'রিজার্ভের' (সংরক্ষিত ভাণ্ডারের) পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকা হইতে ২০০ কোটি টাকায় (১১৫ কোটি টাকার সোনা ও ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-পত্র) কমাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, কারণ এ ব্যবস্থা বর্তমান চিন্তাধারার সহিত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নোট' জারি করার জন্য বা বৈদেশিক

মুদ্রার লেন-দেনের প্রয়োজনে অযথা দেশের সম্পদ 'আটক' রাখার কোন অর্থই হয় না—এই সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করা অধিকতর শ্রেয়ঃ। ভারতীয় টাকার উপর বিদেশীদের আস্থা কমিয়া যাইবে না, কারণ ভারত সকল সময়েই উহার ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় যে উক্ত সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পরিকল্পনার 'কাটছাঁট' করিতে হইল। জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্য, উহাদের জীবনধারণের অত্যধিক নিম্নমান, দেশের উৎপাদনের পরিমাণের স্বল্পতা এবং ব্যাপক বেকার-অবস্থার কথা চিন্তা করিলে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনাকে 'উচ্চাশ' পরিকল্পনা বলা চলে না ; সুতরাং, পরিকল্পনার আয়তন খর্ব করাকে জাতীয় দুর্ঘটনাই বলিতে হয়। এই চিন্তাধারায় পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি স্বতঃই উদিত হয় :—

(১) আমরা পরিকল্পনাটি 'অটুট' অবস্থায় রাখিতে পারি কিনা, যাহার ফলে জনগণ দারিদ্র্য ও দুর্গতি হইতে উদ্ধার পায় ; (২) আমরা 'ক্ষুদ্র-সঞ্চয়-মূলক ব্যবস্থা' (Small savings drive) সম্পর্কে জনগণের সহযোগিতা চাহিয়া এরূপ সারাদেশ-ব্যাপী, সতেজ ও সক্রিয় আন্দোলন শুরু করিতে পারি কিনা, যাহার ফলে জনগণ 'ক্ষুদ্রসঞ্চয়' ভাণ্ডারে মুক্তহস্তে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ প্রদান করে এবং সরকার যে সব অর্থ-সংক্রান্ত সংযমন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, উহাদিগকে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করে। (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন না দিয়া রুশিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত 'বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থার' পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম পাইতে পারি কিনা ; (৪) আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের উপর অধিক 'চাপ' না দিয়া আমাদের উৎপাদন-কৌশলের প.রবর্তন করিতে পারি কিনা ; (৫) জনগণের সহযোগিতার ভিত্তিতে পণ্যগুলির অভ্যন্তরীণ 'ভোগ' (consumption-ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহাদিগকে রপ্তানি করিতে পারি কিনা ; (৬) দেশ হইতে দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণ বিদূরিত করিয়া জনগণকে মজুতদার ও 'চোরা-কারবারীদের' কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারি কি না ; (৬) জনগণের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করা যায় কিনা যে, পরিকল্পনার উপর তাহাদের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত, ইত্যাদি। কর্তৃপক্ষগণ যদি পরাজয়ের মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া জনগণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিকল্পনার কার্যক্রম 'অটুট' রাখিবার

জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন, তবেই পরিকল্পনার কার্যাবলী সম্পন্ন করা যাইবে। মিঃ মৌরিস্ জিন্‌কিন্ (Mr. Maurice Zinkin) বলিয়াছেন, "দিল্লীর অফিসগুলিতে পরিকল্পনাটির 'কাটছাঁট' করিয়া রাখিয়া দিলেই চলিবে না—বর্তমানে 'ভোট'-দাতাদেরও (elector) সংশয় দূর করিতে হইবে। পরিকল্পনার বেশী 'কাটছাঁট' হইলে, উহার ফল অতীব বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে। যদি অন্ততঃ জনগণকে দারিদ্র্যের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি-সাধন করিতে হয়, তবে পরিবর্তিত অবস্থাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতে হইবে। পূর্বতন অবস্থায় কেবল দারিদ্র্য চিরস্থায়ী হইবে"। আমেরিকার বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী, ডাঃ লিয়ন্, এইচ্., কেসার্লিং (Dr. Leon H. Keyserling) ভারতীয় আইন পরিষদের (parliament) সভ্যগণের প্রতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "যে সকল ভারতীয় ও বিদেশী বলেন যে, ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাগুলি অত্যধিক 'উচ্চাশ' পরিকল্পনা ও উহাদিগকে কার্যকরী করা অসম্ভব এবং সে জন্য ভারতকে 'প্রত্যাবর্তনের' পরামর্শ দেন, তাহাদের প্রতি আমি সহানুভূতিশীলও নই, ধৈর্যশীলও নই। সব দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত যে উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতেছে, উহা আপনাদের আশু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং সেই প্রচেষ্টা আপনাদের দেশের অত্যাবশ্যক উন্নয়ন কার্য সম্পাদন শক্তির সীমার মধ্যেই রহিয়াছে"।

(২১) অঙ্গচ্ছেদ অবস্থায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—পরিকল্পনার মূলাংশ (সারাংশ)—The Second Five Year Plan in its amputated form—the 'Core' of the Plan :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯১ – ২৯৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে, উহা দেখা প্রয়োজন)।

বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদে'র 'ঘাটতি' তীব্রাকার ধারণ করায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবস্থা অতিশয় সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পরিকল্পনা 'কমিশন' (Planning Commission) বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ-উৎস সম্পর্কে যে ধারণা করিয়াছিলেন, উহা 'কমিশনের' অতিরিক্ত অনুমান। ইহারই দুনির্বার ও অপ্রীতিকর পরিণতি হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটিকে 'কাট-ছাঁট' করিতে হইবে—

এই পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের যে আশা পোষণ করা হইয়াছিল, উহা অনেক পূর্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সরকার স্বীকার করিয়াছেন—অবশ্য দেরীতে—যে, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের সংকটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা 'কমিশন' পরিকল্পনাটির সমন্বয়-সাধন ও সংশোধন সম্পর্কে পুনর্বিচার করিতেছেন। সরকায় অবশ্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনার মূলাংশ (শাঁস—Core) যাহাতে রূপায়িত হয় এবং পরিকল্পনার উৎপাদন-বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যাবলী যাহাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন। পরিকল্পনার মূলাংশ সম্পর্কে সরকারের কি ধারণা, তাহা এতকাল জনগণের অনুমানসাপেক্ষ ছিল; অবশেষে ১৯৫৮ সালের ৩রা মার্চ অর্থদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী বি. আর. ভাগত পরিকল্পনার মূলাংশ বলিতে সরকার কি ধারণা করেন, তাহা সংসদে ব্যক্ত করেন এবং নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলাংশের সকল কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রী ভাগতের উক্তি অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইল পরিকল্পনার মূলাংশের অন্তর্ভুক্ত :—

(ক) সরকারী ক্ষেত্রে :—

(১) ইস্পাত কারখানা—রূঢ়কেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুর। মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার 'ফেরো-সিলিকন' (Ferro-silicon) সম্প্রসারণের কার্যসূচীও এই মূলাংশের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

(২) কয়লা খনির কাজ—জাতীয় কয়লা উন্নয়ন 'কর্পোরেশন' কর্তৃক যে সব পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে।

(৩) কয়লা ধোতাগারসমূহ (Coal washeries)।

(৪) নেভিল 'লিগ্নাইট্' পরিকল্পনার (Neville Lignite Project) খনি-সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(৫) রেলওয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম—রেলওয়ের বৈদ্যুতীকরণ কার্যসূচীর সহিত সংশ্লিষ্ট ডাক ও তার বিভাগের (Posts and Telegraphs Department) উন্নয়নও ইহার অন্তর্গত।

(৬) বন্দর উন্নয়নের কার্যসূচী—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম্ বন্দরের উন্নয়নও এই কার্যসূচীর অন্তর্গত।

(৭) ১২-টি শক্তি-উৎপাদনের পরিকল্পনা (Twelve Power Projects)।

(খ) **বেসরকারী ক্ষেত্রে** ঃ—এই ক্ষেত্রের (১) টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণের কার্যসূচী ; (২) ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানার (Indian Iron and Steel Works) সম্প্রসারণের কার্যক্রম এবং (৩) কয়লা-খনি সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি এই মূলাংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলাংশ রূপায়ণের প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ (Foreign Exchange requirements for the 'core' of the Plan ঃ— পরিকল্পনার মূলাংশ রূপায়ণের জন্য ৯৬৭ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের প্রয়োজন হইবে বলিয়া আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছে—ইহার খুব অল্প পরিমাণ বে-সরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজনে দেওয়া হইবে। মূলাংশ রূপায়ণের প্রয়োজনে যে মোট বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের প্রয়োজন হইবে, উহার মধ্যে পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ৩৭৫ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ বরাদ্দ করা হইয়াছে। মূলাংশের বহির্ভূত পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করার ব্যবস্থা হইবে নিম্নরূপ ঃ—

(১) যে সব পরিকল্পনার কার্য অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে, উহাদের জন্য এবং (২) যে সব পরিকল্পনার কাজ সম্পাদন করিতে বৈদেশিক মুদ্রা সহজেই পাওয়া যাইবে, সে সব পরিকল্পনার জন্য।

মূল্যানুমান (Evaluation) ঃ—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গীণ রূপায়ণ যে সম্ভবপর নয়, ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে বাধ্য হইয়াই বাস্তবের সংস্পর্শে আসিয়া পরিকল্পনাটির 'কাট-ছাঁট' করিতে হইয়াছে ; তবে সরকার যে তিনটি ইস্পাত কারখানাকেই (রূঢ়কেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুর) পরিকল্পনার মূলাংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, উহার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ইস্পাত কারখানাতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়,—সুতরাং, ইস্পাত কারখানাগুলির কিছু কাজ মূলতবী রাখিলে যে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের আশ্রয় হইত, উহা পরিকল্পনার এমন সব অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য-সম্পাদনে ব্যবহৃত করা যাইত, যে সব কার্যসূচীর রূপায়ণে দ্রুত আয়ের ব্যবস্থা হইত।

অধিকন্তু, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী এবং

জাপানের অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে পরিকল্পনার মূলাংশও কার্যকরী করা সম্ভবপর হইত না। এই সম্পর্কে প্রধান প্রধান বৈদেশিক সাহায্যের কথা নিম্নে লেখা হইল ঃ—

(১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২২.৫ কোটি 'ডলার' ঋণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৫ কোটি 'ডলার' আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক (Export and Import Bank) হইতে এবং ৭.৫ কোটি 'ডলার' উন্নয়ন ঋণদান তহবিল (Development Credit Fund) হইতে পাওয়া যাইবে।

উক্ত ১৫ কোটি 'ডলার' সেচ-ব্যবস্থা, পতিত জমি-উদ্ধার, শক্তি-উৎপাদন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, খনি, কতকগুলি নির্বাচিত শিল্প, ভারী কাঠামো-নির্মাণ (heavy structure fabrication), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, এবং 'মেসিন টুল্‌স্‌' (কলকব্জার সাধনি—Machine tools) প্রভৃতির সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কার্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে আগামী বার মাসে যে সব মূল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি (Capital equipment and machinery) এবং 'উপকার' (services) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত ক্রয় করিবে, তাহাতে ব্যয় করা হইবে। ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারির পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত ক্রয়-বাবদ যে অর্থ দিতে হইবে, উহা ঋণ হইতে দেওয়া চলিবে। এই ঋণের সুদ হইবে শতকরা ৫$\frac{1}{4}$ 'ডলার' এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—কিন্তু ১৯৬৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি হইতে ঋণ-পরিশোধ আরম্ভ করিতে হইবে।

উন্নয়ন ঋণ-তহবিল হইতে যে ৭.৫ কোটি 'ডলার' ঋণ পাওয়া যাইবে, তাহা (ক) রাজপথের যান-বাহনের উন্নতিকল্পে 'ট্রাক্‌', 'বাস্‌' ও 'জিপ'-গাড়ী নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি, (খ) ভারতীয় রেলপথ-বিভাগের প্রয়োজনীয় কাঠামো-নির্মাণের ইস্পাত ও অন্যান্য ইস্পাত-দ্রব্য এবং (গ) ভারতের পাট ও সিমেণ্ট শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়-বাবদ ব্যয়িত হইবে। ১৯৫৯ সালের ১৫-ই মার্চ হইতে এই ঋণ-পরিশোধ আরম্ভ করিতে হইবে এবং এই ঋণ ভারতীয় টাকায় পরিশোধ করা চলিবে। রেলপথ বিভাগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উহার সুদ হইবে শতকরা ৩$\frac{1}{2}$ টাকা এবং এই ঋণ চল্লিশ যান্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যান্য কার্যাবলীর প্রয়োজনে যে সব ঋণ দেওয়া হইবে, উহাদের সুদের হার হইবে শতকরা ৫$\frac{1}{4}$ টাকা এবং এই সব ঋণ ত্রিশ যান্মাসিক

কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ঋণ-দানের এই সহজ শর্তের ফলে ভারত আগামী ১৫ মাস অত্যাবশ্যক মূল-পণ্যগুলি (capital goods) আমদানি করিতে সক্ষম হইবে।

(২) রূঢ়খেলা ইস্পাত কারখানা স্থাপনের ঋণ আগামী তিন বৎসরে যে পরিশোধ করার ব্যবস্থা ছিল, উহার সম্পর্কে 'বিলম্বিত পরিশোধ নীতিতে' (deferred payment system) পশ্চিম জার্মাণী সরকার মোটামুটি স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

(৩) একটি ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, একটি কয়লার খনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, একটি চশমার কাঁচ নির্মাণের কারখানা ও একটি তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Thermal Power Station) স্থাপনের জন্য এবং করবা (Korba) কয়লা-খনিগুলির উন্নতি-বিধানের জন্য কারিগরী সাহায্য হিসাবে সোভিয়েট্ সরকার ৬০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদোশক মুদ্রা-সম্পদ ঋণ দিয়াছেন। এই ঋণের সুদের হার হইল শতকরা ২½ টাকা এবং এই ঋণ বার কিস্তিতে সম-পরিমাণ টাকায় পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) ফরাসী সরকারের (The French Government) সহিত সম্পাদিত একটি চুক্তির শর্ত হইল চুক্তির তারিখের পর হইতে বার মাস পর্যন্ত ভারতীয় ক্রেতাগণ ফরাসী দেশীয় বিক্রেতাগণের নিকট যে সব মূল-পণ্য সরবরাহের 'অর্ডার' (ফরমাশ—order) দিবে, উহাদের নির্মাণ ও সরবরাহ ব্যাপারে ফরাসী সরকার ২৮ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়া সাহায্য করিবেন।

(৫) কানাডা সরকার কলম্বো পরিকল্পনা (Colombo Plan) অনুযায়ী ২·১ কোটি 'ডলার' সাহায্য করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গম কিনিবার জন্য কানাডা সরকার ০·৭ কোটি 'ডলার' বিশেষ অনুদান হিসাবে প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু, কানাডা সরকার ন্যায়সঙ্গত শর্তে ঋণ হিসাবে **আরও** ৪০০,০০০ টন গম সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৬) 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশন' (প্রতিষ্ঠান) (Ford Foundation) **আরও** ০·৬২ কোটি 'ডলার' সাহায্য করিয়াছেন।

(৭) বৃটিশ সরকার কোনপ্রকার সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। তবে, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে তিনটি বার্ষিক কিস্তিতে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৯৫৭ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত ভারত মোট ৪৬৩ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক সাহায্য পাইয়াছে—আগামী বৎসরে মোট ৩২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাইবার আশা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলাংশের রূপায়ণের সম্ভাবনীয়তা— (Possibilities of the implementation of the 'core' of the Plan) :—পরিকল্পনা 'কমিশনের' অর্থনীতিবেত্তাগণের (economists) অভিমত হইল, পরিকল্পনাটি মূলতঃ মোটেই উচ্চাশাব্যঞ্জক নয়, তবে পরিকল্পনাটির রূপায়ণে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, উহারা প্রধানতঃ সংগঠনের অব্যবস্থার দরুনই উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, পরিকল্পনার পদক্ষেপের প্রথমাবস্থা হইতেই অতিশয় স্ফীতাবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু তাহারা বলেন, স্ফীতির চাপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়ন্ত্রণসহ উপযুক্ত নীতি অনুসরণ দ্বারা নিরোধ করা সম্ভবপর। অর্থনীতিবেত্তাগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভবপর, যদি (ক) ৭০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করা যায়; (খ) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়গুলির সংযোজনে সতেজ প্রচেষ্টা করা হয়, (গ) আয়ত্ত সম্পদ-উৎসগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়, এবং (ঘ) যে সকল ব্যয় করা হইবে, উহারা আশু ফলপ্রসূ হয়। এজন্য, তাঁহারা পরিকল্পনা 'কমিশনকে' এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, যদি ঘটনাচক্রে বৈদেশিক সাহায্যে 'ঘাটতি' দেখা দেয়, তবে 'কমিশন' যেন উপযুক্ত প্রতিকারক্ষম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

অর্থনীতিবেত্তাগণের মতে, (ক) শিল্পোন্নয়নের কার্যাবলী সম্পাদন করিবার সময় নানাদিকে মনোনিবেশ না করিয়া এমন সব উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যে প্রচেষ্টা সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে, যে সকল কার্য ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং যত বেশী সম্ভব অভ্যন্তরীণ সম্পদ-উৎসের সাহায্যেই উহাদের সম্পাদন করা উচিত, (খ) সম্পদ-উৎসের ব্যয়ের ব্যাপারে সর্বাধিক মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা কর্তব্য, (গ) যে সব ব্যয় **পরে** করা চলে সে সব ব্যয় পরিহার করিতে হইবে, এবং (ঘ) নির্মাণ ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক কার্য সম্পাদন ব্যাপারে যাহাতে উহা প্রয়োজনানুযায়ী হয়, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের (public and private sector)

বিনিয়োগ সম্পর্কে উক্ত অর্থনীতিবেত্তাগণ বলিয়াছেন, 'বিলম্বিত পরিশোধ' শর্তে (deferred payment terms) আমদানি সম্ভবপর হইলেও পরিকল্পনাগুলির জন্য পরিপূরক হিসাবে যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ-উৎসের প্রয়োজন হইবে, উহা আর্থ-ব্যবস্থায় অতিশয় 'চাপের' সৃষ্টি করিবে—সুতরাং, যে সব পরিকল্পনা রূপায়িত হইলে আমদানি প্রভূতভাবে হ্রাস না পায় অথবা রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত না হয়, সে সব পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করিবার অনুমতি দেওয়া বিপজ্জনক।

পরিকল্পনা 'কমিশনের' সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবেত্তাগণ পরিকল্পনার মূলাংশের রূপায়ণ-ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, উহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অতি সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। যে উদারনৈতিক বৈদেশিক সাহায্য ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে, উহা ছাড়া **আরও** ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদগুলির সংযোজনও দুরূহ এবং বৈদেশিক সাহায্যের 'ঘাটতি' ঘটিলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিপজ্জনক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং, এরূপ অবস্থায় সরকারের পক্ষে কোনরূপ সন্তোষসূচক মনোভাব লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ নিশ্চয়ই ব্যাহত হইবে—এমন কি পরিকল্পনার মূলাংশের রূপায়ণের জন্যও প্রয়োজন, (ক) কঠোর শ্রম; (খ) ব্যয়ের ব্যাপারে ত্রুটিহীন নিয়মানুগত্য (perfect discipline), এবং (গ) যথাযোগ্য উপযোগের ভিত্তিতে সর্বপ্রকার ব্যয়ের সীমাবদ্ধকরণ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ—(The Second Plan in its final form):—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**:—পরিশিষ্টের (ক) বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং (খ) অঙ্গচ্ছেদ অবস্থায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া লইলে এই বিষয়টির সম্যক উপলব্ধি সহজতর হইবে।)

পরিকল্পনা 'কমিশন' সম্পদ-উৎসের প্রাপ্তি সম্পর্কে যে হিসাব করিয়াছেন, উহা বিবেচনা করিয়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরিকল্পনার প্রারম্ভে যে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল, উহা বজায় থাকিবে,

কিন্তু কার্যক্রম ও সমগ্র পরিকল্পনাটির অঙ্গীভূত বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলির গুরুত্ব অনুসারে 'গোটা' পরিকল্পনাটিকে ক ও খ (Part A and Part B)—এই ভাগে বিভক্ত করা হইবে।

পরিকল্পনার ক-অংশের জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে এবং এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাসমূহ :—

(১) যে সব পরিকল্পনা কৃষি-পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত প্রত্যক্ষভাবে (directly) সম্পর্কিত ; (২) পরিকল্পনার 'মূল-অংশগুলি' (সারাংশ—'core' projects) ; (৩) যে সব পরিকল্পনার কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং (৪) যে সব পরিকল্পনার রূপায়ণ অপরিহার্য (অর্থাৎ যাহাদের বাদ দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়)। 'ক-অংশের ব্যয়ের পরিমাণ এমন ধরা হইয়াছে, যে ব্যয় বর্তমান সম্পদ-উৎসের ভিত্তিতে পরিকল্পনার অবশিষ্ট কার্যকালে করা সম্ভবপর।

পরিকল্পনার ক-অংশের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনাগুলি ছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্গত অন্যান্য পরিকল্পনা খ-অংশের অন্তর্ভূত হইবে এবং এই অংশের জন্য মোট ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। যে পরিমাণ **অতিরিক্ত** সম্পদ-উৎস সংগৃহীত হইবে, সে পরিমাণ অনুযায়ী খ-অংশের পরিকল্পনাগুলির কাজ হাতে লওয়া হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত ব্যয়-বিভাজন (**Revised Allocation**) :—মূল্য-বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে ব্যয়বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার মোট ৪৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ-ব্যয়ের যে সংশোধিত বিভাজন করা হইয়াছে, উহার 'চার্ট' (পরিলেখ—chart) পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

ক্রমিক নং	প্রধান বিষয় বা ক্ষেত্র	প্রাথমিক বণ্টন বা বিভাজন (কোটি টাকার হিসাবে)		সংশোধিতবণ্টন বা বিভাজন (কোটি টাকার হিসাবে)	
		কেন্দ্র-সরকারের ব্যয়	রাজ্য সরকারের ব্যয়	কেন্দ্র-সরকারের ব্যয়	রাজ্য সরকারের ব্যয়
(১)	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—Agricultural and Community Development	—	৫৬৮	—	৫৬৮
(২)	সেচ ও শক্তি—Irrigation & Power	১০৫	৮০৮	৯০	৭৭০
(৩)	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—Village and Small-scale Industries	৮০	১২০	৬০	১৪০
(৪)	শিল্প ও খনির কাজ—Industries and Mining	৬৬৭	২৩	৮৫৭	২৩
(৫)	পরিবহন ও যোগাযোগ—Transport & Communication	১২০৩	১৮২	১১৭৫	১৭০
(৬)	সমাজ-সেবা—Social Services	৩৯৬	৫৪৯	৩২১	৫৪২
(৭)	বিবিধ—Miscellaneous	৪৩	৫৬	৩৭	৪৭

সংশোধিত ব্যয়ের প্রয়োজনে অর্থ-সংস্থান—Finance for the revised outlay :—

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যাবধারণ (appraisal) ও সম্ভাবনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে যে ব্যয়ের ও অর্থ-সংস্থানের আনুমানিক হিসাব পরিকল্পনা 'কমিশন' ধরিয়াছেন, উহার ভিত্তিতে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার কার্যকালে অর্থ-সংস্থানের মোট পরিমাণ হইবে ৪২৬০ কোটি টাকা—এই পরিমাণ টাকা নিম্নলিখিত উৎস হইতে পাওয়া যাইবে :—

(ক) দেশের আয়-ব্যয়কের উৎস হইতে (domestic budgetary resources) ২০২২ কোটি টাকা ; (খ) বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ১০৩৮ কোটি টাকা ; এবং (গ) 'ঘাটতি'-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া (deficit financing) ১২০০ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা 'কমিশন' বলিয়াছেন, ক-অংশের জন্য ন্যূনপক্ষে ৪৫০০ কোটি টাকার অর্থ সংস্থান করিতে **হইলেও অতিরিক্ত** ২৪০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হইবে—এই অতিরিক্ত ২৪০ কোটি টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করা যাইতে পারে :—

(ক) অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া ১০০ কোটি টাকা ; (খ) ঋণ-গ্রহণ ও স্বল্প-সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৬০ কোটি টাকা ; এবং (গ) ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার সাহায্যে এবং 'বকেয়া' (বাকী-পড়া) কর ও ঋণের অর্থ আদায় করিয়া ৮০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি কাট-ছাঁট করার কারণ (Reasons for pruning the Plan) :—

পরিকল্পনাটির আয়তন খর্ব করার এবং উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কারণ সম্পর্কে পরিকল্পনা 'কমিশন' যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজের শুরু হইতেই **অভ্যন্তরীণ ও বাহিরিক (বৈদেশিক) সম্পদ-উৎসের** (Internal and external resources) উপর **'চাপ'** (Strain) অনুভূত হইয়াছিল—১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে 'পাইকারী মূল্য' (wholesale price) শতকরা ১৪ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দুই বৎসরে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যে (balance of payment) ৮২১ কোটি টাকা 'ঘাটতি' পড়িয়াছিল।

(খ) বহুপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও **আয়ত্ত** (available) **সম্পদ-উৎসের পরিমাণ প্রত্যাশিত পরিমাণের অনেক কম হইয়াছিল।** ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কে (budget) ৪৬৪ কোটি টাকার 'ঘাটতি' পড়িয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়কের হিসাবে ধরা হইয়াছে যে, ঋণ ও স্বল্প-সঞ্চয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, 'ঘাটতি' ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৫৭-৫৮ সালের পরিমাণ অপেক্ষা ২৫০ কোটি টাকা কম হইবে এবং চলতি বৎসরে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইবে——১৯৫৭-৫৮ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা।

(গ) এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যে সব **করারোপণের ব্যবস্থা** অবলম্বন করিয়াছেন, উহার ফলে প্রায় ৭২৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার ব্যয়-নির্বাহের জন্য রাজস্ব-আয় (revenue resources) হইতে পরিকল্পনার হিসাবের তুলনায় মাত্র ৪৫ কোটি টাকা **বেশী** পাওয়া যাইবে। পরিকল্পনা 'কমিশন' অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে,

করাধানের আয়ের বৃহদাংশই অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়াছে—যেমন, দেশরক্ষা, অনুন্নয়নমূলক কার্যাবলী এবং পরিকল্পনার বহির্ভূত উন্নয়নমূলক কার্যাবলী। সুতরাং, পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের প্রাথমিক হিসাবে অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা দেশের মধ্যে যে ৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার (gap to be covered by additional measures to raise, domestic resources) কথা ছিল, উহার অতি সামান্যই সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঘ) **সম্পদ-প্রাপ্তির বিলম্বের** (lag in resources) দরুনই পরিকল্পনার প্রথম অবস্থায়ই অত্যধিক 'ঘাট্‌তি ব্যয়ের' ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এক সময়ে উদ্দেশ্য ছিল 'ঘাট্‌তি ব্যয়ের' পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ করা, কিন্তু এখন ইহা প্রায় সুনিশ্চিত যে, পূর্বের হিসাব অনুযায়ী ১২০০ কোটি টাকা পরিমাণ 'ঘাট্‌তি ব্যয়ের' ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে—প্রকৃত পক্ষে, 'ঘাট্‌তি ব্যয়ের' উক্ত পরিমাণ রক্ষা করাও দুরূহ হইবে, যদি না সম্পদ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং প্রস্তাব-অনুযায়ী পরিকল্পনার ব্যয় সীমাবদ্ধ করা হয়।

বর্তমানে ৪২৬০ কোটি টাকার সম্পদ-প্রাপ্তির হিসাব করা সত্ত্বেও পরিকল্পনা 'কমিশন' আয় ও সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী পরিকল্পনার আয়তন হ্রাস করার বিরুদ্ধে তাঁহাদের দৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ এই ব্যবস্থার অবলম্বন শুধু যে অবাঞ্ছনীয়, তাহা নয়—এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে পরিকল্পনার ব্যয়-বিভাজন (allocation) ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য রক্ষা করা অতিশয় দুরূহ হইয়া পড়িবে। পরিকল্পনা 'কমিশনের' মতে আর্থিক সম্পদের অপ্রাচুর্যের কারণ হইল, মোট উৎপাদন ও সঞ্চয়ক্ষেত্রে ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইয়াছে—সুতরাং, পরিকল্পনা 'কমিশন' খাদ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির যে সব সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহাদের সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

পরিকল্পনার কাট-ছাঁট করিয়া সেচ ও শক্তির খাতে মোট ৫৩ কোটি টাকা, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মোট ৪০ কোটি, সমাজ-সেবা খাতে মোট ৮২ কোটি টাকা এবং 'বিবিধ'-খাতে মোট ১৫ কোটি টাকা কম ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—উক্ত ব্যয়-হ্রাস কর্ম-নিয়োগের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিবে, সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা 'কমিশন' বলিয়াছেন, কর্ম-নিয়োগ ক্ষেত্রে প্রায় ৬৫ লক্ষ চাকরি কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ইহা আর্থ-ব্যবস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে।

মন্তব্য (Remarks) :—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা করা হইতেছিল, তাহা জাতির আশু প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ-উৎসের অনটনে যে এই পরিকল্পনার আয়তন খর্ব করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সরকারকে 'পশ্চাদপসরণের' নীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে, উহা জাতীয় সংকটেরই সামিল। পরিকল্পনা 'কমিশনের' সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবেত্তাগণের (Economists) মতে, সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয় প্রথমে যে ৪৮০০ কোটি ধরা হইয়াছিল, উহা বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির দরুন ৬০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে—সুতরাং, বর্তমানে পরিকল্পনার ক-অংশে যে ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহাতেই বুঝা যায় যে, পরিকল্পনার ব্যয় দারুণভাবে ছাঁটাই করা হইয়াছে। সেচ ও শক্তি, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং সর্বোপরি সমাজ-সেবা খাতে ব্যয় যে অত্যধিক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার অর্থ হইল যে পরিকল্পনার ব্যয়-বিভাজন ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভারসাম্য থাকিবে না।

(২২-ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'ক'-অংশের সংশোধিত ৪৮০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দের অর্থ-সংস্থান—(Financing the Revised Plan outlay of Rs. 4800 crores in Part A.)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে ৪৮০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ পরিকল্পনার কার্যকালের শেষ দুই বৎসরে (১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১) ২৩৪৪ কোটি টাকার অর্থ-সংস্থানের প্রয়োজন হইবে, কারণ পরিকল্পনার কার্যকালের প্রথম তিন বৎসরে (১৯৫৬-৫৯) ২৪৫৬ কোটি টাকার অর্থ-সংস্থানের হিসাব করা হইয়াছে। এই পরিমাণ অর্থসংস্থান করা অতিশয় দুরূহ হইবে, কারণ 'ঘাটতি' ব্যয়ের পরিমাণ (deficit financing) যতদূর সম্ভব কম রাখিতে হইবে—প্রথম দুই বৎসরে 'ঘাটতি' ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক হইয়াছিল। এই অর্থ-সংস্থানের উৎসের এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার বিভিন্ন 'খাতে' ব্যয়ের ২-টি তালিকা পরের দুই পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

(ক) অর্থ সংস্থানের হিসাব ঃ—

উৎস	১৯৫৬-১৯৫৯, এই তিন বৎসরের মোট।	১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-১৯৬১ এই শেষ দুই বৎসরের মোট।	১৯৫৬-'৬১, এই পাঁচ বৎসরের মোট।
	(কোটি টাকা)	(কোটি টাকা)	(কোটি টাকা)
(১) আভ্যন্তরীণ আয়-ব্যয়ক (Domestic Budgetary Resources)			
(ক) চল্‌তি রাজস্বের উদ্বৃত্ত (Balance from current revenues)	৪৩৯	৩২০	৭৫৯
(খ) রেলপথ-বিভাগের দান (Railways contributions)	১২৯	১২১	২৫০
(গ) ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয় (Loans & small savings)	৫৪৪	৪৪০	৯৮৪
(ঘ) স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং বিবিধ মূলধন জাতীয় জমা (Unfunded debt and miscellaneous capital receipts)	(—) ১১	৪০	২৯
(২) বৈদেশিক সাহায্য (External Assistance)	৪৩৮	৬০০	১০৩৪
(৩) 'ঘাট্‌তি' ব্যয় (Deficit Financing)	৯১৭	২৮৩	১২০০
মোট	২৪৫৬	১৮০৪	৪২৬০

(খ) বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব :—

(কোটি টাকার হিসাবে)

বিষয়	প্রাথমিক ব্যয়-বরাদ্দ (Original Allocation)		সংশোধিত ব্যয়-বরাদ্দ (Revised Allocation)		অর্থ-সংস্থানের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়-বরাদ্দ (Outlays corresponding with the resources position)	
	ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের শতাংশ	ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের শতাংশ	ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের শতাংশ
(১) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন (Agriculture and Community Development)	৫৬৮	১১.৮	৫ ৮	১১.৮	৫১০	১১.৩
(২) সেচ ও শক্তি (Irrigation and Power)	৯১৩	১৯.০	৮৬০	১৭.৯	৮২০	১৮.২
(৩) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Village and Small industries)	২০০	৪.২	২০০	৪.২	১৬০	৩.৬
(৪) শিল্প ও খনির কাজ (Industries & Mining)	৬৯০	১৪.৪	৮৮০	১৮.৪	৭৯০	১৭.৫
(৫) পরিবহণ ও যোগাযোগ (Transport and Communications)	১৩৮৫	২৮.৯	১৩৪৫	২৮.০	১৩৪০	২৯.৮
(৬) সমাজ-সেবা (Social Services)	৯৪৫	১৯.৭	৮৬৩	১৮.০	৮১০	১৮.০
(৭) বিবিধ (Miscellaneous)	৯৯	২.০	৮৪	১.৭	৭০	১.৬
মোট	৪৮০০	১০০.০	৪৮০০	১০০.০	৪৫০০	১০০.০

ব্যয়-বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ-সংস্থানের হিসাব সম্পর্কে মন্তব্য :—

(১) পরিকল্পনা-কালের সংশোধিত ব্যয়-বরাদ্দের ও অর্থ-সংস্থানের হিসাবে দেখা যায় যে, পরিকল্পনার 'ক'-অংশের কার্যাবলীর অর্থ-সংস্থানের ক্ষেত্রেও ২৪০ কোটি টাকার 'ঘাট্‌তি' (৪৫০০-৪২৬০) পড়িবে এবং যদি সংশোধিত পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হয়, তবে অর্থ-সংস্থানের ক্ষেত্রে ৫৪০ কোটি টাকার (৪৮০০-৪২৬০) ঘাট্‌তি' পড়িবে।

(২) পরিকল্পনা-কালের শেষের দুই বৎসরের (১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১ সাল) অর্থ-সংস্থানের হিসাবে দেখা যায় যে, ৬০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে, এই অনুমানের ভিত্তিতে ১৮০৪ কোটি টাকা পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে বলিয়া বলা হইয়াছে।

(৩) **অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে অর্থ-সংস্থানের সম্ভাবনীয়তা :—**

(ক) পরিকল্পনা-কালের শেষ দুই বৎসরে 'চল্‌তি' রাজস্বের উদ্বৃত্ত হইতে ৩২০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাবে বলা হইয়াছে -যদি উৎপাদন হইতে আগম-বৃদ্ধির স্বাভাবিক গতি বজায় থাকে এবং যদি পরিকল্পনার বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পায়, তবে উক্ত ৩২০ কোটি টাকা পাওয়া সম্ভবপর হইবে।

(খ) উক্ত দুই বৎসরে রেলপথ-বিভাগের দানের পরিমাণ ১২১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। এই পরিমাণ দান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়, কারণ পরিকল্পনা-কালের প্রথম তিন বৎসরে রেলপথ-বিভাগের দানের পরিমাণ ক্রমশঃ বেশী দেখা গিয়াছিল। এই ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে রেলপথ-বিভাগের যে ৫০ কোটি টাকা পরিমাণ দান ছিল, উহা বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনা-কালের শেষ দুই বৎসরে গড়পড়তা প্রতি বৎসর ৬০·৫ কোটি টাকা হইবে।

(গ) পরিকল্পনাকালের শেষ দুই বৎসরে ঋণ ও স্বল্প-সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪৪০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি বৎসর 'গড়পড়তা' ২২০ কোটি টাকা। এই উৎস হইতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ২১৭ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু **মোট** এ পর্যন্ত মাত্র ১২৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, প্রতি বৎসর উক্ত 'গড়পড়তা' ২২০ কোটি টাকা এই উৎস

হইতে পাওয়া দুষ্কর—এই ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প-সঞ্চয়ের আহরণ-ক্ষেত্রে প্রগাঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(ঘ) উক্ত দুই বৎসরে স্বল্পমিয়াদী ঋণ ও বিবিধ মূলধন-জাতীয় জমা হইতে ৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছে; কিন্তু এই দুইটি উৎস হইতে প্রাপ্তিযোগ্য টাকার পরিমাণে অতিশয় হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুতরাং, দেখা যায় যে, পরিকল্পনাকালের শেষ দুই বৎসরে অভ্যন্তরীণ উৎস (domestic economics) হইতে ৯২১ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে—অর্থাৎ 'গড়পড়তা' প্রতি বৎসর প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা। পরিকল্পনাকালের প্রথম তিন বৎসরে' গড়পড়তা' বাৎসরিক ৩৬৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল—সে স্থলে 'গড়পড়তা' বাৎসরিক আরও প্রায় ৯৩ কোটি টাকা বেশী সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনীয়তাঃ—পরিকল্পনাকালের শেষ দুই বৎসরে ৬০০ কোটি টাকার সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—পরিকল্পাকালের প্রথম তিন বৎসরে মোট ৪৩৮ কোটি টাকার সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, পরিকল্পনাকালে (৫ বৎসর) বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ১০৩৮ কোটি টাকা ধরা হইল, —অর্থাৎ প্রথমে যে পরিমাণ ধরা হইয়াছিল, উহা হইতে হিসাবে ২৩৮ কোটি টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের পক্ষে অনেকটা অনুকূল হইয়াছে, যাহা 'সিনেটের' (ব্যবস্থাপক সভার) ভারতকে অধিকতর পরিমাণে সাহায্য-দানের প্রস্তাবে বোঝা যায়। ভারত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, রুশিয়া, জাপান ও অন্যান্য দেশ হইতে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছে। অতএব, ভারত ৬০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৫) 'ঘাট্‌তি'-ব্যয় সম্পর্কে বক্তব্যঃ—পরিকল্পনাকালের প্রথম ২ বৎসরে 'ঘাট্‌তি'-ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ৭০২ কোটি টাকা; বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে, 'ঘাট্‌তি'-ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২১৫ কোটি টাকা, কিন্তু 'ঘাট্‌তি'-ব্যয় ২১৫ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাইবে কিনা সন্দেহ। পরিকল্পনাকালের শেষ দুই বৎসরে 'ঘাট্‌তি' ব্যয়ের

পরিমাণ ২৮৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাবে দেখান হইয়াছে—দিন দিনই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং, আর্থ-ব্যবস্থায় আরও 'ঘাট্‌তি' ব্যয়ের স্থান রহিয়াছে কিনা সন্দেহ। 'ঘাট্‌তি'-ব্যয়ের পরিমাণ ৭০২ কোটি টাকা পর্যন্ত ইতঃপূর্বেই হইয়া গিয়াছে—এই পরিমাণ 'ঘাট্‌তি' ব্যয় সম্ভবপর হইয়াছিল, কারণ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের ভাণ্ডার হইতে আমদানি-ব্যয় বহন করিয়া আমদানি-ব্যয়ের সাশ্রয় করা হইয়াছিল। কিন্তু, এই বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের ভাণ্ডার হইতে আরও অর্থ পাওয়া সম্ভবপর নয়—অভিপ্রেতও নয়; কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানে যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার 'সুদ' ও 'আসল' ১৯৬০-৬১ সাল হইতে পরিশোধ করিতে বেশ কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে।

পরিকল্পনা 'কমিশন' বলিয়াছেন, পরিকল্পনার 'ক' অংশের কার্যক্রমের রূপায়ণে যে ৪৫০০ কোটি টাকা খরচের হিসাব করা হইয়াছে, উহা এমন একটি পরিমাণ, যাহা কমান উচিত নয়। প্রথমেই বলা হইয়াছে—(১-নম্বরে)—এই পরিমাণ ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ-সংস্থান ক্ষেত্রে ২৪০ কোটি টাকার 'ঘাট্‌তি' পড়িবে। এই ২৪০ কোটি টাকার 'ঘাট্‌তি' নিম্নলিখিত উপায়ে পূরণ করা হইবে :—

অতিরিক্ত করধার্যের মাধ্যমে	১০০ কোটি টাকা
ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে—	৬০ কোটি টাকা
পরিকল্পনার বহির্ভূত ব্যয়ের সংকোচসাধন, 'বকেয়া' কর আদায় ও আদায়যোগ্য ঋণ সংগ্রহ করিয়া—	৮০ কোটি টাকা
মোট	২৪০ কোটি টাকা

কাজ ও সঞ্চয় করিবার প্রেরণা ব্যাহত না করিয়া অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হইবে, কারণ অতিরিক্ত কর-ধার্যের ক্ষেত্র খুব কমই রহিয়াছে। কর-বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নত সাধন করিয়া আয় বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, কিন্তু কোন প্রকার অতিরিক্ত কর আরোপিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের উদ্ভব হইবে।

ঋণ ও স্বল্প-সঞ্চয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৬০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর, যদি এই ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টা জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করিয়া জনসাধারণের সাযুজ্য লাভে সমর্থ হয়।

পরিকল্পনার বহিভূ́ত ব্যয়গুলির সংকোচ সাধন করিয়া এবং 'বকেয়া' কর ও আদায়যোগ্য ঋণগুলির সংগ্রহ ত্বরান্বিত করিয়া অতিরিক্ত ৮০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করার কথা বলা হইয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে, উন্নয়নমূলক ব্যতীত সর্বপ্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংকোচ সাধন করা এবং পরিকল্পনার বহিভূ́ত উন্নয়নমূলক ব্যয়গুলি পরিহার করা অথবা উহাদিগকে ন্যূনতম পরিমাণে লইয়া আসা।'

অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কে উক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরিকল্পনায় **'ক'** অংশের ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কার্যক্রম রূপায়িত করিতেও সর্বাঙ্গীণ ও দৃঢ়সঙ্কল্প প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(২৩) ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ক (Budget proposals for 1958-59) :—

১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়ক প্রস্তাবের প্রধান বিশেষত্ব হইল, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সর্বপ্রথম ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু অর্থমন্ত্রী হিসাবে উক্ত আয়-ব্যয়ক (Budget) ভারতের আইন-পরিষদে 'পেশ' করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়কে বর্তমান কর-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই; ১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবগুলি নিম্নে লেখা হইল।

(১) দান-কর (Gift Tax) :—'দান-করের' প্রবর্তনই হইল অর্থ-মন্ত্রী হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর প্রথম প্রস্তাব। প্রস্তাবিত এই করধার্যের শর্তগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) দান-কর দানকারীকে দিতে হইবে এবং এক বৎসরে দানকারী যে দান করিবে, উহার মূল্যানুসারে দান-কর ধার্য করা হইবে।

(খ) এক বৎসরে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দান দান-কর হইতে রেহাই পাইবে কিন্তু যদি দানের মূল্য (value of gift) ১০,০০০ টাকার বেশী হয়, তবে শুধু সেই অতিরিক্ত মূল্যই কর-যোগ্য (taxable) হইবে।

(গ) যদি এক বৎসরে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ৩০০০ টাকার অধিক মূল্যের দান করা হয়, তবে উক্ত কর-মুক্তির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকায় হ্রাস করা হইবে।

(ঘ) উক্ত ভিত্তিগত ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দানের কর-মুক্তি ছাড়াও নিম্নলিখিত দানগুলি দান-কর হইতে রেহাই পাইবে :—

(১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে (local bodies) প্রদত্ত দান ; (২) বিবাহের সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রে পোষ্যদিগকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যৌতুক দান ; (৩) নিজের স্ত্রীকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের দান ; (৪) প্রত্যেক পোষ্য বা পোষ্যাকে প্রদত্ত ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দেয় দায়ের বীমাপত্র (Insurance policy) দান।

(ঙ) দান-করের হার সম্পত্তি-করের (Estate duty) হারের ন্যায় হইবে, কিন্তু 'পর্বীয় রীতিতে' (Slab system) আরোপিত সম্পত্তি-করের প্রথম 'পর্বের' (first slab) যে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কর-মুক্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা দান-করের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

(চ) উক্ত দান-করের হার 'প্রথম পর্বে' (First slab) শতকরা ৪ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক দানের উপর শতকরা ৪০ টাকা পর্যন্ত হইবে।

দান-কর ধার্য করার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, অন্যান্য কর-ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেওয়ার (tax evasion) যে সব পথ ('ছিদ্র') রহিয়াছে, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া। প্রত্যক্ষ করারোপণ ব্যবস্থায় (Direct taxation) যে একটি 'ফাঁক' ছিল, উহা দান-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং এই করা-রোপণের দরুন কর ফাঁকি দেওয়া দুরূহ হইবে ও কর-ভার অধিকতর ন্যায়-সঙ্গতভাবে বণ্টিত হইবে। সুতরাং, দান-কর ব্যবস্থার প্রবর্তনের গুরুত্ব দান-কর হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। এই দান-কর হইতে মোট প্রায় ৩ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

(২) **সম্পত্তি-কর** (Estate Duty) ঃ—অর্থ-মন্ত্রী হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর দ্বিতীয় প্রস্তাব হইল সম্পত্তি-কর আইন সম্পর্কে (Estate Dutv Act) কতকগুলি সংশোধন-প্রস্তাব। উক্ত সংশোধন-প্রস্তাবগুলি উত্থাপনের সময় অর্থ-মন্ত্রী (প্রধান মন্ত্রী) বলিয়াছেন, "সম্পত্তি-কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় উক্ত কর হইতে আমরা যে সামান্য পরিমাণ আয়ের আশা করিয়াছিলাম, কার্যতঃ উহা হইতে আদায় অনেক কম হইয়াছে ; ইহার কারণ হইল, লোকদের অত্যধিক পরিমাণে দান করার অভ্যাস এবং উক্ত আইনের বহু

'রেয়াত'-ব্যবস্থা। দান-কর প্রবর্তনের দরুন অত্যধিক দান প্রতিরোধ করা যাইবে—সুতরাং, এই আইনের কতকগুলি 'রেয়াতের' পরিমাণ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি।" অর্থ-মন্ত্রীর উক্ত প্রস্তাবে যে সব সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান হইল :—

(১) 'পর্বীয় রীতি' অনুসারে আরোপিত সম্পত্তি-কর ব্যবস্থায় 'মিতাক্ষরা' 'মরুমাক্ষতায়ম্', অথবা 'অলিয়নশন্ত' বিধির নিয়ন্ত্রণাধীনের যৌথ পরিবারের সম্পত্তি ছাড়া (উক্ত আইনে ইহাদের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির করমুক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে), অন্যান্য সম্পত্তির বেলায় যে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির কর-মুক্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা সংশোধন করিয়া ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তি-কর মুক্ত করা হইয়াছে ; (২) মৃত ব্যক্তির মৃত্যু-পত্র অথবা উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্র (Succession certificate) লইতে যে 'বিচার-দেয়ক' ('কোর্ট ফি' Court Fee) প্রদান করিতে হয়, উহার সমস্তটাই বর্তমান আইন অনুসারে কর-মুক্ত থাকিত—এই সংশোধন প্রস্তাবে উহার শুধু অর্ধেক পরিমাণ কর-মুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; (৩) জনহিতকর কার্যের জন্য দান ব্যতীত যে সব দান মৃত্যু হইবার ২ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত করা হইয়াছে, সে সব দান বর্তমান আইনানুসারে করযোগ রহিয়াছে—সংশোধন-প্রস্তাবে 'কর তদন্ত কমিটির' (Taxation Enquiry Committee) সুপারিশ অনুসারে উক্ত সময় ৫ বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে এবং যে সব দানের উপর দান-কর প্রদান করা হইয়াছে, সে সব দান সম্পত্তি-কর হইতে রেহাই পাইবে ; (৪) হিন্দু অবিভক্ত বা একান্নবর্তী পরিবারে (Hindu undivided family) সহ-উত্তরাধিকারীদের (Co-parceners) ক্ষেত্রে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সম্পত্তির যে অংশের উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিক, উহার মূল্যানুসারে সম্পত্তি-করের হার ধার্য করা হইবে ; (৫) উক্ত সব সংশোধনের ফলে ৫০ লক্ষ টাকার পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারসমূহ পাইবে ; (৬) কর-হার নিম্নরূপ হইবে :—

(ক) সম্পত্তির মূল্য ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হইলে কোন কর দিতে হইবে না—৫০,০০০ টাকার ঊর্ধ্বের প্রথম ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৬ টাকা হইতে ক্রমবর্ধমান হারে শতকরা ৪০ টাকা পর্যন্ত কর-হার ধার্য করা হইয়াছে ; (খ) যদি মৃত ব্যক্তির ভারতের বাহিরের কোন কোম্পানির 'শেয়ার' অথবা

ঋণপত্র (debenture) থাকে; তবে উহার মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক না হইলে কোন কর দিতে হইবে না, কিন্তু মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক হইলে শতকরা ৭½ টাকা হারে কর দিতে হইবে; (গ) সম্পত্তি-করের বর্তমান আইনের বিধানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব পর্ষদের (Central Board of Revenue) উপর 'আপিল'-সম্বন্ধীয় (পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় appelate) ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—এই বিধান অন্যান্য রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের বিধান হইতে বিভিন্ন বলিয়া সংশোধন-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সম্পত্তি-কর আইনের এই 'আপিল'-সংক্রান্ত বিধান পরিবর্তন করিয়া আয়-কর, সম্পদ-কর, (Wealth tax) ও ব্যয়-করের 'আপিলের' (Expenditure tax) আইনসমূহের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) **আয়-কর (Income tax)**:—আয়-করের বর্তমান কাঠামোর কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই—বর্তমানে আয়ের উপর যে রীতি অনুযায়ী বিশেষ 'অধিভার' (special surcharge) আরোপণ করা হয়, উহার এবং আয়-করেয় বর্তমান হারের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। আয়-কর ব্যবস্থার যে সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা নিম্নে লেখা হইল:—

বর্তমানে অতিরিক্ত লভ্যাংশ করের (Excess Dividend tax) হার হইল—(ক) মূলধনের শতকরা ৬ হইতে ১০ ভাগের মধ্যে বণ্টিত লভ্যাংশের উপর শতকরা ১০ টাকা (খ) মূলধনের শতকরা ১০ হইতে ১৮ ভাগের মধ্যে বণ্টিত 'লভ্যাশের উপর শতকরা ২০ টাকা এবং (গ) মূলধনের শতকরা ১৮ ভাগের অধিক বণ্টিত 'লভ্যাংশে'র উপর শতকরা ৩০ টাকা।

প্রস্তাবিত "অতিরিক্ত লভ্যাংশের" কর-ব্যবস্থায় উক্ত তিনটি 'পর্বায়' হার পরিবর্তন করিয়া কেবল ২টি 'পর্বায়' হার প্রবর্তন করা হইয়াছে - ক) মূলধনের শতকরা ৬ হইতে ১০ ভাগের মধ্যে বণ্টিত 'লভ্যাংশের' উপর শতকরা ১০ টাকা এবং (খ) মূলধনের শতকরা ১০ ভাগের অধিক বণ্টিত 'লভ্যাংশের' উপর শতকরা ২০ টাকা। এই পরিবর্তন করার জন্য যে পরিমাণ রাজস্ব কমিয়া যাইবে, উহা যৎসামান্য হইবে।

(৪) **জাহাজ-নির্মাণ (Shipping Industry)**:—আয়-কর আইনে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে যে 'উন্নয়ন-ছাড়ের' (Development rebate—উন্নয়ন-অবহ্রতকের) হার ছিল, উহা শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৪০ টাকায়

বর্ধিত করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'উন্নয়ন-ছাড়ের' শর্তগুলি সম্পর্কে 'কড়া' (কঠোর) ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(৫) **সম্পদ-কর** (**Wealth Tax**) :—বিদেশী নাগরিকগণ ভারতের বাসিন্দা হইলেও উহাদের বিদেশস্থ সম্পদগুলির উপর কোন সম্পদ-কর ধার্য করা হইবে না। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যে সব 'কম্পানি' প্রতিষ্ঠিত ও 'নিবন্ধভুক্ত' (regisrered) হইয়াছে, উহাদিগকেও সম্পদের উপর করারোপণ ব্যবস্থার 'আওতায়' আনা হইয়াছে।

(৬) **অপ্রত্যক্ষ কর** (**Indirect Taxes**) :—

(ক) **আবগারী শুল্ক** (**Excise duty**) :—

"সিমেণ্টের" (**Cement**) উপর ধার্য শুল্কের হার প্রতি টনে ২০ টাকা হইতে ২৪ টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে "রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান" (State Trading Corporation) কর্তৃক ধার্য "অধিভার" (Surcharge) প্রত্যাহার করা হইয়াছে, ফলে "সিমেণ্টের" মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। এই ব্যবস্থার ফলে যে ২·২৪ কোটি টাকা **অতিরিক্ত** রাজস্ব পাওয়া যাইবে, উহা 'সড়ক'-উন্নয়ন-কার্যে ব্যবহৃত হইবে।

শক্তি-চালিত তাঁতের বস্ত্র (**powerlooms producing cotton textiles**) সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যে সব প্রতিষ্ঠানের ১০০ তাঁতের অধিক তাঁত রহিয়াছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানকে 'একীকৃত হারে" (Compounded rates) শুল্ক প্রদান করিবার যে সুবিধা দেওয়া হইত, উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে যে সব প্রতিষ্ঠানে ২৫ হইতে ১০০টি তাঁত রহিয়াছে, উহাদের বেলায় যে 'একীকৃত' হার প্রযুক্ত ছিল, উহা যথোপযুক্তভাবে দুই ধাপে (two stages) বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থার ফলে ৮৩ লক্ষ টাকার **অতিরিক্ত** রাজস্ব পাওয়া যাইবে।

উদ্ভিজ্জ পণ্যের (Vegetable products) 'ছোটখাট' উৎপাদককে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক কারখানায় উৎপাদিত প্রথম ৩০০০ টন উদ্ভিজ্জ পণ্যের উপর শুল্ক-হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—ফলে, বাৎসরিক ২৪ লক্ষ টাকার রাজস্ব কমিয়া যাইবে।

পরে, (১) সকল প্রকার বস্ত্রের উপর শুল্ক-হার হ্রাস করা হইয়াছে, (২) ১৯৫৮-৫৯ সালের আর্থিক বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক আমানতী জমা রাখিবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে, (৩) শক্তি-চালিত তাঁত-বস্ত্রের শুল্কের

মৌলিক 'একীকৃত' (Compounded) হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—এই সব ব্যবস্থার ফলে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব কমিয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু আয়-ব্যয়কে উহার মধ্যে ৯ কোটি টাকার হিসাব ধরা হইয়াছে।

(খ) বহিঃ-শুল্ক (Custom duties) ঃ

কৃত্রিম রেশম—কৃত্রিম রেশমের উপর বহিঃ-শুল্ক হারের বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই—কতকগুলি ব্যত্যয় (anomaly) বা সন্দেহ (doubts) দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে শুল্ক-তালিকায় (Tariff Schedule) কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। 'নাইলন' (nylon), 'পার্লন' (perlon) প্রভৃতি জাতীয় কয়েক প্রকার ব্যয়সাধ্য রেশমের বিকল্প মূল্যানুযায়ী শুল্ক-হার (alternative ad vatorem rate) প্রবর্তন করা হইয়াছে।

(৭) **করারোপণ-প্রস্তাবের 'নীট্' ফল** (Net effect of Taxation Proposals) ঃ—

(ক) **নূতন কর-ধার্যের ফলে 'নীট্' অতিরিক্ত আয়ের হিসাব** ঃ—

দান-কর খাতে—		৩'০০ কোটি টাকা
সম্পত্তি-করের পরিবর্তনের দরুন		০'৫০ " "
সিমেণ্টের' উপর বর্ধিত হারে কর-ধার্যের দরুন—		২'২৪ " "
বস্ত্রের উপর আবগারী শুল্কের নূতন ব্যবস্থার দরুন—		০ ৮৩ " "
	মোট	৬ ৫৭ " "
বাদ ঃ		
উক্ত কর-লব্ধ রাজস্ব হইতে রাজ্য-সরকারসমূহকে প্রদান—	(–)	০ ৫০ " "
উদ্ভিজ্জ-দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক-হ্রাস—	(–)	০'২৪ " "
	'নীট্' অতিরিক্ত আয়	৫'৮৩ " "

(খ) **১৯৫৮-৫৯ সালের "এক নজরে" আয়-ব্যয়ক** (budget at a glance) ঃ—

		কোটি টাকা
বর্তমান (১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত) কর-ব্যবস্থার ভিত্তিতে ১৯৫৮-৫৯ সালের রাজস্ব খাতে আয়—		৭৬৩'১৬
নূতন কর-ব্যবস্থার প্রবর্তনের দরুন 'নীট্' আয় **(উপরে লেখা হইয়াছে)**—		৫'৮৩
	মোট রাজস্ব	৭৬৮'৯৯
১৯৫৮-৫৯ সালের মোট ব্যয়—		৭৯৬'০১
	'ঘাটতি' (deficit)	২৭'০২
পরে, কয়েক প্রকার বস্ত্রের উপর আবগারী শুল্ক-হ্রাসের দরুন (**(৬নং-ক দ্রষ্টব্য**) কম আয়—		৬'০০
	মোট 'ঘাটতি'	৩৩ ০২

(গ) উক্ত ১৯৫৮-৫৯ সালের রাজস্ব আয়-ব্যয়কের প্রধান প্রধান খাতে আয় ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ :—

(Revenue) আয় :—

দফা	কোটি টাকা	মন্তব্য
(Customs) বহিঃ-শুল্ক	১৭০·০০	১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত চল্‌তি বৎসরের হিসাব হইতে ১৩ কোটি টাকা কম।
(Excise) আবগারী শুল্ক	২৬০·৪৫	চিনি, কাপড় ও তামাকের উপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের আয় ৪১·৪৮ টাকা এই হিসাবে ধরা হয় নাই।
(Income tax) আয়-কর	২১৭·০০	১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত চল্‌তি হিসাবের তুলনায় স্বাভাবিক ১০·৫ কোটি টাকা বেশী।
(Wealth tax) সম্পদ-কর	১২·৫০	১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত চল্‌তি বৎসরের হিসাবে ৯ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল।
(Railway Fare tax) রেল-যাত্রীর ভাড়ার উপর কর	৯·২২	১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত হিসাবে ধরা হইয়াছিল ৪·৮৪ কোটি টাকা।
(Expenditure tax) ব্যয়-কর	৫·০০	
(Posts and Telegraphs) ডাক ও তার বিভাগ হইতে আয়	২·৩৪	১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত চল্‌তি বৎসরের হিসাবে ধরা হইয়াছিল ১·২৩ কোটি টাকা।
(Dividends payable by Railway) রেলপথ বিভাগের দেয় অংশ	৪৯·৫৮	
(Surplus profits of Reserve Bank) 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত 'মুনাফা'	৩০·০০	
(Surplus of Cement account of the State Trading Corporation) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 'সিমেণ্ট' বিক্রয় বাবদ উদ্বৃত্ত আয়	৫·৩৪	

(Expenditure) ব্যয় ঃ—

(Defence Exnenditure) প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	২৭৮·১৪	এ বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ১২·০৯ কোটি টাকা বেশী—এই অতিরিক্ত ব্যয়ের সমস্তটাই বিমান-বাহিনীর (Air Force) জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।
(Civil Expenditure) অসামরিক খাতে ব্যয়	৫২১·৮৭	এ বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ৬৪·৩৪ কোটি টাকা বেশী—এই অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে ২৭·৯৬ কোটি টাকা রাজ্যসমূহকে চিনি, বস্ত্র ও তামাকের উপর অতিরিক্ত আবগারী শুল্কের অংশ বাবদ দিতে হইবে এবং বাকীটার বেশী অংশই জাতিগঠনমূলক, উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কার্যে (Nation building, Development and Social Services) ব্যয় করা হইবে।

নিম্নে অসামরিক খাতের মোট ব্যয়ের কয়েকটি হিসাব দেওয়া হইল :—

(Civil Administration) অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা	১৩০·০৯	এই বৎসরে ১০৯·৬২ কোটি টাকা।
(Education) শিক্ষা	২১·৬৩	৫·৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি।
(Medical and Public Health) চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য	১৬·০১	৫·০৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি।
(Agriculture and Allied Services) কৃষি ও আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী	১৭·৬৪	০·৭৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি।
অল্প বেতনের কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারসমূহকে সাহায্য প্রদান	৬·০০	
নবগঠিত নাগাপাহাড় ও তুয়েংমান জিলার জন্য ব্যয়	৩·৬৪	

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উপরি উক্ত ব্যয় ছাড়াও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যবস্থা, তপশিলীও অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণ, অনুন্নত অঞ্চলসমূহের উন্নতি সাধন, নিয়োগ কেন্দ্রসমূ (Employment Exchange), বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প ও সরবরাহ (Scientific rssearch, Industries and Supplies) খাতে 'বাড়তি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure) :—

(১) আগামী বৎসরের জন্য	৪১২·০০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ধার বাবদ প্রাপ্ত ৭৮ কোটি টাকা ধরা হয় নাই।
(২) চলতি বৎসরের সংশোধিত ব্যয়	৪২৭·০০	মূল আয় ব্যয়কের তুলনায় ২৮ কোটি টাকা কম।
(৩) আগামী বৎসরের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় :—		
(১) ইস্পাত কারখানা বাবদ	৩১·০০	অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব।
(২) শিল্পোন্নয়ন বাবদ	১০·০০	" " "
(৪) চলতি বৎসরের জন্য :— ঋণ-প্রদান (loan) বাবদ	৩৬২·০০ মোট	রাজ্যসরকারসমূহকে ২৮৪ কোটি টাকা ও অন্যান্যকে ৭৮ কোটি টাকা।

(ঙ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের ব্যয়-বরাদ্দ (Provision of the Second Plan) :

(১) আগামী বৎসরের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ :— পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য	৭৪৩·০০ মোট	এই মোট ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজস্ব আয়-ব্যয়কে (Revenue budget) ১২২ কোটি টাকা এবং মূলধনী আয়-ব্যয়কে (Capital budget) ৬২১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে এবং উক্ত বরাদ্দের মধ্যে রাজ্যসমূহকে· সাহায্য দান করিবার জন্য রাজস্ব আয়-ব্যয়ক হইতে ৫৩ কোটি টাকা ও মূলধনী আয়-ব্যয়ক হইতে ১৭৮ কোটি টাকা দেওয়া হইবে।
রেলপথ বিভাগে নিজস্ব সম্পদ হইতে পরিকল্পনার রূপায়ণে খরচ করিবে	৯৩০·০০	এই দুইটি খরচ উক্ত ৭৪৩·০০ কোটি টাকার অন্তর্গত নয়।
রাজ্যসরকারসমূহ উহাদের সম্পদ হইতে পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যয় করিবেন	১৮১·০০	

* (উক্ত ব্যয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮-৫৯ সালে পরিকল্পনার রূপায়ণের দরুন মোট খরচ (outlay) দাঁড়াইবে ১০১৭ কোটি টাকা ; আয়-ব্যয়কে ২৩২ কোটি টাকার 'ঘাটতি ব্যয়ের' ব্যবস্থা (deficit financing) করা হইয়াছে—উহার মধ্যে রাজস্ব খাতের ২৭ কোটি টাকার উল্লিখিত 'ঘাটতি' পূরণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।)

মূল্যাবধারণ (Evaluation) :—আয়-ব্যয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, তদনুযায়ীই প্রস্তাবটি কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করে নাই, কারণ এই প্রস্তাবে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই, বিস্মিত হইবার মতও বিশেষ কিছু নাই। পরিকল্পনা-কালে যে কর-ধার্যের কাঠামো বর্তমান থাকিবে, উহার 'নক্সা' প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী অধ্যাপক ক্যালডরের (Prof. Kaldor) প্রস্তাবের ও কর-তদন্ত 'কমিটির' (Taxation Enquiry Committee) সুপারিশের ভিত্তিতে 'আঁকিয়া' রাখিয়াছিলেন। ১৯৫৭-৫৮ সালের আয়-ব্যয়কের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছিলেন, "প্রতি বৎসরেই কর-ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন যে করিতে হইবে, উহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি আশা করি পরিকল্পনার অবশিষ্ট কালের কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন খুব কমই হইবে।" সুতরাং, অর্থমন্ত্রী হিসাবে প্রধান মন্ত্রী যে "পাদচারীর আয়-ব্যয়কের" (Pedestrian Budget) প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, উহার দরুন আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই—প্রধানতঃ আয়-ব্যয়কের নূতন প্রস্তাবটি পূর্ববর্তী আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ এই নূতন প্রস্তাবে গত-বৎসরের প্রধান ব্যবস্থাগুলি 'চালু' রাখা হইয়াছে, এবং এই প্রস্তাবে পূর্ব-ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত খুব কমই পরিবর্তন করা হইয়াছে, অথবা এমন সব পরিবর্তন করা হইয়াছে, যাহা অভিজ্ঞতার ফলে প্রয়োজন মনে করা হইয়াছে।

কর-কাঠামোর যে দুইটি বৃহত্তর পরিবর্তন করা হইয়াছে, উহাদের বিষয় নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) **দান-করের** (Gift Tax) **প্রবর্তন**—দান-কর ধার্য করার উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যক্ষ করারোপণ (Direct Taxation) ব্যবস্থায় যে একটি ফাঁক ছিল, উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া, কর-ফাঁকি ও কর-নিষ্কৃতির পথ দুর্গম করা এবং কর-ভার (tax-burden) অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করা। কিন্তু, দান-কর ধার্য করার ব্যবস্থার প্রবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়—দান-কর সম্পত্তি-করের (Etate Duty) স্বাভাবিক অনুক্রম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কারণ দান-কর প্রবর্তনের দরুন বর্তমান কর-ব্যবস্থা সম্পূরিত (integrated) হইবে এবং কর-ব্যবস্থার সকল 'ছিদ্রগুলি' (loop-holes) বন্ধ হইয়া যাইবে। দান-কর সম্পর্কে শুধু এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, (১) দান-কর ব্যবস্থায় কর-মুক্তির পরিমাণ (exemption limit) অতীব কম এবং

কর-হার অত্যন্ত বেশী এবং (২) স্ত্রীকে দান করার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকার দান করমুক্ত করায় কর-মুক্তির পরিমাণ অযথা বেশী করা হইয়াছে।

(খ) **সম্পত্তি-করের** (Estate Duty) বেলায় কর-মুক্তির পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকায় হ্রাস করা হইয়াছে—কর-মুক্তির এই পরিবর্তিত পরিমাণ অত্যন্ত কম বলা যায়।

দান-কর ও সম্পত্তি-কর, উভয়ের সম্বন্ধে এ কথাও বলা চলে যে, উহাদের প্রবর্তনে উৎপাদন-ক্ষম সম্পদগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুখণ্ডে বিনিয়োজিত হইয়া অনুৎপাদকীয় সম্পদে পরিণত হইবে। কিন্তু দান-কর ও সম্পত্তি-কর, উভয় কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-পত্তনের' (Socialist Pattern of Society) সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ—ভারতে উক্তরূপ সমাজ-পত্তনই অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের 'উন্নয়ন-ছাড়ের' (Development rebate) হার বৃদ্ধি করার দরুন এই শিল্পের উন্নতি-বিধানে অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার হইবে—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতি সাধন অত্যাবশ্যক।

১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়ক প্রস্তাব বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহলে কিছুটা নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছে—বস্ত্র-শিল্প বর্তমানে যে সংকটপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তদ্দরুণ তাহারা আশা করিয়াছিল যে, বস্ত্রের ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক (Excise duty) কিছু পরিমাণ হ্রাস করা হইবে। বে-সরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীমহলেও উক্ত আয়-ব্যয়ক প্রস্তাবকে হতাশজনক বলিয়া বলা হইয়াছে—এই ক্ষেত্রের ব্যবসায়িগণ প্রতিনিয়তই কর-নীতির দিক্-পরিবর্তনের জন্য এবং গত বৎসরের কতকগুলি কর হইতে কিছুটা নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দাবি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের এই দাবি পূরণের কোন ব্যবস্থাই এই আয়-ব্যয়ক প্রস্তাবে নাই। বে-সরকারী ক্ষেত্রের 'নামজাদা' ব্যবসায়িগণের মতে, গত বৎসরের আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবে যে আস্থাহীনতার বিপৎসঙ্কুল উদ্ভব হইয়াছিল, উহার সমাধানের কোন চেষ্টাই বর্তমান আয়-ব্যয়ক প্রস্তাবে নাই এবং দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক মূলধন-গঠন উৎসাহিত করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই।

উপরি-উক্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হয়, দেশের গৃহীত পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে আয়-ব্যয়কের প্রস্তাবের বিচার

করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের তৃতীয় বৎসর অতি সঙ্কটাপন্ন বৎসরে দাঁড়াইবে। পরিকল্পনার রূপায়ণ ফলোপধায়ী করিবার জন্য ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, প্রত্যেকেরই অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হইয়াছে—সুতরাং, আমাদের অগণিত ভ্রাতা, ভগ্নীদিগকে দীর্ঘকাল-স্থায়ী দারিদ্র্য, দুর্গতি ও অনাহার হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কার্যকরী **করিতেই** হইবে এবং সেজন্য আমাদিগকে এই ত্যাগ-স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত **হইতেই** হইবে। প্রধান মন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "আমাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়কের বিবৃতি একটি সামান্য ঘটনা। আমাদের কি করিতে হইবে এবং আমাদের লক্ষ্য কি, উহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই বিবৃতির বিচার-বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বোপরি, আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের কৃতকার্য হওয়া আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে, অন্যের উপর নয়; আমাদের সামর্থ্য, প্রাজ্ঞতা, ঐক্য, সহযোগিতা এবং যে জনগণের সেবার ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে, সেই জনগণের উদ্যম ও উৎসাহের উপর আমাদের সাফল্য নির্ভর করে।"

(২৪) ১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়ক প্রস্তাবের দান-করের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি (What are the Main Features of the Gift Tax under the Budget Proposals of 1958-59 ?) :—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৯৫৮-৫৯ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ক শিরোনামের (heading)—(এই পরিশেষ্টের ৪০৯ পৃষ্ঠার)—(১) নম্বর দফায় দান-কর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা **সম্পূর্ণ** লিখিতে হইবে।

(২৪-ক) দান-কর আইনের চূড়ান্ত রূপ (The Gift Tax in its final form ?) :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৪-২৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের পর।)

১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দান-কর আইন কার্যকরী করা হইয়াছে। দান-কর সকল ব্যক্তি, অবিভক্ত (একান্নবর্তী) হিন্দু পরিবার, কম্পানি প্রতিষ্ঠান ও পরিমেলকে (association) আইনের শর্তানুসারে প্রদান করিতে হইবে। আয়ের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ মূল্যের ভিত্তিতে আয়-কর প্রদান করিতে হয়, সাধারণতঃ পূর্ববর্তী বৎসরের দানের সেই পরিমাণ মূল্যের ভিত্তিতে দান-কর ধার্য করা হইবে।

দান-কর আইনের খসড়াটি (bill) প্রথমে এক প্রবর সমিতির (Select Committee) নিকট প্রেরিত হয় এবং এই সমিতি দান-করের **রেয়াত** (Concession) ব্যবস্থার বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করেন। দান-কর আইনে রেয়াত সম্পর্কে যে চূড়ান্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়, উহারা হইল নিম্নরূপ :—

(ক) আইনের খসড়াতে **প্রথমে** ব্যবস্থা ছিল, পূর্ববর্তী বৎসরের দানের উপর যে **কর-হার** ধার্য করা হইবে, উহা পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের দানের **মোট** মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য করা হইবে। প্রবর সমিতির সুপারিশ অনুসারে উক্ত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দান-কর আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কেবল পূর্ববর্তী বৎসরের দানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে দান-কর আরোপিত হইবে। (খ) সার্বজনিক যৌথ কম্পানির (public companies) দানগুলি করমুক্ত হইবে, যদি এই কম্পানিগুলির মালিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে **৬ জন** বা উহার অধিক থাকে। (গ) 'ভূদান' ও 'সম্পত্তি-দান' আন্দোলনের ফলে যে দান করা হইবে, উহা কর-মুক্ত হইবে। (ঘ) কোন একটি মাত্র দান-গ্রহীতাকে ৩০০০ টাকার অধিক মূল্যের দান করা হইলে কর-মুক্তির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, উহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—বর্তমানে কর-মুক্তির মূলগত পরিমাণ ১০,০০০ টাকা বজায় রাখা হইয়াছে। (ঙ) যে সব দাতব্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উপর আয়-কর ধার্য করা হয় না, উহাদের ক্ষেত্রে দান-কর আইনের ধারা প্রযুক্ত হইবে না। (চ) যে সব ঋণ, চুক্তি (contracts), অভিযোগ্য দাবি (actionable claims) ও সম্পত্তির অংশ সম্পর্কে অবলেপনের (writing off), আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার অথবা স্বত্ব ত্যাগ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সবকে দান বলিয়া গণ্য করা হইবে না। (ছ) আইনের খসড়ায় প্রথমে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে দান করিলে দানের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত হইবে—আইনে উক্ত ব্যবস্থা বহাল রাখা হইয়াছে, কিন্তু প্রবর সমিতির সংশোধন অনুসারে উক্ত ব্যবস্থা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করা হইয়াছে এবং যদি উক্ত দান হইতে দানগ্রহীতা পুনরায় দান করে, তবে তাহা করযোগ্য করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (জ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে দান করা হইবে, উহা কর-মুক্ত হইবে।

এই দান-কর আইনের বলে প্রথম (অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য) কর-

নির্ধারণের প্রয়োজনে দানের যে মূল্য হিসাব করা হইবে, উহা কেবল ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল বা উহার পরবর্তী সময়ে যে দান করা হইয়াছে, উহারই কেবল হিসাব করা হইবে—উহার পূর্বের দানগুলি হিসাবের আওতায় পড়িবে না। আইনের ৫ (ক) ধারা—Section 5(1)—অনুসারে দানের বিবিধ দফাগুলি (items) বাদ দিয়া যদি এক পূর্ববর্তী বৎসরের দানের পরিমাণ ১০,০০০ টাকার অধিক হয়, তবে ১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত পরিমাণের উপর যে দান-কর ধার্য করা হইবে, তাহা দাতাকে প্রদান করিতে হইবে ; এই অতিরিক্ত দানই হইল করযোগ্য দান এবং আইনের অনুসূচীতে বর্ণিত কর-হার অনুসারে পর্বীয় পদ্ধতিতে শতকরা ৪ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্যন্ত দান-কর ধার্য করা হইবে। প্রত্যেক দাতাকে পূর্ববর্তী বৎসরের করযোগ্য (taxable) দানের বিবরণ (return) যে বৎসর কর নির্ধারণ করা হইবে, সেই বৎসরের ৩০শে জুনের পূর্বে দাখিল করিতে হইবে। দান-করের হার সম্পত্তি-করের (Estate duty) হারের ন্যায় হইবে, তবে পর্বীয় পদ্ধতির প্রথম স্তরের ৫০,০০০ টাকা কর-মুক্ত হইবে না।

সমালোচনা (criticism) :—দান-কর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার উদ্ভব হইয়াছে। (১) কতক সমালোচকদের মতে দান-কর হয় সম্পত্তিকরের প্রতিকল্প (Substitute) হিসাবে নতুবা সম্পত্তি-করের পরিপূরক (supplement) হিসাবে প্রবর্তিত হওয়া উচিত ; কিন্তু ভারতে দান-করকে সম্পত্তি-করের প্রতিকল্প ও পরিপূরক, উভয় হিসাবেই প্রবর্তন করা হইয়াছে। সম্পত্তি-করের পরিচালন ব্যবস্থায় যে সব বিশেষ ফাঁক রহিয়াছে, উহাদের পরিপূরক হিসাবে দান-কর ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা উচিত—সুতরাং, যে সব দান স্বার্থাশ্লিষ্ট লোকদিগকে (বাহিরের লোকদিগকে) করা হয় এবং সে সব দান দৃশ্যতঃ বদান্যদ্যোতক (ostensibly for charitable purposes) হইলেও সম্পত্তির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে করা হয়, এই দুই প্রকার দানের মধ্যে পার্থক্য রাখা উচিত। (২) দান-কর সম্পর্কে আর একটি বিরূপ সমালোচনা হইল, দান-কর বদান্য হওয়ার ও পার্থিব সম্পত্তি অন্যের সহিত ভোগ করার পুরুষপরম্পরাগত প্রথা রক্ষা করিতে এবং আত্ম-নির্ভরশীলতার (self-help) প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে সক্ষম হইবে না। (৩) দান-কর আইনের খসড়ায় প্রথমে পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের দানের **মোট** মূল্যের ভিত্তিতে দান-কর ধার্য করার যে ব্যবস্থা ছিল, উহা বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য অতিশয় আপত্তি উত্থাপন

করা হইয়াছে। (৪) দান-কর আইনে **রেয়াত** ব্যবস্থা এত ব্যাপক করা হইয়াছে, যাহার ফলে প্রত্যাশিত ৩ কোটি টাকা রাজস্বের স্থলে ২ কোটি টাকারও অধিক রাজস্ব পাওয়া যাইবে না। (৫) স্ত্রী ও স্বামীকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দান যে করমুক্ত করা হইয়াছে, উহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

অর্থমন্ত্রীর অভিমত হইল, সকল প্রকার প্রত্যক্ষ করই (direct taxes) সম্পূরিত কর-বিন্যাসের অঙ্গ ; সুতরাং কোন একটি বিশেষ কর-ব্যবস্থায় কম রাজস্ব পাওয়া গেলে অন্য একটি কর-ব্যবস্থায় উহা পূরণ হয়। দান-করের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, কর-ফাঁকি (tax evasion) নিরোধ করা—সুতরাং দান-কর-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণের ভিত্তিতে দান-করের গুরুত্বের পরিমাণ করা সঙ্গত হইবে না।

(২৫) ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যাবলী :—(Working of the State Bank during 1957)—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**)—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, উহার পর।)

১৯৫৭ সালের রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার 'আমানতের' (deposits) পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহার ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্যাবলীর ও উন্নয়নমূলক সক্রিয়তা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইবে :—

(১) **আমানতের পরিমাণ**—১৯৫৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমানতের পরিমাণ ছিল ২২১·৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর উহা ৩৪৪·৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়, অর্থাৎ ১২২·৮ টাকা বা শতকরা ৫৫·৫ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি যায়। এই ১২২৮ টাকার আমানত বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহার মধ্যে ১০৩ কোটি টাকাই হইল **মুদ্দতী (মিয়াদী) জমা** (time deposit)। এই আমানত-বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক (ক) উহার বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ ৭৭৮ কোটি টাকা হইতে ১৭০·৪ কোটি টাকায় বর্ধিত করিতে, (খ) উহার নগদ টাকার রক্ষিত পুঁজি (Cash reserve) ১০·৯ কোটি টাকা হইতে ২৫৮ কোটি টাকায় পরিণত করিতে, এবং (গ) গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ভারতের 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' হইতে ঋণ-গ্রহণ ব্যবস্থা পরিহার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(২) **শাখা-দপ্তর খুলিবার দায়িত্ব**—১৯৫৭ সালে ৪৬টি শাখা-দপ্তর

(branches) খোলা হইয়াছিল—১৯৫৭ সালে ৯১-টি নূতন শাখা-দপ্তর খোলা হয়। ব্যাঙ্কের সভাপতি মনে করেন, তিনি নির্ধারিত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৪০০ শাখা-দপ্তর খুলিবার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইবেন। ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকেই শাখা-দপ্তর খুলিবার কার্যক্রমে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়—ইতিমধ্যেই প্রায় ১৯-টি শাখা-দপ্তর খোলা হইয়াছে, যাহার ফলে বর্তমানে শাখা-দপ্তরের সংখ্যা হইয়াছে ১৫৬।

(৩) **ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অর্থ সরবরাহের 'পথ-প্রদর্শক' পরিকল্পনা (Pilot Scheme)**—১৯৫৬ সালে ৯-টি কেন্দ্রে উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় এবং ১৯৫৭ সালে **আরও** ২৭-টি কেন্দ্রে পরিকল্পনার কার্য সুরু করা হইয়াছে। ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অপরিহার্য গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া উক্ত শিল্পগুলির আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই 'পথ-প্রদর্শক' পরিকল্পনা যাহাতে সর্বতোভাবে সন্তোষজনক হয়, সে বিষয়ে পরিকল্পনাটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

(৪) **সমবায় বিক্রয়-সমিতি ও শস্যের 'ঝাড়-পোঁছ' প্রক্রিয়ার সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ-সরবরাহ**—রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক পল্লী ঋণ-দান নিরীক্ষা 'কমিটির' (Rural Credit Survey Committee) সুপারিশ অনুসারে সমবায় বিক্রয়-সমিতি ও শস্যের 'ঝাড়-পোঁছ' প্রক্রিয়ার (processing) সমবায় সমিতি-গুলিকে অর্থ সরবরাহ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের, রাজ্যসরকারগণের এবং অন্যান্য সমবায় ঋণ-দান সমিতিগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। এই অর্থ সরবরাহ ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যাঙ্কে একটি বিশেষ কার্যালয় খোলা হইয়াছে।

(৫) **অতিরিক্ত 'মণ্ডল' (Circle-এলাকা) স্থাপন**—রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের তিনটি 'মণ্ডল' স্থাপিত হইয়াছিল—বোম্বাই, বাংলা ও মাদ্রাজ। বহুবিধ নূতন কার্য হাতে লওয়ায় তিনটি 'মণ্ডলের' পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় নূতন দিল্লীতে ব্যাঙ্কের একটি অতিরিক্ত 'মণ্ডল' সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মন্তব্য (Remarks) :—রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যাবলী প্রকৃতই উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয়করণের বিপক্ষে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল, সে সব আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের কার্যাবলীতে ইহাই

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক হইল শঙ্কু-স্বরূপ (pivot)। ১৯৫৭ সালের আমানত ও 'আগামের' (advances) পরিমাণ পূর্বের আমানত ও 'আগামের' পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল—ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয়করণের পর 'ইম্পিরিয়াল' ব্যাঙ্ক রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত হইয়া জনগণের অধিকতর আস্থা ও সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৩৬-টি কেন্দ্রে 'পথ-প্রদর্শক' পরিকল্পনার কার্য শুরু করা হইয়াছে—ভবিষ্যতে আরও অনেক কেন্দ্রে এই পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হইবে, এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির আর্থিক প্রয়োজন কার্যকরীভাবে মিটাইবার ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে। ভারতীয় আর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির গুরুত্ব অনেকখানি ও অনস্বীকার্য।

নিখিল ভারত পল্লী ঋণ-দান নিরীক্ষা 'কমিটির' সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক সমবায় বিক্রয়-সমিতি ও শস্যের 'ঝাড়-পোঁছ' প্রক্রিয়ার সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ সরবরাহ করিতে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, উহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক পল্লী-ঋণ ব্যবস্থায় ক্রমশঃ অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে।

সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক এক অভিনব গুরুত্বপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিয়াছে, যাহা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সংক্রান্ত চিরাচরিত প্রথার বহির্ভূত; উৎপাদন ও বিক্রয় করিবার সামর্থ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক এই সমিতিগুলিকে ঋণ-দান করিতেছে, উপযুক্ত জামিনের (Security) ভিত্তিতে নয়। রাষ্ট্রীয়করণের জন্যই রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণ-দানের উক্ত নীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক ১৯৫৬ সালে ৪৬-টি শাখা-দপ্তর খুলিয়াছিল—১৯৫৭ সালে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে ও উপনগরে ৯৯-টি নূতন শাখা-দপ্তর খুলিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, নির্ধারিত পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক ৪০০-টি শাখা-দপ্তর খুলিবার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হইবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, যদি রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক

(ক) ৪০০-টি শাখা-দপ্তর খুলিতে সমর্থ হয়,

(ক) উৎপাদন ও বিক্রয় করিবার সামর্থ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-

গুলিকে এবং সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ-দানের উদার নীতি অবলম্বন করিতে থাকে, এবং

(গ) কৃষকদের উৎপাদনীয় শস্যের পরিমাণ, উহাদের সাধারণ মর্যাদা এবং উহাদের 'সহির' (Signature) ভিত্তিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির 'মারফতে' উহাদিগকে ঋণ দেয় ;

তবে পল্লী ঋণ-দানের একটি প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে, কৃষকেরা মহাজনের শোষণ হইতে রক্ষা পাইবে এবং গ্রামীণ ঋণ-সমস্যার সুষ্ঠুতর সমাধান সম্ভবপর হইবে।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, পল্লী-ঋণ সমস্যা কার্যকরীভাবে সমাধান করিতে হইলে সরকারের সক্রিয় অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে পল্লী-ঋণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(২৬) ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী (Working of the State Trading Corporation during 1957.) :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৭-১৫৯ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, উহার পর)

১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কার্যাবলী নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার প্রথম বৎসরেই (অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত) উহার বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা হইয়াছিল—আড়তদারদের মালের (agency items) মূল্য উক্ত টাকার মধ্যে ধরা হয় নাই।

(খ) মোট 'নীট' (Net) লাভের পরিমাণ হইয়াছিল ৩২.৬৩ লক্ষ টাকা এবং শতকরা ৬ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়—ইহাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ প্রদানের সর্বপ্রথম ঘোষণা।

(গ) রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে আকরিক লৌহপিণ্ডই (iron ores) প্রধান। ২৮ লক্ষ টন আকরিক লৌহপিণ্ড বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং ইহা ব্যতীত জাপানের সহিত একটি দীর্ঘ-মিয়াদী চুক্তিতে পাঁচ বৎসরে ৭২ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক বিদেশে ভারতীয় পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, যেমন ইতালিতে ভারতের আকরিক লৌহপিণ্ড,

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় লবণ, ভিয়েৎনামে ভারতের চট (gunnies), এবং বহুদেশে ভারতের হস্তশিল্প দ্রব্যাদি, জুতা এবং পশম বস্ত্র।

(ঙ) এই প্রতিষ্ঠানটি যে সব দ্রব্য আমদানি করিয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান হইল, সোডাভস্ম (Soda Ash), কস্টিক সোডা এবং কাঁচা রেশম।

(চ) এই প্রতিষ্ঠানের আমদানীকৃত এবং স্বদেশ-জাত সিমেণ্টের বিক্রয়ের পরিমাণ হইয়াছিল ৫৫ কোটি টাকা এবং এই বিক্রয়ের দরুন প্রতিষ্ঠানটির ৫ কোটি টাকা লাভ হয়—সরকার এই ৫ কোটি টাকা জাতীয় সড়ক উন্নয়নকার্যে ব্যয় করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

মন্তব্য ঃ—এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী সম্পর্কে যে সকল **বিরূপ** মন্তব্য করা হইয়াছে, উহারা হইল,

(ক) প্রতিষ্ঠানটি সিমেণ্টের অত্যধিক মূল্য ধার্য করিয়াছে, যাহার ফলে ব্যবহারকদের ৫ কোটি টাকা বেশী দিতে হইয়াছে।

(খ) রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার এবং বিদেশে ভারতীয় পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী ফলোপধায়ী হয় নাই বলিলেই চলে।

(গ) একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে যে, কষ্টিক সোডা, সোডা-ভস্ম প্রভৃতি আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির বণ্টন-ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাগুলির ক্ষতি করিয়া বৃহদায়তন সংস্থাগুলির প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছে—ইহার ফলে বহু ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাগুলির ব্যবসা লোপ পাইয়াছে।

রপ্তানি-বৃদ্ধি ও নূতন বাজার সৃষ্টি করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী মোটেই প্রশংসনীয় নয়। রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি যে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছে, উহা বিবেচনা করিলে প্রতিষ্ঠানটির যে পরিমাণ 'নীট্' লাভ হইয়াছে, উহাকে নগণ্যই বলিতে হয়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় দেশে অতি উচ্চাশার সঞ্চার হইয়াছিল—সুতরাং, প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী ন্যায়-সম্মত ও অপবাদ-মুক্ত হওয়া উচিত। কারবারে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির প্রভেদ-মূলক আচরণ করা অসঙ্গত এবং সর্বোপরি ইহার ব্যবসার-নীতি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে ব্যবহারকগণের সুবিধা হয়। "যে উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হইয়াছে, উহা সফল করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানটিকে

অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে হইবে এবং উহার কার্যাবলী অধিকতর উৎকর্ষতার পরিচায়ক হওয়া উচিত—বে-সরকারী ক্ষেত্রের অংশ হিসাবে বা উহার অধীন হইয়া প্রতিষ্ঠানটির কাজ করা সঙ্গত নয়।”

১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি-বৃদ্ধি কার্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যুগোশ্লোভিয়ার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে—এই চুক্তির ফলে প্রায় ৫০,০০০ ভারতে নির্মিত সেলাই-এর কল ভারত যুগোশ্লোভিয়াতে রপ্তানি করিবে এবং উহার মোট মূল্য হইবে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সেলাই-এর কল রপ্তানি করিয়াছে, কিন্তু উক্ত রপ্তানির মূল্য বাৎসরিক ৬ লক্ষ টাকার অধিক হয় নাই। যন্ত্রপাতি রপ্তানি ব্যাপারে এই চুক্তিটিই হইল প্রতিষ্ঠানটির প্রথম শ্রেষ্ঠতর প্রচেষ্টা। জানা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠানটি বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতি রপ্তানি করিবার জন্য পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে।

(২৭) আর্থ-ব্যবস্থায় স্ফীতির প্রবণতা (Inflationary Trends in the Economy.)—দ্রব্যমূল্যস্তরের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতির কারণ (Causes of the continuous rise in prices):—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**:—এ সম্পর্কে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮-৬৭ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিলে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হইবে।)

দেখা যাইতেছে যে দ্রব্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাময়িক নয়—পণ্য-মূল্য অনবরত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই বৃদ্ধির মাত্রা কখনও কম ও কখনও বেশী হয়। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি নিম্নে লেখা হইল:—

(১) অতিরিক্ত অর্থ-সরবরাহ (increased money supply) দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ, কিন্তু ‘রিজার্ভ ব্যাঙ্কের’ আধুনিক পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত অর্থ-সরবরাহ ও মূল্য-বৃদ্ধির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নাই। ‘রিজার্ভ ব্যাঙ্কের’ ‘রিপোর্টে’ (বিবরণীতে—report) বলা হইয়াছে, “১৯৫০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৫½ বৎসরে জনগণের নিকট অর্থ-সরবরাহ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ-দানের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ১০ ও ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু দ্রব্য-

মূল্যের সাধারণ সূচক-সংখ্যা (general index) শতকরা প্রায় ৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল।” যদিও অতিরিক্ত অর্থ-সরবরাহ ও মূল্য-বৃদ্ধির মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক নাই, তবুও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, অতিরিক্ত অর্থ-সরবরাহের দরুন মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি হইয়াছে।

(২) ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি হইতে মূল্যস্তরের অবিরাম উর্দ্ধগতির একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল, সরকার কর্তৃক অত্যধিক ‘ঘাটতি ব্যয়ের’ (deficit financing) ব্যবস্থা অবলম্বন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রয়োজনে ‘ঘাটতি ব্যয়ের’ নীতি সরকারকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালের ‘ঘাটতি ব্যয়ের’ পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়—এই অত্যধিক ‘ঘাটতি’ ব্যয় এবং তৎসঙ্গে বিনিয়োগের পরিমাণও অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায় এবং এই আয়ের বেশীর ভাগই জনগণ ভোগ্য-পণ্য ক্রয়ে ব্যয় করে। যদি কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য বেশী পরিমাণ সরবরাহ করা যাইত, তবে স্ফীতির ‘চাপ’ রোধ করা সম্ভবপর হইত ; কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধানতঃ উটজ (Cottage) ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি-সাধনের উপর নির্ভর করা হইয়াছে বলিয়া জনগণের ভোগ্য-পণ্যের বর্ধিত চাহিদা মিটান সম্ভবপর হয়না—দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিলে ভোগ (consumption) ও উৎপাদনের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকিয়াই যাইবে। আমদানি করিয়াও ভোগ্য-পণ্যের সরবরাহ বর্ধিত করা সম্ভবপর, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অবস্থা অতীব সংকটাপন্ন হওয়ায় ভোগ্য-পণ্যের আমদানিও বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়।

(৩) আমদানি-শুল্ক, আবগারি-শুল্ক, বিক্রয়-কর, প্রভৃতি অনেকগুলি অপ্রত্যক্ষ করারোপণের ফলে এবং ডাক-মাশুল, রেল-মাশুল, সিমেন্ট ও ইস্পাতের মূল্য প্রভৃতি বৃদ্ধি করার দরুনও দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক দুর্যোগের কারণে কৃষি-উৎপাদন যথেষ্ট কমিয়া যাওয়াও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির (Food Grains Enquiry Committee) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে জোয়ারের উৎপাদনে প্রায় ৩০ লক্ষ টন পরিমাণ কম হইয়াছিল এবং উহার ফলে ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে জোয়ারের মূল্য

বাড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে গম ও চাউলের চাহিদা বর্ধিত হয় —এই বর্ধিত চাহিদার ফলে গম ও চাউলের দামও বৃদ্ধি পায়।

(৫) পণ্যমূল্য বৃদ্ধির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল, যখন দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন সরকার উৎপাদন ও আমদানির পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া তৃপ্তি-সূচক মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন এবং 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল—ফলে, মজুতকারগণ এবং চোরাকারবারিগণ (Black-marketeers) ব্যাঙ্ক হইতে 'আগাম' লইয়া খাদ্য-শস্য মজুত করিয়া রাখিতে সুবিধা পাইয়াছিল।

(৬) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সামঞ্জস্যবিহীন হওয়ায় আর্থ-ব্যবস্থায় স্ফীতির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরিকল্পনায় কৃষির প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করা উচিত ছিল। উপর্যুপরি তিন বৎসর অনুকূল আবহাওয়ার ফলে যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, উহা পরিকল্পনা 'কমিশনের' দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইয়াছিল, কারণ 'কমিশন' মনে করিয়াছিলেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়াই খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগ্য-পণ্যের সরবরাহ ব্যাপারে উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর 'কমিশন' যে নির্ভর করিয়াছিলেন, উহা অবিবেচনার পরিচায়ক।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে, উহাদের বিষয় নিম্নে লেখা হইল :-

(ক) মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতিতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৯৫২-৫৩ সালকে সূচক-সংখ্যা সংকলনের 'নিধান' (প্রথম) বৎসর (base year) ধরিয়া দেখা যায় ১৯৫৭ সালে ৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গত বৎসরের তুলনায় মূল্যস্তরের নিম্নগতি হইয়াছিল—১৯৫৭ সালের সূচক-সংখ্যা ছিল ১০৭.৮ এবং ১৯৫৬ সালের সূচক-সংখ্যা ছিল ১০৮.২, কাঁচামালের, শিল্পজ পণ্যের এবং এমন কি খাদ্যশস্যের সূচক-সংখ্যা ১৯৫৬ সালের তুলনায় সামান্য কম ছিল।

১৯৫৭ সালের মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পণ্যমূল্য দারুণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু বৎসরের শেষ তিন মাস মূল্যস্তরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়—ভক্ষ্য খাদ্যশস্যের (cereals) সূচক-সংখ্যা ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে ছিল ১০৬, ডিসেম্বর মাসে হইল ৯৮ এবং ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে এই

সূচক-সংখ্যা ৯৭তে পরিণত হয়; ডাইল-শস্যের (pulses) সূচক-সংখ্যা ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে ছিল ৮৭ এবং ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে উহা ৮০-তে নামিয়া গিয়াছিল; অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্যও খুব কমিয়া গিয়াছিল।

(খ) মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্তরের **উর্ধ্বতর** গতি হইতে থাকে এবং কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও **নিম্নতর** গতি পরিলক্ষিত হয়—যেমন (১) ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৬-৫৭ সালে মূল্যস্তরের উর্ধ্বতর গতি হইয়াছিল এবং (২) ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে ও ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ অনাবৃষ্টি দরুন অপেক্ষাকৃত কম হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময়ে মূল্যস্তর অপেক্ষাকৃত নিম্নে ছিল।

উক্ত নিয়ম-বহির্ভূত অবস্থা নিম্নলিখিত কারণে সম্ভবপর হইয়াছিল:—(ক) সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ-নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন, (খ) 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংকোচিত ঋণ-দান নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, (গ) অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির রপ্তানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল, (ঘ) ভোগ্য পণ্যের উপর অত্যধিক কর আরোপিত হইয়াছিল, যাহার ফলে দ্রব্য-সম্ভারের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, (ঙ) পৃথিবীব্যাপী ভোগ্যপণের মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল, এবং (চ) আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়াছিল।

(২৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের (Graduates) বেকার অবস্থা—Graduate unemployment:—কেন্দ্রীয় শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রকের (Ministry of Labour & Commerce) অধীনস্থ কর্মনিয়োগ-কেন্দ্রের পরিচালক-সংঘের (Directorate of Employment Exchanges) জন-বল সংক্রান্ত বিভাগ (Man-Power Division) ১৫১টি কর্মনিয়োগ-কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্নাতকদের' বেকার অবস্থা সম্পর্কে অধুনা যে অনুশীলন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়,—

(১) অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই এবং দিল্লীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্নাতকদের' বেকার-অবস্থার প্রাবল্য অনেক বেশী, (২) মোট কর্ম-সন্ধানকারী 'স্নাতকদের' মধ্যে শতকরা ৯২.৮ জন হইল পুরুষ এবং শতকরা ৭.২ জন হইল নারী, (৩) মোট বেকার 'স্নাতকদের' শতকরা ৮৪ জন হইল

বি. এ. বা বি. এস-সি. বা বি-কম্ (B. A., B. Sc., B. Com.—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও বাণিজ্য-বিষয়ে উপাধি-প্রাপ্ত 'স্নাতক'), (৪) বেকার 'স্নাতকদের' মধ্যে বি. এ. ও বি. এস-সি.-উপাধিপ্রাপ্ত স্নাতকদের অপেক্ষা বি. কম-উপাধি-প্রাপ্ত 'স্নাতকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, (৫) কেরালা রাজ্যে বেকার নারী 'স্নাতকদের' সংখ্যা সর্বাধিক, (৬) বেকার 'স্নাতকদের মধ্যে শতকরা ৬৫'৪ জনের বয়স হইল ২৫ বৎসরের কম, শতকরা ৩১ ২ জনের বয়স হইল ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে এবং শতকরা বাকী ৩'৪ জনের বয়স ৩৫ বৎসরের উর্ধ্বে, এবং (৭) বেকার 'স্নাতকেরা' যে বিভিন্ন প্রকারের চাকুরির জন্য প্রার্থী হইয়াছে, উহার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'স্নাতকদের' মধ্যে শতকরা ৬০'৪ জন কেরাণীর চাকুরির জন্য, শতকরা ১৯'৫জন বৃত্তিগত ও কারিগরি সম্বন্ধীয় চাকুরির জন্য, শতকরা ১৫'৭ জন শাসন ও নির্বাহ কৃত্যকের (administrative and executive service) জন্য এবং বাকী শতকরা ৪'৪ জন অন্যান্য পদের জন্য প্রার্থী হিসাবে বিনিয়োগকেন্দ্রে তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে।

উপরি-উক্ত তথ্যগুলি কৌতুহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই, কিন্তু তথ্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই তথ্যগুলি 'স্নাতকদের' বেকার-অবস্থার আয়তন ও ধাঁচ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভে সাহায্য করিয়াছে এই তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের নিয়োগ সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ সুবিধা হইবে।

(২৮-ক) শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ভারত সরকারের ব্যবস্থা (Government Scheme for relieving unemployment amont the educated class):—

শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা হইল ১৯৬১ সালে (তিন বছরে) প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারণ। এই পবিকল্পনা গ্রহণের ফলে ৬০,০০০ শিক্ষকের কর্ম-সংস্থান হইবে—প্রথম বৎসরে ১৫০০০, দ্বিতীয় বৎসরে ২০,০০০ এবং তৃতীয় বৎসরে ২৫,০০০। যে সব গ্রামে, বিশেষতঃ রাজ্যের অনুন্নত-অঞ্চলের গ্রামে স্কুল নাই, সে সব গ্রামে নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাথমিক স্কুল খুলিবার জন্য উক্ত শিক্ষকগণকে নিয়োগ করা হইবে।

(২৯) ১৯৫৭ সালে তুলা-বস্ত্র শিল্পের অবস্থা—The position of the Cotton Textile Industry in 1957 :—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ২১৮-২২২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের পর)।

বহু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তুলা-বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন প্রশংসনীয় হইয়াছে বলা চলে। উৎপাদনের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **১৯৫৬** সালে তুলা-বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন হইয়াছিল—৫৩০'৭ কোটি গজ তুলা-বস্ত্র এবং ১৬৭'১ কোটি গজ সুতা। **১৯৫৭** সালে ৫৪০'০ কোটি গজ তুলাবস্ত্র ১৭৭'০ কোটি গজ সুতা উৎপাদিত হয়—সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৫৭ সালে তুলা-বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন পূর্বের সর্বোচ্চ আদর্শ ছাড়াইয়া গিয়াছিল ; যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার আত্যন্তিক ব্যবহারের জন্যই উৎপাদনের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(২) **১৯৫৭** সালের বর্ধিত উৎপাদন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, 'মোটা' বস্ত্রের উৎপাদনই বেশী হইয়াছিল—'অতি মিহি' (Super-fine), 'মিহি' (fine) ও 'মাঝারি' (medium) বস্ত্রের উৎপাদন কম হইয়াছিল—**১৯৫৬** সালে উৎপাদিত হইয়াছিল, 'মোটা' বস্ত্র ২৭'৬ কোটি গজ মাঝারি ধরনের বস্ত্র ১৯১'২ কোটি গজ, 'মিহি' বস্ত্র ২১'৮ কোটি গজ ও 'অতি মিহি' বস্ত্র ১৭৮ কোটি গজ এং **১৯৫৭** সালের উৎপাদন হইয়াছিল যথাক্রমে ৫৭'০ কোটি গজ, ১৮০'৮ কোটি গজ, ১৯ ৬ কোটি গজ এবং ১৩'৫ কোটি গজ।

তুলাবস্ত্র শিল্পের যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে উহাদের বিষয় নিম্নে লেখা হইল :—

(ক) বস্ত্রশিল্প তদন্ত 'কমিটির (Textile Enquiry Committee—কাননগু 'কমিটি') সুপারিশ অনুসারে মিলজাত বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া সরকার তাঁতশিল্পের প্রতি আনুকূল্য (patronage) প্রদর্শন করিয়াছেন। "আর কোন ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে এত প্রবল আদর্শগত সংগ্রাম (ideological battle) সংঘটিত হয় নাই এবং উহার ফলাফলও এত অনিষ্টজনক হয় নাই।"

(খ) বস্ত্রশিল্পের আর একটি ভয়ানক অসুবিধা হইয়াছে যে রাশি রাশি মাল অবিক্রীত অবস্থায় জমিয়া উঠিয়াছে। কাঁচামালের সরবরাহ অতিশয় অনুকূল হওয়ায় 'মিলগুলি (mill)' উহাদের উৎপাদন সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু ব্যাপক অর্থ-সংকট উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাঙ্ক কর্তৃক বস্ত্রের জামিনে আর্থিক আগাম দেওয়ার উপর 'বাধা-নিষেধ'

আরোপণের দরুন এবং বস্ত্রের উপর অত্যুচ্চ হারে আবগারী শুল্ক ধার্যের কারণে রাশি রাশি বস্ত্র অবিক্রীত রহিয়া যায়, যাহার ফলে 'মিলগুলির 'উপর আর্থিক চাপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

(গ) বৈদেশিক বাজারে জাপান পুনরায় ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছে—চীন এবং পাকিস্তানও বৈদেশিক বাজারে ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে; সুতরাং 'আধুনিক-করণ', অর্থাৎ আধুনিক স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, ব্যতীত তূলা-বস্ত্রশিল্পের পক্ষে প্রতি বৎসর ১০০ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানি করার লক্ষ্যে পৌছা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইবে।

উক্ত অসুবিধাগুলির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সরকারের এমন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে তূলা-বস্ত্রশিল্পের অসুবিধাগুলির অবসান হয় এবং যাহাতে তূলা-বস্ত্রশিল্প উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে—তূলা-বস্ত্রশিল্প হইল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুব্যস্থিত শিল্প, ইহাতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থান হইয়াছে, এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হিসাবে ইহা শিল্পগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

যাহাতে তূলা-বস্ত্রশিল্প উহার সংকট কাটাইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য অধুনা ভারত সরকার সকল প্রকার বস্ত্রের উপর আবগারী শুল্কের হার কমাইয়া দিয়াছেন এবং যে 'বাধ্যতামূলক আমানত ব্যবস্থায়' (Compulsory Deposit Scheme) কম্পানিগুলিকে উহাদের সঞ্চয়ীকৃত 'মুনাফা' ও সংরক্ষিত তহবিলের (reserves) অথবা চলতি 'মুনাফার' (current profit) কতকাংশ আমানত হিসাবে রাখিতে হইত, উহা ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন—শেষোক্ত কার্যের উদ্দেশ্য হইল 'বাধ্যতামূলক আমানত ব্যবস্থা' একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া।

(৩০) ১৯৫৭ সালে পাটকল শিল্পের অবস্থা—The position of the Jute Industry in 1957 :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—ভারতের অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ২২২-২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের পর।)

১৯৫৭ সালের পাটকল শিল্পের অবস্থা নিম্নলিখিত তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:—

(১) ১৯৫৬ সালে সকল প্রকার পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০৯২০০০ টন ;—১৯৫৭ সালে সকলপ্রকার পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছিল ১০২৯০০০ টন, অর্থাৎ ৬৩০০০ টন কম।

(২) বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা ২০,০০০ টন বেশী হইয়াছিল—ফলে, মজুত-করা পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যায়।

(৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সাচরাচরিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি যথাক্রমে শতকরা ৫ ও ৫০ ভাগ কমিয়া যায়, কিন্তু আর্জেন্টিনা, মিশর এবং আফ্রিকা, সুদূর প্রাচ্য (Far East) প্রভৃতি স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পাটজাত দ্রব্যের 'চালান' (export) ঢের বেশী হওয়ায় সাচরাচরিক বাজারে রপ্তানি কম হওয়ার দরুন যে ক্ষতি হয়, উহা পোষাইয়া গিয়া রপ্তানির মোট আয় বৃদ্ধি পায়।

(৪) আর্থিক পরিবেশ অনিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও এবং ১৯৫৮ সালের বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থার সম্ভাবনা না থাকিলেও পাটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, কারণ বর্তমানে গত বৎসরের তুলনায় এই শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৫) পাটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি শুভ লক্ষণ এই যে, 'মিলগুলি' যে পরিমাণ পাট ব্যবহার করিয়াছে, উহার শতকরা ৯০ ভাগই ভারতে উৎপাদিত হইয়াছে—পাট-উৎপাদনে ভারত যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার পথে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহা এই তথ্য হইতে প্রমাণিত হয়।

ভারতের আর্থ-ব্যবস্থায় পাটকল শিল্পের স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ভারত সরকার এই শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বহু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পাটকল শিল্পের 'আধুনিক-করণ' (আধুনিক কলকব্জা ও ও যন্ত্রপাতির প্রতিষ্ঠাপন) ব্যাপারে সরকার ২ কোটি টাকার উপর ঋণ-মঞ্জুর করিয়াছেন। পাটকলশিল্পের সমস্যাগুলির সমাধান কল্পেও ভারত সরকার কলিকাতায় একটি নূতন সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন।

(৩১) ১৯৫৭ সালে চা-শিল্পের অবস্থা—The position of the Tea Industry in 1957 :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**:—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ২২৬-২৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের পর।)

(১) চায়ের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ('উঠ্‌তি-পড়তির') দরুন এবং সাধারণ চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারে পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল (Cylon) ও ইন্দোনেশিয়া হইতে চা-শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে বলিয়া চা শিল্পকে বর্তমানে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। ভারতে সাধারণ ও নিম্নতর মানের চায়ের উৎপাদন বহুল পরিমাণে হইয়াছিল—অত্যধিক উষ্ণ ও অত্যধিক আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা-উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছিল। (২) বিভিন্ন বাজারে চায়ের রপ্তানি ব্যাপারে **১৯৫৬** সালের তুলনায় **১৯৫৭** সালের রপ্তানির মোট পরিমাণ প্রায় ৬·৭ কোটি পাউণ্ড কম হইয়াছিল—যুক্তরাজ্যেই (United Kingdom) হইল ভারতীয় চায়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ খরিদ্দার এবং মুক্তরাজ্যই ভারতীয় চায়ের রপ্তানি প্রায় ৫·৮ কোটি পাউণ্ড কম হইয়াছিল। (৩) যুক্তরাজ্যে রপ্তানির পরিমাণ অত্যধিক কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে, ইরানে এবং তুরস্কে যথেষ্ট পরিমাণ ভারতীয় চা রপ্তানি হইয়াছিল।

কর্মচারী এবং শ্রমিকদের বেতন ও মজুরির হার বর্ধিত করায় চায়ের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, চা-শিল্পকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, এবং চায়ের জগদ্ব্যাপী উৎপাদন বর্ধিত হইয়াছে—এই সমস্তই চা শিল্পের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—সুতরাং, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের উৎপাদকগণ ব্যতীত যে সব উৎপাদক **সাধারণ** চা উৎপাদন করিয়া থাকে, উহাদের অধিকাংশেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিলেই চলে। ভারতের চা-শিল্পে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়—রপ্তানি-জনিত আয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকা; সুতরাং, চায়ের রপ্তানি যাহাতে ব্যাহত না হয়, উহার জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা উৎপাদনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন—'এমোনিয়াম সালফেট্ (Ammoniun Sulphate) এবং অন্যান্য যবক্ষারজানীয় রাসায়নিক সার (Nitrogenous Fertilisers) পর্যাপ্ত পরিমাণে ও নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের উৎকর্ষতা লাভে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

(৩২) ১৯৫৭ সালে শর্করা-শিল্পের অবস্থা—The position of the Sugar Industry in 1957 :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ২৩১ ২৩২ পৃষ্ঠার লিখিত অংশের পর।)

(১) শর্করা-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে অসামান্য ও আশ্চর্য্যজনক। শর্করা শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ২০ লক্ষ টনের বেশী হইয়াছে ;— প্রকৃত হিসাবে উহার উৎপাদনের পরিমাণ হইল ২০২৬০০০ টন। (২) **১৯৫৫-৫৬** সালের তুলনায় **১৯৫৭** সালের উৎপাদনের পরিমাণ ১৬৭০০০ টন বেশী হইয়াছে। (৩) **১৯৫৭ সালের** উৎপাদনের পরিমাণের সহিত যদি পূর্বের মরসুমের মজুতের পরিমাণ যোগ করা যায়, তবে **১৯৫৭ সালের** সরবরাহের মোট পরিমাণ হয় ২৫৭৯০০০ টন; সুতরাং, সরবরাহের এই সন্তোষজনক পরিস্থিতির জন্য ভারত সরকার ২ লক্ষ টন চিনি রপ্তানি করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

শর্করার উৎপাদন-পরিমাণ অত্যধিক হওয়ার কারণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) গুড়ের দাম কমিয়া যাওয়ায় কৃষকগণ চিনির কলে (Sugar mills) অধিক পরিমাণে ইক্ষু সরবরাহ করিয়াছিল—ইহাতে 'মিলগুলিতে' ইক্ষুর সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। (খ) স্থাপিত যন্ত্রপাতির উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় এবং বর্তমান মিলগুলিতে নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। (গ) নূতন কারখানা খোলা হয়—**১৯৫৫-৫৬** সালে ১৬০টি কারখানা ছিল, **১৯৫৬-৫৭** সালে কারখানাগুলির সংখ্যা ১৬৮ হইয়াছিল। (ঘ) সরকার কর্তৃক রপ্তানির অনুমতি দেওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। (ঙ) সুয়েজ খালের (Suez Canal) ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উত্তেজনায় বিশ্বের শর্করা-বাজারে চিনির মূল্য বর্ধিত হওয়ায় শর্করা-উৎপাদনে সক্রিয়তা বাড়িয়া যায়। (চ) প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর সরবরাহের দরুন ইক্ষু-নিষ্পেষণের (চিনি প্রস্তুতের) কাজ অপেক্ষাকৃত বেশী দিন চালান হয়।

শর্করা-শিল্পের উন্নয়ন পরিষদ (Development Council for Sugar Industry) নির্দেশ দিয়াছেন যে, **১৯৫৭-৫৮** সালে শর্করার উৎপাদন ২১.৬ লক্ষটন করিতে হইবে—আশা করা যাইতেছে, শর্করা-শিল্পের পক্ষে উৎপাদনের এই লক্ষ্যে পৌছা খুব সহজ হইবে ; বহু নূতন শর্করা-শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে এবং বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বর্ধিত করা হইবে। শর্করা-

শিল্পের কার্যধারা পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শর্করা-শিল্পের ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে—বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের প্রয়োজনে অপরিহার্য। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রয়োজনে উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া ফেলিতেই হইবে এবং শ্রেষ্ঠতর মান অনুযায়ী শর্করা উৎপাদন করিয়া উহার গুণোৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

(৩৩) ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

(Q. Discuss fully the effects of economic development on the growth of population in the present Indian context.—C. U. B. Com. 1958) :—

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ চলিতেছে—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, যাহাতে জনগণ স্বচ্ছতর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও 'পরিপূর্ণ জীবনযাপনের সুবিধা উপভোগ করিতে পারে। পরিকল্পনা 'কমিশনের' মতে ভারতের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিই হইল অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়—ভারতের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হইল বৎসরে ৪৫ লক্ষ। এই প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) পৃথিবীর জন-সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে ২৯শে জুনের (১৯৫৮ সাল) বিবরণীর উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—এই বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫০ কোটিতে পরিণত হইতে ২০০০,০০০ বৎসর লাগিয়াছিল, বর্তমানে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার দেখিয়া মনে হয় ৩০ বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি লোক বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসংখ্যা বর্তমান হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ৬০০ বৎসর পরে পৃথিবীতে প্রত্যেকটি লোকের বাসোপযোগী স্থান ১ বর্গমিটারের বেশী পাওয়া যাইবে না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর 'গড়পড়তা' লোক-সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নিরোধ করিতে না পারিলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়ন-পরিকল্পনা সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্যই পরিকল্পনা 'কমিশন' জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নিরোধ করার এক নীতি দ্রুত

অবলম্বন করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, যাহাতে জনসংখ্যার ভীতিপ্রদ বৃদ্ধিতে অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নয়ন ব্যাহত না হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী ডি. পি. কর্মকার মন্তব্য করিয়াছেন, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অপরিহার্য। অধুনা তিনি বলিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং যাহাতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে জনমত গঠন করা যায়, উহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। একটি উচ্চ-ক্ষমতাপন্ন কেন্দ্রীয় 'বোর্ড' (High Power Central Board) স্থাপিত হইয়াছে এবং রাজ্যসমূহেও পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৪৭-টি পরিবার পরিকল্পনার চিকিৎসাগার (clinics) প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং রাজ্যসরকারসমূহের ২০৫-টি উক্ত প্রকার চিকিৎসাগারের পরিচালনের জন্য 'অনুদান' (grants) মঞ্জুর করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং বৃহৎ নগরী ও প্রধান শহরগুলিতে প্রতি ৫০,০০০ লোকের জন্য ১-টি চিকিৎসাগার স্থাপন করা হইল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। শহরাঞ্চলে ৩০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২০০০, মোট ২৩০০ চিকিৎসার স্থাপন করা হইল পরিকল্পনার লক্ষ্য—উহার মধ্যে তিন শতের অধিক চিকিৎসাগার স্থাপিত হইয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রভাব—(Effects of Economic Development on the growth of population) :— উপরে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি প্রভাব, উহা আলোচিত হইয়াছে—নিম্নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব সম্পর্কে অনুশীলন করা হইল।

পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হইল, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাহাদিগকে অধিকতর সঙ্গতিপন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ; কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের 'বাস্তব' আয় (real income) বৃদ্ধির সঙ্গে জন-সংখ্যার 'বিস্ফোরণ' (Population Explosion), অর্থাৎ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, ঘটার সম্ভাবনা অতিশয় প্রবল হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্বল্পকালীন ক্ষেত্রে, যাহার জন্য অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপকারিতা ব্যর্থ হইয়া যায়—বর্ধিত

জনসংখ্যার ভরণপোষণেই অর্থনীতিক 'উন্নতিগুলি' নিবদ্ধ থাকে এবং তদ্দরুণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় না। স্বাস্থ্য-পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণের (demographers) ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সম্মুখীন হইলে অর্থনীতিক উন্নয়নের 'বিনিয়োগগুলি' (investments) 'প্রগাঢ়' (intensive) না হইয়া 'ব্যাপক' (extensive) হইয়া পড়ে—বর্ধমান জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দেশগুলির আর্থ-ব্যবস্থায় অর্থনীতিক উন্নয়নের 'বিনিয়োগগুলি' 'ব্যাপক' আকারে পর্যবসিত হয়, কারণ জনগণের 'মাথা-পিছু' সঙ্গতির (*per capita* position) কোন উন্নতি সাধিত হয় না। এ জন্যই পরিকল্পনা 'কমিশন' স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে 'বন্ধ্যতার' ব্যবস্থা করা (sterilisation), অথবা গর্ভনিরোধ-ব্যাপারে পরামর্শ দান করা, অথবা কন্যাদের বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা দিয়া জন-সংখ্যা বৃদ্ধি কার্যকরীভাবে নিরোধ করার পরামর্শ দিয়াছেন।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি 'বাস্তব' আয়ের (real income) ও 'ভোগের' (Consumption) মাত্রা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে বলিয়া **জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনীতিক উন্নতির আশু ফল** হইবে, অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি (**pari passu**) জন-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে। অধিকন্তু, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রোগ ও মৃত্যুর হার কমিয়া যাইবে —এই কারণেও জন-সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং, অর্থনীতিক উন্নয়নের যে কোন পরিকল্পনায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবল সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক, নহিলে অর্থ নৈতিক উন্নতির ফলে জনগণের 'মাথা-পিছু' আয় বৃদ্ধি পাইবে না বলিলেই হয় এবং তাহাদের জীবন-যাত্রার মান মানবোচিত জীবন-যাত্রার মানের অনেক নিম্নে থাকিয়া যাইবে। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রবল সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনা 'কমিশন' জন-সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধ করিবার ব্যাপক ও সক্রিয় কার্যক্রমের আবশ্যকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অধ্যাপক পিগো (Prof. Pigou) বলেন, ইহা সত্য যে, বহুকাল দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিলে কিছু সময়ের জন্য জনগণের রুচি ও মতিগতি তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত উপযোজিত হয় এবং তাহাদের আয় হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে তাহারা নির্বোধের ন্যায় এমন খরচ করিতে

থাকে, যাহার জন্য আর্থিক কল্যাণ (economic welfare) সাধিত হয় না ; কিন্তু যদি তাহাদের বর্ধিত আয় অধিক কাল বজায় থাকে, তবে উক্ত অবস্থা আর থাকে না। সুতরাং, দীর্ঘকালীন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির আশঙ্কা অন্তর্হিত হয়। শিক্ষার প্রসার ও গ্রামাঞ্চলগুলি শহরাঞ্চলের আকারে পরিণত হওয়ার দরুন জনগণের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটিত হইবে—অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ, উত্তম আশ্রয়, সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য, অর্থাৎ জীবন যাত্রার উচ্চতর মানের জন্য, জনগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে। 'মূল্য-ক্রমের' (Scale of Values) ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা হইবে তাহাদের জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করা, যাহার ফলে অল্পসংখ্যক সন্তান-সন্ততি থাকার বাসনা তাহাদের মনে জাগরিত হইবে। অধিকন্তু, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের জনগণ অন্যান্য সমুন্নত দেশের লোকদের উচ্চতর জীবনযাত্রার মানানুযায়ী তাহাদের জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করিতে প্রয়াসী হইবে—ইহার ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি স্বতঃই নিরোধিত হইবে।

পুনশ্চ, দেখা গিয়াছে যে, জনগণের ধন-সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে, উহাদের সন্তান অনেক কম হয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্তন এবং বিবাহও গৃহস্থালী ব্যতীত নারীদের সক্রিয়তা ও উপকারিতার ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ —এই সমস্তই জন-সংখ্যার দ্রুত অসঙ্গত বৃদ্ধি প্রতিহত করিবে।

(৩৪) উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করিয়া ভারতে অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্যের কি পরিমাণ উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভবপর—

Q. Discuss how far it is practicable to increase the supply of essential consumer goods in India through the encouragement of cottage and small scale industries. (C. U. B. Com. 1958)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হইয়াছে এবং উহাদের উন্নতি-বিধানের ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে :—(১) একই শিল্পে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যক্রম-গুলির সংযোজন, (২) শিল্প-সংক্রান্ত উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের (decen-

tralization) প্রয়োজনীয়তা, এবং (৩) কারিগরী উপদেশ-দান, অর্থ-সংস্থান ও কাঁচামাল সরবরাহ ব্যাপারে সাহায্যদান, গবেষণা ও শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সমবায়ী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষণের সুনিশ্চিত কার্যসূচী গ্রহণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি-বিধান খাতে ২০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

যে সকল প্রধান কারণে পরিকল্পনা 'কমিশন' উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির পুনরুজ্জীবনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, উহারা হইল :—

(ক) কৃষকদিগের জন্য সারাবৎসর অবিরাম লাভজনক কর্ম-সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা, (খ) শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীকরণের বাঞ্ছনীয়তা, এবং সর্বোপরি (গ) অধিকতর পরিমাণে কর্ম-সংস্থানের সুবিধা-সুযোগ সৃষ্টি করার অত্যাবশ্যকতা।

ভোগ্য-পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য পরিকল্পনা 'কমিশন' মুখ্যতঃ উটজ (কুটির) ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর নির্ভর করিয়াছেন—ইহার অর্থ হইল, বৃহদায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত না করা। এই কারণে পরিকল্পনা 'কমিশন' সুপারিশ করিয়াছেন যে, কৃষিজাত দ্রব্যের পছন্দসই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিল্পগুলির—বিশেষতঃ চাউলের কল, ময়দার কল, তৈলের কল জাতীয় শিল্পগুলির—জন্য 'অনুজ্ঞা-পত্রের' (license) ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'অম্বর-চরকার' (Ambar Charkha) ব্যবহারের উপর বিশেষ 'জোর' দেওয়া হইয়াছে, কারণ এই ব্যবস্থায় গ্রামে অখণ্ডকালীন (whole-time) কর্ম-নিয়োগের প্রভূত সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইবে। পরিকল্পনা 'কমিশন' নিম্নলিখিত বিষয়গুলির স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসারণ ও সংগঠনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন :—

কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা, এবং উৎপাদকের সমবায়-সমিতি।

"শিল্প-তালুকা" (Industrial Estates) গঠন করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—এই 'তালুকাগুলি' কারিগরদের ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বহুপ্রকার সুযোগ দিতে ও

সাহায্য করিতে পারিবে। ক্ষুদ্রায়তণ শিল্পগুলির উন্নতি-কল্পে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইয়াছে :—

(ক) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অধিকতর কারিগরী পরামর্শ প্রদান, (খ) শিল্প-প্রসারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; (গ) ভাড়ার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থার প্রবর্তন ; (ঘ) পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন ; এবং (ঙ) কতকগুলি নির্বাচিত কেন্দ্রে ও শিল্পে 'পথ-প্রদর্শক' পরিকল্পনা (pilot schemes) গ্রহণ। সুতরাং, দেখা যায় যে, যাহাতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ভোগ্য-পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারে, উহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর পরিকল্পনা 'কমিশনের' গুরুত্ব স্থাপন ও নির্ভরতার ব্যাপারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'কমিশন' কাননগু ও কার্ভে 'কমিটির' (Kanungo Committee and Karve Committee) সুপারিশগুলির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। উক্ত দুইটি 'কমিটিই' সুপারিশ করিয়াছিলেন, 'মিলগুলির বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ ৫০০ কোটি গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে বস্ত্রের বর্ধিত চাহিদা সমস্তই হস্তচালিত তাঁতশিল্প-জাত বস্ত্রের দ্বারা মিটাইতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ১৭০ কোটি গজ উৎপাদিত সূতার মধ্যে ১২০ কোটি গজ সূতা হস্তচালিত তাঁত-শিল্পে ব্যবহারের জন্য বণ্টন করা হইয়াছে।

উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির পক্ষে ভোগ্য-পণ্যের বর্ধিত চাহিদা মিটান কতখানি সম্ভব :—

ইহা অনস্বীকার্য যে, কর্ম-সংস্থানের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিতে এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation) প্রয়োজনে উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি-বিধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উক্ত শিল্পগুলির পক্ষে ভোগ্য-পণ্যের বর্ধিত চাহিদা মিটান সম্ভবপর হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ রহিয়াছে। সংগঠন-সমস্যাও (organisational problem) অতিশয় প্রবল—উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, লক্ষ লক্ষ 'অম্বর চরকা' নির্মাণ করা, লক্ষ লক্ষ কর্মীর শিক্ষণ-

ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, লক্ষ লক্ষ গ্রামে চরকা বিতরণ করা, তুলা সরবরাহ করা, তুলা সংগ্রহ করিয়া আনা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করা অতিশয় দুরূহ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে, যাহার নির্বাহের জন্য ১২০০ কোটি টাকার 'ঘাটতি' ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহার ফলে জনগণের আর্থিক আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, সুতরাং ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা বাড়িবে। পরিকল্পনা 'কমিশন' অনুমান করিয়াছেন, পরিকল্পনার কার্যকালে অর্থ-সরবরাহ (money supply) শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে—জনগণের এই 'আর্থিক' আয় (money income) বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পাইবে, সেই হারে উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির পক্ষে ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সময়ের বৃহৎ ব্যবধান থাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অত্যধিক 'ঘাটতি-ব্যয়ের' দরুন অর্থ-সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং তদ্দরুন ব্যাঙ্কগুলির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে—অর্থ-সরবরাহের এইরূপ বৃদ্ধির ফলে ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তদনুযায়ী ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বর্ধিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং, **স্ফীতির** উদ্ভব হইবেই এবং ইহার ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। **উক্ত আলোচনায় স্পষ্টই মনে হয়,** পরিকল্পনা 'কমিশন' অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্য সরবরাহ ব্যাপারে উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি সম্পর্কে যে আশা-পোষণ করিয়্যছিলেন, উহা যুক্তিসম্মত **হয় নাই**। প্রতিকার-ব্যবস্থা "ভুল নিদানের ভিত্তিতে করা হইয়াছে এবং ভুল স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে।"

'বিশ্ব-ব্যাঙ্ক মিশনও' (World Bank Mission) মনে করেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি দ্বারা জাতীয় আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, উহা হইল অতিরিক্ত অনুমান। পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্য-ক্রমের যে 'তথা-কথিত' সংযোজন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, উহাতে দেখা যায়, স্ফীতি নিরোধ-কল্পে ভোগ্য-পণ্যের যে পরিমাণ উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজন, উহার বৃহত্তর অংশ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উৎপাদন করিতে হইবে—এই 'সংযোজন-ব্যবস্থার' যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক 'মিশন' (প্রতিনিধিবর্গ) গভীর সন্দেহ প্রকাশ

করিয়াছেন। এই 'মিশন' বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার বিশেষ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস 'মিল' (কাপড়ের কল—Mill) ও হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের মধ্যে বস্ত্রোৎপাদন ব্যাপারে যে 'রফা' করা হইয়াছে, উহা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে না। এই নীতির ফলে অভ্যন্তরীণ (দেশের) বাজারে ন্যায্য মূল্যে বস্ত্র সরবরাহ হইবে না, অথবা রপ্তানি অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যাইবে—রপ্তানির হ্রাস-প্রাপ্তি বর্তমানে অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষতঃ যখন প্রত্যাশিত বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন প্রয়োজনানুযায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

(৩৫) বে-সরকারী শিল্পগুলির সাহায্যার্থে সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা :—

Q. What are the different ways in which the Government helps the private industries in India ?

(C. U. B. Com. 1958)

বৃটিশ সরকারের শিল্পনীতি ছিল 'অবাধ-নীতি' (**Laissez Faire**)—এই নীতির ফলে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের সময় সরকারের রাজস্ব-সংক্রান্ত (fiscal) ও শিল্প-নীতি 'ল্যাঙ্কেশায়ারের' শিল্পপতিগণ কর্তৃক নির্দেশিত হইত এবং উহা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। বৃটিশ সরকার বে-সরকারী শিল্পের প্রতি বিমাতার ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু জাতীয় সরকায় প্রতিষ্ঠীত হওয়ার পরই উক্ত নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। জাতীয় সরকার বর্তমানে বে-সরকারী শিল্পগুলির উন্নতি-সাধনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং নানা উপায়ে উহাদের সাহায্য করিতেছেন। এই সম্পর্কে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির আলোচনা নিম্নে করা হইল :—

(ক) **প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বে-সরকারী শিল্প গুলির যে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, উহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।** 'সমাজ তান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের' (Socialist pattern of Society) নীতি গৃহীত হওয়ায় যদিও শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তবুও এ কথা বলা চলে যে, বে-সরকারী ক্ষেত্রের গুরুত্ব লাঘব করা হয় নাই—বে-সরকারী ক্ষেত্রের

অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ-সংক্রান্ত ব্যয় ৩৮০০ কোটি টাকা ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের উক্ত প্রকার ব্যয় ২৪০০ কোটি টাকার হিসাবে ধরা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের ৩০-শে এপ্রিলে যে **নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়**, তাহাতে দেখা যায় যে, শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে কেবল ১৭-টি শিল্প তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, যেগুলির ক্ষেত্রে সরকারের **একচেটিয়া** অধিকার থাকিবে—অন্যান্য শিল্পে বে-সরকারী শিল্পপতিগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকার বে-সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে **অর্থ-সাহায্য** করিবে—পরিবহণ ও শক্তি-সরবরাহ সংক্রান্ত সাহায্য এবং অন্যান্য উপকার পরিবেশন ছাড়াও এই অর্থ-সাহায্য করা হইবে।

(গ) **দীর্ঘ-মিয়াদী ঋণ-দান**—পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইয়াছে—এজন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ-মিয়াদী (long-term) এবং 'মাঝারি-মিয়াদী' (medium term) ঋণ (মূলধন) সরবরাহের জন্য সরকার শিল্পীয় মূলধন প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation), জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Industrial Development Corporation), শিল্পীয় ঋণদান ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment Corporation) এবং মূলধন পুনঃ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান Re-finance Corporation) স্থাপন করিয়াছেন।

'মাঝারি' ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারের মূলধন প্রতিষ্ঠান (Stato Financial Corporation) এবং জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান (National Small Industries Corporation) স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক রাজ্যেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প-সংক্রান্ত' সরকারী সাহায্য আইন (State to Industries Acts) বলবৎ রহিয়াছে।

(ঘ) **শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও গবেষণা**—কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রাজ্যসরকারসমূহ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার, (degree and diploma) পাঠ্যধারা (Courses) প্রবর্তন করিয়া বহু কারিগরী বিদ্যালয় খোলা

হইয়াছে—স্নাতকোত্তর পাঠাভ্যাসের ও গবেষণার জন্য ৮-টি 'ডিগ্রি'-পাঠ্য-ধারার ৫৩-টি, এবং 'ডিপ্লোমা' পাঠ্যধারার ৮১-টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প-যন্ত্রাদি, শিল্প-প্রশাসন এবং ব্যবসা-পরিচালন সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র সাধারণ বিজ্ঞান, 'ইঞ্জিনিয়ারিং', অথবা শিল্প-বিজ্ঞান (technology) সম্পর্কে গবেষণা চালাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য মাসিক দুইশত টাকা করিয়া পাঁচশত গবেষণা-বৃত্তির (Research Scholor-ship) ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষা খাতে ৪৮ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। ক্রমপর্যায়ের কার্য-ক্রম অনুযায়ী উচ্চতর কারিগরী বিদ্যালর স্থাপিত হইবে। খড়্গপুরের 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ টেক্‌নোলজির' (Indian Institute of Technology—শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয়) সম্পূর্ণরূপে উন্নতি-সাধন করা হইবে। দিল্লী 'পলিটেক্‌নিকে' (Polytechnic —নানা বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয়) যে শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে, উহা প্রসারিত করা হইবে।

(ঙ) **উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে সাহায্য দান**ঃ—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উটজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ২০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে—এই উদ্দেশ্যে সরকার আরও যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে হইল ঃ—

(১) সরকার কর্তৃক সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প-পর্ষৎ (All India Khadi and Village Industries Board), সর্বভারতীয় হস্তচালিত তাঁত শিল্প-পর্ষৎ (All India Hand-loom Board), ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-পর্ষৎ (Small Scale Industries Board) প্রভৃতির স্থাপন ; (২) উক্ত শিল্প-গুলিকে দীর্ঘ-মিয়াদী, 'মাঝারি'-মিয়াদী ও স্বল্প-মিয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক (State Bank) কর্তৃক কতকগুলি নির্বাচিত কেন্দ্রে 'পথ-প্রদর্শক' (Pilot Scheme) পরিকল্পনার কাজ শুরু করা, এবং (৩) সরকার কর্তৃক বহুবিধ সমবায়-সমিতি, ও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(চ) **'সংরক্ষণ'** (**Protection**)ঃ—১৯৪৯-৫০ সালের 'ফিস্ক্যাল্ কমিশনের' (অর্থ-কমিশন—Fiscal Cnmmission) সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পগুলির 'সংরক্ষণ,-ব্যাপারে ভারত সরকার এক অতি উদার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শুল্ক-'কমিশনকে' (Tariff Commission) স্থায়ী

(permanent) পর্ষৎ করা হইয়াছে ; নূতন ও আদ্যাবস্থার (embryonic) শিল্পগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই 'সংরক্ষণের' আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে ; এবং বর্তমানে দেশের শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে শিল্পসমূহের 'সংরক্ষণের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ছ) ক্রয় (Purchase) ঃ—ভারতীয় শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি সরকার উহার প্রয়োজনানুযায়ী ক্রয় করিতেছেন।

(জ) অন্যান্য প্রকার সাহায্য :—(১) নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য আয়-কর (income-tax) প্রদানের ব্যাপারে 'রেহাই' দিয়াছেন। (২) শিল্পোন্নয়ন উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার শিল্পগুলিকে 'উন্নয়ন-রেয়াত' (Development Rebate) দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—জাহাজশিল্পে এই 'রেয়াত' দেওয়া হইয়াছে। (৩) সরকার শিল্পগুলির ক্ষেত্রে আবগারী-শুল্কের ও রপ্তানি-শুল্কের হার কমাইয়া দিতেছেন—যেমন, তুলাবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে আবগারী-শুল্কের হার ও চা-শিল্পের ক্ষেত্রে রপ্তানি-শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (৪) শিল্পগুলির রপ্তানি-যোগ্য পণ্যের উৎপাদন ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য সরকার 'রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান' (Export Risk Insurance Corporatoin) স্থাপন করিয়াছেন। (৫) শিল্পগুলির রপ্তানি-বৃদ্ধি উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার রপ্তানি-বৃদ্ধি পরিষদ (Export Promotion Council) স্থাপন করিয়াছেন। (৬) বেসরকারী শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠাপন, উন্নয়ন ও প্রসারণ-কল্পে সরকার উহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম আমদানির ব্যবস্থা করিয়া উহাদিগকে প্রচুর সাহায্য করিতেছেন। (৭) পুনর্গঠন ও ক্রমোন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction & Development) কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে ঋণের আসল, সুদ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ করিবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। (৮) সরকার এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, যে শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উভয়ই রহিয়াছে, সেই শিল্পের উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকার ন্যায়সম্মত আচরণ করিবেন—কোন প্রভেদাত্মক আচরণ করিবেন না।

উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, সরকার কর্তৃক 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পত্তনের নীতি' গৃহীত হইলেও সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার কার্যসূচী অনুযায়ী বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠাপনে ও উন্নতি-সাধনে বহুপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন।

(৩৬) ১৯৫৭ সালে ভারতের শিল্পীয় ঋণদান ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী—(Working of the Industrial Credit and Investment Corporation (I C. I. C) of India during 1956 :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ১৬৪-১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের পর।)

প্রাথমিক অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলীকে বিশেষ সন্তোষজনক না হইলেও ১৯৫৭ সালে ইহার কার্যাবলী নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক বলা চলে, বিশেষতঃ যখন বিনিয়োগের 'আবহাওয়া' প্রতিকূল ছিল। ১৯৫৭ সালের শেষাশেষি এই প্রতিষ্ঠানটি ৩১-টি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ৯'৪৪ কোটি পরিমাণ ভারতীয় টাকার আর্থিক সাহায্য (financial assistance) করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত প্রতিষ্ঠানটি মোট ২'২১ কোটি মূল্যের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানটি যে মোট পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে, উহা গোটামুটি নিম্নলিখিত দুইপ্রকার কার্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়াছে :—

(১) টাকায় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ-প্রদান,

(২) 'শেয়ার' অথবা 'ঋণ-পত্র' (debentures) সম্পর্কে দায়-গ্রহণ (underwriting)।

সীমার মধ্যে থাকিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি বৈদেশিক চলৎ-মুদ্রার ঋণ দিতে সক্ষম বলিয়া—বিশেষতঃ যখন বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাটতির' দরুন বহু উন্নয়ন-পরিকল্পনার কার্য ব্যাহত হইতেছে—প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক (World Bank) এই প্রতিষ্ঠানটিকে **১ কোটি** 'ডলার' ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে, উহার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ৪৬'৩ **লক্ষ** 'ডলার' (অর্থাৎ ২.২১ কোটি টাকা) ঋণ ৫-টি পরিকল্পনার জন্য মঞ্জুর করিয়াছে—শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানটি বাকী পরিমাণ 'ডলার'-ঋণ মঞ্জুর করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়—এই অল্প সময়ের মধ্যে বিনিয়োগের 'আবহাওয়া' প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর 'দায়-গ্রহণের' (অবলেখনের—underwriting) কার্য সমাধা করিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির 'অধিকর্তা' (Director)-পর্ষদের বিবরণীতে দেখা যায় যে, যে ১৬-টি ক্ষেত্রে ৫·৩৫ কোটি টাকা পরিমাণ 'দায়-গ্রহণ' অনুমোদিত হইয়াছে, উহার মধ্যে ১৯৫৭ সালে ৯-টির ক্ষেত্রে 'দায়-গ্রহণ'-কার্য সংসাধিত হইয়াছে এবং ১৯৫৮ সালে আরও ২-টির ক্ষেত্রে 'দায়-গ্রহণের' কাজ সমাধা হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে 'দায়-গ্রহণের' যে এক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিষ্ঠানটির সাহায্য-দানের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, যে ৩৬-টি শিল্পসংক্রান্ত 'উদ্যোগকে' সাহায্য করিতে প্রতিষ্ঠানটি সম্মত হইয়াছে, উহার মধ্যে ১৬-টিই হইল নূতন 'উদ্যোগ' (enterprise)। বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও উহাদের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিতির বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতিষ্ঠানটি যে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করিয়াছে, উহা উদারতার নীতির ভিত্তিতেই করা হইয়াছে ; অনগ্রসর অঞ্চলগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

অধিকর্তাগণ (Director) ৫ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত ভাণ্ডারে (Reserve) রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং 'লভ্যাংশের' (dividend) হার শতকরা ৩½ টাকা হইতে ৪½ টাকায় বৃদ্ধি করিয়াছেন।

(৩৭) **মূলধন পুনঃ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান** (**Re-Finance Corporation**):—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—অর্থনীতির আলোচনা প্রথম খণ্ডের ১৭৩—১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশ পড়িয়া লইতে হইবে।)

মূলধন পুনঃ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট 'ঘরোয়া' কম্পানি হিসাবে **১৯৫৮ সালের** ৫ই জুন "Re-Finance Corporation for Industry Private Limited" (শিল্প-সংক্রান্ত মূলধন পুনঃ-সরবরাহ সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট 'ঘরোয়া' কম্পানি) নামে নিবন্ধভুক্ত (registered) করা হয়—ইহার প্রধান কার্যালয় ('অপিস্') বোম্বাই শহরে 'রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের' ভবনে খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির **অনুমোদিত মূলধন** (Authorized Capital) হইল ২৫ কোটি টাকা। (**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—অর্থনীতির আলোচনার প্রথম খণ্ডের লিখিত অংশের সহিত **প্রস্তাবিত** মূলধন পুনঃ-সরবরাহ

প্রতিষ্ঠান ও **স্থাপিত** মূলধন পুনঃ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বাস্তবক্ষেত্রে যে পার্থক্য রহিয়াছে, উহা লক্ষ্য করিতে হইবে।)

এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক **নিযোজ্য মূলধনের** (issued capital) পরিমাণ হইল ১২.৫ কোটি টাকা—এই টাকা নিম্নলিখিতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে ঃ—

(১) রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক—৫ কোটি টাকা; (২) ভারতের রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক—২.৫ কোটি টাকা; (৩) ভারতীয় জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান—২.৫ কোটি টাকা; এবং (৪) অন্যান্য ব্যাঙ্ক—২.৫ কোটি টাকা।

১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছিল (Agricultural commodities Agreement, উহারই ফলে এই *প্রতিষ্ঠানটি* স্থাপিত হয়—এই চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে একটি শর্ত হইল, ভারত সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল হইতে যে ২৬ কোটি টাকা সুদ-প্রদেয় ঋণ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানকে দিবেন, সেই টাকা **বেসরকারী** 'উদ্যোগ-গুলিকে' পুনরায় ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে **পৃথক** করিয়া রাখিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানটি উক্ত শর্তে ভারত সরকার হইতে ৩০ বৎসরের জন্য এই ২৬ কোটি টাকা সুদ-প্রদেয় ঋণ হিসাবে পাইবে;—সুতরাং, প্রতিষ্ঠানটির তহবিল ৩৮.৫ কোটি টাকা (নিযোজ্য মূলধন ১২.৫ কোটি টাকা+সুদ-প্রদেয় ঋণ ২৬ কোটি টাকা) হইবে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার ৭ জন সদস্য লইয়া একটি 'অধিকর্তা-পর্ষদের' (Board of Directors) উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই 'অধিকর্তা-পর্ষদে' রহিয়াছেন—(১) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'গভর্নর' (Governor)—ইনি হইলেন 'অধিকর্তা-পর্ষদের' সভাপতি বা পরিচালক (Chairman); (২) 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'ডেপুটি-গভর্নরের' মধ্যে (Deputy Governor) একজন; (৩) রাষ্ট্র-ব্যাঙ্কের 'চেয়ারম্যান্'; (সভাপতি); (৪) ভারতের জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানের 'চেয়ারম্যান্; এবং (৫) অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলির তিনজন প্রতিনিধি।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যধারা (Functions)—(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—প্রতিষ্ঠানটির কার্যধারা সম্বন্ধে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা **প্রথম** খণ্ডের ১৭৪—১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশ দেখিতে হইবে)।

(৩৮) অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রপ্তানির আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনীয়তা (The prospect of increasing India's Export-earnings in near future) :

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**—এই সম্পর্কে পরিশিষ্টের 'রপ্তানি-বৃদ্ধি কমিটির' সুপারিশ এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংকট ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অধ্যায় দুইটি পড়িয়া লইলে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হইবে।)

ভারতের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থার (balance of payment) ক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পরিকল্পনা 'কমিশন' প্রথমে হিসাব করিয়াছিলেন যে, এই দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থায় ১১০০ কোটি টাকার 'ফাঁক' (gap ঘাট্‌তি) থাকিবে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে উক্ত 'ঘাট্‌তি' অনেক বেশী হইবে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ ছিল প্রায় ২৯২ কোটি টাকা—১৯৫৭ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর, এই তিন মাসে 'ঘাট্‌তির' পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা। ১৯৫৮ এপ্রিল মাসের মধ্যে আমানতী ষ্টার্লিং-এর পরিমাণও কমিয়া ২০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে, যাহার ফলে 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের যে কমপক্ষে ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-পত্র সংরক্ষিত ভাণ্ডারে রাখার আইনগত ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহাও রাখা দুরূহ হইতে পারে। ভারতের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যে এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল 'ঘাট্‌তি' যতটা না রপ্তানি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ঘটিয়াছে, উহার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী রূপায়ণের প্রয়োজনে আমদানি-বৃদ্ধির ফলে। দেশরক্ষা খাতে এবং খাদ্য-শস্যের আমদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধি পাওয়ার দরুনও বৈদেশিক মুদ্রার 'ঘাট্‌তি' বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেনা পাওনার সাম্যে এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল 'ঘাট্‌তির' জন্যই সরকারকে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইয়াছে। এই 'ঘাট্‌তির পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ভারতকে রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি-ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য-সাধন করিবার এমন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে অকুণ্ঠ ঐকান্তিকতা, অতিশয় উৎকণ্ঠা ও প্রবল উদ্দীপনা বর্তমান থাকে। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে কি উপায়ে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়, উহা নির্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের রপ্তানির দেশগত ও পরিমাণগত

(geographical and quantitative) বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগের জন্য আমাদিগকে 'গ্রেট্‌বৃটেন' ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং আমাদের রপ্তানিজনিত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ চা, পাটজাত দ্রব্য, ও বস্ত্র-রপ্তানির উপর নির্ভর করে। এই চা, পাট ও তুলাবস্ত্রের রপ্তানি ব্যাপারেও আমাদিগকে বিদেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তুলাবস্ত্র রপ্তানি ক্ষেত্রে জাপান হইল আমাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; পাটের রপ্তানি ব্যাপারে আমাদিগকে পাকিস্তান ও জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইতেছে, যাহার ফলে আমাদের পাটের চিরস্থায়ী বৈদেশিক বাজার—বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকা ও ব্রহ্মদেশ—নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে; সিংহল দেশের চা আমাদের দেশের চায়ের সহিত বৈদেশিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে এবং তদুপরি সাধারণ চায়ের (Common teas) চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আমাদের চা-শিল্প এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের রপ্তানির আয় বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

উক্ত 'ঘনান্ধকার' পরিস্থিতিতে যে ক্ষীণ 'আলোকরশ্মি' দেখা যাইতেছে, উহা হইল রপ্তানি-বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ হইয়াছেন এবং রপ্তানির দেশগত ও পরিমাণগত ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উদ্‌গ্রীব, কৃতসংকল্প ও কর্মতৎপর হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরকার দেশের অভ্যন্তরে প্রকৃত রপ্তানির 'আবহাওয়ার' সৃষ্টি করিতে ঐকান্তিক চেষ্টা করিতেছেন। যে সব দেশ পৃথিবীর বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগে লিপ্ত থাকে, সে সব দেশে সর্বাধিক সুবিধা লাভের জন্য উহাদের সহিত ভারত সরকার "শুল্ক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তিতে" (G. A. T. T.—General Agreement on Tariffs and Trade) অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। রপ্তানি-বাণিজ্যে অত্যাবশ্যক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে ভারত সরকার 'রপ্তানি-বৃদ্ধি পরিষদ' (Export Promotion Councils) স্থাপন করিয়াছেন, রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন, এবং "রপ্তানি-ঝুঁকির বীমা প্রতিষ্ঠান" (Export Risks Insurance Corporation) স্থাপন করিয়া "রপ্তানি-পাওনা-বীমা পরিকল্পনা" (Export Credit Insurance Scheme) রূপায়িত করিয়াছেন "রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান" (State Trading Corporation). বৈদেশি

বাজারগুলির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে, রপ্তানি বাণিজ্যের 'ধাঁচের' (pattern) বৈচিত্র্য সাধন করিতে এবং ভারতীয় পণ্যের নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে। বৈদেশিক বাজারে ভারতের আকরিক লৌহ (Iron ores) এবং ভারতে নির্মিত যান্ত্রিক (ইঞ্জিনিয়ারিং—Engineering) দ্রব্যগুলির বিক্রয় যথেষ্ট হইতেছে।

শ্রীভি. এল. ডিসুজার (V. L. D'souza) সভাপতিত্বে যে 'রপ্তানি-বৃদ্ধি কমিটি' (Export Promotion Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই 'কমিটির' অভিমত হইল, যদি নিম্নলিখিত সকল উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়, তবে প্রতিবৎসর আমাদের পক্ষে ১০০, এমন কি ১৫০, কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না, যথা :—

(১) ক্রমাগত কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ; (২) উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা ; (৩) রপ্তানিকারীদিগকে সঠিক-ভাবে প্রবর্তিত করা ও অর্থ-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ; (৪) জাহাজ-নির্মাণ ব্যাপারে উপযোগী 'গতীয়' (dynamic) নীতি অবলম্বন করা ; (৫) রপ্তানির দ্রব্যগুলির যথাযথ গুণোৎকর্ষতা ও 'মান' (Standard) বজায় রাখা।

অধিকন্তু, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইল মুখ্যতঃ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা। আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের পর ভারত একটি অনল্প আয়তনের শিল্পযোজিত দেশে পরিণত হইবে এবং ভারতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বেশ কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ-ব্যাপারে আমরা কিছুটা নিশ্চিত হইতে পারি।

(৩৯) ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'গভর্নর', শ্রী এইচ্. ভি, আর, আয়েঙ্গার কর্তৃক ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ পরিস্থিতির মূল্যাবধারণ—Appraisal of the Foreign Exchange situation by Mr. H. V. R. Iyengar, the Governor of the Reserve Bank of India :—

শ্রী আয়েঙ্গার (ভারতের 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের 'গভর্নর') ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অবস্থার যে পরিষ্কার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, উহাতে তিনি

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের কারণগুলি ও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় এই মুদ্রা-সংকটের সংঘাত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, যাহাতে এ সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়—তাঁহার মতে এই ভ্রান্ত ধারণাই জনগণের মনোভাব ভবিষ্যতে হিতের আশা ও অহিতের আশঙ্কার মধ্যে এমনভাবে 'দোলন' খাইতেছে, যাহা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

শ্রী আয়েঙ্গার বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের একটি প্রধান কারণ হইল, আমাদের দেশে খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা—এই খাদ্যোৎপাদন আমাদের জাতীয় আর্থ-ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত ভাণ্ডার যে অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, উহার জন্য খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তাই বহুলাংশে দায়ী। আমাদের আমদানির মূল্য-পত্রের (bills) হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা যে কতখানি দায়ী, তাহা তিনি পরিসংখ্যার সাহায্যে দেখাইয়া দিয়াছেন—১৯৫১-৫২ সালে আমাদের খাদ্যশস্য আমদানির মূল্য-পত্র ছিল ২২৮ কোটি টাকার, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা হয় কেবল ২৯ কোটি টাকার (অর্থাৎ প্রায় ২০০ কোটি টাকা কম), ১৯৫৭-৫৮ সালের খাদ্যশস্য আমদানির মূল্য-পত্র হইয়াছিল ১৫২ কোটি টাকার। সুতরাং, তিনি বলিয়াছেন যে, যে সব কারণে আমাদের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যে স্থিরতার অভাব ঘটে, উহাদের মধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি-স্তর হইল একটি প্রধান কারণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে বৈদেশিক পাওনা পরিশোধ ব্যাপারে যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা প্রকৃতপক্ষে দেশের খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতির জন্যই হইয়াছিল ; অপরপক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে দেনা পাওনার সাম্যে যে অতিশয় প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, উহার কারণ হইল বর্তমান খাদ্যাবস্থার ক্রমাবনতি।

শ্রী আয়েঙ্গার বলেন, যদি সমস্যাটি শুধু খাদ্যশস্যের আমদানি-স্তরের, অথবা মূল্য-স্তরের, অথবা আমাদের রপ্তানির পরিমাণের ঊর্ধ্বাধঃ গতির (এই গতি যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সমস্যা হইত, তবে খাদ্যশস্যের প্রভূত পরিমাণে আমদানির মূল্য প্রদান করিতে, অথবা রপ্তানি-হ্রাস-জনিত ক্ষতি পরিপূরণ করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ পরিমিত স্তরে রাখার কোনই অসুবিধা হইত না। শ্রী আয়েঙ্গার যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রকৃত সমস্যা হইল; খাদ্য-

সরবরাহের পরিবর্তনজনিত বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের উপর চাপ (pressure) ছাড়াও বৃহদায়তনের উন্নয়ন-পরিকল্পনা বজায় রাখিবার জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হইতেছে —উক্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনার অর্থ হইল দেশকে ত্বরায় উচ্চস্তরে শিল্প-যোজিত করা, যেমন ইস্পাত-নির্মাণ, ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ ভারী যন্ত্রপাতি-নির্মাণ, যন্ত্রপাতির সাধনী ('মেসিন্ টুল'-Machine tools) নির্মাণ, রাসায়নিক উপকরণের (chemicals) উৎপাদন ইত্যাদি।

খাদ্য-শস্য আমদানির এবং বৃহদায়তনের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের উপর অত্যধিক 'চাপের' সৃষ্টি হইয়াছে—১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৫১ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১০৭৭ ও ১১৭৪ কোটি টাকা হয়। কোন কোন পণ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন উক্ত সব পণ্যের আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের আমদানির মোট পরিমাণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খাদ্যশস্য ছাড়াও ধাতু ও যন্ত্রপাতির আমদানি অনেক বেশী হইয়াছিল—১৯৫৫-৫৬ সালে ধাতু ও যন্ত্রপাতির আমদানির মূল্য ছিল ২৯৯ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে ও ১৯৫৭-৫৮ সালে এই মূল্য যথাক্রমে ৪৪২ ও ৫৩৪ কোটি টাকা হইয়াছিল। এই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত আমদানির ফলে আমাদের ১৯৫৬-৫৭ সালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে, যে ৭৪৭ কোটি টাকা মূল্যের 'স্টার্লিং'-তহবিল ছিল, উহা কমিয়া ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে মাত্র ২৬৭ কোটি টাকা হয়।

যদি আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার হইতে ২০ কোটি 'ডলার' না লওয়া হইত যদি যথোপযোগী ধারে-ক্রয় ব্যবস্থায় (credit arrangements) বিবিধ পরিকল্পনার প্রয়োজনে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য-পরিশোধ স্থগিত করা না হইত, এবং যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ আইন ৪৮০-র (U. S. Public Law 480) সুযোগ-সুবিধা লইয়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আমদানি করা না হইত, তবে ভারতের 'স্টার্লিং' তহবিল অতি সত্বর বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইত।

শ্রী আয়েঙ্গারের অভিমত হইল, কোন দেশের পক্ষেই অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত বৃহদায়তনের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে প্রবৃত্ত

হওয়া সম্ভবপর নয়—ভারতের মত অনগ্রসর দেশের পক্ষে,—যেখানে 'মাথা-পিছু' আয় যৎসামান্য, সঞ্চয় অত্যল্প এবং জন-সংখ্যার 'চাপ' ক্রমবর্ধমান,—একেবারেই সম্ভবপর নয়। ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, এমন কি যুক্তরাজ্য যে উহাদের শিল্পোন্নয়নের কার্য আরম্ভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, উহার কারণ হইল উক্ত দেশগুলিতে প্রচুর বৈদেশিক মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে। সুতরাং, ভারতের পক্ষে উহার উন্নয়ন-মূলক কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য চাওয়াতে দেশের সম্মান-হানির কোন প্রশ্নই উঠেনা। ভারতের জাতীয় ও উহার বৈদেশিক আয়ের (external receipts) পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় খুব বেশী নয়—এমতাবস্থায়, ভারতের আর্থ-ব্যবস্থা আরও বেশী কিছু পরিমাণ বৈদেশিক 'দায়' বহন করিতে সমর্থ; কিন্তু শ্রী আয়েঙ্গার এই সকল বৈদেশিক 'দায়' (দেনা) দীর্ঘ-মেয়াদী হওয়ার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ২০০ কোটি টাকা মূল্যের 'স্টার্লিং'-তহবিলের কথা ধরিয়া লইয়া ভারতের আরও ৫০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। অধিকন্তু, ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে আমাদের প্রচুর ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—এরূপ পরিস্থিতিতে যদি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যুক্তিসঙ্গতভাবে আরম্ভ করিতে হয়, তবে বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে। শ্রী আয়েঙ্গার বলেন, অনগ্রসর দেশের পক্ষে পরিবহণ, সেচ ও 'শক্তি' (power) সংক্রান্ত মৌল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিয়া একটি অর্থনীতিক উন্নয়নের 'উপ-কাঠামো' (sub-structure) গঠন-কার্যে সাহায্য করিতে আন্তর্জাতিক ঋণ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে—পরিবহণ, সেচ ও 'শক্তি' সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি হইতে যে আয় হয়, উহার পরিমাণ সামান্য এবং এই আয় বিলম্বে সৃষ্ট হয়। সুতরাং, ভারতের মত অনগ্রসর দেশগুলির উন্নয়নের যথার্থ সাহায্য হয়, যদি বৈদেশিক ঋণ নিম্নলিখিত শর্তে পাওয়া যায়:—

ঋণ বেশ কিছু দীর্ঘ কাল পরে পরিশোধ্য হইবে; উহার সুদ কম হইবে; এবং দেশীয় মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

শ্রী আয়েঙ্গার বলেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে উচ্চাশাপূর্ণ

(ambitious) পরিকল্পনা বলিয়া অভিহিত করার কোন সার্থকতা নাই—বিশেষতঃ এখন এই পরিকল্পনার 'মূলাংশের' (core) কার্যাবলী এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, যখন এই সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে কার্যাবলী সম্পাদনে যে উদ্যম প্রয়োগ ও সম্পদ নিয়োগ করা হইয়াছে, উহাদের প্রচুর অপচয় হইবে।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট সমস্যার সমাধানে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে শ্রী আয়েঙ্গার আলোচনা করিয়া **প্রথমেই** বলিয়াছেন, আমাদের আমদানির পরিমাণে যে একটি বৃহৎ 'অস্থায়িত্বের' (instability) উপাদান রহিয়াছে, উহা হইল খাদ্য—সুতরাং, খাদ্যোৎপাদনকে আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট সমস্যার নিষ্পত্তি করিতে শ্রী আয়েঙ্গার ৪টি সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন—(১) আমাদের পরিকল্পনার 'অঙ্গচ্ছেদ' করা; (২) আমাদের আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা; (৩) আমাদের রপ্তানির সম্প্রসারণ করা; এবং (৪) **আরও** বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করা।

(১) পরিকল্পনার 'অঙ্গচ্ছেদ' করা সম্পর্কে শ্রী আয়েঙ্গার বলিয়াছেন, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অপর্যাপ্ততার দরুন পরিকল্পনার কতখানি 'অঙ্গচ্ছেদ' করা হইবে বা পরিকল্পনার কার্যক্রম কিরূপ মন্দগামী করিতে হইবে, সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

(২) আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা সম্পর্কে শ্রী আয়েঙ্গার বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট সমস্যার সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট কার্যকরী উপায় হইল আমদানির হ্রাস করা এবং এরূপ ব্যবস্থায় অবশ্যই দেশের ভোগ্য-পণ্যের এবং ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন-শিল্পের কাঁচা মালের আমদানি হ্রাস করিতে হইবে, কারণ পরিকল্পনার 'মূলাংশের' কার্যক্রমের রূপায়ণে যে সব যন্ত্রপাতি ও মূল-সরঞ্জাম প্রয়োজন, উহাদের আমদানি হ্রাস করা সম্ভবপর নয়। বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ শিল্পোৎপাদন হইতেছে, যাহাতে উহার অন্ততঃ ফলোপদায়কতা বজায় রাখা বিপন্ন না হয়, এই আমদানি-হ্রাসের নীতি অবলম্বন করিবার সময় উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফলে যে নূতন নূতন আয়ের সৃষ্টি হইবে, তদ্দরুন অভ্যন্তরীণ ভোগের (consumption) মাত্রা সংযত করা দুরূহ হইয়া পড়িবে—এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন-পরিকল্পনায় দেশের সম্পদের বিনিয়োগও বৃদ্ধি

পাইবে। অপরিমিতভাবে আমদানি হ্রাস করাও সম্ভবপর নয়, কারণ এক বিশেষ সীমার অতিরিক্ত মাত্রায় আমদানি হ্রাস করা হইলে দেশে স্ফীতির 'চাপ' বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) রপ্তানি সম্প্রসারণ সম্পর্কে শ্রী আয়েঙ্গার বলেন, দেশে কোন কোন বিশেষ পণ্যের সরবরাহে 'ঘাটতি' পড়িয়াছে এবং উহাদের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে—এই সব স্থানীয় অসুবিধার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। যখন দেশের আর্থ-ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা সর্বাপেক্ষা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে, তখন যে সব গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বরাদ্দ ('কোটা'-quota) ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম, সে সব পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, উহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—এইরূপ নীতি বর্তমানে অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কারণ আমাদের 'স্টার্লিং'-তহবিল অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর কালে ও আমাদের মুদ্রা-মূল্য-হ্রাসের (devaluation) পরে যে সব 'বিক্রেতার বাজারে' (seller's market—যে বাজারে বিক্রেতাদের প্রাধান্য থাকে) আমাদের পণ্য বিক্রীত হইত, সে সব বাজার এখন বাণিজ্য-চক্রের 'প্রতিনিবৃত্তি' (recession) অবস্থার দরুন অতিশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক 'ক্রেতার বাজারে' (buyer's market—যে বাজারে ক্রেতাদের প্রাধান্য থাকে) পরিণত হইয়াছে। উক্ত সব নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের রপ্তানি-নীতির পুনর্বিবেচনা করার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে রপ্তানির সাধারণ বাধা-নিষেধগুলি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া যায়—এই সব নূতন পরিস্থিতিতে রপ্তানির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধকরণের নীতি সমর্থন করিবার কারণ প্রদর্শন করা অত্যন্ত কঠিন।

(৪) অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীআয়েঙ্গার বলিয়াছেন, বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্য পাইবার আশা দেখা যাইতেছে, কারণ বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিতে, বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সাহায্য করা শুধু যে ভারতের স্বার্থের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তাহা নয়—ভারতের সুবৃহৎ জনসংখ্যার ও ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকার সাহায্য দান জগতের স্বার্থেরও অনুকূল। অন্যান্য যে সব কারণে আন্তর্জাতিক

'আবহাওয়া' ভারতের অনুকূলে পরিবর্তিত হইয়া উক্ত আশার সঞ্চার করিয়াছে, উহারা হইল :—

(ক) ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারত উহার অর্থ ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিতে সক্ষম; (খ) পারিপার্শ্বিক অবস্থার 'চাপ' ব্যতীত ভারত সাহায্য প্রার্থনা করে না; (গ) ভারত 'সাহায্যগুলির' যথাসম্ভব সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করিবে; এবং (ঘ) ভারত উহার ঋণ পরিশোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উক্ত 'আবহাওয়া-পরিবর্তনের' নিদর্শনস্বরূপ ভারতকে সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়া অধুনা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'সিনেটে' (Senate—অধিষদে) যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, শ্রীআয়েঙ্গার উহার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীআয়েঙ্গার বলিয়াছেন, বৃটিশ সরকার কর্তৃক যে পরিমাণ 'স্টার্লিং' মুক্ত করা হইয়াছে, উহা ছাড়াও ভারত আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছে, অথবা ভারতকে সাহায্য-প্রদান নিশ্চিতভাবে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, উহা হইল ৮৩২ কোটি টাকা—কিন্তু এই প্রচুর সাহায্যও আমাদের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। শ্রীআয়েঙ্গার বলেন, আন্তর্জাতিক 'বায়ু-প্রবাহের দিগ্-পরিবর্তন' হইয়াছে, কারণ বিদেশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অনগ্রসর দেশগুলিকে সমুন্নত করিবার অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। আর একটি সুলক্ষণ হইল, বিশ্ব-ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার এবং আন্তর্জাতিক 'ফিন্যান্স কর্পরেশনের' (অর্থ-প্রতিষ্ঠান) পরবর্তী বার্ষিক সভা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার ফলে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির সমস্যাসমূহের সম্যক মূল্যাবধারণ সম্ভবপর হইবে। শ্রীআয়েঙ্গার বলেন যে, যদি সঠিক অর্থ ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতির অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যায় এবং যদি জনসাধারণ তাহাদের নিয়মানুগত প্রচেষ্টার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারে যে, পরিকল্পনার 'মূলাংশের' রূপায়ণে সরকার যে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তাহাতে তাহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে, তবে ভারত উহার প্রয়োজনানুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চয়ই পাইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রী আয়েঙ্গার আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অবস্থা খারাপ

হওয়া সত্ত্বেও এবং এইরূপ অবস্থা কিছুদিন চলিতে থাকিলেও ঘটনাবলী বিকৃত করার ও আমাদের দেশের আর্থ-ব্যবস্থার 'সুস্থতা' (soundness) সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কোন অর্থই হয় না। তিনি বলেন, আমাদের মুদ্রা-ব্যবস্থা এখনও 'সবল' রহিয়াছে, যেমন পূর্বে ছিল, কারণ মুদ্রা-ব্যবস্থার 'সবলতা' (সুস্থতা) যতটা দেশের-আর্থ-বাবস্থার অন্তর্নিহিত 'শক্তির' এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপারগুলির পরিচালন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, ততটা স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের উপর নয়। শ্রীআয়েঙ্গার বলেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দেশে কিছু সংখ্যক লোক এখনও ধারণা করিতে পারেন না যে আমাদের দেশের আর্থ-ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির ভিত্তি দিন দিনই দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে—এই ধারণার অভাবের দরুনই তাঁহারা সকল কিছুরই মন্দ দিকটাই কেবল দেখিতেছেন এবং বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমাদের উৎপাদন-ক্ষেত্রে এমন এক বৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে, যাহার ফলে যুক্তিসংগত অল্প সময়ের মধ্যে ভারত একটি মধ্যমায়তনের শিল্পযোজিত দেশে পরিণত হইতে পারিবে। যখন বিদেশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভারতের আর্থ-ব্যবস্থাকে এত 'সবল' মনে করিতেছেন যে, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'ডলারের' ন্যায় ভারতের টাকাও (rupee) একটি দুর্লভ মুদ্রায় পরিণত হইবে, তখন উক্ত লোকদের অশুভ-বাদ সংক্রান্ত মত পোষণ করা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। সুতরাং, তিনি বলেন, দেশের অবস্থার উত্থান-পতন সত্ত্বেও জনসাধারণকে ভাব-প্রবণতার ক্ষেত্রে ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নির্বাহে এমন মনোভাব পোষণ করিতে হইবে যে দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে চলিতে হইবে এবং সাহসিকতার সহিত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাপূর্ণ হইয়া এই অবস্থার মধ্যেই বাস করিতে হইবে।

(৩৯-ক) বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট সম্পর্কে শ্রী সি. ডি. দেশমুখের বিশ্লেষণ Sri C. D. Deshmukh's analysis of the Foreign Exchange Crisis :—

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, শ্রী সি. ডি, দেশমুখ (C. D. Deshmukh) "ভারতের বৈদেশিক ঋণ ও ভারতের আর্থ-ব্যবস্থায় উহার প্রভাব", এই সম্বন্ধে তাঁহার ভাষণে তিনি ভারতের বর্তমান মুদ্রা-সংকট

তীব্রতর হওয়ার জন্য পরিকল্পনা 'কমিশন', কেন্দ্রীয় অর্থ ও খাদ্য-মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের কৃষি ও খাদ্য-মন্ত্রকদিগকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণে তিনি উহাদের ভুল ও ত্রুটির বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন।

শ্রীদেশমুখের মতে, উক্ত সংকটাবস্থার জন্য প্রথমেই পরিকল্পনা 'কমিশনকে' দায়ী করিতে হয়, কারণ 'কমিশন' দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের প্রয়োজন হইবে, উহার সঠিক হিসাব করিতে সক্ষম হন নাই। যে পরিমাণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিসম্পদ পাওয়া যাইবে বলিয়া 'কমিশন' যে অতিরিক্ত আশা পোষণ করিয়াছিলেন, উহাই বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

শ্রীদেশমুখ কেন্দ্রীয় অর্থ ও দেশরক্ষা (প্রতিরক্ষা—defence) মন্ত্রকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অবিজ্ঞতা-প্রসূত নীতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটাবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটিয়াছে। শ্রীদেশমুখ বলেন, অর্থ-মন্ত্রক মুক্তহস্তে ও অত্যধিক পরিমাণে আমদানির অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিয়া ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়ের সুযোগ-সুবিধা দিয়াছেন।

শ্রীদেশমুখ এই সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেশরক্ষা মন্ত্রক পাকিস্তানের সহিত অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ হইতে পরিত্যক্ত ও অপ্রচলিত অস্ত্রাদি কিনিয়া বহু 'স্টার্লিং' সম্পদের অপচয় করিয়াছেন। দেশরক্ষা মন্ত্রকের এই কার্য অমার্জনীয়, কারণ ইহার ফলে আমাদের স্বাধীনতা ও দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

শ্রীদেশমুখ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারসমূহের খাদ্য-নীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতের খাদ্য-উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যের ভার বর্তমান কেন্দ্রীয় অযোগ্য ও উদাসীন খাদ্য-মন্ত্রক হইতে সরাইয়া লইয়া এখনই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় খাদ্য-উৎপাদন পরিষদের উপর ন্যস্ত করা উচিত—বর্তমান সময়ই হইল ঐ ব্যবস্থার উপযুক্ত সময়।

শ্রীদেশমুখ রাজ্য সরকারসমূহের কৃষি ও খাদ্য-মন্ত্রক সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের যোগ্যতা মোটেই উচ্চপর্যায়ের নয় এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের

অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্মচারীদের কার্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য-বণ্টন ব্যাহত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার মন্ত্রকসমূহের খাদ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ক্রুটিপূর্ণ পরিচালনার দরুন খাদ্য আমদানি করিয়া প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অপব্যয় হইয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের প্রতিকূল অবস্থা অধিকতর ভয়াবহ হওয়ার কারণগুলির উপর শ্রীদেশমুখের দারুণ অভিযোগ বিশেষ আলোক সম্পাত করিয়াছে। দেশে খাদ্য-উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী যে সুদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সতর্কতার সহিত পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের কারণগুলির সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীদেশমুখ দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সরকারের উচিত শ্রী দেশমুখের সমালোচনাগুলি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করা।

(৩৯-খ) বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদ তহবিলের অত্যন্ত হ্রাস-প্রাপ্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা Steps, taken by the Government of India to stop heavy fall in Foreign Exchange reserve):—

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদের তহবিল ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে—১৯৫৭ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের 'স্টার্লিং'-সম্পদ ২০৭·৩ কোটি কমিয়া গিয়াছে এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। দেশের 'স্টার্লিং'-সম্পদের অত্যধিক পরিমাণে অনবরত হ্রাস-প্রাপ্তি প্রতিরোধ করিতে ভারত সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ৫০ হাজার টন চিনি ও ২ লক্ষ টন 'সিমেণ্ট' রপ্তানি করিবার অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিয়াছেন। অনেক পণ্যের উপর রপ্তানি-শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি-শুল্ক রহিত করা হইয়াছে। পণ্যানুসারে মালের ভাড়ায় 'রেয়াত' দিবার কথা ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

অধিকন্তু, ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার যে সব শিল্পীয় পরিকল্পনায় বেশী মূল্যের মূল-পণ্য আমদানি প্রয়োজন হয়, সে সব পরিকল্পনা নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থায় অনুমোদন করিতেছেন ঃ—

(১) যদি উক্ত সব পরিকল্পনায় এই প্রকার বৈদেশিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, যাহার ফলে দীর্ঘকালের ভিত্তিতে বৈদেশিক মূলধন পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে আসিতে থাকে অথবা (২) এমন বন্দোবস্ত করা যায়, যাহার ফলে বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে না হয়। বৈদেশিক সহযোগিতা নিম্নলিখিত যে কোন প্রকারের হইতে পারে :—

(১) রাজস্ব-প্রদান ; (২) শিল্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদানের কারিগরী সাহায্য, অথবা বৈদেশিক 'পেটেণ্টের' (patent—সরকারী সনন্দ দ্বারা পণ্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্তির জন্য) 'ফি' (fees—দেয়ক বা দর্শনী) প্রদান, অথবা পণ্যনির্মাণ-পদ্ধতিতে বৈদেশিক নক্সার প্রয়োগ।

(৩৯ গ) ভারতের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যের সাম্প্রতিক অবস্থা The latest position of India's Balance of payments :—

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পদের সংকটাবস্থার দরুন ভারত সরকার আমদানির ব্যাপারে ব্যাপক সংকাচনের (restrictive) নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করিতেছেন। ইহার ফলে ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে অত্যধিক আমদানির যে প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, উহা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে এবং বর্তমানে আমদানি প্রচুর পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি হইতে মে মাস, এই পাঁচ মাসে ৩২৬ কোটি টাকার আমদানি হইয়াছে—১৯৫৭ সালে উক্ত পর্যায়কালে আমদানির পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা; অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৭৮ কোটি টাকা কম আমদানি হইয়াছে।

কিন্তু আমদানি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই—ইহার প্রধান কারণ হইল, পাশ্চাত্ত্যে বাণিজ্য-চক্রের 'প্রতিনিবৃত্তি' (recession) ও পৃথিবী-ব্যাপী পণ্যমূল্য হ্রাস হওয়ার দরুন আমাদের রপ্তানির উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি হইতে মে মাস পর্যন্ত ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৩০ কোটি টাকা, অথচ গত বৎসর উক্ত পর্যায়কালে ২৬৪ কোটি টাকার রপ্তানি টাকার রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালের মে মাসের রপ্তানি ও আমদানির হিসাবে দেখা যায় যে, দেনা-পাওনার সাম্যে প্রায় ১৮ টাকার 'ঘাটতি' হইয়াছে।

রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আরও অনেক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন—আশা করা যাইতেছে, ভারত সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থার অনেক উন্নতি দেখা যাইবে।

(৪০) **ন্যূনতম মজুরি-আইন :—The Minimum Wages Act)**:—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা **প্রথম** খণ্ডের ২৫৫—২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের পর।)

১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি-আইনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারকে কয়েক শ্রেণীর **'কম-মজুরির'** শ্রমিকদিগের—যাহাদের দাবি আদায় করিবার সংগঠন-ক্ষমতা নাই—ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত শ্রেণীর শ্রমিকদিগের দর-কষাকষি করিবার ক্ষমতা অতিশয় দুর্বল থাকায় মালিকেরা তাহাদিগকে অস্বাভাবিক কম মজুরি দিয়া থাকে—তাহাদিগকে 'শোষণ' করে, বলা চলে। এই ন্যূনতম মজুরি-আইনের উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকদিগকে মালিকদের 'শোষণ' (exploitation) হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের মজুরি বৃদ্ধি করা।

যে সব বৃত্তিতে (নিয়োগক্ষেত্রগুলিতে employment) এই আইন প্রয়োগ করা হইবে, উহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—**'ক'** বিভাগ (Part I) ও **'খ'** বিভাগ (Part II) **'ক'** বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইল নিম্নলিখিত নিয়োগ-ক্ষেত্রগুলি :—

পশমী গালিচা ('কার্পেট')-নির্মাণ সংস্থা ; চাউলের কল ; ময়দা বা ডাইলের কল ; রবার-উৎপাদন শিল্প ; প্রস্তর টুকরা করা বা চূর্ণ করার কাজ ; চা, কফি ও সিঙ্কোনা বাগিচা ; লাক্ষা শিল্প ; অভ্র কারখানা ; সাধারণ মটর পরিবহন সংস্থা ; এবং চর্ম-প্রস্তুত ও চর্ম-রঞ্জন (tannery) শিল্প।

'খ' বিভাগে নিম্নলিখিত নিয়োগ-ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে :—

কৃষি ও খামার ; দুগ্ধালয় ; উদ্যান-রচনার কার্য ; গৃহপালিত পক্ষী সংক্রান্ত কাজ ; বন-আবাদ ও কাষ্ঠ নির্মাণের কাজ।

এই আইনে সরকারকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, যদি কোন সরকার মনে করেন যে, উপরোক্ত তালিকা বহির্ভূত যে কোন শিল্পের

নিয়োগ-ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ করা প্রয়োজন তবে সে সরকার উক্ত শিল্পের নিয়োগ-ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

এই আইনে বিভিন্ন প্রকার ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ানুসারে কাজ (time-work), ঠিকা কাজ (piece-work) ও নির্দিষ্ট সময়াতিরিক্ত কাজের (overtime work) জন্য এবং পূর্ণবয়স্ক, কিশোর, বালক-বালিকা ও শিক্ষানবিশদের জন্যও বিভিন্ন প্রকার ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা এই আইনে রহিয়াছে। যে সব কাজের জন্য উপযুক্ত সরকার ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সে সব কাজে মজুরদের কত ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে, তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া এবং ঐ সকল কাজে সাপ্তাহিক একদিন ছুটির ও নির্দিষ্ট সময়াতিরিক্ত কাজের মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। ন্যূনতম মজুরি নিম্নলিখিত যে কোন নীতি অনুসারে ধার্য করা যাইবে :—

(ক) জীবনযাত্রার ব্যয়ের (মাগ্‌গি) ভাতা সহ মৌল-মজুরির (basic wages) হারে, **অথবা** (খ) জীবনযাত্রার ব্যয়ের ভাতা **সহ বা ব্যতীত** মৌল-মজুরির হারে **ও** তৎসঙ্গে অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির 'রেয়াত'-মূল্যে সরবরাহ-ব্যবস্থায় **অথবা** (গ) একটি সর্ব-সাকল্য হারে।

কোন বিশেষ কর্ম-নিয়োগক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে সরকার সাধারণতঃ একটি 'কমিটি' নিয়োগ করিয়া থাকেন,—এই 'কমিটির' কার্য হইল তদন্ত করা ও সরকারকে সাহায্য করা। মজুরির যে ন্যূনতম হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, উহা যে কোন সময়ে পুনঃ-পরীক্ষা ও সংশোধন করা যাইবে, তবে উক্ত সময় ৫ বৎসরের অধিককাল হইতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট ও সংশোধন করার ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ (Central Advisory Committee) রহিয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যসরকারও নিজেদের রাজ্যে মালিক, কর্মচারী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের লইয়া এক একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

বিভিন্ন রাজ্যে এই আইনের ধারাগুলি কার্যকরী করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার রাজসরকারসমূহকে নির্দেশ দিতে পারিবেন। সময়ে সময়ে তালিকা-ভুক্ত নিয়োগ-ক্ষেত্রের কর্মচারিগণের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচী নির্ধারণ করিবার

জন্য বিভিন্ন রাজ্যসরকার কর্তৃক যোগ্য অধিকারিগণ (Competent Authorities) নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারসমূহের অনুসরণযোগ্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন—এই সব নিয়মে বলা হইয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক কাজের নির্দিষ্ট সময় হইবে ৯ ঘণ্টা ও বালকবালিকাদের ৪½ ঘণ্টা।

(৪১) স্বল্পোন্নত (অনগ্রসর) দেশগুলির মূলধন-সংগঠন সমস্যা—Copital formation in underdeveleped countries :—

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**—নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত বিষয়ে একটি রচনাও লিখিতে সক্ষম হইবে।)

অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনীতিক দুরবস্থা—অনুন্নত দেশগুলিতে রহিয়াছে বিরাট দৈন্য ও ব্যাপক দারিদ্র্য—এই সব দেশের অধিবাসীদের নিকট এই অবস্থা আজ দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা উন্নততর ও সুখপ্রদ জীবনযাপনের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। এই সব দেশের সরকারসমূহ অনিয়োজিত ও আংশিকরূপে নিয়োজিত (under-employed) সম্পদ-উৎসের পূর্ণ নিয়োগের সাহায্যে দেশের বিনিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিপুল সংগ্রাম করিতেছেন, যাহাতে দেশের দারুণ দারিদ্র্য অপনীত হয়, দেশের অর্থনৈতিক নিশ্চলতা দূরীভূত হয় এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়। বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নয়ন সমস্যাগুলির প্রতি অর্থনীতিবেত্তাগণের (Economists) মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে।

অনুন্নত দেশগুলির মূলধন-সংগঠন সমস্যা—অনগ্রসর দেশগুলির উন্নয়নের প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে অত্যল্প মাত্রায় মূলধনের সংগঠন হইল অন্যতম—মূলধন-সংগঠন বলিতে বুঝায় জাতির উৎপাদন-সক্রিয়তা ভোগের আশু প্রয়োজন মিটাইবার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে না, এই সক্রিয়তার অন্ততঃ কিয়দংশ মূল-পণ্য (Capital goods) উৎপাদনে পরিচালিত হয়। অনগ্রসর দেশগুলিতে মূলধনের অভাবই হইল স্বল্পাকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টার দূরপনেয় প্রতিবন্ধক—ভারতেরও এই অবস্থা; ভারতের সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ, অথচ রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে এই পরিমাণ হইল জাতীয় আয়ের শতকরা ১৮ হইতে ২০

ভাগ। সুতরাং, **সঞ্চয়ের স্বল্পতাই,** হইল মূলধন-সংগঠনের প্রধান সমস্যা।

অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধনের 'যোগান' ও 'চাহিদার' স্বল্পতা এবং উহার কারণ—মূলধনের **'চাহিদা'** ও **'যোগান'**, এই দুইটিরই পরিমাণ অনগ্রসর দেশগুলিতে অতি সামান্য এবং নৈরাশ্যজনক।

মূলধনের **'যোগান'** নির্ভর করে, সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও ইচ্ছার এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধি করিবার সুযোগ-সুবিধার অস্তিত্বের উপর। অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের সঞ্চয়-সামর্থ্য একেবারেই কম, কারণ এই সামর্থ্য ব্যায়াতিরিক্ত আয়ের উপর নির্ভর করে—জনগণের 'বাস্তব' আয় যৎসামান্য, যাহার ফলে তাহাদের জীবন-যাত্রার মান অতিশয় নিম্ন; জীবনযাত্রার মান নিম্ন বলিয়া তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতাও কম; আবার, তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা কম বলিয়া তাহাদের সঞ্চয় সামর্থ্য কম এবং তাহাদের দারিদ্র্য যথাবৎ রহিয়াই গিয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অনগ্রসর দেশগুলিতে 'বাস্তব' আয়ের স্বল্পতা, নিম্নতম স্তরের জীবনযাত্রার মান, অত্যল্প উৎপাদন-ক্ষমতা এবং চিরস্থায়ী দারিদ্র্য, এই সবই পরস্পর-ক্রিয়াশীল। সঞ্চয়-সামর্থ্যের অভাব বলিয়া সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধি করিবার সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও মূলধনের 'যোগান' বৃদ্ধি পায় না।

মূলধনের **'চাহিদা'** নির্ভর করে বিনিয়োগ করিবার প্রেরণার উপর। জনগণের আয় অত্যল্প, সুতরাং দেশের মূলধনের 'যোগানও' অত্যল্প; আবার মূলধনের 'যোগান' অত্যল্প হওয়ায় দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা কম এবং বিনিয়োগ করিবার প্রেরণার অভাব; বিনিয়োগ করিবার প্রেরণার অভাবের দরুন মূলধনের 'চাহিদা' খুবই কম।

সুতরাং দেখা যায় যে, মূলধনের 'যোগানের' ও 'চাহিদার' ক্ষেত্র, উভয়কেই নিদারুণ দারিদ্র্য বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু একবার মূলধনের 'যোগানের' অন্তরায়গুলি অপসারিত করিতে পারিলে মূলধনের 'চাহিদার' প্রতিবন্ধকগুলি দূরীভূত করা সহজ হইবে, কারণ মূলধনের 'যোগানের' অন্তরায়গুলি হইতেই 'চাহিদার' প্রতিবন্ধকগুলি প্রধানতঃ উদ্ভূত হইয়াছে।

মূলধনের 'যোগান' ও 'চাহিদার' প্রতিবন্ধক—বাজারের

সংকীর্ণতা : বাজারের সংকীর্ণতা দূর করিবার উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি :—অনুন্নত দেশগুলিতে অসংখ্য শ্রমিক ও অনিয়োজিত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, অর্থাৎ শ্রমিকদিগকে ফলোপধায়ী কার্যে নিযুক্ত করিবার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য মূলধন-বিনিয়োগের প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, মূলধনের 'চাহিদা' অত্যন্ত কম, কারণ এই দেশগুলির অভ্যন্তরীণ **বাজার অতিশয় সংকীর্ণ**—ইহার অর্থ হইল ধনিকদের মূলধন-বিনিয়োগের পদ্ধতিতে বহুল উৎপাদনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, লোকদের আয় কম এবং তজ্জন্য তাহাদের ক্রয়-শক্তি কম, যাহার দরুণ বহুল উৎপাদনের পণ্যগুলি বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয় না এবং মূলধন-বিনিয়োগের প্রেরণাও সৃষ্টি হয় না। অভ্যন্তরীণ বাজারের সংকীর্ণতাই হইল মূলধন-বিনিয়োগের, অর্থাৎ মূলধন-সংগঠনের, একটি অন্তরায়। অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ বলিয়া বৈদেশিক উৎপাদকগণও মূলধনও বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হয় না—অবশ্য যদি উৎপাদিত পণ্যের উৎকৃষ্ট 'রপ্তানির বাজার' পাওয়ায় সম্ভাবনা থাকে, তবে বৈদেশিক উৎপাদকগণ কেবল, যাহাদের বলা হয় 'নিষ্কাশনীয়' শিল্প (Extractive industries), অর্থাৎ যে সব শিল্পে কেবল রপ্তানির পণ্যগুলি উৎপাদিত হয়, সে সব শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে উৎসুক হইতে পারে।

বাজারের সংকীর্ণতা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল উৎপাদনের পরিমাণ ও জনগণের আয় বৃদ্ধি করা, অনুন্নত দেশগুলিতে সঞ্চয়-প্রবণতার আধিক্যের দরুন 'অবসারের' (deflation)সৃষ্টি হয় না—সুতরাং, **উৎপাদন বৃদ্ধি** করিতে পারিলেই অভ্যন্তরীণ বাজার স্বতঃই প্রসারিত হয়। একথা অবশ্য সত্য যে, জনগণের আয় কম বলিয়া পণ্যের **চাহিদার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা**' (elasticity) থাকিয়াই যায়, তবে, সর্বাঙ্গীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যে এই **'স্থিতিস্থাপকতার' অপসারণ** অনেকখানি সম্ভবপর, কারণ **উৎপাদন বৃদ্ধি** পাইলে জনগণের আয়ও বাড়িবে এবং তাহাদের ক্রয়-শক্তি বর্ধিত হইবে।

উৎপাদন-বৃদ্ধির উপায় ও সমস্যা; 'প্রচ্ছন্ন' বেকার-অবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট সঞ্চয়-বিভবের সদ্ব্যবহার—অধ্যাপক নাস কির বিশ্লেষণ :—যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার সাহায্যে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে

মূলধনের অভাব সতত বর্তমান, কাজেই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দুরূহ—মূলধনের অভাবের কারণ হইল জনগণের সঞ্চয়-সামর্থ্য খুবই কম, তাহাদের আয় অত্যল্প এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান অতিশয় নিম্ন।

উৎপাদন-বৃদ্ধির সাহায্যকারী একটি উপায় হইল, অনুন্নত দেশের অসংখ্য অর্ধবেকারবস্থার কৃষকদিগকে **জাতীয়** উৎপাদন-বৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের 'প্রান্তিক' উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা—বর্তমানে তাহাদের 'প্রান্তিক' উৎপাদনের পরিমাণ '**শূন্য**' অর্থাৎ তাহারা জাতীয়, আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন সাহায্যই করে না। অনুন্নত দেশে অসংখ্য কৃষক সব সময়েই অর্ধ-বেকারাবস্থায় জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে—এইরূপ অর্ধ-বেকারবস্থাকে '**প্রচ্ছন্ন**' বেকার অবস্থা (disguised unemployment) বলা হয় এবং এই অর্ধ-বেকারাবস্থায় কৃষি-শ্রমিকদিগকে 'বাড়তি' ('ফালতু'—প্রয়োজনাতিরিক্ত) কৃষি-শ্রমিক বলা যায়। এই সকল 'বাড়তি' কৃষি-শ্রমিকদিগকে জমি হইতে সরাইয়া লইয়া সড়ক রেল, সেচ, কারখানা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বৃহদায়তন পরিকল্পনার কার্যে নিয়োগ করিলে, তাহারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করিতে পারে ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইল, এই সব পরিকল্পনার জন্য অর্থ-সংস্থান, অর্থাৎ মূলধন সংগ্রহ, কি ভাবে করা সম্ভবপর—সঠিক কথায় বলিত গেলে কি উপায়ে এই নিয়োজিত 'বাড়তি' কৃষি-শ্রমিকদের খাদ্য-সংস্থানের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এই খাদ্য-সংস্থানের প্রয়োজনে মূলধন নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান উপায়ে সংগ্রহ করা যাইতে পারে—

(১) অনুন্নত দেশগুলিতেও কিছুসংখ্যক ধনী বণিক থাকে—উহাদের স্বাভাবিক সঞ্চয় হইতে, (২) ভোগ্য-পণ্যের উপর উচ্চহারে করারোপণের মাধ্যমে জনগণকে সঞ্চয় করিতে বাধ্য করিয়া, এবং (৩) সম্ভবপর হইলে বৈদেশিক মূলধন হইতে।

কিন্তু এই সব উপায় অবলম্বন করিয়া যে পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হইবে, উহা শুধু যে উক্ত 'বাড়তি কৃষি-শ্রমিকদের খাদ্য-সংস্থানের পক্ষে অপর্যাপ্ত হইবে, তাহা নয়—উহা অনিশ্চিতও হইবে।

উক্ত তিনটি উপায় ছাড়াও আরও একটি উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, যাহা এতকাল কোন অর্থনীতির সাহিত্যে আলোচিত হয় নাই এবং যাহা লর্ড কীন্‌সের (Lord Keynes) প্রস্তাবিত শিল্পীয় বেকার অবস্থার প্রতি-

কার-ব্যবস্থা হইতে বিভিন্ন—লর্ড কীন্‌স্ একই সময়ে বিনিয়োগ ও ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া এই বেকার অবস্থার প্রতিকার করিতে চাহিয়াছেন। অধ্যাপক **নার্সকি** (Prof Nurski) উক্ত উপায়টির বিশেষ প্রাধান্য দিয়া উহার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম নিম্নে লেখা হইল :—

উক্ত **'প্রচ্ছন্ন'** বেকার-অবস্থার মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে কিছু পরিমাণ সঞ্চয়-বিভব (Saving potential)—ইহাকে 'প্রচ্ছন্ন' বেকার-অবস্থার গুপ্ত সঞ্চয়-বিভব বলা চলে। এই সঞ্চয়টি হইল, 'উৎপাদক' (productive) কৃষি-শ্রমিকদের ভোগের প্রয়োজনাতিরিক্ত (উদবৃত্ত) **উৎপাদন-সংক্রান্ত** সঞ্চয় অর্থাৎ তাহারা অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া 'অনুৎপাদক' (unproductive) 'বাড়তি' কৃষি-শ্রমিকদের ভরণপোষণ করিতেছে। দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের এই সঞ্চয়ের অযথা অপচয় হইতেছে—যে সব লোককে 'বাদ' দেওয়া চলে এবং যাহারা উৎপাদনে কোন সাহায্য করে না, তাহাদের ভোগে এই সঞ্চয় ব্যয়িত হইতেছে। যদি 'উৎপাদক' কৃষকগণ তাহাদের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি এই সব নিষ্কর্মা পোষ্যদিগকে বৃহদায়তন পরিকল্পনার কার্যে পাঠাইয়া দিয়া **সেখানে** উহাদের খাদ্য যোগায় তবে, তাহাদের এই 'সঞ্চয়' (প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন) কার্যকরী 'সঞ্চয়ে' পরিণত হইবে এবং খামারের 'বাড়তি' লোকদের 'নিষ্ফল' ভোগ 'ফলপ্রসূ' ভোগে পর্যবসিত হইবে। 'প্রচ্ছন্ন' বেকার-অবস্থার এই গুপ্ত সঞ্চয়-বিভব হইল মূলধন-সংগঠনের একটি উৎস, কারণ উক্ত ব্যবস্থায় বেকার-অবস্থাকে মূলধন-সংগঠনের কাজে লাগান যায় এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই উক্ত বৃহদায়তন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক নার্সকির বিশ্লেষণের আলোচনা :—অধ্যাপক নার্সকি কর্তৃক বিশ্লেষিত মূলধন-সংগঠনের উক্ত উৎসটির সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, (১) 'উৎপাদক' কৃষি-শ্রমিকদের ভোগ-স্তরের কোন পরিবর্তন হইবে না, (২) 'উৎপাদক' কৃষি-শ্রমিকেরা পরিকল্পনার কর্মে নিয়োজিত তাহাদের পোষ্যদের খাদ্য যোগাইবে, যাহার ফলে পোষ্যেরা অলসভাবে জীবন যাপন না করিয়া ফলোপধায়ক কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। কিন্তু মূলধন-সংগঠনের জন্য যে 'ভরণ-পোষণের' তহবিল (Subsistence fund) পাওয়া যাইবে, উহাতে অনেক 'ছিদ্র-পথের' (leak) আবির্ভাব হইতে পারে—যেমন, (১) পোষ্যেরা কাজ করিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া

যাওয়ায় উৎপাদক কৃষকেরা বেশী পরিমাণে খাইতে শুরু করিবে এবং (২) 'বাড়তি' কৃষি-শ্রমিকেরা কার্যে নিযুক্ত থাকার দরুন বেশী পরিমাণে খাইতে থাকিবে—অর্থাৎ উভয় শ্রেণীর লোকদের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে, এমতাবস্থায় 'ভরণপোষণের' তহবিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে না। অধিকন্তু (৩) 'বাড়তি' কৃষিশ্রমিকদের জন্য খাদ্য যোগাইবার ব্যাপারে যদি পরিবহণ-সংক্রান্ত খরচের প্রয়োজন হয়, তবে 'বাড়তি' লোকদের খাদ্য-সংস্থানের এই ব্যবস্থা 'স্বয়ংক্রিয়' হইবে না এবং খাদ্যে 'ঘাট্‌তি' পড়িলে, 'বাড়তি' শ্রমিকেরা কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং, এইরূপ সম্ভাব্য পরিস্থিতির উদ্ভবের নিবারণ-কল্পে 'অনুপূরক' সঞ্চয়-ব্যবস্থার (complementary saving) প্রয়োজন।

'অনুপূরক' সঞ্চয়-ব্যবস্থাঃ—এই 'অনুপূরক' সঞ্চয়-ব্যবস্থা অবলম্বনের দুইটি উৎস রহিয়াছে—অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। (১) অভ্যন্তরীণ উৎস হইল, শহরাঞ্চলের বণিক ও জমিদার সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত সঞ্চয়, কিন্তু এই অতিরিক্ত সঞ্চয় সাধারণতঃ বিলাস-দ্রব্যের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়—সুতরাং, এই সকল বিলাস-দ্রব্য রপ্তানি করিয়া খাদ্য-দ্রব্য আমদানি না করিলে নিয়োজিত 'বাড়তি' শ্রমিকদের খাদ্য-সংস্থানের 'ঘাট্‌তি' মিটান সম্ভবপর নয়। (২) বৈদেশিক উৎস হইল, বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান; কিন্তু দেখা যায় যে, এই ঋণ উক্ত 'বাড়তি' লোকদের খাদ্য-সংস্থান ব্যাপারে ব্যবহৃত না হইয়া ভোগের প্রয়োজনে **সম্পূর্ণভাবে** ব্যয়িত হওয়ার দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে 'অনুপূরক' সঞ্চয় সংগ্রহ করা দুরূহ এবং বৈদেশিক তহবিল শুধু ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা—এমতাবস্থায় গুপ্ত সঞ্চয়-বিভবকে কাজে লাগাইবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল, উক্ত 'ছিদ্র পথগুলির' উদ্ভবে বাধা প্রদান করা, অথবা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাহাতে 'ছিদ্র-পথগুলি' অতিশয় সংকীর্ণ হয়।

অর্থনীতিক উন্নতি-সাধনে 'প্রচ্ছন্ন' বেকারবস্থার গুপ্ত সঞ্চয়-বিভবের সমাহরণের সমস্যা ও উপায়—ঃ উক্ত গুপ্ত সঞ্চয়-বিভব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু নিয়োজিত 'বাড়তি' কৃষি-শ্রমিকদের খাদ্য যোগানের ব্যাপারে এই সঞ্চয়-উৎসের সদ্ব্যবহার সহজ-সাধ্য নয়—পোষ্যেরা চলিয়া গেলে 'উৎপাদক' কৃষকগণের পক্ষে বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা অতি স্বাভাবিক, তাহাদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের

বা 'উদ্বৃত্ত-সমর্পণের' (Surrender of surplus) আশার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সুতরাং, এই সঞ্চয়-বিভব আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। 'পরোক্ষ' কর (indirect tax) ধার্য করিয়া বিশেষ কোন ফল হয় না, কারণ কৃষকেরা খুব অল্পই পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়া বা ভূ-স্বামীদের উপর 'প্রত্যক্ষ' কর ধার্য করিয়া অতি-হারে ভূমি-কর (land-tax) আদায় করা হইল, এই গুপ্ত সঞ্চয়-উৎসের উদ্‌যোজনের প্রকৃষ্ট উপায়—জাপানে এইরূপ কর-ব্যবস্থা উহার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল এবং রুশিয়া 'সমষ্টিগত' খামারের মাধ্যমে এই সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া উহার সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। কোনপ্রকার **বাধ্যতামূলক আদায়-ব্যবস্থা** অবলম্বন না করিলে এই গুপ্ত সঞ্চয়-বিভাগের উদ্‌যোজন অতিশয় দুরূহ।

পরিকল্পনার কার্যে নিয়োজিত 'বাড়তি' লোকদের **জাতীয়** উৎপাদন-বৃদ্ধির কার্যের ক্ষেত্রে এই গুপ্ত সঞ্চয়-বিভবের ব্যবহারিক প্রয়োগের আর একটি সমস্যা হইল, এই কর্মীদের কর্ম-যন্ত্র (tools-'সাধনি') সরবরাহের জন্য অর্থ-সংস্থানের সমস্যা। অনুন্নত জনবহুল দেশগুলিতে যন্ত্র-পাতির প্রয়োজন সমুন্নত দেশগুলির প্রয়োজন অপেক্ষা অবশ্যই কম; কারণ, শেষোক্ত দেশগুলির ন্যায় প্রথমোক্ত দেশগুলিতে বেশী পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত হয় না—জনাকীর্ণ গ্রামগুলির কৃষি-ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কর্ম-নিয়োগ যেরূপ কম, মূলধন-বিনিয়োগও সেরূপ কম থাকে। সুতরাং, কৃষি-ব্যবস্থার গাঠনিক উন্নতি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়া (যেমন জোতগুলির উপবিভাগ ও বিখণ্ডন-subdivision and fragmentation—নিষিদ্ধ করিয়া উহাদের একত্রীকরণ) অনিয়োজিত কর্ম-যন্ত্রগুলি সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার ন্যায় বৃহদায়তন পরিকল্পনার কার্যে নিয়োজিত শ্রমিকদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এই কর্ম-যন্ত্রগুলিকে 'সমাজের উপরাঙ্গিক মূলধন' (Social overhead capital) হিসাবে গণ্য হইবে।

এই ব্যবস্থার আর একটি সমস্যা হইল জনসংখ্যার 'বিস্ফোরণ' (population explosion), অর্থাৎ অতর্কিতে জন-সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি। এই ব্যবস্থায় জনগণের 'বাস্তব' আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে যদি জন-সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এই বর্ধিত আয় মূলধন-সংগঠনের কাজে লাগান যাইবে না। সুতরাং **প্রথম পর্যায়ে** বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধ-করণ, প্রজনন-নিয়ন্ত্রণ

প্রভৃতি পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়া জনসংখ্যা-বৃদ্ধি প্রতিহত করিতে হইবে, যাহাতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় মূলধন-সংগঠনে **সম্পূর্ণভাবে** নিয়োগ করা যায়। **পরে** অবশ্য, শিক্ষার প্রসার হইলে, গ্রামাঞ্চলগুলিতে শহরাঞ্চলের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইলে এবং তদ্দরুন জনগণের মনে জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি স্বতঃই প্রতিরুদ্ধ হইবে।

এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার প্রধান সহায় হইল মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে জনগণের স্বেচ্ছায় ত্যাগ-স্বীকারের প্রেরণা জাগ্রত না হইলে দেশে যতই কর-ব্যবস্থার অবলম্বন করা হউক না কেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই গুপ্ত সঞ্চয়-বিভবের অভিপ্রেত সমাহরণ সম্ভবপর হয় না—'উৎপাদক' কৃষকগণ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'ভরণ-পোষণের মূলধন' পাওয়া যায় না এবং অলসভাবে জীবনযাপনে চির-অভ্যস্ত অর্ধবেকার কৃষি-শ্রমিকদের পরিকল্পনার কার্যে নিয়োগ আশানুযায়ী হয় না। সুতরাং, উপযুক্ত ব্যাপক ও কার্যকরী প্রচার ব্যবস্থা দ্বারা জনগণের মনে উক্তরূপ প্রেরণার সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

মূলধন-সংগঠনের অন্যান্য সমস্যা।—উক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও মূলধন-সংগঠনের অন্যান্য সমস্যা রহিয়াছে—এই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান দুইটি সমস্যার আলোচনা নিম্নে সংক্ষেপে করা হইল :—

(ক) অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধনের সরবরাহ ক্রমাগত হ্রাস পাইবার যে প্রবণতা দেখা যায়, উহা বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা দূরীভূত করা যায় এবং এই মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন-বৃদ্ধি করা যায়। উৎপাদন-বৃদ্ধি পাইবে, জনগণের 'বাস্তব' আয় বর্ধিত হইবে এবং উহার দরুন সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে—ইহাই হইল, স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি সহজে হয় না। জনগণের সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য বা অভিলাষ আপেক্ষিত। বর্জিত (নিরপেক্ষ নয়)—অনুন্নত দেশের জনগণ সমুন্নত দেশের জনগণের উন্নততর জীবনযাত্রার মানের সহিত নিজেদের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিয়া নিজেদের জীবন যাত্রার মান অনুরূপ উন্নীত করিতে প্রয়াসী হয়; ইহার অর্থ হইল, তাহাদের ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সঞ্চয়-ক্ষমতা কমিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় মূলধন সংগঠনের প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে—অর্থাৎ আয়-স্তর ও জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক

বৈষম্য অনুন্নত দেশের জনগণের সঞ্চয়-প্রবণতার উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে ; ইহার ফলে জনগণের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত ভোগের ব্যাপারে তাহাদের কার্যাবলী (individual consumption functions) **অনন্য-সাপেক্ষ** না হইয়া পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। জনগণের এই অনুকরণ-প্রবৃত্তির আতিশয্যের দরুন সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে করারোপণ-নীতি গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং 'চল্‌তি' হিসাবে সরকারের ব্যয় করিবার যে তাগাদা জনগণকর্তৃক উত্থাপিত হয়, উহা অগ্রাহ্য করা সরকারের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। ভোগের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয়তা পরস্পর-সাপেক্ষ হয় বলিয়া বৈদেশিক সাহায্য বা বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইলেও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

(খ) অধিকন্তু, দরিদ্র জাতির মধ্যে 'আয় অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি' দেখা যায়—এই প্রবৃত্তিব দরুন স্ফীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে দেশের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সাম্যে প্রতিকূল অবস্থা চিরকাল বর্তমান থাকিয়া যায় এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন-সংগঠন ব্যাহত হয়।

মূলধন-সংগঠনের সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় ('উপরোক্ত' আলোচনার ভিত্তিতে) :—মূলধন-সংগঠন সমস্যার অঙ্গই হইল সঞ্চয়-সমস্যা। অনুন্নত দেশের মূলধন-সংগঠনের ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উক্ত সমস্যা-গুলির সমাধানের ব্যাপারে যে সব উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, উহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) **বৈদেশিক ঋণ বা দান**—গ্রামীণ কৃষি-শ্রমিকদের অর্ধ-বেকারাবস্থার ও গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থায় অনিয়োজিত মূলধনের মধ্যে যে সঞ্চয়-বিভব 'লুকায়িত' রহিয়াছে, উহার বাস্তবক্ষেত্রে সমাহরণ ও নিয়োগের এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের 'ঘাট্‌তি' পূরণ করার সমস্যা বৈদেশিক ঋণ বা দানের মাধ্যমে (আধুনিক শিল্পবিজ্ঞান এবং উহার শিক্ষণ-ব্যবস্থা সহ এই দান পাইলে আরও উপকার হয়) সমাধান করা সম্ভবপর ; কিন্তু যদি এমন উপযোগী **রাজস্ব ও অর্থ-সংক্রান্ত নীতি** গৃহীত না হয়, যাহার ফলে এই বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য ভোগ-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হইয়া পরিকল্পনার বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়, তবে এই বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা অর্থনীতিক

উন্নতি-সাধন ত্বরান্বিত হইলেও স্বতঃই মূলধন-সংগঠন সমস্যার সমাধান হয় না।

(খ) **দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অনুকূল শর্ত**—বাণিজ্যের অনুকূল শর্তের মাধ্যমেও বৈদেশিক সম্পদ পাওয়া যায়। এই বৈদেশিক সম্পদ অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, যদি এই সম্পদের অনুপূরক হিসাবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। উপযোগী **রাজস্ব** ও **অর্থ-সংক্রান্ত** নীতির মাধ্যমে **সঞ্চয় বাধ্যতামূলক** না করিলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে না—বিলাস-দ্রব্যের এবং অনাবশ্যক পণ্যের আমদানির উপর এরূপ কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করিতে হইবে, যাহাতে দেশের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল (favour ıble balance of trade) হয়।

(গ) **উৎপাদন-বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয়-সামর্থ্যের সৃষ্টি ও জন-সংখ্যার নিরোধ**—দেশের সঞ্চয়-বিভব গ্রামীণ অর্ধ-বেকারাবস্থায় এবং বিশেষাধিকারী (privilged) শ্রেণীদের ভোগের ক্ষেত্রে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষেতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় সঞ্চয়-সামর্থ্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে 'প্রান্তিক' অঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে ; কিন্তু **জন-সংখ্যা-বৃদ্ধি** কার্যকরীভাবে প্রতিহত না করিলে এই অনুপাত বর্ধিত হইবে না—সঞ্চয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত জনসংখ্যার ভোগে ব্যয়িত হইবে।

(ঘ) **লোক-শিক্ষা ও সরকারের করারোপণ ও বাধ্যতামূলক ঋণ-দান ব্যবস্থা ঃ—**

আয় বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে এবং ভোগের 'প্রান্তিক' প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে—ফলে, স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব কমই হইবে। এমতাবস্থায় লোকদিগকে **কঠোরব্রতী ও মিতব্যয়ী** হওয়ার শিক্ষা ও উপদেশ দিতে হইবে এবং সঙ্গে সরকারকে **ক্রমবর্ধমান হারে করারোপণের ও বাধ্যতামূলক ঋণ-দানের** ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—এই ব্যবস্থাই হইবে সরকারের রাজস্ব-নীতির অঙ্গ যেমন জাঁপানে করা হইয়াছিল। জনগণের যথেচ্ছ কার্যে সরকার হস্তক্ষেপ না করিলে মূলধন সঞ্চয়ের গতি উন্নয়ন-গতির অনুরূপ দ্রুত হইবে না। কেবল স্ফীতি ও অবসার নিরোধক রাজস্বনীতির অবলম্বন দ্বারা অনুন্নত দেশের মূলধন-সংগঠন সমস্যার সমাধান করা যায় না। (লর্ড কীন্‌সও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন)—

ধনীদের উপর উচ্চহারে ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের নীতি ও বাধ্যতামূলক ঋণ-দান ব্যবস্থার মাধ্যমে সঞ্চয় বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবলম্বিত ব্যবস্থা আলোচনা করিলে উক্ত যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। **জাপানে** সরকার উচ্চহারে **ভূমি-কর** আরোপণ করিয়া এবং বাধ্যতামূলক **ঋণ-দান** ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা **সরাসরি** উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। রুশিয়া **বাধ্যতামূলক সমষ্টিগত সঞ্চয়ের** মাধ্যমে মূলধন-সংগঠন সমস্যার সমাধান করিয়াছে—অবশ্য এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভবপর নয়। লাটাভিয়া ও পোল্যাণ্ড সরকার আয়-ব্যয়কের উদ্বৃত্ত হইতে সঞ্চয়ের সৃষ্টি করিয়া উহা ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পপতিগণের হাতে প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাতে এই সঞ্চয় দেশের সমগ্র অর্থনীতি ক্ষেত্রে মূলধন হিসাবে বিনিয়োজিত হয়—সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগের এই প্রকার সহযোজন একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অত্যাবশ্যক, কিন্তু অনুন্নত দেশে এইরূপ সহযোজন তত সহজ নয়, কারণ অনুন্নত দেশের রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলিও অনুন্নত থাকে। করারোপণের প্রধান **আপত্তি** হইল, উহা কাজ ও সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধকস্বরূপ—সুতরাং আয়-কর হইতে ব্যয়-কর শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হয়।

(ঙ) **সমাজের উপরাঙ্গিক মূলধন কাঠামোর উন্নতি-সাধন ঃ—** সমাজের 'উপরাঙ্গিক মূলধনের' (Social overhead capital) একটি ক্ষুদ্রতম কাঠামো না থাকিলে অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধনের 'প্রান্তিক' উৎপাদন-ক্ষমতা এত কম হয় যে, উহা নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়া পড়ে। সরকারকে সড়ক, রেলপথ, পুল প্রভৃতির নির্মাণ-কার্যে এবং স্কুল, হাসপাতাল, জল-সরবরাহের কারখানা, শক্তি-উৎপাদন যন্ত্র প্রভৃতি স্থাপন-কার্যে রত হইতে হইবে। সুতরাং, মূলধন-সংগঠন সমস্যাটিকে 'প্রান্তিক' উৎপাদন-বৃদ্ধির সমস্যা বলিয়া ধরা চলে না—সমস্যাটি হইল, **'গাঠনিক পরিবর্তন ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের সমস্যা।'**

(চ) **মূলধন-সংগঠনে জনগণের উদ্দীপনা**—উপসংহারে বক্তব্য, যদি মূলধন-সংগঠন ব্যাপারে জনগণের ঐকান্তিক প্রেরণা জাগ্রত করা না যায়, যদি তাহারা উৎপাদনের ব্যাপকতার তাৎপর্য বুঝিতে না পারে, তবে মূলধন-সংগঠন কখনই স্থায়িভাবে সফল হয় না। মূলধন-সংগঠনকে এইরূপ

ব্যাখ্যা করা হয় যে, উহা 'সমাজের একটি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত প্রেরণা, যাহা সমাজের বিধান' এবং জনগণের চিন্তা ও কার্যধারার দ্বারা উদ্দীপিত হয়'। সুতরাং, মূলধন-সংগঠনের ও মূলধন-বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধাগুলি অনুন্নত দেশগুলির জনগণের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের মধ্যে মূলধন-সংগঠনের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়।